Boighar.com
বইঘর নিবেদন
ওয়েস্টার্ন
খোঁজ
গোলাম মাওলা নঈম
বইঘর
সেবা
প্রকাশন
বইঘর

Boighar.com

স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে পশ্চিমে চলে এসেছে অ্যাশলে ক্রুডার। মরতে এসেছে। সঙ্গে আছে ছেলেবেলায় উপহার হিসাবে পাওয়া দুর্লভ ও অভিনব থম্পসন রাইফেল।

বুনো পশ্চিমে এসে অসহায় বোধ করছে নিপাট ভদ্রলোক ও কেম্ব্রিজের অধ্যাপক 'বিদ্বান' ক্রুডার। একদল ফার শিকারীর সঙ্গে ভিড়ে গেল সে, এগিয়ে চলল অচেনা ও বিপদসঙ্কুল পথে। চারপাশে গিজগিজ করছে হিংস্র ও রক্তপিপাসু ইণ্ডিয়ান, মরণ ছোবল হানতে মওকা খুঁজছে। পিছু লেগেছে মেক্সিকান সেনাবাহিনী। প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে পড়ল পশ্চিমে অনভিজ্ঞ ও আনাড়ি ক্রুডারের। আচমকা দেখা পেয়ে গেল সুন্দরী এক যুবতীর। দু'শো বছরের পুরানো গুপ্তধন খুঁজছে মেয়েটা, উটকো যন্ত্রণা হিসাবে হাজির হয়েছে ওর ধড়িবাজ চাচা!

জীবন বাঁচানোর তাগিদে শুরু হলো প্রাণপণ লড়াই। এবার ক্রুডার আবিষ্কার করতে পারল আসলে কতটা সাহসী সে...

Boighar

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

বইঘর

ওয়েস্টার্ন

খোঁজ

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-8356-3

একশ' পনেরো টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

KHONJ
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

উৎসর্গ:

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনকালে পরিচয় ও অন্তরঙ্গ হওয়া চার ডাক্তার। অনেক দুর্ভোগ, বঞ্চনা এবং কষ্টের মধ্যেও শুধু এঁদের কারণেই শেষে মনে হয়েছে সময়টা মন্দ কাটেনি।

ডা. সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ
ডা. এস. এম. নাজমুল করিম
ডা. মুশফিক বিন বাকের শাকিব
ডা. খন্দকার আতিকুর রহমান

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে প্রতিলিপি তৈরি বা পিডিএফ করে ইন্টারনেটে প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at
boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা, ছন্নছাড়া। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস, মৃত্যুর স্বাদ। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক, রক্ষক, হনন। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রী। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ, আমি টাইগার বলছি। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা, নিয়তি। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু, খোঁজ। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক, টর্নেডো টেক্স। **আবু মাহদী:** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্‌। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল, কার্তুজ। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার। **তৌফির হাসান উর রাকিব:** ডুয়েল। **প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার:** দুঃস্বপ্ন। **মোঃ খালেদুল ইসলাম খান:** মরুঝড়।

ওয়েস্টার্ন

খোঁজ

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

এক

ওর নাম অ্যাশলে ক্রুডার। কয়েকদিন আগে মিসিসিপি নদী পেরিয়ে এসেছে, তারপর থেকে একাই পথ চলছে। পথে সঙ্গী পাওয়া দূরে থাক, কারও সঙ্গে দেখাই হয়নি। সামনে বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল। অ্যাশলের দৃষ্টি দিগন্তে, অস্তমান সূর্যের শেষ আলোক-রশ্মি যেখানে নিচু আকাশকে টকটকে লাল ও সোনা-রঙে রঞ্জিত করেছে; এমন অপূর্ব দৃশ্য কমই দেখা যায়। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, সূর্যকে প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। ত্রিশ বছরের জীবনে কখনও এত বড় সূর্য দেখেনি অ্যাশলে।

প্রিয় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে ও। বেঁচে থাকবার মতো কোন আনন্দ নেই। অনুপ্রেরণা নেই। উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে, গন্তব্য জানে না–জানতে চায়ও না–একেবারে অচেনা ও বুনো অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। কে জানে, হয়তো নিয়তির ডাকে! পথের শেষে কী আছে বা ওর ভাগ্যে কী ঘটবে, জানে না।

ক্রুডার পরিবারের মধ্যে অনিশ্চিত যাত্রার ইতিহাস রয়েছে। অ্যাশলে একা নয়, বরং ওর পূর্বসুরিরাও পশ্চিমে চলে এসেছে; হতাশা, দুঃখ, বিষাদ বা ব্যর্থতা ভুলতে পশ্চিমকেই তাদের কাছে সবচেয়ে সঠিক স্থান মনে হয়েছে।

নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পশ্চিমে যাত্রা করেছে অ্যাশলে, কিন্তু মনে দগদগে ঘা বা দুঃসহ স্মৃতি থাকবার পরও কি কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে? যা ভুলতে

চাইছে বা যার কারণে নিরন্তর বেদনা সইতে হচ্ছে, তা অগ্রাহ্য করে কী করে, যা হাড়-মাংস বা রক্তের মতো শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে? খোদ জীবনই যদি হয় এসব স্মৃতি, সেসব ভুলে গেলে প্রাণ থাকে কী করে?

অ্যাশলেকে বোকা ঠাউরেছে কেউ কেউ, বলেছে অনিশ্চয়তায় ভরা পশ্চিমে যাত্রা করে আসলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর অবশ্য পরোয়া নেই। যদি মৃত্যুই হয়, হোক না।

জীবন ওর কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে। প্রিয়তমা স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে অকালে হারিয়েছে। ছয় বছরের হাসি-খুশি ছেলেটা হতে পারত ক্রুডারদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, কিন্তু মা-কে জ্বলন্ত আগুন থেকে বের করতে গিয়ে নিজেও মরেছে।

নিজেকে নিঃস্ব ও রিক্ত মনে হয় অ্যাশলের। ভিতরটা পুরো ফাঁপা। সারা জীবন ধরে বিস্তর পড়াশোনা, নিরলস গবেষণা ও অধ্যবসায়ে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, তার সবই বিসর্জন দিয়ে এসেছে।

এখন ওর আছে শুধু ভাল একটা ঘোড়া, সাপ্লাইয়ের ছোট প্যাক, একটা দারুণ ছুরি আর *থম্পসন* রাইফেল। রাইফেলটা ছেলেবেলা থেকে ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। রাইফেল ও কয়েকটা মূল্যবান বই ছিল অ্যাশলে ক্রুডারের অতীতের নিদর্শন, যেগুলো লাগাতার প্রেরণা জুগিয়েছে ও অধ্যবসায়ী করেছে ওকে এবং কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি; তবে ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা পর্যন্ত...

ছেলেবেলায় এক সৈনিক ওকে দিয়েছিল রাইফেলটা। সংগ্রহে রাখবার মতো জিনিসই বটে। আসল মালিক ওটার মেকানিজমে কিছু কারিগরি ফলিয়েছিল—একেবারে সহজ করে তুলেছিল, ফলে অ্যাকশন হয়ে যায় খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের এবং কার্যকরী, যার কারণে নিঃসন্দেহে ওটাকে শতাব্দীর সেরা রাইফেল বলে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।

Boighar.com

১৭৭৬ সালের জুন মাসে উলউইচে অস্ত্রটার প্রদর্শনী করেন মেজর জেমস থম্পসন। চার বছর পর উত্তর ক্যারোলিনার কিং'স মাউন্টেনের যুদ্ধে নিহত হন তিনি।

আর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাশলেকে রাইফেলটা দিয়ে দেন মেজর থম্পসন। এত চমৎকার রাইফেল, নিজ হাতে ওটায় খোদাই নকশা করেছিলেন মেজর। ব্রীচে কার্তুজ ভরতে হয় এমন রাইফেলের প্রচলন তখন সবে শুরু হয়েছিল এবং ওটা ছিল প্রথম দিকের; মেকানিজম এত চমৎকার কাজ করে যে মিনিটের মধ্যে ছয়টা কার্তুজ ভরে গুলিও করা যায়। প্রায় দুই যুগ ধরে বিশেষ রাইফেলটা রয়েছে অ্যাশলের কাছে, কিন্তু এর সমকক্ষ বা তুলনা হতে পারে এমন দ্বিতীয়টি কখনও দেখতে পায়নি।

রাইফেল পাওয়ার ঘটনাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে ওর। এই এতদিন পরও—খুঁটিনাটি ভুলে যাওয়া দূরে থাক, বরং প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতিও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে—যেন সেই ঘটনা এ মুহূর্তে ঘটছে।

বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাশলে, হাতে ছিল ভারী মাস্কেট বন্দুক। ওটা দিয়ে একটা স্কুইরেল শিকার করেছিল। দেখল লাল কোট পরা সেনাবাহিনীর এক অফিসার মূল ট্রেইল ছেড়ে ওদের কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে।

সামনে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখল অফিসার, পরে মাস্কেটটা দেখল। 'বাছা, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের কুয়া থেকে পানি পান করতে পারব?'

কর্কশ ও পোড়খাওয়া চেহারা অফিসারের। শক্ত চোয়াল আর অন্তর্ভেদী চাহনি মানুষটার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্য দেয়।

'তোমরা ইংল্যাণ্ডের মানুষ আমাদের শত্রু বটে, স্যর,' তাকে বলল অ্যাশলে। 'কিন্তু পানি খেতে কাউকে বারণ করাও আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। তুমি বরং ভিতরে এসে বসো।'

বইঘর.কম

সন্দিহান চোখে বাড়ির দিকে তাকাল সৈনিক, ফাঁদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। তখন অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি অ্যাশলে, বরং পরে বুঝেছিল। মিত্রবাহিনী অর্থাৎ আমেরিকানদের কাছে খুবই ঘৃণ্য একজন মানুষ ছিল সে; বদমেজাজী না-হলেও নিষ্ঠুর ও একরোখা অফিসার হিসাবে তাকে ভয় পেত সবাই। যুদ্ধে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মিত্রবাহিনীর সমূহ ক্ষতি সাধন করেছিল।

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল অ্যাশলে, খানিকটা উপহাসের সুর ওর কণ্ঠে। 'ভিতরে আমার অসুস্থ মা শুয়ে আছে। মাত্রই সাপার তৈরি করতে যাচ্ছিলাম।' স্কুইরেলটা তুলে দেখাল ও, অহঙ্কারী ভঙ্গিতে তো বটেই।

শিকার করা স্কুইরেলটা দেখল সে, তারপর ফের অ্যাশলের দিকে ফিরল। কিছু বলল না। খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর কুয়ার কাছে গিয়ে স্যাডল থেকে নামল।

ততক্ষণে কুয়া থেকে পানি তুলে ফেলেছে অ্যাশলে। পানি-ভরা কলসিটা এগিয়ে দিল অফিসারের দিকে। বিড়বিড় করে ওকে ধন্যবাদ জানাল সে। ঠাণ্ডা পানি পান করল। কলসিটা আবার ভরে দিতে হলো।

'এ কুয়ার পানি খুবই মিষ্টি,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল অফিসার। 'এক লোকের কাছে শুনেছিলাম। মোটেই ভুল বলেনি সে।'

অ্যাশলের দিকে ফিরে সে দেখল রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তার ঘোড়াকে দেখছে বালক। আসলে চমৎকার ঘোড়া নয়, অফিসারের অস্ত্রশস্ত্র দেখে তাক লেগে গেছে অ্যাশলের। কোমরে তরবারী বহন করছে, স্যাডল-স্ক্যাবার্ডে রয়েছে জোড়া পিস্তল। তখনকার দিনে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়, এটাই স্বাভাবিক ছিল—বেশিরভাগ মানুষ স্ক্যাবার্ডে পিস্তল রাখত, যাতে চাইলেই চট করে বের করে গুলি করতে

Boighar.com

পারে। পিস্তল ছাড়াও দুটো রাইফেল রয়েছে তার সঙ্গে, যার একটা অয়েল-ক্লথ দিয়ে সযত্নে মোড়ানো।

'কী দেখছ, বাছা?'

'দুটো রাইফেল?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল অ্যাশলে। কোন সৈনিক দুটো রাইফেল বা একসঙ্গে পাঁচটা অস্ত্র রাখবে—এটা ওর কাছে নতুন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

নিঃশব্দে হাসল অফিসার, দৃষ্টি আটকে আছে অ্যাশলের হাতে ধরা মাস্কেটের উপর। 'তুমি যদি মান্ধাতার আমলের মাস্কেট দিয়ে স্কুইরেল শিকার করতে পারো, সেক্ষেত্রে বলতেই হবে তোমার হাতের টিপ অস্বাভাবিক রকমের ভাল।'

'লক্ষ্যভেদ না-করে উপায় নেই,' অকপটে বলল অ্যাশলে। 'পাউডার বা গুলি ফুরিয়ে গেলে তাজা মাংস খাওয়ার সুযোগ থাকবে না আমাদের, সজি খেয়ে বাঁচতে হবে।'

পানি পান শেষ করে ঘোড়াকে ট্রাফের কাছে নিয়ে গেল সে। 'আমি কি তোমার মাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারি, বাছা? অনুমতি না-দিলেও কিছু মনে করব না, এখান থেকেই নিজের পথে যাত্রা করব।'

কারও বাড়িতে এসে মহিলাদের শুভেচ্ছা জানানোর অর্থ হচ্ছে তাদের সম্মান করা, এটা জানে অ্যাশলে। 'আমার তো মনে হয় মা-র ভালই লাগবে, স্যর,' বলল ও। 'অতিথি আসে না বললে চলে, অথচ কেউ এলে মা কী যে খুশি হন! এখানে থিতু হওয়ার আগে শহরে ছিল মা, বাড়ি ভরা লোকজনের মধ্যে বাস করেছে।'

অ্যাশলের মা অসাধারণ সুন্দরী ছিল। এটা অবশ্য অনেক পরে বুঝেছে ও, যখন বহু মহিলাকে দেখেছে। তখন অসুস্থ ছিল মিসেস ক্রুডার। মুখ ফ্যাকাসে, ওজন কমে গেছে অনেক, জীর্ণ বিছানায় শুয়ে থাকে প্রায় সারাক্ষণ। তবে

বইঘর.কম

সবসময়ই যা দেখা যায়, সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি—চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা ছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করত। এ ব্যাপারে বেশ অনীহা ও অসন্তোষ ছিল অ্যাশলের—যেহেতু ওকেও ঠিক তেমনই থাকতে বলত মা। অভ্যাসটা অবশ্য চলে যায়নি, বরং এখনও যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকবার চেষ্টা করে অ্যাশলে।

ছোট্ট কেবিনে ঢুকল মেজর। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে বাউ করল মিসেস ক্রুডারকে। 'আমি মেজর থম্পসন, ম্যা'ম, মহামান্য রাজার দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সদস্য। লাইট ইনফেণ্ট্রি হাইল্যাণ্ডার। শত্রু জেনেও তোমার ছেলে আমাকে পানি খাইয়েছে। ভাবলাম তার মা-কে আমার সম্মান জানানো উচিত।'

'বসবে না, মেজর? কী লজ্জার কথা, তোমাকে পরিরেশন করবার মতো তেমন কিছু নেই ঘরে! তারপরও চায়ের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সময় হবে তোমার?'

'নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি! সত্যিকার বা বনেদী কোন ভদ্রমহিলার দেখা আমরা পাই না বললে চলে। সৈন্যদের জন্যে কঠিন সময় যাচ্ছে, ম্যা'ম।'

'প্রার্থনা করি, তোমাদের আরও কঠিন সময় আসুক, মেজর,' তিক্ত সত্যটা বলবার সময় স্মিত হাসল মিসেস ক্রুডার, হাসির কারণে বোধহয় তত কঠিন শোনাল না কথাটা। 'এই দেশে তোমাদেরকে ডেকে আনেনি কেউ, অনাহূত হয়ে এসেছ। আমার অন্য দেশের ক্ষেত্রেও তোমরা জোরপূর্বক ঢুকে গেছ।'

'তোমার *অন্য* দেশ, ম্যা'ম?' কথাটা বুঝতে পারেনি মেজর।

'আয়ারল্যাণ্ডে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, মেজর। বিয়ের পর সাগর পেরিয়ে এখানে এসেছি। ক্রুডার পরিবারের সঙ্গে

Boighar.com

আমাদের জানাশোনা ছিল।'

'জাতে আমি স্কটিশ। আয়ারল্যাণ্ডে যা ঘটেছে, এতে আমাদের অনেকেরই সায় বা অনুমোদন নেই, ম্যা'ম, কিন্তু আমরা তো নীতি নির্ধারণ করি না, ওটা রাজার ব্যাপার। এখানকার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। স্রেফ হুকুমের দাস আমরা, রাজার নির্দেশে লড়াই করছি, কারও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মূল্য নেই।'

'ভুল নীতি! এজন্যে নিশ্চয়ই পস্তাবে সে!' হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে গেল মিসেস ক্রুডার। 'আরে, কী করছি আমি! অতিথির সঙ্গে রাজনীতির তর্ক করা মোটেই শোভন নয়! অ্যাশ, দয়া করে আমাদের জন্যে চা ঢালবে?'

লালচে-সোনালি মিসেস ক্রুডারের চুল, পরিপাটি করে বাঁধায় অপূর্ব লাগছে তাকে, এমনকী রুগ্ন হওয়ার পরও। গায়ে রেশমী একটা জ্যাকেট চাপিয়েছে। ফ্রান্স থেকে আনা হয়েছিল ওটা, যখন ক্রুডারদের সুসময় ছিল।

'কিছু মনে কোরো না, ম্যা'ম,' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল মেজর। 'কিন্তু এখানে একজন লেডিকে দেখতে পাব বলে আশা করিনি। বিশেষ করে এমন বনেদী ও সম্ভ্রান্ত...'

'বংশই কি সব, মেজর?' বাধা দিল মিসেস ক্রুডার। 'আমার তো মনে হয় মানুষের স্বভাবই তাকে বিশেষত্ব এনে দেয়, বাইরের দুনিয়ায় আলাদা ভাবে চিনিয়ে দেয়। আমরা যারা আয়ারল্যাণ্ড থেকে এ দেশে এসেছি, নামের আগে শুধু "ও" বা "ম্যাক" উপাধিই নয়, বরং এরচেয়ে অনেক বেশি কিছু ছেড়ে এসেছি, কিন্তু আত্মমর্যাদা বা সৌজন্য কোনটাই ত্যাগ করিনি, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

গায়ের উপর চাপানো খসখসে কম্বলটা সযত্নে টেনে নিভাঁজ করতে সচেষ্ট হলো মিসেস ক্রুডার, যেন ওটা সাটিনের তৈরি। 'তুমি কি অনেক দূরে যাবে, মেজর?'

'হ্যাঁ, দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। বোধহয় বিশ মাইল দূরে

বইঘর.কম

আছে ওরা।' যেন মনে পড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেজর থম্পসন। 'থেকে গেলেই বোধহয় ভাল হতো, কিন্তু দূরের পথ। যেতে সময় লাগবে।' সামান্য দ্বিধা করল সে, তারপর বলল: 'চিন্তা কোরো না, ম্যা'ম, বেশিদিন তোমাদের জ্বালাতন করব না আমরা। যুদ্ধ শেষ হলো বলে। দারুণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছ তোমরা। তা ছাড়া, খোদ ইংল্যাণ্ডেও এ নিয়ে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।'

'ভালই হবে তা হলে,' স্মিত হেসে বলল মিসেস ক্রুডার। 'ফের যদি এ-পথে আসো, আগেই নিমন্ত্রণ দিয়ে দিলাম। আসবে কিন্তু! ধর্মের দীক্ষায় শত্রুকে ক্ষমা করে দিতে শিখেছি আমরা, মেজর, তোমাকেও ক্ষমা করে দিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর, অ্যাশলের দিকে ফিরল। 'ওর বাবা কোথায়? বাড়ি ফিরতে নিশ্চয়ই দেরি হবে না?'

'যুদ্ধে নিহত হয়েছে সে, মেজর।'

সেকেণ্ড কয়েক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেজর, তারপর নিচু স্বরে জানতে চাইল: 'কোন সাহায্য লাগবে, ম্যা'ম?'

'না, ধন্যবাদ, মেজর। আমার ছেলে একাই একশো, সবকিছু দারুণ ভাবে সামাল দিচ্ছে ও।' শীর্ণ একটা হাত করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিল মহিলা। 'এদিকে এলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে। শুভ কামনা রইল তোমার জন্যে।'

হাতটা ধরল মেজর, নিচু হয়ে আলতো চুমো খেল মিসেস ক্রুডারের হাতের উল্টো পিঠে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ম্যা'ম। আতিথেয়তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।' এক পা পিছিয়ে এল সে, মহিলার হাত ছেড়ে দিয়ে আরও এক পা পেছাল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। বাইরে গিয়ে মাথায় চাপাল হ্যাটটা।

মেজর যখন ওর মা-র হাতে চুমো খাচ্ছিল, হতভম্বের

Boighar.com

মতো তাকিয়ে ছিল অ্যাশলে, বিশ্বাসই করতে পারছিল না, কারণ ওর ধারণা ছিল এটা শুধু রাজা বা অতি সম্ভ্রান্ত মানুষদের ব্যাপার এবং প্রাসাদ ছাড়া অন্য কোথাও কেউ এ সৌজন্য দেখায় না।

'মি. থম্পসনকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো, অ্যাশ,' ছেলেকে নির্দেশ দিল মিসেস ক্রুডার। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি সত্যি নিপাট ভদ্রলোক সে এবং আচরণেও তা প্রকাশ করেছে।'

বেরিয়ে গিয়ে ফটক খুলে দিল অ্যাশলে।

স্যাডলে চেপে হাতে লাগাম তুলে নিল মেজর থম্পসন। 'তোমার মা খুবই সম্মানিত একজন লেডি, বাছা, মহিয়সী নারী। এভাবে এখানে পড়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না ওর, এরচেয়ে ঢের ভাল জীবন প্রাপ্য তার।'

স্যাডল থেকে ভারী কাগজে মুড়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিল মেজর, ধীরে ধীরে মোড়ক খুলল। আনকোরা ও অব্যবহৃত সুদৃশ্য অস্ত্রটা দেখে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল অ্যাশলে। বাঁটে নকশা করা এবং নলের মুখে রুপোর প্রলেপ লাগানো। লোভনীয় বললে কম বলা হয়, বরং যে-কারও গর্বের জিনিস হতে পারে এটা।

'চমৎকার জিনিস, না? আমার নিজের জন্যে তৈরি করেছি, শুধু নিজের জন্যে।' কীভাবে ওটা লোড করতে হয় মেজর দেখিয়ে দিল, এই প্রথম ব্রীচ-লোডিং রাইফেল দেখল অ্যাশলে। 'মেকানিজম আমার নিজস্ব উদ্ভাবন, সাধারণ রাইফেল থেকে একটু ভিন্ন,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আমার মন বলছে বেশিদিন এটা ব্যবহার করবার সুযোগ হবে না, কার না কার হাতে পড়ে যায় তখন! তোমার মতো চমৎকার ছেলে, যে ভাল অস্ত্রের কদর বোঝে এবং মায়ের প্রতিও যার অপরিসীম মমতা ও দায়িত্ব রয়েছে, তার কাছে মাস্কেটের বদলে বরং এমন একটা রাইফেলই থাকা উচিত।'

বইঘর.কম

হাঁ হয়ে গেছে অ্যাশলে, মুখে কথা সরছে না। 'এটা...এটা আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, স্যর!?' কোনরকমে কথাগুলো বের হলো বটে, তবে অ্যাশলের নিজের কানেও অস্পষ্ট শোনাল।

'হ্যাঁ,' মোড়ক সহ রাইফেলটা ওর হাতে তুলে দিল মেজর।

'স্যর,' সন্তানকে যখন প্রথম কোলে তুলে নেয় বাবা, ঠিক সেভাবে অসীম যত্নের সঙ্গে রাইফেলটা দু'হাতে ধরে রেখেছে ও। 'আমি এটা নিতে পারব না। মা শুনলেই বকাঝকা করবেন। পাওনা না-হলে কারও কাছ থেকে কিছু নিতে নেই।'

'রাখো, বাছা। বলেছি না, আমি হয়তো চলে যাব? অস্ত্রটা ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না।' স্যাডলব্যাগ থেকে পাউডার আর কিছু কার্তুজ বের করে অ্যাশলেকে দিল মেজর। 'এগুলোও নাও। যা বুঝতে পারছি, রাইফেলটা আমার চেয়ে তোমারই বেশি দরকার হবে। হয়তো এমন এক জায়গায় চলে যাব যেখানে এটা কোন কাজে লাগবে না।

'ওটার যত্ন নিয়ো, বাছা, আর আগলে রেখো। তা হলে সময়ে তোমাকেও চোস্ত সেবা দেবে ওটা। বিনিময়ে শুধু একটাই চাওয়া আছে আমার। সবসময় নিজের কাছে রেখো আর রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরো না।'

ট্রেইলের বাঁকে মেজর থম্পসনের অবয়ব হারিয়ে যাওয়ার পর কেবিনে ফিরে এল অ্যাশলে। উপহারটা মা-কে দেখাল ও, কিন্তু খানিকটা হলেও অসন্তোষের সুরে ভর্ৎসনা করল মিসেস ক্রুডার। 'সমমূল্যের জিনিস দেয়ার সামর্থ্য না-থাকলে কারও কাছ থেকে কিছু নেয়া কখনোই উচিত নয়। কিন্তু কখনও কেউ যদি উপহার দেয়, সেটা অবশ্যই সম্মানের সঙ্গে নেয়া উচিত।'

Boighar.com

বালিশে হেলান দিল মিসেস ক্রুডার। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এখনই তাকে সুখী ও কিছুটা সুস্থ দেখাচ্ছে। কারণটা জানে অ্যাশলে। খুব কমই অতিথি পায় ওরা, তাও সবাই স্থানীয় লোক। এরা অবশ্য সবাই সৎ ও ভালমানুষ, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে এমন মানুষ আসে না বললেই চলে, আর সাগরের ওপাশের বড় শহরের মানুষের উপস্থিতি কল্পনাতীত ব্যাপার।

কয়েক সপ্তাহ পর কিং'স মাউন্টেনের কাছে দুই পক্ষের তুমুল লড়াইয়ের খবর পেল অ্যাশলেরা এবং এও জানল সেই লড়াইয়ে নিহত হয়েছে মেজর থম্পসন।

পরেও অবশ্য তার সম্পর্কে শুনতে পেয়েছিল ওরা, যেহেতু দুই পক্ষেই মেজরের গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না। অভিজাত এক স্কটিশ পরিবারের সন্তান ছিল সে, মৃত্যুর সময় মাত্র ছত্রিশ চলছিল বয়স। সেনাবাহিনীতে একুশ বছর চাকরি করেছে।

অ্যাশলেকে দেয়া রাইফেলটার কার্যকারিতা বা উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। নিয়মিত শিকার করেছে অ্যাশলে, ঘরে মাংসের জোগান নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি কখনও। অবিশ্বাস্য ওটার যথার্থতা, নিয়মিত ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠল অ্যাশলে, রিলোড করতে খুব কম সময় নিত। প্রতিবারই যখন রাইফেল ব্যবহার করেছে, মন থেকে মেজর থম্পসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ও, কৃতজ্ঞ বোধ করেছে।

বসন্ত সৌভাগ্য নিয়ে এল ক্রুডারদের জন্যে। আয়ারল্যাণ্ডের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকা পেল মিসেস ক্রুডার। বোস্টনের কাছাকাছি চলে এল ওরা। বলা বাহুল্য সঙ্গে থম্পসন রাইফেলটা নিয়েছে অ্যাশলে।

বাড়ি থেকে বনের দূরত্ব বেশি নয়, এবং প্রায়ই শিকার

বইঘর.কম

করত অ্যাশলে। স্কুলে ভর্তি হলো, পড়াশোনা করল মনোযোগ দিয়ে। ওর জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হলো নানা বই পড়ে, কারণ প্রায় এক বছর আইন বিষয়ে পড়াশোনা করল ও। ইচ্ছে ছিল আইনজ্ঞ হবে, কিন্তু টিমথি ডোয়াইটের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওর জীবনের লক্ষ্য বদলে গেল। তখনই উপলব্ধি করল শিক্ষক বা ইতিহাসবিদ হওয়া উচিত ওর।

হলোও তাই।

অথচ এখন, বুনো এলাকায় পাড়ি জমিয়েছে ও, এমন জায়গায় যাচ্ছে যেখানে কদাচিৎ সাদা মানুষের পা পড়ে। মাইলের পর মাইল যাওয়ার পরও লোকের দেখা পাওয়া যায় না। পশ্চিমের এ অঞ্চল এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, আক্ষরিক অর্থে এখানে সাদা মানুষের চলাচল নেই বললে চলে। শিক্ষকতা বা ইতিহাসের জ্ঞান কোন কাজে আসবে না, বরং প্রকৃতির শিক্ষাই একমাত্র পাথেয় হতে পারে।

সূর্য ডুবে গেছে, তবে দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি এখনও। মিনিট বিশ পর অন্ধকার নামবে, অথচ এখনও ক্যাম্প করবার মতো জায়গা খুঁজে পায়নি অ্যাশলে ক্রুডার। পাবে কীভাবে, বন্ধুর পাহাড়ি এলাকায় নিরাপদে রাতটা কাটিয়ে দেয়ার মতো জুতসই জায়গা এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

সহসাই, যেন ইচ্ছে প্রকাশ করা মাত্র পেয়ে গেল, নিচু পাহাড় সারির মাঝে ভাঁজ দেখতে পেল অ্যাশলে। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢাল শেষ হয়েছে এক চিলতে বনে, ছায়া ঘনাচ্ছে জায়গাটায়। ওর মনে হলো পানির কুলকুল ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। বাতাস আর্দ্র।

বহুবার ওকে সতর্ক করে দিয়েছে লোকজন। পর্যাপ্ত ওঅটর হোল নেই, চাহিদা বেশি বলে বেশিরভাগ সময় পানি পাওয়া যায় না ওগুলোয়; এবং এমন বৈরী ও বুনো এলাকায়

Boighar.com

যে-কোন সময়ে মৃত্যু হানা দিতে পারে। তবে গ্রাহ্য করেনি অ্যাশলে। ছেলেবেলা থেকে শিকার করেছে ও, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকবার সামর্থ্য অর্জন করেছে; যতই উচ্চশিক্ষা নিক, ছেলেবেলার সে-সব শিক্ষা ভুলে যায়নি, কিংবা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে গিয়ে সব ইন্দ্রিয় বা সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাও হারিয়ে ফেলেনি। পোড়া কাঠ থেকে তৈরি ধোঁয়ার গন্ধ ঠিকই আবিষ্কার করল ওর নাক, লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল অ্যাশলে, কান পাতল।

প্রথমে শুনতে পেল না, কিন্তু মনোযোগ দিতে ঘোড়ার ঘাস মুখে টেনে নেয়ার কপ্-কপ্ শব্দ আর আগুনে জ্বলন্ত কাঠের মৃদু টোকার মতো আওয়াজ কানে এল। স্টিরাপের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, গাছের ফাঁকফোকর গলে সামনে তাকাল, কিন্তু এক স্যাডলে প্রতিফলিত হওয়া ক্ষীণ ও অনুজ্জ্বল আলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

ইণ্ডিয়ানরা কখনও স্যাডল ব্যবহার করে না। তারমানে সামনের ক্যাম্পে যে-ই থাকুক, সে ইণ্ডিয়ান নয়। এতে অবশ্য খুব নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। দুনিয়ায় ইণ্ডিয়ান ছাড়াও বিপজ্জনক বা বদ স্বভাবের মানুষের অভাব নেই, বরং বেশিই আছে।

রাইফেল হাতে ঘোড়াকে হাঁটাল অ্যাশলে, যে-কোন ক্যাম্পে ঢুকবার আগে সাড়া দেয়ার রীতি অনুসরণ করল: ‘হ্যালো, কেউ আছ?’

‘হয় খালি হাতে ঢুকবে,’ সোজাসাপ্টা স্বরে জানিয়ে দিল প্রায় কর্কশ একটা কণ্ঠ। ‘নইলে বুকে গুলি খেয়ে মরবে!’

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল অ্যাশলে। ‘রাইফেলটা হাতে নিয়েই ক্যাম্পে ঢুকব, বন্ধুরা,’ অনুত্তেজিত স্বরে জবাব দিল ও। ‘তোমাদের যদি গোলাগুলি করবার ইচ্ছে থাকে, শুরু করতে পারো।’

চাপা স্বরে হেসে উঠল কেউ, তারপর হাসতে হাসতে

বইঘর.কম

বলল: ‘ত্যাড়া লোকের পাল্লায় পড়েছি মনে হচ্ছে! যাক্‌গে, তুমি যেই হও, নিশ্চিন্তে চলে এসো। গোলাগুলি করবার ইচ্ছে নেই আমাদের।’

আগুনকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন লোক। দু’জনের হাতে রাইফেল রয়েছে। প্রত্যেকের পরনে বাকস্কিন। চেহারা-সুরতে স্পষ্ট যে এরা পোড়খাওয়া মানুষ, পশ্চিমে অভিজ্ঞ। এদের ভিড়ে অ্যাশলেকে বিসদৃশ ঠেকবে, যেহেতু ওর পরনে পেতলের বোতাম দিয়ে তৈরি নীল কোট, তলায় ঝালর দেয়া ধূসর পেন্টালুন আর সাদা ক্রেভেট*। মাথার হ্যাট ইংরেজদের মতো—গোলাকার, তবে হাল ফ্যাশনের। সাধারণত উঠতি বয়সের ফ্যাশন-সচেতন যুবকরা এ ধরনের হ্যাট পরে। তবে পোশাক বা চেহারা নয়, প্রায় প্রত্যেকের দৃষ্টি আটকে গেল অ্যাশলের হাতের রাইফেলটায়।

থম্পসন রাইফেলটা দৈর্ঘ্যে বড়জোর ত্রিশ ইঞ্চি হবে, অথচ এদের রাইফেলগুলোর কোনটাই চল্লিশ ইঞ্চির কম নয়।

‘চলে এসো, স্ট্রেঞ্জার,’ আহ্বান করল একজন। ‘দেখে তো মনে হচ্ছে লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছ।’

‘ঠিকই ধরেছ,’ রাইফেল হাতে স্যাডল ছাড়ল অ্যাশলে, সতর্ক ও-লোকগুলো আর নিজের মাঝে রেখেছে ঘোড়াকে।

প্রায় নিঃশব্দে হাসল একজন। ‘তুমি দেখছি খুবই সাবধানী মানুষ। এ ধরনের লোকই আমার পছন্দ।’

ঘোড়াকে বেঁধে তার দিকে এগিয়ে গেল অ্যাশলে। ‘তুমি যতটা সতর্ক বলছ, মনে হয় না তত সাবধানী লোক আমি। বরং আমার সব বন্ধুর মতো এ ধরনের জায়গায় একাকী এসে চরম ভুলই করেছি।’

‘তুমি *একা?*’ দারুণ বিস্মিত মনে হলো সবাইকে।

---

* ক্রেভেট (Cravat): গলবন্ধ; নেক-টাইয়ের বদলে ব্যবহৃত রুমাল

Boighar.com

‘ব্যাপারটা বিশ্বাস করবার মতো নয়, কারণ সবচেয়ে কাছের বসতি এখান থেকে অন্তত চারদিনের পথ।’

‘তোমার যে ঘোড়া…ওটার জন্যে অবশ্য তিনদিনের পথ,’ শুধরে দিল একজন। ‘পশু-পাখি বা পোকা-মাকড় ছাড়া তোমাকে প্রথম জীবিত প্রাণী দেখলাম।’

হাতের রাইফেলে আদুরে চাপড় দিল অ্যাশলে। ‘যতক্ষণ এটা সঙ্গে আছে, নিজেকে আমি একা বলতে রাজি নই।’

থম্পসনটার দিকে ইঙ্গিত করল মোটাসোটা একজন, সে-ই প্রথম কথা বলেছিল। ‘এমন জিনিস কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। একটু ধরে দেখতে পারি?’

এবার অ্যাশলের নিঃশব্দে হাসবার পালা। ‘বন্ধুরা, সবার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি, চেনা-জানাহীন একাধিক লোকের সামনে রাইফেল হাতছাড়া করবার মতো বেকুব বা আনাড়ি নই আমি, যদিও পশ্চিমে কিছুটা হলেও আনাড়ি বলা যাবে।’

রাইফেলটা তুলে দেখাল অ্যাশলে, সবাই যাতে ভাল মতো দেখতে পায়। ‘এটা একটা থম্পসন রাইফেল। এর আবিষ্কারক নিজে আমাকে এটা দিয়েছিল, আমার বয়স তখন সাত। এটা দিয়ে যেমন দ্রুত গুলি করা যায়, তেমনি নিশানাও অব্যর্থ।’

ইণ্ডিয়ানের পাশে বসা ছিপছিপে দেহের, গাঢ় চেহারার এক যুবক সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। ‘থম্পসন রাইফেলের কথা শুনেছি আমি। মিনিটে নাকি অন্তত ছয়টা গুলি করা যায়।’

‘উঁহুঁ, ঠিকমতো চর্চা করলে আটটা গুলি করা সম্ভব,’ জানাল অ্যাশলে। সবার উপর দৃষ্টি চালিয়ে নিজের পরিচয় দিল। ‘আমার নাম অ্যাশলে ক্রুডার। পশ্চিমে রকি পর্বতমালার দিকে যাচ্ছি। তোমরা কি ওদিকে কোথাও

বইঘর.কম

যাচ্ছ? সেক্ষেত্রে, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেয়া যেতে পারে।'

গাঢ় চেহারার যুবক উঠে দাঁড়াল। 'আমি জেস ব্রায়ান। তুমি কি আদি নিবাস থেকে এসেছ?'

'আমার মা-র জন্ম সেখানে। দাদারও।'

'বসে পড়ো, অ্যাশলে ক্রুডার। খাওয়ার ফাঁকে পশ্চিমের ক্যাম্পে যা করি আমরা, নানা বিষয়ে গল্প করা যাবে। যার হাতের রাইফেল দিয়ে মিনিটে আটটা গুলি করা যায়, আমার তো মনে হয় পশ্চিমের যে-কোন ক্যাম্পে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে সবাই।'

একবাক্যে সায় জানাল সবাই। শুধু ইণ্ডিয়ান লোকটাকে নিস্পৃহ দেখাচ্ছে, এক দৃষ্টিতে অ্যাশলের রাইফেলটা দেখছে সে, চোখ সরাচ্ছে না বললে চলে।

এ ধরনের একটা রাইফেলের মালিক হতে পারলে ইণ্ডিয়ান সমাজে বিশেষ সমীহ অর্জন করবে যে-কোন রেডস্কিন।

ব্যাপারটা মনে রাখবার মতো।

দুই

সকালে আগুনের কাছে যখন গেল অ্যাশলে, সমালোচনার দৃষ্টিতে ওর পরনের পোশাক নিরীখ করল জেস ও'ব্রায়ান, ভ্রূ কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু স্বরে বলল: 'কিছু মনে কোরো না, কিন্তু না-বলেও পারছি না–বুনো এলাকায়

Boighar.com

চলাফেরা করবার মতো উপযুক্ত পোশাক পরোনি তুমি। তোমার কি আদৌ কোন ধারণা আছে কোথায় যাচ্ছ বা কীসের মধ্যে গিয়ে পড়বে? ফার শিকার করতে পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা। যাচ্ছি বটে, কিন্তু নিজেরাও জানি না আদৌ কী পাব সেখানে।'

আগুনের দিকে ঠাণ্ডা হাত দুটো বাড়িয়ে দিল অ্যাশলে। 'ছেলে বয়সে কম-বেশি বনে শিকার করেছি।'

'লুইস অ্যাণ্ড ক্লার্ক আউটফিটের কথা শুনেছ না? আমরা ঠিক করেছি ওরা যদি পশ্চিমে যেতে পারে তো আমরাও পারব। না-পারবার কিছু নেই। যেই কথা সেই কাজ। তবে ঠিক করলাম পথে কোন ভাবে ওদের সামনে পড়া যাবে না। ওদের অবশ্য আরও উত্তরে থাকবার কথা। হ্যারল্ড ম্যাককে যেহেতু আমাদের আগে ঠিক এ পথেই গেছে এবং ফারও শিকার করেছে, মনে হয় না ব্যর্থ হবো।'

'কাজটা সহজ হবে না,' স্বীকার করল অ্যাশলে, আগুনের উষ্ণতা উপভোগ করছে। 'স্পেনিশ সেনাবাহিনীর একটা দল সান্তা ফে থেকে মিসৌরির দিকে যাত্রা করেছিল, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ইণ্ডিয়ানদের হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একজনও বাঁচতে পারেনি।

'মেলেটরা দুই ভাই সহ আরও ছয়জন ঠিক ওই পথে গিয়েছিল। জনশ্রুতি আছে ওরাই প্ল্যাটের নামকরণ করেছিল। ট্রেইল হিসাবে এরচেয়ে বিপজ্জনক বা কঠিন আর হতে পারে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় ঠিকই পৌঁছতে পারব।'

জ্বলন্ত কাঠ নেড়েচেড়ে আগুন উস্কে দিল ও'ব্রায়ান। 'মজার কথা কী জানো, কোন মানুষ যখন নতুন কোথাও যায়, ভাবে তার আগে সেখানে কেউ যায়নি; কিন্তু গিয়ে দেখে অন্তত একজন হলেও আগে সেখানে পৌঁছে গেছে। কত পশ্চিমে যাবে তুমি? কেউ না কেউ ঠিকই চলে যায়,

বইঘর.কম

কোন বিপদই গ্রাহ্য করে না।' মুখ তুলে অ্যাশলেকে দেখল সে। 'অতটা পথ যাওয়ার ইচ্ছে কি আছে তোমার?'

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল অ্যাশলে। 'যাব। পিছনে এমন কিছু ফেলে আসিনি যার জন্যে মায়া হবে, জেস। একেবারে ঝাড়া হাত-পা, পিছুটান নেই। পশ্চিমের শেষ প্রান্তেও যদি যাও তোমরা, এতটুকু আপত্তি নেই...'

'শেষ প্রান্ত বলে কি আদৌ কিছু আছে?' সন্দিহান সুরে বলল জেস ও'ব্রায়ান। 'কার এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে? সাদা মানুষ কেন, খোদ ইণ্ডিয়ানরাও জানে না। নতুন বসতি খুঁজতে, ফার শিকার করতে বা স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় একটু একটু করে পশ্চিমে যাচ্ছে মানুষ, সীমানা বড় হচ্ছে; কিন্তু আদৌ এর শেষ কোথায় কেউ জানে না। এত বিপদসঙ্কুল পথ, ইণ্ডিয়ানদের হাতে বেঘোরে মারা পড়বার সম্ভাবনাও মানুষকে ঠেকাতে পারে না। এই আমাদের কথাই ধরো, কী এক নেশায় এগিয়ে চলেছি, কেউ জানি না আদৌ ফিরে আসতে পারব কি-না। প্রতিবার আরও দূরে, আরও পশ্চিমে যেতে হচ্ছে।'

'ফিরে আসতে পারব কি-না, এ নিয়ে ভাবনা নেই আমার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল অ্যাশলে।

ওর কণ্ঠের তিক্ততা ঠিকই খেয়াল করল ও'ব্রায়ান। ভুরু কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ, বুঝতে চাইল বোধহয়, শেষে শ্রাগ করল। 'তা হলে বেপরোয়া হওয়ার দরকার নেই তোমার। বেপরোয়া মানুষ ট্রেইলে স্রেফ বিপদ ডেকে আনে। ইনজুন এলাকায় গেলে চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, নইলে বেঘোরে মৃত্যু হতে পারে...মৃত্যু অবশ্য এমনিতেও হতে পারে। হয়ও।'

এক কাঠিতে মাংসের ছোট্ট চাক গেঁথে কয়লার মধ্যে মেলে ধরল সে। 'নতুন কিছু কাপড়-চোপড় দরকার তোমার। যা পরে আছে তাতে চলবে না, কয়েকদিনের মধ্যে

Boighar.com

নষ্ট হয়ে যাবে ওগুলো।'

'শিকার করতে পারলে পশুর চামড়া দিয়ে শার্ট আর লেগিংস তৈরি করে নেব।'

সন্দিহান দেখাল ও'ব্রায়ানকে। 'তাই করবে তুমি? নিজের হাতে ওসব বানাতে পারো?'

'ছেলেবেলায় শেষ তৈরি করেছিলাম, তারপর আর বানাইনি। একটা সময় গরিব ছিলাম আমরা, শিকার করবার জন্যে শার্ট বা মোকাসিন আমি নিজের হাতে তৈরি করতাম।'

এবার নিঃশব্দে হাসল জেস ও'ব্রায়ান। 'এক দিক দিয়ে অবশ্য শান্তিতে ছিলাম—জীবনে কখনও গরিবি হালে কাটাতে হয়নি।' ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে ইশারা করল সে। 'ভালমানুষ এরা। লম্বা যে লোকটা, ওর নাম হচ্ছে গ্রেগরি শোহান। কেন্টাকির লোক। তোমার সবচেয়ে কাছে যে শুয়ে আছে, ও হচ্ছে মাইকেল লবেল। গ্রেগের দেশী ভাই। গাঁট্টাগোট্টা, চওড়া কাঁধের লোকটা হচ্ছে টম স্কেরিট। কখনও বলেনি কোথায় ওর জন্ম, কেউ জানেও না, তবে ডেমিয়েন ক্রিমাল ভার্জিনিয়ান, আর জেক আবেল হচ্ছে বোস্টনের লোক।'

'আর ইণ্ডিয়ানটা?'

'অটি গ্রোত্রের।'

'অনেকদিন ধরে চেনো ওকে?'

'এদের সবার সঙ্গেই কয়েকদিনের জানাশোনা আমার। ডেমি ক্রিমাল আর আমি একসময় নিউ অর্লিয়েন্সে একসঙ্গে কাজ করেছি। এক মরশুমে শোহানের সঙ্গে উইনব্যাগো এলাকায় ফার শিকার করেছিলাম। অটি ইণ্ডিয়ান এসেছে প্ল্যাটে রিভার এলাকা থেকে। নদীটা সম্পর্কে বেশ জানে সে।'

একজন একজন করে আগুনের কাছে চলে এল সবাই। মাংস ঝলসে খেতে শুরু করল। সঙ্গে কড়া, কালো কফি।

বারবার অ্যাশলের দিকে চলে আসছে জেক আবেলের দৃষ্টি। মুখে কিছু প্রকাশ না-পেলেও বোস্টনিয়ানের মধ্যে কৌতূহল ঠিকই টের পাচ্ছে অ্যাশলে, জানে যে-কোন মুহূর্তে প্রশ্নটা আসবে। তাই তৈরি থাকল ও।

'তোমার নামটা খুবই অপ্রচলিত, বন্ধু,' মন্তব্যের সুরে বলল জেক আবেল।

শ্রাগ করল অ্যাশলে। 'ক্রুডার নামটা তো? অপ্রচলিত বললে বোধহয় ভুল হবে, মি. আবেল, কারণ কয়েক যুগ ধরে পশ্চিমে বাস করছে ক্রুডার পরিবার। এমনও জানি আমার এক পূর্বপুরুষ সেই ১৬০২ সালে আটলাণ্টিকের পুব তীরে বাস করত।'

সংক্ষিপ্ত হলেও দৃঢ় কণ্ঠের স্পষ্ট ও সোজাসাপ্টা জবাব, দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ রাখেনি অ্যাশলে, সরাসরি বলে দিয়েছে। চায় না ওর সম্পর্কে কারও মনে ভুল ধারণা থাকুক। যে অতীত পিছনে ফেলে এসেছে, সেটা ভুলতে চায় ও; এবং এও চায় না কেউ তা খুঁচিয়ে বের করুক। আবেল যেহেতু বোস্টনের মানুষ এবং গত কয়েক মাসের মধ্যে যদি সেখানে গিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারবে ফেলে আসা তিক্ত অতীত ভুলতে পারলেই স্বস্তি বোধ করবে অ্যাশলে।

একটু পর পশ্চিমে যাত্রা করল ওরা। অটি ইণ্ডিয়ান পথ দেখাচ্ছে–বেশ আগে-ভাগে রয়েছে, স্কাউট করছে। লম্বা লম্বা ঘাসঅলা প্রান্তর পাড়ি দিচ্ছে সে, হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ ঘাস ঠেলে এগিয়ে চলেছে পনিটা। কখনও কখনও প্রেয়ারির মুরগির দল হুট করে দেখা দিচ্ছে, পরমুহূর্তে হাওয়ায় উবে যাওয়ার মতো ঘাসের বুকে হারিয়ে যাচ্ছে। বহু দূরে চলন্ত কয়েকটা কালো বিন্দু চোখে পড়ল।

'মোষ,' জানাল শোহান। 'এত মোষ চোখে পড়বে যে গুনে শেষ করতে পারবে না, অ্যাশ। হাজারে হাজারে। মোষের এলাকায় চলে এসেছি আমরা। কত লক্ষ মোষ যে

Boighar.com

আছে!'

স্যাডল থেকে নিচু হয়ে এক মুঠো নীলরঙা কাণ্ডের ঘাস তুলে নিল গ্রেগরি শোহান। 'ঘাসগুলো দেখো! এ অঞ্চলকে কেউ কেউ বলে কি-না মরু অঞ্চল! বোকার হদ্দ ওরা। স্রেফ বেকুব। এখানে এসে দেখলে ধারণা পাল্টে যেত। যে জমিতে এমন সতেজ ঘাস জন্মে, সেখানে অনায়াসে রাই, গম বা বার্লি চাষ করা সম্ভব। আর ফলনও এত হবে যে তা দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষের ক্ষুধা মেটানো সম্ভব!'

'চাষ করবে কী, আগে তো টিকে থাকতে হবে,' শুকনো স্বরে বলল টম স্কেরিট। 'একে ইণ্ডিয়ান এলাকা, তায় একেবারে নির্জন। চোখ তুলে দেখো, আকাশ আর মাটি কোথাও মিলিত হয়নি। শত মাইল গেলেও একজন সাদা মানুষ দেখতে পাবে না! এমন নির্জনতার মধ্যে কেউ বাস করতে পারে? দু'দিন গেলেই একাকীত্বের ভারে হাঁসফাঁস উঠে যাবে।

'চেয়ে দেখো, দিগন্তের শেষ নেই। উর্বর জমি, কিন্তু এর শেষ নেই। দিনের পর দিন চলবে, গন্তব্য খুঁজে পাবে না। মোষ, অ্যান্টিলোপ বা গাছগাছড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। উঁহুঁ, আছে, বাতাস। প্রেয়ারির মাতাল বাতাস। থাকবার জন্যে এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না, কিন্তু অ্যাশ, বিশ্বাস করবে কি-না জানি না, সত্যি কথা হচ্ছে এই শূন্যতা ও বিশালত্বেও মানুষ ভড়কে যায়। অমন বহু লোক দেখেছি। কিছুদিন থাকবার পর হাঁপিয়ে ওঠে ওরা, লোকালয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে এবং শেষে সব ফেলে চেনা গ্রামে বা শহরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে! বিস্তীর্ণ এ অঞ্চলের সঙ্গে শুধু রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল বা সাহারা মরুভূমির তুলনা হতে পারে।'

'আর্জেণ্টিনায় মাম্পা বলে ঠিক এমনই বিস্তীর্ণ একটা জায়গা আছে,' বলল অ্যাশলে। 'আমি কখনও যাইনি, তবে

ওটার কথা শুনেছি।'

'হয়তো,' সন্দিহান সুরে বলল স্কেরিট। 'তবে আমার ধারণা এ ধরনের বিস্তীর্ণ জমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এটা অবশ্য স্রেফ আমার ধারণা, ভুলও হতে পারে। সাহারা মরুভূমির সঙ্গে তুলনা হতে পারে, কিংবা রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলও বিস্তীর্ণ, কিন্তু ওই দুটো বাদে মনে হয় না পশ্চিমের সঙ্গে তুলনা করবার মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চল কোথাও আছে। কয়েকজন রাশিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, বিস্তর গল্পও করেছি। ওদের কথায় মনে হয়েছে পশ্চিমের মতোই বিস্তীর্ণ কিছু জায়গা আছে সেখানে।'

অ্যাশলের চিন্তা অবশ্য অন্যদিকে চলে গেছে, সাবধানী মানুষ বলে অটি ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কেউ কেউ খুঁতখুঁতে বা সন্দেহবাতিক মনে করতে পারে ওকে, কিন্তু বরাবরই একটু সতর্ক মানুষ ও, এবং কিছুটা অবিশ্বাসীও বটে–যেহেতু সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। অতি বা অল্পতে বিশ্বাসী মানুষকে ঠকতে হয়।

'অটি ইণ্ডিয়ান আমাদের কথাবার্তা বুঝতে পারে কেমন?' গ্রেগ শোহানকে জিজ্ঞেস করল অ্যাশলে।

'মনে হয় না খুব বেশি, তবে কোন রেডস্কিন সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলবার উপায় আছে? কী জানো, ইণ্ডিয়ানদের স্বভাবই হচ্ছে সাদা মানুষের সামনে খুব কম কথা বলা, অথচ মনোযোগ দিয়ে শুনবে সব। কোন কিছুই ওদের কান বা দৃষ্টি এড়ায় না। চট করে শিখেও নেয় যে-কোন কিছু।

'আমাদের মতো শিক্ষা নেই বটে, ক্রিশ্চিয়ান রীতিতেও বড় হয় না, কিন্তু প্রজ্ঞা বা সহজাত প্রবৃত্তি কোনটারই কম থাকে না ওদের মধ্যে; বরং প্রকৃতির সঙ্গে ওদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যেহেতু আজন্ম এখানে থাকছে। কথাটা ঘুণাক্ষরেও ভুলে যেয়ো না, ক্রুডার, আমাদের যে-

Boighar.com

কারও চেয়ে বৈরী পরিবেশে ওদের টিকে থাকবার সামর্থ্য অনেক বেশি। কারণ বহু বছর ধরে এখানে আছে ওরা, যুগের পর যুগ টিকে আছে।'

'তবে সমতল অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না,' দ্বিমত প্রকাশ করল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'সাদা মানুষের কাছ থেকে ঘোড়া পাওয়ার আগ পর্যন্ত পাহাড়ে থেকেছে ইণ্ডিয়ানরা, বিস্তীর্ণ সমতল জমি ধরে বেশি দূরে যেত না। কখনও কখনও ঝর্না ধরে চলে যেত, কখনও বা মোষকে অনুসরণ করত, কিন্তু সমতল জমিতে যেহেতু ওদের বেঁচে থাকবার মতো উপকরণ পাওয়া কঠিন, বরাবর তাই পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে এসেছে ওরা। তবে ঘোড়া পাওয়ার পর থেকে নতুন নতুন জায়গায় সরে গেছে ওরা, পছন্দমতো জায়গায় ঠাঁই গেড়েছে।'

ঘোড়া দাবড়ে ওদের পাশে চলে এল জেস ও'ব্রায়ান। 'তাজা মাংস দরকার। যাবে নাকি, ক্রুডার? ভাবছি দু'একটা মোষ শিকার করব।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো অ্যাশলের। দল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, হালকা চালে প্রেয়ারি ধরে ঘোড়া ছোটাল। একটু পর নিচু এক টিলার চূড়ায় উঠে এল। উঁচু জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছে বলেই বোধহয়, অ্যাশলে টের পেল চারপাশে অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের অনেকটা চোখে পড়ছে।

দৃষ্টিসীমার মধ্যে, তবে বহু দূরে, দুটো হরিণের পাল দেখতে পাচ্ছে। মোষ নেই কোথাও। পশ্চিমে, দিগন্তের সঙ্গে মিশে গেছে ভাঁজ খাওয়া পাহাড়ের সারি, চূড়া ও ঢালের উপরের অংশ থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ বনানী।

'ক্রীকের ধারে শিকার মিলবে,' জানাল ও'ব্রায়ান। 'অটির কাছ থেকে তাই শুনলাম। আমাদের কেউ এতটা পশ্চিমে কখনও আগে আসিনি। মাঝে মধ্যে ভালুক দেখা

বইঘর.কম

যায়, হরিণও আছে, তবে বেশি পাওয়া যায় প্রেয়ারির মোরগ।'

অ্যান্টিলোপের পালের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা, ধীর গতিতে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে। প্রায় হেঁটে চলছে ঘোড়া দুটো। খুরের শব্দ তুলে হরিণের পালকে চমকে দিতে চায় না। আগে থেকে দিক ঠিক করলেও, একটু পর কাছাকাছি যেতে অনুভব করল সামান্য ভুল করেছে হিসাবে—অ্যান্টিলোপের পালকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। টিলার উপর থেকে দেখে দিক ঠিক করেছিল, প্রেয়ারি থেকে দেখা যাচ্ছে না বলে ভুল হয়ে গেছে। অনুমানের উপর এগোতে গিয়ে উদ্দিষ্ট পথ থেকে অজান্তে সরে গেছে।

দিক বদলে কোণাকুণি এগোল ওরা। অ্যান্টিলোপের পালের মধ্যে সাড়া দেখা গেল না, দু'জন রাইডারকে পাত্তা দিচ্ছে না যেন; তবে কাছাকাছি যেতে দু'একটা হরিণ সরে পড়তে শুরু করল। এখনও অন্তত দু'শো গজ দূরে রয়েছে ওরা, দূরত্ব কমতে থাকলে একে একে সবক'টাই সটকে পড়বে। তাই দূর থেকে গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল দু'জন। এরচেয়ে কাছ থেকে হরিণগুলোকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম, যেহেতু আরও একটু এগোলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে ওরা, দ্রুত সটকে পড়বে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল অ্যাশলে, থম্পসন রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকাল। সময় নিয়ে নিশানা করল ও, লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হরিণটা, তারপর ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে ভোঁ-দৌড় দিল। ছেলেবেলা থেকে বুলেটের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত অ্যাশলে, অ্যান্টিলোপের দৌড় দেখেও তাই হতাশ বা হতোদ্যম হলো না, বরং আত্মবিশ্বাসী যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি ওর বুলেট। দু'শো গজ দূরত্বে হলেও হাতের টিপ বা ওর দৃষ্টিশক্তির হিসাবে ভুল হয় না বললেই চলে। এও জানে

Boighar.com

হৃৎপিণ্ডে একটা বুলেট নিয়েও কোন হরিণ মরবার আগে দিব্যি সিকি মাইল বা তারও বেশি ছুটে যেতে পারে।

তুফান বেগে ছুটে চলল গুলিবিদ্ধ অ্যাণ্টিলোপ। মিনিট দুয়েক, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের বুকে। চার পা ছুঁড়ল বার কয়েক, শরীরে খিঁচুনি তুলে স্থির হয়ে গেল।

অ্যাশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেসও গুলি করেছিল। বোঝা যাচ্ছে ওর লম্বা কেণ্টাকি রাইফেলটা বেশ কার্যকরী। ঘোড়া ছুটিয়ে ভূপতিত শিকারের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। স্ক্যাবার্ডে ঢুকিয়ে রাখা রাইফেল বের করে রিলোড করল ও'ব্রায়ান, অ্যাশলের উদ্দেশে বলল: 'অস্ত্রটা ভরে নাও, ক্রুডার। শূন্য রাইফেল নিয়ে নিশ্চয়ই কারও সামনে পড়তে চাও না?'

'আমার রাইফেল ভরাই আছে।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে অ্যাশলের দিকে চাইল সে, তারপর থম্পসন রাইফেলটা দেখল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। চামড়া ছাড়ানো বা মাংস কাটবার ব্যাপারে যেহেতু অ্যাশলের চেয়ে পটু সে, তাই নিচু টিলার মতো একটা জায়গায় সরে গেল অ্যাশলে, নজর রাখল চারপাশে; এই ফাঁকে দুই হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে সেরা জায়গার মাংস কেটে নিল জেস।

দ্রুত, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে হাত চালাচ্ছে সে। অ্যাশলের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। কাজের ফাঁকে গল্পচ্ছলে বলল: 'বুঝলে, অ্যাশ, এখানে যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকাই মঙ্গল। কখনও কখনও নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। চারপাশে চেয়ে দেখো, একেবারে খোলা জায়গা, উন্মুক্ত প্রান্তর, অথচ এখানেই এমন নিচু ঢাল বা গর্ত রয়েছে যেখানে তাবৎ এক দল আর্মিও লুকিয়ে থাকতে পারবে। যখনই তোমার মনে হবে ধারে-কাছে বা কয়েক মাইলের মধ্যে কেউ নেই, তখনই ভোজবাজির মতো উদয়

বইঘর.কম

হবে এক ডজন ইণ্ডিয়ান। তখন চাঁদির চামড়া হারিয়ে ফেলতেও দেরি হবে না।'

ততক্ষণে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির সঙ্গে মানিয়ে গেছে অ্যাশলের দৃষ্টি। চারপাশে কত কী আছে, সবকিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে হয়, প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বড় বাধা, যেহেতু মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো সবুজ প্রান্তর আর অবারিত আকাশ ধন্ধে ফেলে দেয় মানুষকে; অথচ একই সঙ্গে জমির বুকে থাকা ছোট্ট প্রাণী বা সামান্য পোকামাকড় সম্পর্কেও সজাগ থাকা আবশ্যক, কোনটাই বাদ দিলে চলে না। তাই বিস্তীর্ণ জমি বা অসীম আকাশের সঙ্গে যেমন দৃষ্টিকে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হয়, তেমনি ট্রেইলের ধারে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও গোচরে রাখতে হয় সারাক্ষণ।

প্রথমে চলমান মেঘের সারির সঙ্গে মনকে একাত্ম করে নিতে হয়, বাতাসে নুয়ে পড়ে সবুজ ঘাস, ঘাসের বুকে আলোর নিরন্তর লুকোচুরির সঙ্গে তাল মেলায় মেঘের ছায়া। পারিপার্শ্বিকতার মাঝে স্বাভাবিকতা খুঁজে নেয় মনের চোখ, চট করে অস্বাভাবিকতা ধরে ফেলতে পারে–ঘাসের বুকে অস্বাভাবিক কিন্তু ক্ষীণ নড়াচড়াও ধরা পড়ে সতর্ক চোখে, ছায়ার ঘনত্বে ভেদাভেদ বিচার করে পরিষ্কার বোঝা সম্ভব কোন্‌টা প্রাকৃতিক নয়।

অ্যাশলের ছেলেবেলা কেটেছে বন আর পাহাড়ি পাদদেশে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঝর্না ছিল সেখানে। ঝর্না বা ক্রীকের দুই কূল জুড়ে ছিল অসংখ্য গাছগাছালি। কৈশোরে নিউ ইংল্যাণ্ডের খামার-এলাকায় শিকার করেছে, কখনও কখনও ভার্মণ্ট বা মেইন-এর পাহাড়ি এলাকায় ট্রিপে গেছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ, অবারিত তৃণভূমিতে এই প্রথম। চামড়ার চোখে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে, যেহেতু এখানে অভ্যস্ত নয়। অ্যাশলে বিলক্ষণ

Boighar.com

টের পাচ্ছে, অভিজ্ঞতার অভাব ওর জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তোমার জানাশোনা কেমন?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল ও।

'খুব বেশি বলা যাবে না। চলবার পথে কখনও কখনও দেখা হয়েছে, তবে কারও সঙ্গে সখ্য হয়নি,' জানাল জেস ও'ব্রায়ান। 'জানোই তো, সাদা মানুষের সঙ্গে সবসময়ই দূরত্ব রেখে দেয় ওরা, সম্ভবত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। বেশ কিছু শওনিদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছিলাম, তবে পঙ্কা, সিয়ক্স, চেরোকি বা ডেলাওয়ার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। ওদের সম্পর্কে আজগুবি বা বদ কোন ধারণা নেই আমার মনে। আমাদের যেমন নিজস্ব রীতি-নীতি বা ধ্যান-ধারণা রয়েছে, ওদেরও তেমনি; তবে পশ্চিমে টিকে থাকবার উপযুক্ততা যদি চিন্তা করো, তা হলে নিঃসন্দেহে ওদের রীতিই সঠিক এবং কার্যকরী।

'ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে মাইকেল লবেলের ধারণা কী, জানো? ওর মতে রেডস্কিনরা হাড়ে হাড়ে শয়তান। শুধু মৃত ইণ্ডিয়ানরাই ভাল। এ ধারণা হওয়ার কারণ অবশ্য ওর নিজের জীবনের তিক্ত ঘটনা। বাবা সহ কাজ থেকে ফিরে ওরা বাড়ি এসে দেখতে পায় পুরো পরিবারকে জবাই করে ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা, বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে। এমনকী খোঁয়াড়ে রাখা শূকরগুলোর উপর ইচ্ছে মতো তীর ছুঁড়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে।

'সেই থেকে দুনিয়ার কোন ইণ্ডিয়ানকেই দু'চোখে দেখতে পারে না মাইক, সে যত বিশুদ্ধ ইংরেজি বলুক বা কেতাদুরস্ত শার্ট গায়ে চাপাক। ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করে না কাউকে। ঠিক এজন্যে অটির উপর নজর রাখবার জন্যে ওকে বলে দিয়েছি আমরা।'

'ইণ্ডিয়ান লোকটার উপর নজর রাখছ তোমরা? ওকে

বইঘর.কম

বিশ্বাস করো না?'

'পরিস্থিতি বোধহয় তুমি বুঝতে পারোনি, ক্রুডার। অটির নিজ গোত্রের ঘাঁটির দিকে যাচ্ছি আমরা, এ ব্যাপারটা কোন ক্রমে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। আমাদের সঙ্গে যা আছে, পুবের মানুষের চোখে হয়তো নিতান্ত মামুলি, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের কাছে ওসব যথেষ্ট দামী বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। বিশ্বাস করো, গুপ্তধন বা রত্নের মতো মনে করে ওরা। অটি যদি আমাদের সবাইকে খুন করতে পারে কিংবা ফাঁদ পাততে পারে যাতে ওর গোত্রের লোকজন এসে আমাদের নিকেশ করতে পারে, তা হলে আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র দখল করে নিতে পারবে সে এবং এই ঘটনা ওকে গোত্রে বিরাট বীরের সম্মান এনে দেবে।

'খ্রীষ্ট ধর্মের আপ্তবাক্য ওদের কাছে বোধগম্য নয়, ধারও ধারে না। কেউ ওদের বলেনি শত্রুকে ক্ষমা করে দেয়া মহৎ ব্যাপার। চুরি বা ছিনতাই কুৎসিত ব্যাপার জানে ওরা, তবে সেটা কেবলই নিজ গাঁয়ে বা নিজেদের মধ্যে প্রযোজ্য মনে করে। বেশিরভাগ ইণ্ডিয়ানের কাছে অচেনা মানুষ আর শত্রুতে কোন তফাৎ নেই।

'বহু সাদা মানুষের ধারণা স্রেফ রঙের কারণে তাদের প্রতি খুনে মানসিকতা পোষণ করে ইণ্ডিয়ানরা। আদপে তা নয়। বরং কাউকে খুন করে কী পাওয়া যাবে, এটাই ওদের কাছে বিবেচ্য বিষয়। এক ইণ্ডিয়ান আরেক ইণ্ডিয়ানকে নির্দ্বিধায়, চোখের পলকে খুন করবে যদি সাদা মানুষের চেয়ে বেশি মালামাল পাওয়া যায়।'

'কিন্তু আমি তো কোন অভাব দেখতে পাচ্ছি না, জেস, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে দিয়েছে ওদের! দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, যেখানে শিকারের অভাব নেই, অথচ বিনিময়ে এক পয়সাও কর দেয়া লাগে না। যার যেখানে খুশি থাকছে, যত দূরে চায় চলে যেতে পারছে।'

Boighar.com

‘হুম,’ নিঃশব্দে হাসল জেস ও’ব্রায়ান। ‘বোস্টনের মানুষ বলে এ চিন্তা ঢুকেছে তোমার মাথায়। সভ্য জগতে আইন নিরাপত্তা দেয় মানুষকে, অলিখিত কিছু রীতি-নীতি অনুসরণ করে সবাই। কিন্তু পশ্চিমে পরিস্থিতি যে কতটা বুনো বা বৈরী তা ওখানে বসে কল্পনা করা যাবে না। এখানে আইন বা রীতি-নীতির বালাই নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ক্ষিপ্র ঘোড়া, অস্ত্রে দক্ষতা আর সহজাত প্রবৃত্তি এখানে সবার রক্ষাকবচ।

‘শহুরে মানুষ মনে করে সাদা মানুষের চাঁদির চামড়া সংগ্রহ করতে ঘুরে বেড়ায় অসভ্য ও হিংস্র ইণ্ডিয়ানরা, অথচ নেহাত ঠেকায় না-পড়লে কখনও ক্যাম্প ছেড়ে বেরোয় না ওরা।’

কিছুক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেল দু’জনেই, কেউ কথা বলছে না। বহু দূরে চলে গেছে অ্যাশলের ভাবনা। মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণে অভিগমন করেছিল সিথিয়ান*রা, বেপরোয়া হিসাবে এরা বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের সেই বিস্তীর্ণ জমি, যেটা হিংস্র সিথিয়ানদের স্বর্গরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, সেটাও নিশ্চয়ই পশ্চিমের মতোই বিস্তীর্ণ ছিল। আরও একটা মিল হচ্ছে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মতো তারাও শত্রুর চাঁদি শিকার করত, যদিও তার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল—ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করত। আক্ষরিক অর্থে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে নানা দিক থেকে অগ্রসর ছিল সিথিয়ানরা।

অ্যাশলের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস মধ্য এশিয়া…কিংবা

---

* সিথিয়ান (Scythian): প্রাচীনকালের, বিশেষ করে মধ্যযুগের পূর্বে, বতমান ক্রিমিয়া, কাজাখস্তান, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, উক্রাইন উপত্যকা, বেলারুশ, রুমানিয়া ও উত্তর ভারত নিয়ে গঠিত বিশেষ অঞ্চলের ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের যাযাবর মানুষ, যারা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে কৃষিনির্ভরশীল হয়ে বসতি স্থাপন করে।

বইঘর.কম

দানিয়ুব বা ডন নদীর পূর্ব অববাহিকা অঞ্চল। সঠিক তথ্য কারও জানা নেই, এমনকী ওর পরিবারেও দ্বিমত রয়েছে এ নিয়ে, কিন্তু অ্যাশলে মধ্য এশিয়ার পক্ষে। সারা বিশ্বে অভিবাসী জাতের মধ্যে কেল্টরা অন্যতম; আর আরও পশ্চিমে যারা সরে এসেছে, অর্থাৎ আইরিশ, ওয়েল্‌শ বা ব্রেটনরা পুরানো বাসস্থান ছেড়ে এলেও কিছু পুরানো সংস্কার, অভ্যাস বা রীতি-নীতি বিসর্জন দিতে পারেনি।

পৃথিবীর জন্ম থেকেই স্থানান্তর হওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে। সময়ের হিসাব যখন শুরু, তখন থেকেই চলে এসেছে ব্যাপারটা এবং দক্ষিণে বা পশ্চিমে অভিগমন করেছে মানুষ। ছোট্ট এ দলের অভিযাত্রায় অংশ নিয়েছে অ্যাশলে, এবং আরও বহু মানুষ ক্রমে পশ্চিমে যাচ্ছে—কেউ দল বেঁধে, কেউ বা বিচ্ছিন্ন ভাবে। হয়তো কয়েক বছর ধরে চলবে এ অভিযাত্রা, কিন্তু এটাই পশ্চিমমুখী মানুষের শেষ অভিগমন।

তবে এর ভিন্নতা বা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। গোত্র, জাতি বা সুশৃঙ্খল বাহিনীর অভিযান নয় এটা, বরং বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা ব্যক্তির একক অভিযাত্রার সমষ্টি—যার যার নিজস্ব সময়-সুযোগ মতো যাচ্ছে সবাই—নিজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, নানা সাপ্লাই ও মালামাল নিজস্ব উপায়ে জোগাড় করছে। হাজার গ্রাম বা শহর থেকে চলে এসেছে এরা, কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ বা পরিচয় নেই, কিন্তু সবার লক্ষ্য অভিন্ন।

কত জায়গা থেকে কত মানুষ যে আসছে! পাহাড়ের ওপাশে, সাগরতীর থেকে, বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দিয়ে কিংবা নদীপথে নৌকা বা অন্য জলযানে করে পশ্চিমে পাড়ি জমাচ্ছে মানুষ। কেউ মারা পড়ছে, কেউ কোন মতে বেঁচে থাকছে। কেউ দুর্বৃত্তের হাতে খুন হয়, কেউ দুর্ঘটনায় বেঘোরে মারা পড়ে; কিন্তু নতুন নতুন মানুষ তাদের জায়গা নিয়ে নেয়। বুকে স্বপ্ন নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিম-অভিমুখী

Boighar.com

মানুষের এ কাফেলা কখনও শেষ হয় না।

মনোঙ্গালা ও ওহাইওতে এ ধরনের মানুষ দেখেছে অ্যাশলে, জীর্ণ জলযান নিয়ে নদীপথে যাত্রা করত এরা; একসময় ইলিনয়েস বা মিসৌরিতে থিতু হতো, কিংবা আরও পশ্চিমে টেক্সাসে চলে যেত।

এখানে-সেখানে অরিগন ও ক্যালিফোর্নিয়ার কথা শুনেছে ও। সোনার লোভে বহু মানুষ নিজস্ব আবাস ছেড়ে শহর দুটোর দিকে ছুটেছে। একবার কেউ যখন অভিযাত্রায় বের হয়–প্রথম পদক্ষেপ দিয়ে ফেলে, নিজস্ব ভুবন ফেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কিংবা বন্ধু, স্বজন, কর্মস্থল, অলস সময় কাটানোর আড্ডাখানা, গির্জা বা স্কুল ত্যাগ করে, তখন সেই যাত্রা শেষ করা বা নিদেনপক্ষে চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয় না। সমস্ত বন্ধন চুকিয়ে যাত্রা করাই বরং অনেক কঠিন। যাত্রা থামিয়ে কোথাও থিতু হওয়া সম্ভবত আরও কঠিন।

বুকে স্বপ্ন নিয়ে–সেটা যত দূরে বা অসম্ভব হোক না–যখন কেউ চলতে থাকে, স্বপ্নটা অটুট থাকে, আশায় বুক বাঁধা যায়। থিতু হওয়া বা থেমে যাওয়ার মানে হচ্ছে স্বপ্নের মৃত্যু, বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। সত্যিকারে স্বপ্নের বাস্তবায়নের চেয়ে বরং স্বপ্নের লালন করা অনেক সহজ। তাই স্বপ্ন সবসময়ই মধুর। যখন সেটা ভেঙে যায়, নিষ্ঠুর বাস্তবতা তিক্ততা এনে দেয়, এমনকী স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেলেও এর মাহাত্ম্য কমে যায়। তাই স্বপ্ন একজন মানুষের জন্যে একইসঙ্গে চালিকাশক্তি ও প্রেরণাদায়ী বটে, যতক্ষণ স্বপ্নটা অটুট থাকে। আর স্বপ্ন দেখা সবদিক থেকে যতটা সহজ, স্বপ্ন পূরণ ঠিক ততটাই কঠিন।

'একটু আগে ইনজুনদের কথা বলছিলে। ওদের শিকার নিয়ে বলেছ। যতক্ষণ পর্যাপ্ত পশু বা প্রাণী চৌহদ্দিতে থাকে, শিকারে সমস্যা হওয়ার কথা নয়; কিন্তু আবহাওয়ার

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুনো প্রাণীরা ছড়িয়ে পড়ে, অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে চলে যায়। ক্ষুধা নিবারণের জন্যে বহু পশু-পাখি বুনো ফল বা বীজের উপর নির্ভর করে; শীতে বেরি, নাট বা অন্য কোন ফল পাওয়া যায় না, পর্যাপ্ত খাবারের খোঁজে ওদেরও সরে পড়তে হয়। আর ওসব খাবার ইণ্ডিয়ানরাও গ্রহণ করে, যদ্দূর জানি।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু শীতের জন্যে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখে ইনজুনরা। মাংস ঝলসে রাখে, ফল শুকিয়ে জমা করে। কোন কোন ইণ্ডিয়ান কর্ন ও স্কোয়াশের চাষও করে।'

'কেউ কেউ চাষ করে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে নিশ্চিত করে বলা চলে ইণ্ডিয়ানরা চাষ-বাসে মোটেই অভ্যস্ত নয় এবং সেটা যে খুব অর্থকরী কিছু, তাও নয়। কয়েকবার ওদের গ্রামে থেকেছি আমি এবং দেখেছি প্রায় ভুখা যাচ্ছে সবাই, বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ছিল। দীর্ঘ শীত কাটাতে আদপে প্রচুর খাবার প্রয়োজন পড়ে ওদের, অথচ সারা বছরে বেগার খেটেও তা সংগ্রহ করতে পারে না। আসলে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পর খুব কম খাবারই মজুদ করবার সুযোগ হয় ওদের।'

নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে মনে মনে ও'ব্রায়ানের কথায় সায় জানাল অ্যাশলে। থম্পসন রাইফেলটা পাওয়ার আগে শিকার করতে পারত না ঠিকমতো, বহু দিন আধ-ভুখা গেছে ওদের, পেটে ক্ষুধা নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে; এবং বিস্ময়কর রাইফেলটা হাতে পাওয়ার পরও কখনও কখনও খাবার টেবিলে ন্যূনতম আমিষের জোগান হয়নি। তীব্র শীতে যেখানে সব জন্তু-জানোয়ার নিরাপদ আশ্রয়ে পড়ে থাকত, শিকার করবে কোত্থেকে? তুষার ঝড়ের মধ্যে বাড়ি থেকে মাইলকে মাইল দূরে চলে গেছে শিকারের খোঁজে, কিন্তু মেলেনি। সব প্রাণী তখন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

Boighar.com

আচমকা ঘোড়ার রাশ টানল ও'ব্রায়ান, হাত তুলে দেখাল ওকে। সামনে ওদের ট্রেইলের আড়াআড়ি চলে গেছে নালহীন পনির কয়েকটা ছাপ। প্রায় তাজা বলা চলে। ক্ষণিকের জন্যে এখানে থেমেছিল কয়েকজনের দলটা, অ্যাশলেদের চলে যেতে দেখেছে।

'আমাদের বোধহয় ফিরে যাওয়া উচিত,' সন্দিগ্ধ স্বরে বলল জেস ও'ব্রায়ান, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল একবার।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুক চিরে ঘোড়া ছোটাল ওরা, অন্যদের সঙ্গে যোগ দেবে। কাছাকাছি যেতে ওদের দিকে এগিয়ে এল গ্রেগরি শোহান।

'ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চয়ই আমাদের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে,' জানাল জেস। 'এত কাছ থেকে শুনতে না-পাওয়ার কোন কারণই নেই! আমার তো মনে হয় কাছেই ছিল ওরা। আমাদের রাইফেল খালি হয়ে গেছে জেনেও কেন হামলা করেনি, এটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।'

থোক্ করে থুথু ফেলল টম স্কেরিট। 'কারণটা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। ওরা দু'জনকে নয়, বরং সবাইকে চায় এবং একসঙ্গে। আর সেটাই ঘটাবে ওদের সুবিধা মতো সময়ে।'

'ঠিকই বলেছ বোধহয়,' একমত হলো জেক আবেল। শিকার করা অ্যাণ্টিলোপের দিকে একবার দৃষ্টি চালাল। 'দুই গুলিতে দুটো শিকার। চোস্ত শ্যুটিং একেই বলে! প্রথমেই তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো...'

'ক্রুডারের ব্যাপারে মনে ভুল ধারণা রেখো না,' জানিয়ে দিল ও'ব্রায়ান। 'আমার চেয়ে ঢের কঠিন ছিল ওর শিকার। ছুটন্ত অবস্থায় এবং দু'শো গজ দূর থেকে ঠিক হৃৎপিণ্ডে গুলি বিঁধিয়েছে ও। ঝড়ে বক মরেনি, এটা হলফ করে বলতে পারি।'

টার্গেট হিসাবে নিজেদের ছোট করে ফেলতে ছড়িয়ে

বইঘর.কম

পড়ল ওরা। তবে বেশি ছড়িয়ে পড়লেও সমস্যা রয়েছে, তখন কৌশল বদলে ফেলতে পারে ইণ্ডিয়ানরা–দু'একজনের উপর ঝটিকা হামলা করা বিচিত্র হবে না; তাই যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকছে ওরা–সব মিলিয়ে, পঞ্চাশগজী একটা বৃত্তের ভিতর রয়েছে সবাই।

পুবের মানুষ ইনজুনদের ব্যাপারে নানা রোমহর্ষক ও বীভৎস গল্প বলে বেড়ায়, চায়ের কাপে ঝড় তুলে কেউ কেউ ইণ্ডিয়ানদের নৃশংসতার যথার্থ প্রত্যাঘাতের দাবিও করে; কিন্তু তাদের চোখে রেডস্কিনদের তাবৎ কার্যকলাপ যতই ঘৃণ্য ও অনুচিত প্রতীয়মান হোক না কেন, আধ-ডজন সহযাত্রী পরিবেষ্টিত হয়েও সে-সব তথাকথিত কার্যকলাপের যৌক্তিকতা বা সম্ভাব্যতা বিচার করতে অনিচ্ছুক অ্যাশলে, বরং এ মুহূর্তে নিজের চাঁদির চামড়া বাঁচানো নিয়ে চিন্তিত ও।

'পরিস্থিতিটা ইণ্ডিয়ানদের চোখে বিচার করতে হবে তোমার,' মৃদু স্বরে বলল জেস ও'ব্রায়ান। 'ওদের দৃষ্টিতে আমাদের আউটফিট হচ্ছে ধনী হয়ে যাওয়ার উপায়। চোস্ত একটা অ্যাম্বুশ করতে পারলে বিস্তর পাউডার, কার্তুজ, ফাঁদ, কম্বল, রাইফেল আর ঘোড়া নিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে পারবে ওরা। প্রত্যেকে বীর হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।'

সামনে নিচু পাহাড়ের কোলে এক চিলতে বনানী জন্মেছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না বইছে কুলকুল করে, পরে সেটা ক্ষীণ ক্রীকের আকারে তৃণভূমির বুক চিরে চলে গেছে। দুই ধারে কিছু বোল্ডার ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আরও ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল ওরা। বোল্ডারের পাশে, ক্রীকের কিনারে চলে এল। প্রকাণ্ড একটা স্প্রুস ছাড়াও কয়েকটা কটনউড রয়েছে এখানে। একটু দূরে নুয়ে পড়ে আছে একটা গাছ।

Boighar.com

ঝোপঝাড় নেই বলতে গেলে।

প্রায় সবাই পছন্দ মতো অবস্থান নিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে, শুধু অটি ইণ্ডিয়ানের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা গেল না, অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। 'উঁহুঁ, খুব খারাপ,' বলল সে। 'অশুভ সব আত্মারা আছে এখানে।'

'আমার কাছে তো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না,' বলল মাইক লবেল।

সব ঘোড়াকে হাঁটিয়ে টিলার চূড়ায় নিয়ে এল ওরা। ছোটখাট একটা গর্তের মতো নিচু জায়গা আছে এখানে। উত্তর পাশে খাড়া ঢাল এক ওঅশে নেমে গেছে, ঝর্নার ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এখানে।

ক্যাম্প করবার জন্যে জায়গাটা আদর্শ, এরচেয়ে নিরাপদ বা সুবিধাজনক জায়গা হতে পারে না, তবে আগে ক্যাম্প করেছে কেউ এমন প্রমাণ অর্থাৎ পোড়া কাঠ বা ছাই-ভস্ম চোখে পড়ল না। সাধারণত ক্যাম্প করবার জন্যে জুতসই জায়গা সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়, একাধিক লোক ব্যবহার করে এবং কেউ কেউ আগুন নিভানোর পরও সব চিহ্ন মুছে যায় না; তাই ভাল একটা ক্যাম্পে আগের কিছু না কিছু চিহ্ন থেকেই যায়।

এখানে তা নেই।

আশপাশের জমিতে অ্যান্টিলোপ, মোষ এবং বুনো প্রাণীর চলাচলের বিস্তর ছাপ পড়ে আছে, মরা প্রাণীর হাড়গোড় নেই কোথাও যা ঝর্নার পানিতে বিষাক্ততার প্রমাণ দেয়। এ ধরনের বিষাক্ত ঝর্না কালে-ভদ্রে দেখা যায়, তবে একেবারে বিরলও নয়। অ্যাশলে শুনেছে কোন কোন ঝর্নার পানিতে আর্সেনিক মিশ্রিত থাকে, আবার কোনটায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে খনিজ পদার্থ থাকে যা মানবদেহের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ঝর্নার কাছে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল গ্রেগরি শোহান,

বইঘর.কম

অন্যদের চেয়ে বোধহয় তার সাহস বেশি, কিংবা পানির বিষাক্ততায় বিশ্বাস করে না। আঁজলা ভরে পানি তুলে স্বাদ পরখ করল। 'ধেত্তেরি, কী যে বলো তোমরা! *লাল চামড়াটার* মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' ত্যক্ত শোনাল গ্রেগের কণ্ঠ। 'এই পানির চেয়ে মিষ্টি ও নিরাপদ পানি খুব কমই পাবে। আমি এতে কোন সমস্যা দেখছি না।'

'ভাল না,' নিরাবেগ স্বরে বলল অটি ইণ্ডিয়ান, মুখ নির্বিকার হলেও কিংবা কণ্ঠে ভাবের প্রকাশ না-পেলেও জোর প্রকাশ পেল তার কথায়। একটা হাত চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে যোগ করলঃ 'এ জায়গা ভাল না। ইণ্ডিয়ানদের জন্যে খারাপ জায়গা।'

চারপাশ রেকি করতে চলে গেল ডেমিয়েন ক্রিমাল, আর টম স্কেরিট গেল ঝর্নার পিছনে দীর্ঘকায় রীজের দিকে। জুতসই জায়গা খুঁজে অবস্থান নেবে। চারপাশে ওটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। ঝর্নার দিক ছাড়া অন্য তিন দিকে কয়েকশো গজ পর্যন্ত খোলা জায়গা রয়েছে, রাইফেল হাতে কয়েকজনকে সামাল দেয়া যাবে; আর ঝর্নার উৎপত্তি হয়েছে যেখানে, জায়গাটার তিন দিকে ঢিবির মতো উঁচু মাটি প্রাকৃতিক খাড়া দেয়াল তৈরি করেছে, ফলে চাইলেও কেউ ওদিক দিয়ে আসতে পারবে না।

ঝর্নার সামনে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। গুঁড়ি আর ঝর্নার মাঝখানে প্রায় ত্রিশ গজ বর্গের চৌকোনা জায়গা ওদের এবং ঘোড়ার জন্যে যথেষ্ট হবে। চওড়া গুঁড়িটা অনায়াসে বুলেট ঠেকিয়ে দেবে, তাই ওটার পিছনে অবস্থান নিয়ে শত্রুদের সামাল দিতে সমস্যা হবে না।

অন্তত তাই আশা করছে ওরা।

তবে অটি ইণ্ডিয়ানের ধারণা বোধহয় ভিন্ন। সাদাদের কৌশল বা প্রতিরক্ষাব্যূহ নিরেট মনে করছে না সে, আদপে

Boighar.com

এ জায়গাটাই পছন্দ করতে পারছে না। চৌকো জায়গায় ঢুকে পড়েছে সবাই, পছন্দসই জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, অথচ বাইরে রয়ে গেছে অটি, ভিতরে ঢুকবার কোন ইচ্ছে দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে।

অ্যাশলের পাশে চলে এল গ্রেগরি শোহান, এখনও ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ও, স্যাডল ছাড়েনি।

'তুমি তো শিক্ষিত মানুষ, ক্রুডার,' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে। 'ওর ব্যাপারে কী বুঝলে?'

'দুটো সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। প্রথমটা হচ্ছেঃ আমাদের এখানে নিয়ে আসতে চায়নি, কারণ অ্যাম্বুশে পড়লে বা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করবার জন্যে জায়গাটা জুতসই, যেখানে আমাদের অ্যাম্বুশে ফেলবার পরিকল্পনা রয়েছে ওর। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অজ্ঞাত কোন কারণে এ জায়গাটা ভুতুড়ে মনে হচ্ছে ওর কাছে।'

'ভুতুড়ে?'

'সাদাদের মতো জ্ঞান বা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই ইণ্ডিয়ানদের, এখনও বহু কুসংস্কারে বিশ্বাস করে ওরা। কোন ব্যাপারে যখন যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে না বা কারণটা দেখতে পায় না, একজন ইণ্ডিয়ান ধরে নেয় অতৃপ্ত বা খারাপ আত্মার কারণে তা ঘটছে। একটা উদাহরণ দিই, ধরো, গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়া কিছু মানুষের কম্বল বা কাপড় পেল ইণ্ডিয়ানরা, কিংবা তাদের সঙ্গে এখানে এল। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ইণ্ডিয়ানরা খুব দ্রুতই বেঘোরে মারা পড়ে।

'পরে অন্য ইণ্ডিয়ানরা এখানে এসে দেখতে পেল মরে পড়ে আছে ওদের কয়েক সঙ্গী। এদের মৃত্যুটা অদ্ভুত ও রহস্যময় মনে হবে, কারণ শরীরের কোথাও সামান্য আঘাত বা লক্ষণ নেই। এ ঘটনার পর নির্ঘাত ভড়কে যাবে ওরা,

বইঘর.কম

ধরে নেবে দুষ্ট আত্মার কারসাজি এটা। সত্যি কথা হচ্ছে, আচমকা মৃত্যুর নেপথ্যে রোগ-জীবাণুর ভূমিকা সম্পর্কে সাদা মানুষই জানতে পেরেছে বেশি দিন হয়নি; এদিকে ইণ্ডিয়ানরা এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। যে-কোন ঘটনার অন্তরালে ওরা কারণ অনুসন্ধান করে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে নিরেট লক্ষণ বা প্রমাণ না পেলে ধরে নেয় সেজন্যে দায়ী দুষ্ট আত্মা।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়। যাক্‌গে, আমি এখানেই থাকবার পক্ষে। তোমার কী মত?'

'থাকব।'

পরে অবশ্য নিজের মতামতের যথার্থতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ল অ্যাশলে। নিজস্ব পছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া কি ঠিক হলো? তবে এও ঠিক কারও উপর জোর করেনি ও। দলে নেতা নেই কেউ। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী পরস্পরকে সাহায্য করছে ওরা।

ক্যাম্পে ফিরে ছোট্ট করে আগুন জ্বালল অ্যাশলে। খেয়াল করল সব ঘোড়া পিকেট করছে জেক আবেল। মাইক লবেল আর অটি ইণ্ডিয়ান পাহারায় বসে গেছে, আর হরিণের সব চামড়া থেকে বাড়তি মাংস ছাঁটাইয়ে মগ্ন জেস ও'ব্রায়ান। অন্যরা রাতের জন্যে পর্যাপ্ত জ্বালানি সংগ্রহ করতে গেছে। আগুনে কেতলি চাপিয়ে পানি ফুটাচ্ছে টম স্কেরিট, স্টু তৈরি করবে।

ঝর্নার কাছে চলে গেছে গ্রেগরি শোহান, উঁচু জায়গা থেকে চারপাশের এলাকা রেকি করবে।

আগুনের কাছ থেকে ক্যাম্পের কিনারে সরে এল অ্যাশলে, উন্মুক্ত প্রেয়ারির দিকে দৃষ্টি চালাল। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য দেখে–অস্তমান সূর্যের আলোয় রোদে পোড়া ঘাস রক্তলাল ধারণ করেছে!

সহসাই উপলব্ধি এল অ্যাশলের–বুঝতে পারল ঝোঁকের

Boighar.com

বশে হলেও কী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছে। আগুনে পুড়ে মারা গেছে ওর স্ত্রী ও সন্তান। জ্বলন্ত পুড়ে মরেছে। কিন্তু আগুনটা লাগিয়েছিল *কে?*

নাকি স্রেফ দুর্ঘটনা ছিল সেটা? এমন ঘটনা যে একেবারে বিরল, তা নয়, বরং কালে-ভদ্রে ঘটে যায়।

পরিণতিতে কী করেছে ও? আফসোস! স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের ছেড়ে, সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন ও সম্ভাবনা, সাফল্য আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিভৃতে বুনো পশ্চিমে চলে এসেছে। হয়ে গেছে লক্ষ্যহীন, পথভ্রষ্ট এক অভিযাত্রী। অথচ মাত্র দুই মাস আগেও উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত লোকজনের সঙ্গে ছিল উঠ-বস, সমাজের শীর্ষস্থানীয় মানুষগুলো ছিল নিত্যসঙ্গী। সভ্য সমাজ ছেড়ে সুদূর বুনো পশ্চিমে চলে এসেছে–অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের হাতছানি যতই রোমাঞ্চ জাগাক মনে, আদপে কোন লক্ষ্য নেই সামনে। জানে না কোথায় যাচ্ছে বা আদৌ সামনে কী আছে। কী পরিণতিই বা রয়েছে ওর ভাগ্যে, কে জানে!

তিন

গনগনে সূর্য ধীর গতিতে নুয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, পেঁজা তুলোর মতো ভাসমান মেঘের পাহাড়ের কিনারায় লালচে ছোপ এঁকে দিয়েছে। একটু পর তাও থাকবে না, শেষ বিকালের আলোয় গাঢ় হয়ে একসময় আঁধারে বিলীন হয়ে যাবে। দূরে, কোথাও ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

বইঘর.কম

নির্জন প্রান্তর ধরে এগিয়েছে অ্যাশলে। মাইলের পর মাইল পথ চলেছে, কিন্তু কোন বসতি চোখে পড়েনি। অ্যাশলে অবশ্য এ নিয়ে মোটেও চিন্তা করেনি। যা এখন বিরান প্রান্তর হিসাবে পড়ে আছে, তা ভরে যেতে কতক্ষণ! দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে মানুষ, পশ্চিমে ভাগ্য ফেরাতে উন্মুখ। উদ্যমী মানুষের জন্যে এরচেয়ে মোক্ষম জায়গা আর হতে পারে না। পরিশ্রম ও নিষ্ঠা থাকলে এখানে ভাগ্য ফিরবেই। দরকার শুধু বুকে সাহস নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা।

পিছনে ভাগ্যান্বেষী বহু মানুষ দেখে এসেছে অ্যাশলে। শত শত মানুষ। নানা কিসিমের। তবে সবার লক্ষ্য একটাই: পশ্চিমে গিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন। ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে নানা বাধা পেরিয়ে পশ্চিমের পথে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগন ট্রেন। কেউ কেউ পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে, স্ত্রী ও বাচ্চা-কাচ্চা ছাড়াও সঙ্গে আছে গবাদি পশু। এবড়োখেবড়ো প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত বা পথচলার দুর্ভোগ এদের থামাতে পারেনি; বরং অমোঘ নিয়তির মতো ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমের দিকে। ওরা জানে না গন্তব্য ঠিক কোথায় কিংবা ওখানে পৌঁছে কী দেখতে পাবে, কিন্তু জানে যে পৌঁছতে হবে। স্বপ্নের শেষ যে কোথায় বা কীসে!

ইতোমধ্যে পেন্সিল্‌ভেনিয়া ও ওহাইয়োর ঘন বন কেটে নতুন ট্রেইল তৈরি করেছে এরা। মিসিসিপির পুব-পশ্চিম দু'দিকেই বহু দিন ধরে আটকা পড়ে ছিল অভিযাত্রীরা, কিন্তু কেউ কেউ কোন বাধাই পরোয়া করে না—এ দলটা যেমন—ঠিকই পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করেছে…বন্ধুর প্রান্তর অতিক্রম করে পশ্চিমের আরও গভীরে ঢুকে পড়েছে।

পাহাড় অতিক্রম করা লোকগুলো কুড়াল, গাঁইতি ও বেলচা নিয়ে এসেছে সঙ্গে। স্পষ্টত সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। কোন বাধাই এদের দমাতে বা

Boighar.com

আটকাতে পারবে না।

নিষ্কণ্টক জমি যেখানে আছে, সেখানে চলে যাবে এরা। কিছু দিন হয়তো থাকবে, কিন্তু ক্রমে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে উঠবে এবং শেষে আরও পশ্চিমে সরে যাবে। কিছু মানুষ আছে কখনোই থিতু হতে পারে না।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাম্পের আগুনের দিকে তাকাল অ্যাশলে, ধীর পায়ে এগোচ্ছে। আচমকা ওদের কথাবার্তা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল। আবেলের কণ্ঠ চিনতে পারল: '...ডুয়েলে খুন করেছে এক লোককে। ডাঁহা মিছে কথা বলেছিল লোকটা–ক্রুডার নাকি নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছিল! কথাটা শুনে চ্যালেঞ্জ করল ক্রুডার। ব্যাটা আসলে ছিল ধাপ্পাবাজ, মুখে বড় বড় কথা বলত, গায়ের জোর আর হম্বিতম্বি করে পার পেয়ে যাচ্ছিল। ক্রুডার শক্ত প্রতিবাদ করায় এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সেই সুযোগ পায়নি। ক্রুডার স্পষ্টই বলে দিয়েছিল: হয় নিজের মুরোদ প্রমাণ করবে, নইলে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরবে।

'পিস্তলে মুরোদ দেখানোর সিদ্ধান্তই নিয়েছিল লোকটা। ক্রুডার আগে তাকে গুলি করতে দিয়েছে, গুলিটা ওর ঘাড়ে তপ্ত ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেছে...দুই ফোঁটা রক্তও ঝরিয়েছে। এরপর গুলি করেছে ক্রুডার।'

'এক গুলিতে মরেছে বড়-মুখটা?'

'গুলিটা কোথায় করেছে, শুনবে?' নিস্পৃহ স্বরে বলল গ্রেগরি শোহান। 'ঠিক মুখে! হাঁ করা মুখ দিয়ে বুলেট ঢুকে গেছে!'

'বদমাশটার বড় মুখ তুবড়ে দিয়েছে ক্রুডার!' শোহানের দিকে ফিরল জেক আবেল। 'ঘটনাটা তুমিও শুনেছ তা হলে?'

'খানিকটা কানে এসেছে। শুনে অবশ্য অবাক হইনি,'

নির্লিপ্ত স্বরে বলল শোহান। 'ক্রুডারকে দেখে বোঝা যায় কঠিন মানুষ, ধাপ্পা দিয়ে পার পাবে না কেউ। তা ছাড়া, ওর জায়গায় আমি হলেও ঠিক এ কাজটাই করতাম।'

মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল অ্যাশলে ক্রুডার, ক্যাম্পে গল্পের প্রসঙ্গ পাল্টে যাওয়ার পর পা বাড়াল। যথেষ্ট শব্দ করছে যাতে ওরা বুঝতে পারে অ্যাশলে কাছাকাছি রয়েছে।

ঝোলার বিড়াল বেরিয়ে গেছে, আনমনে ভাবছে অ্যাশলে, খবর জেনে গেছে ওরা; তবে না-জানলেই ভাল হতো। জীবনে কখনও কখনও একাকীত্ব খুব কাঙ্ক্ষিত হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, স্বজন...কেউ না-থাকাই শ্রেয়।

ফেলে আসা অতীত মনে-প্রাণে ভুলে যেতে চাইছে অ্যাশলে, এক হিসাবে পালাচ্ছে—যেখানে অনাবিল সুখ দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে, নিজের অতি প্রিয় জিনিসে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলবার মিথ্যে অপবাদ জুটেছে। এ ধরনের গুজব বা অপবাদ সহজে শুরু হয় বটে, কিন্তু কীভাবে রদ করবে বা চাপা দেবে?

কিংবা কারও দয়া বা সহানুভূতিও চায় না অ্যাশলে, এও চায় না কাঙ্ক্ষিত জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ুক। সামনে দাঁড়ালে যে দরজা সবসময় খুলে যেত, এখন সেটা মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেলে কেমন লাগবে?

সঙ্গে থম্পসন রাইফেলটা আছে। নিকট ভবিষ্যতে—মাস গিয়ে বছর আসবে, চলেও যাবে—হয়তো ওর হাতেই থাকবে। মালিক বদল হবে না। সাধারণ একটা রাইফেল তো নয়, এর সঙ্গে কত যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে! মা ও কেবিনের কথা মনে পড়ে, যেখানে পর্যাপ্ত খাবার না-থাকলেও ভালবাসার অভাব হয়নি কখনও; স্ত্রীর কথা মনে পড়ে—মাঝে মধ্যে শিকারে ওর সঙ্গে বেরিয়ে যেত; ওর

Boighar.com

ছেলের কথা মনে পড়ে—এ রাইফেল দিয়ে তাকে গুলি করবার পদ্ধতি শিখিয়েছে, তালিম দিয়েছে।

আগুনের কাছে চলে গেল অ্যাশলে, হাঁটু গেড়ে বসল। আঙুল চালিয়ে হ্যাটব্যাণ্ড মুছল। 'আকাশ দেখে মনে হলো কাল বোধহয় বেশ বাতাস থাকবে,' বলল ও।

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো টম স্কেরিট। 'ওই যে, স্টু আছে তোমার জন্যে। ঝটপট শেষ করে ফেলো, ম্যান। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে কেতলি ধুয়ে কফি বসিয়ে দেব। ওটা ছাড়া নিশ্চয়ই চলবে না?'

নানা বিষয়ে গল্প শুরু হলো। ক্যাম্প-ফায়ারে যেমন হয়। প্রায় নীরব থাকল অ্যাশলে। নিছক গল্পের মধ্যেও বহু কিছু শিখবার আছে বৈকি। যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে ও, সর্বন ও হাইডেলবার্গে পড়াশোনা করেছে, ক্যাম্ব্রিজে ইতিহাস পড়িয়েছে, কিন্তু সামনের এ মানুষগুলোর কাছ থেকে যে-শিক্ষা পাবে তা কোন বইয়ে পাওয়া যাবে না।

পশ্চিমের অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া মানুষ এরা। সবার আগে পশ্চিমে এসেছে। পেটের দায়ে শিকার করেছে, ফাঁদ পেতেছে; বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে টিকে গেছে। পশ্চিম সম্পর্কে এদের চেয়ে বেশি আর জানবে কে?

অ্যাশলে তো মাত্রই এল এখানে। স্বভাবতই, এ মানুষগুলোর কাছ থেকে বহু কিছু শিখবার আছে।

আগুনের আলোর নাচন সবার মুখে। রাতের ক্যাম্পে আগুনকে ঘিরে সবাই যখন বসে, আলো-ছায়ার আল্পনা চলতে থাকে মুখে মুখে, আলোর নাচন বলে ভুল হয়! পোড়া কাঠের গন্ধ ও সদ্য তৈরি কফির সুঘ্রাণ মাদকতা তৈরি করে। সঙ্গে যদি উনুনে বসানো স্টু-র ঘ্রাণ যোগ হয়, খিদেয় পেট গুলিয়ে ওঠে একটু আগে-ভাগেই। জিভে জল আসাও বিচিত্র নয়!

দিনে কিছু একটা ঘটেছে বলে মনে হলো অ্যাশলের,

বইঘর.কম

পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। সারাদিন বাইরে ছিল ও, শিকার করেছে, মাংস নিয়ে ফিরে এসেছে ক্যাম্পে। ওর প্রতি সবার মনোভাবে পরিবর্তন এসে গেছে। সবাই বুঝে গেছে অ্যাশলে ক্রুডার আনাড়ি নয়, এত পশ্চিমে নতুন হলেও টিকে থাকবার বা নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবার মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা ওর আছে।

পশ্চিম এমন এক জায়গা, যেখানে মানুষকে তার জবান ও কাজ দিয়ে বিচার করা হয়। কে কবে কী ছিল, সেই বিচার মুখ্য নয়, বরং কঠিন সময়ে কীভাবে সে উৎরে যায়, তাই বিবেচনা করা হয়। দুর্বল লোকের স্থান নেই এখানে। বেঁচে থাকা বা টিকে থাকবার তাগিদে দৃঢ়চেতা হতে হয়, প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও হওয়া লাগে। সামান্য দুর্বলতার পরিণতিতে জীবন দিয়ে মাশুল গুনতেও হতে পারে।

এখানে সিংহহৃদয়ের কদর। সামনা-সামনি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যে-লোক শত্রুর মোকাবিলা করে, তাকে ভিন্ন চোখে দেখে সবাই। ডুয়েল হলে তো কথাই নেই। এরা যখন জেনেছে ডুয়েলে শত্রুকে নিকেশ করেছে অ্যাশলে, মুহূর্তের ব্যবধানে ওকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছে। পশ্চিম এমনই। এখানে যেহেতু আইনের বালাই নেই, নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজে করতে হয়, লড়াই করে হলেও নিজস্ব সম্পদ অধিকারে রাখতে হয়; ডুয়েল লড়তে সক্ষম মানুষকে তাই সর্বোচ্চ সাহসী বা দৃঢ়চেতা বলে জ্ঞান করা হয়। এরা আদর্শ হিসাবে অন্যের গল্পের খোরাক হয়। এমন সাহসিকতার গল্প দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

পুবের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন বলা চলে। ডুয়েল সেখানেও ঘটে, তবে ইদানীং বেশ কিছু স্থানে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়েছে। কার্যত, যেখানে আইনের অস্তিত্ব আছে, সেখানে ব্যক্তিগত কলহ বা দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটাতে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে ডুয়েলের দরকার হবে না; বরং আইনই

Boighar.com

তার নিষ্পত্তি করে দেয়।

কিন্তু বুনো পশ্চিমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে এখনও বহু দেরি। ততদিন পর্যন্ত বরং এভাবে, ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে সক্রিয় হয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কে কখন পাহারায় থাকবে, ঠিক করে নিল ওরা। রাতের প্রথম অংশে থাকবে গ্রেগ শোহান, দ্বিতীয় অংশে জেক আবেল। ইণ্ডিয়ান হামলার সমূহ সম্ভাবনা ভোরে বেশি বলে তখনকার সময়টা নিজের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে অ্যাশলে।

অ্যাশলে খেয়াল করেছে থম্পসন রাইফেলের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না অটি ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়ানের উদ্দেশে স্মিত হাসল ও, কিন্তু ওদিক থেকে জবাব পেল না। একেবারে নির্লিপ্ত মুখ। শুধু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

ক্লান্ত লাগছে, অনুভব করল অ্যাশলে। টানা রাইডে অভ্যস্ত নয় ওর দেহ, মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছে। বিশ্রাম পেলে অবশ্য পুষিয়ে নিতে পারবে। পাহারার সময় শরীর চাঙা রাখতে হবে, নইলে ঝিমুনি পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপদ ঘটে যেতে পারে।

অগত্যা, শুয়ে পড়তে মনস্থ করল ও। ব্ল্যাঙ্কেট রোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

কাঁধে আলতো হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। আবেল।

‘উঠে পড়ো, ম্যান,’ নিচু স্বরে বলল সে। ‘তিনটা বেজে গেছে। আকাশে তারা রয়ে গেছে কিছু।’

ঝটপট উঠে পড়ল অ্যাশলে, বিছানা গুছিয়ে পায়ে বুট গলাল। তারপর জ্যাকেট গায়ে জড়াল। স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল জেক আবেল, মাথা নাড়ল। ‘পেতলের ওই বোতাম ক’টা বেশ ভোগাবে তোমাকে,’ বলল সে। ‘আবছা অন্ধকারে খুব চোখে পড়বে ওগুলো। গুলি করবার সময়

বইঘর.কম

আদর্শ টার্গেটটি পেয়ে যাবে শত্রু।'

'জানি। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে, যেহেতু আরেকটা শার্ট নেই আমার। রাতটা শান্তিতে কেটেছে তো?'

মাথা নাড়ল আবেল। 'শান্তি? কোন্‌টাকে শান্তি বলবে? সারাক্ষণ ব্যাঙের গ্যাঙড়-গ্যাঙ, কয়োটির চিৎকার...ওসব বাদ দিলে অবশ্য শান্তই বলতে হবে। তবে আলো-আঁধারি পরিবেশে বোকা বনে যাওয়া খুব সহজ। কোন্‌টা যে কী, সঠিক ঠাহর করা মুশকিল। বিপদের জন্যে সারাক্ষণ সতর্ক ও তৈরি থাকাই শ্রেয়।'

আবেলকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল অ্যাশলে, অন্ধকারে মিশে গেল। রাইফেল হাতে টিলার কিনারে এসে বসল, তাকাল নিচের বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির দিকে।

চারপাশে সবকিছু নীরব ও স্থবির মনে হচ্ছে; গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও যেন এক ধরনের স্বচ্ছতা রয়েছে, শূন্যতার মধ্যেও দৃষ্টি চলে যায়–কয়েকশো গজ পর্যন্ত আবছা ভাবে চোখে পড়ে। ধীর কদমে ক্যাম্পের ওপাশে চলে গেল অ্যাশলে, নিঃশব্দে পায়চারি করছে। কিনারা ধরে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট, তারপর ভিন্ন পথ ধরে দ্রুত পায়ে শুরুর জায়গায় ফিরে এল।

আগুনে কিছু কাঠ যোগ করল আবেল, সকাল পর্যন্ত আগুন জ্বলন্ত থাকবে এতে। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্যাম্প একেবারে নীরব। আক্রান্ত হলে, সম্ভাব্য জায়গা হচ্ছে ক্রীক বেড, অনুমান করল অ্যাশলে, ওদিকে কিছু চোখে পড়ে না বললে চলে। ক্যাম্পে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধুদের অবয়বে চোখ বুলাল ও। শোহান, স্কেরিট, লবেল, ক্রিমাল, ও'ব্রায়ান, আবেল আর অটি ইণ্ডিয়ান...নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সবাই।

সময় গড়িয়ে চলল। রাতের সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে

Boighar.com

ইতোমধ্যে মানিয়ে নিয়েছে অ্যাশলে। পায়চারি চালিয়ে গেল ও, কখনোই এক জায়গায় থাকল না, একই পথ পরপর ব্যবহার করছে না; চায় না ওর চলাফেরার মধ্যে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থাকুক। বেশিক্ষণ থামছেও না কোথাও। বহু দূরে পুবাকাশে ক্ষীণ আভা ফুটেছে মনে হলো, কিন্তু সূর্য উঠতে এখনও দেরি আছে।

অস্বস্তি বোধ করছে অ্যাশলে, ওর মনে হচ্ছে কী যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে, অথচ ঠিক ধরতে পারছে না। ঝাড়া কয়েক মিনিট কেটে গেল এভাবে। তারপর…সহসাই অ্যাশলের বোধোদয় হলো যে ব্যাঙের ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। আচমকাই একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে রাতটা।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে এক বোল্ডারের কাছে বসে পড়ল অ্যাশলে, বাম গোড়ালি অন্যটার চেয়ে সামান্য পিছনে। কান খাড়া ওর। উঁহুঁ…অস্বাভাবিক কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকাল ও। বন্ধুদের কি জাগিয়ে দেয়া উচিত? নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে ওদের মূল্যবান ঘুম হারাম করবার কোন মানে হয় না। বরং সবাইকে না-জাগিয়ে আস্থাভাজন এক বা দু'জনকে জাগানো যেতে পারে…যেমন গ্রেগরি শোহান।

শোহান…স্কেরিট…লবেল।

ক্রিমাল…জেস ও'ব্রায়ান…জেক আবেল এবং অটি…আরে, অটি ইণ্ডিয়ান উধাও হয়ে গেছে!

চকিতে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল অ্যাশলে। প্রথমে ঘোড়া স্ট্যাম্পিড করবে শত্রুরা। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে ও, তাতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ওর অনুমানে ভুল হয়নি। দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল অ্যাশলে।

অস্থির বোধ করছে ঘোড়াগুলো। মাথা উঁচু, নাকের বাঁশি

ফুলে গেছে।

'ও'ব্রায়ান?' নিচু স্বরে ডাকল অ্যাশলে।

একটা ছায়া নড়ে উঠল...নাক সিটকাল একটা ঘোড়া। একই মুহূর্তে গাঢ় একটা ছায়া ঝাঁপ দিল অ্যাশলের উদ্দেশে। শেষ মুহূর্তে পাশ কাটানোর প্রয়াস পেল ও। আগুনের ম্লান আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ছায়ার হাতে ধরা ছুরি।

রাইফেলের বাঁট নিষ্ঠুর ভাবে চালাল অ্যাশলে। দয়া দেখালে পস্তাতে হবে এখন। পাশ দিয়ে বাউলি কেটে চলে যাওয়া পাতলা দেহে মুগুরের মতো আঘাত করল থম্পসনের বাঁট। বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লোকটা, রাইফেলের বাঁটের সঙ্গে খুলির সংঘর্ষে যেন তরমুজ ফাটল! কাটা কলা গাছের মতো আছড়ে পড়ল অচেতন দেহ।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল অ্যাশলে, অনুমানের উপর নির্ভর করে বিশ হাত দূরে গুলি চালাল। নিশানা করবার সময় নেই, কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিয়েছে, ঠিক যেন পিস্তল চালিয়েছে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল ইণ্ডিয়ান, গুলিটা আধ-পাক ঘুরিয়ে দিল তাকে।

স্বয়ংক্রিয় ভাবে, বুলেট ও পাউডারের জন্যে চলে গেল ওর হাত।

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল চারপাশ। লড়াইয়ে অভ্যস্ত না-হলেও মল্লযুদ্ধ, আহতের আর্তচিৎকার আর অস্ত্রের মুহুর্মুহু গর্জন প্রত্যাশা করেছে...যদিও তেমন কিছু ঘটছে না। কিচ্ছু নেই। একেবারে নীরব ও স্থবির হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্প।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল অ্যাশলে। একে একে সবগুলোর পাশে গেল, গায়ে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কথা বলল। শান্ত রাখতে চায় ওদের। আতঙ্কিত হলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দে-ছুট দেবে। এখান থেকে ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে। একটা বিছানায় নেই কেউ। সব শূন্য পড়ে আছে।

কাছাকাছি নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে নিঃশব্দে পাশ ফিরল ও, তৈরি যে-কোন বিপদের জন্যে। 'তুমি ঠিক আছ তো?' প্রায় শোনা যায় না এমন, জেস ও'ব্রায়ানের ক্ষীণ কণ্ঠ কানে এল।

'অটি চলে গেছে। ঘোড়ার কাছে এসে মনে হলো স্ট্যাম্পিড করাতে পারে ইণ্ডিয়ানরা।'

'ঠিক কাজটাই করেছ,' মন্তব্য করল সে। দশ-বারো ফুট দূরে পড়ে থাকা নিথর দেহটা দেখিয়ে জানতে চাইল: 'একটাকে ঝেড়ে ফেলেছ?'

'সম্ভবত দুটো। ওদিকে পড়ে আছে আরেকজন।' অ্যাশলে পা বাড়াতে ওকে বাধা দিল ও'ব্রায়ান।

'উঁহুঁ, এখনও বোধহয় ওদিকে আছে ওরা।'

যুক্তি আছে ও'ব্রায়ানের কথায়। অগত্যা অপেক্ষায় থাকল ওরা। কান খাড়া করে শুনতে চাইল অস্বাভাবিক শব্দ। দূরে পুবাকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে।

পেঁচা ডেকে উঠল কোথাও। কিছুক্ষণ পর আবারও। একটাই ডাকছে।

'ভাবছি ওই ব্যাটা কোথায় গেছে,' অ্যাশলের কানে ফিসফিস করল জেস ও'ব্রায়ান।

আরও ফর্সা হয়ে গেল পুবাকাশ। রক্তিম বিছানায় উদয় হলো সূর্য, উজ্জ্বল শিখা বিদীর্ণ করল সমস্ত আকাশ। শুভ্র মেঘের পাহাড় সব রঙিন হয়ে গেছে।

অপেক্ষায় থাকল ওরা, এক চুল নড়ছে না কেউ। ঠায় রয়ে গেছে যার যার জায়গায়। জানে না একটু পর কী ঘটবে। আবারও নতুন উদ্যমে হামলা করতে পারে ইণ্ডিয়ানরা, কিংবা পরে মোক্ষম সুযোগের ধান্ধায় হাল ছেড়ে দিতে পারে। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বাধ্য-বাধকতা নেই রেডস্কিনদের। যা খুশি করতে পারে। যে-কোন মূল্যে বা এখনই জিততে হবে, এমন চাপ নেই ওদের; বরং অফুরন্ত

বইঘর.কম

সময় আছে হাতে।

দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। ক্যাম্পের কিনারা বরাবর, বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। গুলি করতে হলে যাতে সুবিধা পাওয়া যায়। নিচে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোথাও প্রাণের সাড়া নেই।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'অনেকক্ষণ ধরেও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,' বলল সে। 'আমার মনে হয় চম্পট দিয়েছে ওরা।' নিথর পড়ে থাকা ইণ্ডিয়ানকে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। বুটের আগা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল দেহটা। রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে, যদি গুলি করবার দরকার পড়ে–রেডস্কিন হয়তো ভং ধরে পড়ে আছে!

ব্যাটা অনেক আগেই কতল হয়ে গেছে। মাথার এক পাশ গুঁড়িয়ে গেছে অ্যাশলের রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে।

প্রেয়ারির দিকে ফিরল অ্যাশলে।

'ওর খুলির চামড়া নেবে?' জানতে চাইল ও'ব্রায়ান। 'চাইলে নিতে পারো। তুমি যেহেতু মেরেছ, দাবিটা তোমার।'

'না। এটা আসলে বর্বরোচিত কাজ।'

'এটা বর্বর দেশ, দোস্ত। সঙ্গে যদি কয়েকটা ইণ্ডিয়ানের চাঁদির চামড়া রাখতে পারো, দেখবে তাবৎ ইনজুন তোমাকে স্যালুট দেয়া শুরু করেছে।'

'অত গুরুত্বপূর্ণ হলে তুমি নিজেই নিয়ে নাও।'

'উঁহুঁ। যার হাতে খুন হয়, নিয়ম অনুযায়ী চাঁদিটা তার প্রাপ্য। অন্য কেউ নিতে পারে না।' সতর্কতার সঙ্গে মৃত রেডস্কিনের সব তীর ভেঙে ফেলল ডেমিয়েন ক্রিমাল, ধনুকও বাদ দিল না। মৃত ইণ্ডিয়ানের ছুরিটা কোমরের খাপ থেকে খুলে অ্যাশলের দিকে ছুঁড়ে মারল। শূন্যে ওটা লুফে নিল অ্যাশলে।

'এর বিনিময়ে কিছু নিতে পারবে,' প্রস্তাব করল

Boighar.com

ক্রিমাল। 'মনে হয় বীভারের একটা পশমী চামড়া ঠিক পেয়ে যাবে।'

'আমি তো মনে করেছি একজনকে গুলি করেছি,' জানাল অ্যাশলে। 'ওই যে, ওখানে ছিল লোকটা।'

'ইণ্ডিয়ানরা হচ্ছে প্রেয়ারির কুকুরের মতো,' মন্তব্য করল গ্রেগ শোহান। 'দেখবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে যদি মারতে না-পারো, তা হলে ঠিক মাটিতে গর্ত তৈরি করে পালিয়ে যায় ওরা!'

ইণ্ডিয়ানকে যেখানে দেখতে পেয়েছিল অ্যাশলে, হেঁটে সেখানে চলে এল ওরা।

'গুলি লেগেছে বলেছ না?' হঠাৎ জানতে চাইল শোহান। আঙুল তুলে দেখাল অন্যদের। 'ওই যে, পাতার উপর রক্ত পড়ে আছে।'

দেখতে পেল ওরা। দৃষ্টি প্রসারিত করতে দুই গজ দূরে আরও দুই জায়গায় রক্ত দেখতে পেল।

বিশ গজ এগোনোর পর ক্ষান্ত দিল ওরা, কারণ ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেছে আহত ইণ্ডিয়ান। এমনও হতে পারে, ওখানে পড়ে আছে সে, ঘাপটি মেরে আছে ওদের কারও অপেক্ষায়।

'সম্ভবত পাঁজরে বিঁধিয়েছ গুলিটা,' মন্তব্য করল ক্রিমাল। 'ঠিক জায়গায় বিঁধিয়েছ!' তারপর অ্যাশলের মুখোমুখি হলো, সমীহের দৃষ্টিতে দেখছে। 'বাপু, পশ্চিমে নতুন হিসাবে তেলেসমাতি দেখিয়ে ফেলেছ! কে বলবে তুমি দু'মাস আগে এসেছ? এত ভাল শ্যূটিং খুব কম মানুষ পারে! বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে।'

'আমি ওকে মেরে ফেলতে চাইনি,' বলেও থেমে গেল অ্যাশলে ক্রুডার। কথাটা পুরোপুরি ঠিক হলো না, কারণ ইণ্ডিয়ানের হাতে নিজে মরবার খায়েশও ওর ছিল না। পরিস্থিতি ছিল—হয় মারো, নয় মরো...এর কম বা মধ্যবর্তী

কিছু ছিল না।

'তুমি যদি ওকে গুলি না-করতে, ইণ্ডিয়ানটা ধরে নিত তুমি হয় কাপুরুষ নয়তো আনাড়ি। এজন্যে তোমাকে তাচ্ছিল্য করত। এ ব্যাপারগুলো মগজে ঢুকিয়ে নাও, বাছা, কারণ আদপে এখানে মাঝামাঝি বা দুটো পথ নেই। যে-কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। যখন কারও বা কোন কিছুর উদ্দেশে গুলি করবে সেটা মারবার জন্যে করবে; তা না-পারলে বাপু ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে যাও।'

এক বিন্দু মিথ্যে বলেনি ক্রিমাল। এভাবেই লড়তে হয় এখানে। প্রয়োজনে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা দেখাতে হয়, দুর্বলতা দেখালে নির্ঘাত অপঘাতে অনিবার্য মৃত্যু।

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। ততক্ষণে আগুনে কফি চড়ানো হয়ে গেছে। একটু পর মাইক লবেল যোগ দিল। চারপাশ রেকি করে এসেছে সে। কিচ্ছু পায়নি।

'ভেগে গেছে হারামজাদারা!' আফসোসের সুরে বলল সে।

'ওরা বোকা নয়। অটি বোধহয় ভেবেছিল পশ্চিমে নতুন কেউ পাহারায় থাকা মানেই নির্ঘাত জিতে যাবে।' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখল ক্রিমাল, হাসছে। 'কিন্তু ব্যাটাকে বোকা বানিয়েছ তুমি।'

'ভাগ্য ভাল ছিল আমার,' দ্বিমত পোষণ করল অ্যাশলে। 'আর ভড়কেও গেছিলাম।'

'তা আর বলতে!' মন্তব্য করল লরেল। 'এমন ভড়কে থাকাই ভাল হবে তোমার জন্যে। আজীবন থেকো এমন! আর এ গুণটা যেদিন হারিয়ে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে পুবে চলে যেয়ো, নইলে এখানে টিকতে পারবে না।'

আগুনের পাশে বসে নাস্তা সেরে নিল ওরা। ফাঁকে ফাঁকে গল্প করল। বন্ধুদের মুখগুলো দেখল অ্যাশলে,

Boighar.com

হোমারের লেখা “ট্রয়” উপন্যাসের কথা মনে পড়ল–ট্রয় অভিমুখে যাত্রার ফাঁকে সাগরের তীরে ক্যাম্প করেছিল গ্রীকরা।

এরা সবাই এক ধরনের মানুষ। একই মানসিকতার। কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমী, লড়াকু। ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না। গ্রীকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চার

সবুজ ঘাসে ভরা বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির কী যে অপরূপ সৌন্দর্য, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আর চামড়ার চোখে এমন সৌন্দর্য দেখবার অনুভূতিও বিস্ময়কর। মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলানো জমি, চারদিকে দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত; মাথার উপর শুভ্র মেঘের সারি ও সুনীল আকাশ–এমন পরিবেশের অংশ হতে কেমন লাগে, তা কল্পনায় অনুভব করা যাবে না।

পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাইলের পর মাইল পিছনে ফেলে যাচ্ছে। লোকালয় এখন আর চোখে পড়ছে না, বরং চেনা-জানা বসতি থেকে ক্রমে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। বুনো প্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে। মোষ দেখতে পাচ্ছে। অ্যান্টিলোপ এত যে কোনবারই পালে ষাট-সত্তরটার নিচে থাকছে না।

পানি নিতে যখনই ঝর্না বা ওঅটরহোলে থেমেছে, প্রায় সবখানে ভালুকের ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে; কয়েকবার

বইঘর.কম

সিংহের ছাপও দেখেছে।

প্রেয়ারির ছোটখাট নেকড়েগুলো কয়োটি হিসাবে পরিচিত। নেকড়ে আর কয়োটিরা সবসময়ই মোষের পালের ধারে-কাছে ঘুরে বেড়ায়, ধান্ধায় থাকে যদি বাছুর বা বুড়ো মোষের উপর চড়াও হতে পারে। বাচ্চা বা বুড়োরা জোর প্রতিরোধ বা পাল্টা লড়াই করতে পারে না।

বিস্তীর্ণ ও জনমানবহীন প্রান্তর ধরে এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু তাতে উদ্বেগ মোটেও কাটছে না। উন্মুক্ত জায়গার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এখানে নিরাপত্তা থাকে না। আপাত দৃষ্টিতে খোলা জায়গাকে নিরাপদ মনে হলেও আসলে এটা বাস্তবতা নয়। অ্যাশলের ছেলেবেলাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেহেতু দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে সব ইন্দ্রিয়কে খাপ খাইয়ে নেয়ার তালিম পেয়েছে; চট করে অসঙ্গতি ধরে ফেলতে পারে ও, সমস্যার দিকে আগে-ভাগে দৃষ্টি চলে যায়; অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত নড়াচড়া আঁচ করতে পারে।

ঘাসের জমিনে বাতাস চলাচলের সঙ্গে নিজের মনঃসংযোগ মানিয়ে নিল অ্যাশলে, ফলে ঘাসের নড়াচড়ার মধ্যেও অন্য কারও নড়াচড়া ধরতে পারা সহজ হয়ে পড়ল। তবে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অন্য শব্দও আছে, এবং সেগুলোও বিবেচনায় রাখতে হয়, অনুভব করতে হয়। সবকিছুর মধ্যে একটা সমন্বয় বা ছন্দ থাকে, সেটার ব্যত্যয় ঘটলে—অনিবার্য ভাবে যার কারণ অপ্রাকৃতিক—কোন অসঙ্গতি ঘটলে সেটা ধরতে জানতে হয়, নইলে বুনো পরিবেশে বিপদে পড়বার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

একসময় ইতিহাসের ছাত্র ছিল অ্যাশলে। মানব ইতিহাস, বিশেষ করে মানব গোষ্ঠীর চলাচলের উপর জলবায়ুর প্রভাব দেখে যারপরনাই চমৎকৃত হতো ও। ব্যাপারটা দারুণ বিস্ময়কর লাগে ওর—কোথাকার মানুষ

Boighar.com

কোথায় চলে যায়! মানুষের এই চলাচল বা যাযাবর জীবনের নেপথ্যে রয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। ঋতু বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাযাবর মানুষ সাময়িক বসতি গুটিয়ে নতুন লোকালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। পৃথিবীর বহু সভ্যতা এভাবে গড়ে উঠেছে। হান* ও গোথ*দের হঠাৎ ইউরোপে উপস্থিতি বা তারও আগে কেল্টিক*দের অভিগমন...আসলে এদের স্থানান্তরের কারণ কী? অন্য নৃগোষ্ঠীর চাপ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, নাকি খরা বা বন্যা?

নাকি সূর্যের প্রতি নিরন্তর যে আকর্ষণ রয়েছে, তার প্রভাবে?

বেশ কয়েকবার নালহীন ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখতে পেয়েছে ওরা। পায়ের ছাপের প্যাটার্ন–যেদিকে বা যেভাবে গেছে–দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় ঘোড়াগুলো বুনো নয়; বরং ইণ্ডিয়ান ঘোড়া। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান সওয়ার নিয়ে এদিক দিয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে অ্যাশলে আবিষ্কার করেছে থম্পসন রাইফেলের বিশেষত্বের কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, যা অন্যরা পাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত ও নির্ভার থাকতে পারছে ও।

---

* হান প্রাচীন এশিয়ার যাযাবর প্রকৃতির মানুষ, যারা ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তল্পিতল্পাসহ স্থানান্তর হয়। উত্তর-মধ্য এশিয়ার এসব লোক প্রথমে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সময় প্রথমে চীন, তারপর আরও পশ্চিমে পুরো এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে ইউরোপে চলে আসে। চতুর্থ দশকের সময় এদের নেতা আটিলার নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় বসবাস শুরু করে।

* গোথ (Goth) প্রাচীন জার্মান নাগরিক, যারা তৃতীয় ও চতুর্থ দশক সময়কালে বাল্টিকের দক্ষিণে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন নানা দেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ে।

* কেল্টিক (Celtic) ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী জাত, যার মধ্যে রয়েছে আইরিশ, স্কটিশ, গেইলিক, ওয়েলশ এবং ব্রেটন, যাদের দুটো গোত্র হচ্ছে ব্রাইথোনিক ও গোইডেলিক।

বইঘর.কম

কিন্তু একটা সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারেনি। রাইডিঙের উপযুক্ত কাপড় জরুরি হয়ে পড়েছে। পরনের কাপড় পুরোপুরি ভদ্রলোকী, বিশেষ উপলক্ষের জন্যে মানানসই। এ মুহূর্তে ওগুলো অকার্যকর হয়ে পড়লেও বাদ দিয়ে দেয়া ঠিক হবে না, কারণ পরে কাজে লেগে যেতেও পারে। সেরকম বিশেষ উপলক্ষ পাওয়া যাবে না, তার নিশ্চয়তা কী? বরং কাজে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কখনও দেখেনি অ্যাশলে, কিন্তু বেশ কিছু ব্যাপার জানে। এরা খুব মর্যাদাসম্পন্ন, আনুষ্ঠানিকতার প্রতি সীমাহীন আসক্তি বোধ করে। সেক্ষেত্রে, অ্যাশলের ইচ্ছে যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে তাদের মুখোমুখি হওয়ার।

তবে অটি ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ বা একসঙ্গে কাটানো সময়টুকু মোটেও উল্লেখযোগ্য বা আগ্রহ-জাগানিয়া নয়।

বন্ধুদের সঙ্গে ভেগে গেছে সে। এটা এতক্ষণে হেন বোকাও বুঝবে যে রেইড করবার জন্যে বন্ধুদের সেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হামলার কৌশলটা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যাশলে, বিশেষ করে শুরু আর আচমকা শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। প্রাণঘাতী এমন ঘটনা এত আকস্মিক ভাবে শুরু হতে পারে, পুবের মানুষ হিসাবে আসলে ধারণায় ছিল না ওর। স্বভাবতই, ওর চমক কাটেনি।

তবে একই ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে, বুঝে গেছে অ্যাশলে। এবং সেজন্যে প্রস্তুতও থাকতে চায় পুরো মাত্রায়।

সৃষ্টির শুরু থেকে, মানুষ সবসময়ই নির্জনতার ভক্ত। বসতির জন্যে নতুন নতুন জায়গায় সরে যায়। এখানে,

Boighar.com

আমেরিকার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। গোথ, মঙ্গোল বা ইন্দো-আরিয়ানদের মতোই প্রতিদিন আরও পশ্চিমে, অনাবিষ্কৃত জায়গার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে মানুষ। শত বাধা পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেখানে কিছুদিন থাকবার পর, যখন হাঁপিয়ে ওঠে বা জমির চেয়ে লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, আরও পশ্চিমে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু এভাবে কতদিন? ভাবছে অ্যাশলে। উদ্ভিদ যেমন তার জন্যে সর্বাপেক্ষা মানানসই জমিতে জন্মায়, একই সূত্র মানুষের বেলায় প্রযোজ্য হয়ে গেছে–যে যেখানে পারছে টিকে থাকছে। কিন্তু একসময় কি সব জমি শেষ হয়ে যাবে না? সারা দুনিয়া থেকে পশ্চিমে ছুটে আসছে মানুষ। সর্বত্র বসতি গড়ে উঠবে। একসময় আর নতুন কোন জমি থাকবে না। তখন কী হবে?

তিনদিন ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ওরা, পিছনে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি ফেলে এসেছে। ওখানকার সব ঘাস লম্বা লম্বা। ছোট ঘাসঅলা প্রেয়ারি-এলাকা পড়বে সামনে, তবে এখনও বহু দূরে রয়ে গেছে। গতকালও লম্বা লম্বা ব্লুস্টেম* ঘাস দেখেছে, কিন্তু আজ থেকে লক্ষ্য করছে ওগুলোর সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি খাটোও হয়ে গেছে। শুধু ক্রীকের কাছাকাছি কিছু বড় গাছ চোখে পড়ে।

ঘাসের আকার দেখে বোঝা যায় এটা উষ্ণ এলাকা এবং বেশ শুষ্ক...হুইটগ্রাস*, খাটো ব্লুস্টেম আর বিচ্ছিন্ন ভাবে

---

* ব্লুস্টেম (Bluestem) : নীল রঙের খাটো ঘাস; আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে জন্মানো নীল রঙের মসৃণ পাতা ও শীর্ণ শিষ যুক্ত ঘাস, যা জোড়ায় জোড়ায় বা গুচ্ছাকারে জন্মায়; খড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

* হুইটগ্রাস (wheatgrass) : গম-জাত ছোট ছোট এক ধরনের ঘাস।

বইঘর.কম

বেড়ে ওঠা বাফেলো ঘাস ও ব্লু গামা চোখে পড়ে।

এখানে ঘোড়ার আগমনের আগে নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ানরাই এসেছে, কারণ যেমন বিস্তীর্ণ এলাকা–চলাচলের জন্যে ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাই করা যায় না; একইসঙ্গে পানির উৎসের সংখ্যাও কম এবং ওগুলোর অবস্থান বেশ দূরে দূরে।

পানির জন্যে প্লাটে নদীতে চলে এল ওরা। নদীটা বেশ প্রশস্ত বটে, তবে প্রবাহ সরু হয়ে এসেছে এখন; দুই ধার বালুময়। আর তলার পানি ঈষৎ লোনা। প্রথমে পানি পান করল ওরা, তারপর নদী থেকে দূরে এসে আড়াল দেখে এক জায়গায় ক্যাম্প করল। এক গুচ্ছ গাছের পিছনে, খোলামেলা জায়গাটা; চারদিকে অনেকটা পর্যন্ত অনায়াসে চোখে পড়ে।

লবেল ও আবেল ঘোড়াগুলোকে ঘাসে চরাতে নিয়ে গেল, আর অন্যরা ক্যাম্পের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্যাডল ব্যাগ থেকে নিজের হান্টিং জ্যাকেট ও এক জোড়া লেগিংস বের করল অ্যাশলে। বাকস্কিন এখনও পুরোপুরি তৈরি করা হয়নি, ছোটাছুটির কারণে সুযোগ মেলেনি। বাড়িতে সমান জায়গার উপর ফেলে বর্তুলাকার কোন কিছু দিয়ে ডলে চামড়ার বাইরের আবরণ ও বাড়তি চর্বি ছাড়িয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু এখানে তা নেই। চামড়া তিনদিন পানিতে চুবিয়ে রাখা বা ছাই-কয়লা দিয়ে শুকাতে দেয়ার উপায়ও নেই; বরং ওসব ছাড়াই কাজটা করতে হবে।

তাই ভিন্ন পথ ধরেছে অ্যাশলে। যেখানেই ক্যাম্প করে ও, চামড়া ভিজিয়ে রাখে কয়েক ঘণ্টা, তারপর কাঠি দিয়ে ডলে যতটা সম্ভব পশম ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

অ্যান্টিলোপের মগজ রেখে দেয় ওরা, শুকিয়ে রেখে দেয়। শুষ্ক ও শক্ত চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে স্টু তৈরি করে প্রথমে,

Boighar.com

তারপর ঠাণ্ডা স্টু চামড়ায় মাখিয়ে দেয়। চারদিক থেকে টেনে টানটান করে ফেলে চামড়া, তারপর সতর্কতার সঙ্গে রোল করে কয়েকদিন ওভাবে রেখে দেয়। শেষে ঘষে-মেজে ও গরম আঁচ দিয়ে শক্ত করে তোলে। ইণ্ডিয়ান গ্রামে মেয়েরা এ কাজটা খুব ভাল পারে, কিন্তু ও নিজেই করছে। চ্যাপ্স ও লেগিংস ছাড়া ভাল কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শিগ্গিরই তাই চামড়ার চ্যাপ্স ও অন্যান্য পরিচ্ছদ জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ উপলক্ষের জন্যে ভাল কাপড় রেখে দিতে হবে।

অ্যাশলে উপলব্ধি করছে, ইণ্ডিয়ান জীবন–তা পুরুষ বা নারীর হোক–আসলে খুব কঠিন। বুনো এলাকায় সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবন নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য, আর গৃহস্থালি কাজ স্কুঅদের জন্যে রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার।

সন্ধ্যার পরপর মোষের মাংস নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ডেমিয়েন ক্রিমাল। সেরা জাতের মাংস আছে এমন অংশ কেটে নিয়ে এসেছে সে।

রাতে, আগুনের স্বস্তিদায়ক উষ্ণতাকে ঘিরে বসে যখন খাচ্ছে ওরা, সন্তুষ্ট মনে মাংসের হাড্ডি চিবুচ্ছে, ক্রিমাল তখন বলল: 'কী জানো, আজ ওদিকে একটা জিনিস দেখেছি। ঘটনা সুবিধার মনে হয়নি। আমার মনে হচ্ছে, ঝামেলা হতে পারে!'

কেউ কিছু বলল না, অপেক্ষায় রয়েছে। বুঝতে পারছে ক্রিমালের কথা শেষ হয়নি।

খানিক মাংস চিবিয়ে সে বলল, 'মোকাসিনের ছাপ দেখলাম, সঙ্গে বুটের ট্র্যাকও ছিল। সম্ভবত তিনজন সাদা মানুষ। আমার ধারণা স্পেনিশ।'

'আমাদের চিন্তিত হওয়ার কী আছে?' পাত্তা দিতে চাইছে না জেক আবেল।

'স্পেনিশ আর যেই হোক,' ব্যাখ্যা করল গ্রেগরি

বই্ঘর.কম

শোহান। 'এখানে কোন লোকই প্রতিবেশী হিসাবে নতুন মানুষ দেখতে পারে না। স্পেনিশদের কাছ থেকে লুইজিয়ানা একরকম কেড়ে নিয়েছিল বোনাপার্ট, তারপর আমাদের কাছে বেচে দিয়েছিল। এদিকে ওদের বেশ কয়েকটা বসতি আছে এবং এখানে অনাহূত কাউকে পেলে সোজা জেলে পুরে দেয় স্পেনিশরা।'

আঙুল উঁচিয়ে অর্ধ-বৃত্তের মতো একটা দূরত্ব দেখাল সে। 'এখান থেকে অনেকটা জায়গা নিজেদের বলে দাবি করছে ওরা,' বলে গেল ক্রিমাল। 'আসল সীমানা যে কোথায়, কেউ সঠিক বলতে পারে না। আমি শুনেছি কলোরাডোয় নাকি ফরাসী সৈন্য আছে, সোনার খনির খোঁজে আছে ওরা। এদিকে ফরাসীদের পিছনে উতেদের লেলিয়ে দিয়েছে স্পেনিশরা।'

'আমাদের সতর্ক থাকাই ভাল,' মন্তব্য করল অ্যাশলে।

'কী মনে হয়, আমাদের দেখতে পেয়েছে ওরা?'

'মনে হয় না,' মন্তব্য করল ক্রিমাল। 'কিন্তু দলটা অনেক বড় ছিল। সব মিলিয়ে সম্ভবত চল্লিশজন। কে জানে, এদের কেউ শিকার করতে করতে এদিকে চলে আসতেও পারে এবং সেক্ষেত্রে, আমাদের দেখে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

নীরব হয়ে গেল ক্যাম্প। চিন্তা করবার মতো খোরাক জুটে গেছে। তবে খাওয়া থামায়নি কেউ।

সাদা মানুষের বসতি থেকে বহু দূরে চলে এসেছে ওরা। বিপদ হলে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিজেদেরই সামাল দিতে হবে। কাছাকাছি স্পেনিশ ও ইণ্ডিয়ান গ্রাম রয়েছে, ভয়াবহ বিপদের ঝুঁকি রয়েছে সবসময়ই। কিন্তু সংখ্যায় মাত্র সাতজন ওরা। এখানে নিজেদের উপস্থিতি, যেন ভিনগ্রহে চলে এসেছে।

তবে এরমধ্যেও একটা শক্তিমত্তার ব্যাপার আছে। সেটা

Boighar.com

পুরো মনস্তাত্ত্বিক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই হয়। ভরসা করা বা আস্থা রাখবার মতো যেহেতু নেই কেউ, নিজেদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। সামর্থ্য উজাড় করে দিতে হবে। সমস্যা নিজেদের, সমাধানও নিজেদেরই করতে হবে। একে একে প্রতিটি মুখ বিচার করল অ্যাশলে এবং নিশ্চিন্ত বোধ করল যে এ পরিস্থিতিতে এরচেয়ে শ্রেয়তর সঙ্গী পেতে পারত না। বরং এদের নিয়েই বিপদ সামলে উঠতে পারবে।

পিছনে, ওহাইওতে এ ধরনের ভবঘুরে মানুষকে দেখে এসেছে অ্যাশলে, অ্যালেগেনি বা আপালাচিয়ান অতিক্রম করে পশ্চিমে চলে আসছে পঙ্গপালের মতো...যে যেভাবে পারছে...ভাগ্য বেছে নিয়েছে এরা, নিজেদের নিয়তি ঠিক করে নিয়েছে। ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে পশ্চিমের পথে পা বাড়িয়েছে। কোন রাজা, রাণী, জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট তাদের নির্দেশ দেয়নি: "পশ্চিমে চলে যাও"; কিন্তু প্রতিটি মানুষ নিজ থেকে, সজ্ঞানে পশ্চিমে আসবার অটল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সামনে যাই পড়ুক বা যত অনিশ্চয়তাই থাকুক, এরা কেউ ফিরে যাবে না।

সর্বন ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে পরে ক্যাম্ব্রিজ ও উইলিয়াম অ্যাণ্ড মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়েছে অ্যাশলে, প্রেসিডেন্ট জেফারসনের সঙ্গে লাঞ্চ করেছে এবং বিখ্যাত বহু মানুষ ওর বন্ধু, যাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মেরিওয়েদার লুইস, হেনরি ডিয়ারবর্ন, ড. উইলিয়াম থর্নটন, গিলবার্ট স্টুয়ার্ট, কাউন্ট দ্য ভলনি অন্যতম—এত গৌরবান্বিত অতীত থাকলেও, কঠিন স্বভাবের এ মানুষগুলোর সান্নিধ্যে এখন ওর মনে হচ্ছে নাড়ির জায়গায় পৌঁছে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে এসেছে। সত্যিকার বাড়ি। এরা ওর স্বজন। এটা ওর আসল দেশ। জন্মভূমি না-হলেও হৃদয়ের ভূমি।

'কথাটা কি আসলে সত্যি, ক্রুডার?' অ্যাশলের দিকে

বইঘর.কম

ফিরে জানতে চাইল জেক আবেল। 'আসলেই কি কোন সীমান্ত নেই?'

'সীমান্ত আজ পর্যন্ত নিরূপণ বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। লুইস ও ক্লার্কের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এখানে আসলে কী আছে, তা যেমন জানবার উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি আমাদের অবস্থান ঠিক কোন্ জায়গায় তাও জানতে চেয়েছিল ওরা।'

আগুনের কিনারায় দেখা গেল জেস ও'ব্রায়ানকে। 'কেউ আসছে,' নিচু স্বরে ঘোষণা করল ও।

'পাঁচ বা ছয়জন,' আগুনের উদ্দেশে যেন বলল সে কথাটা, কারণ ইতোমধ্যে সবাই উধাও হয়ে গেছে, ভূতের মতো মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

ভাগ্যিস, সঙ্গে কফির মগটা নিয়ে এসেছে! ভাবছে অ্যাশলে। কে জানে, কতক্ষণ লাগে। বাম হাতে কফির কাপ, ডান হাতে থম্পসন। এ অবস্থায় রাইফেল চালাতে একটুও অসুবিধা হয় না ওর।

বাইরে সাড়া দিল একটা কণ্ঠ...স্পেনিশে।

একই ভাষায় জবাব দিল অ্যাশলে, সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ডান দিকে সরে গেল দুই কদম। কোন গুলি এল না, বরং ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে এল ক্যাম্পের দিকে। আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল অতিথিরা। দু'জন স্পেনিশ, চারজন ইণ্ডিয়ান।

অন্ধকার থেকে আলোয় পা রাখল অ্যাশলে, অতিথিদের ঘোড়া থেকে নেমে ক্যাম্পে ঢুকবার আমন্ত্রণ জানাল। তাদের মধ্যে অতি আগ্রহ দেখা গেল, স্যাডল ছেড়ে দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়ল ক্যাম্পে। স্পষ্টত, এরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তাজা কফির সুঘ্রাণ ওদের খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সামনের লোকটাকে নেতা মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা চাহনিতে অ্যাশলেকে দেখল সে, কর্তৃত্বের কণ্ঠে বলল: 'আমি

Boighar.com

ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানো! আমি স্পেনের অফিসার!'

সামান্য বাউ করল অ্যাশলে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর লেবাস দেখে কিছুটা হলেও বিস্মিত হয়েছে ক্যাপ্টেন। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, সেনর, বিশেষ করে বাড়ি থেকে এত দূরে। আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে আমাদের দেশে স্বাগত জানাই।' *প্রথম ধাক্কাটা শুরুতেই দিলে হারানোর বিশেষ কিছু নেই*, ভাবছে ও।

থমকে গেল ক্যাপ্টেন। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

'তোমাদের দেশে?' অসহিষ্ণু স্বরে জানতে চাইল সে। 'কী বলছ? এটা তো স্পেনিশ এলাকা!'

অ্যাশলে খেয়াল করল অন্ধকার থেকে ওর সঙ্গীরা আলোয় মুখ দেখিয়েছে। দু'জন—ও'ব্রায়ান ও লবেল—ছাড়া। বুদ্ধি করে ওই দু'জন এখনও আড়ালে রয়ে গেছে।

'কফি খাবে না, ক্যাপ্টেন? আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।' প্রস্তাব করল অ্যাশলে। 'জানতাম না তোমাদের রাজা রাজ্যের সীমানা এত দূর পর্যন্ত দাবি করছেন। যাক্‌গে, সম্রাট নেপোলিয়ন কিন্তু লুইজিয়ানা টেরিটরি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।' রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন, কোটর থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার দশা। কিন্তু একইসঙ্গে অ্যাশলের নিশ্চিত ও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ তাকে সন্দিগ্ধও করে তুলেছে।

কফির কাপ তুলে নিল ক্যাপ্টেন, ধন্দে পড়ে গেছে। একে একে ওদের সবাইকে দেখল সে, একজন থেকে আরেকজনকে দেখছে। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো। 'আমি বিশ্বাস করি না! এ হতে পারে না!'

'এটাই সত্যি!' জবাবে বলল অ্যাশলে। 'ক্যাপ্টেন, অবস্থা ভিন্ন হলে হয়তো তোমার উপর অসন্তুষ্ট হতাম, তবে পরিস্থিতির খাতিরে না-হয় অগ্রাহ্য করলাম।' কিছু বলতে

বইঘর.কম

মুখ খুলেছিল ক্যাপ্টেন, কিন্তু তাকে সুযোগ দিল না অ্যাশলে, বলে গেল একই সুরে। 'স্যান ইল্‌ডেফোন্সোর গোপন চুক্তি অনুসারে এ টেরিটরি ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কথা জেনে সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা শুরু করে আমার সরকার। তুমি নিশ্চয়ই জানো, হাইতির দাস বিদ্রোহ এবং এর পরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে তহবিল সঙ্কটে পড়ে যান সম্রাট। সিনেট ওই চুক্তি অনুমোদন করে এবং ১৮০৩ সালের ২০ ডিসেম্বর আমাদের সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে অধিকার অর্জন করে।

'আবারও বলছি, ক্যাপ্টেন স্যালজানো, অতিথি হিসাবে তোমাকে পুরোদস্তুর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি,' প্রচণ্ড রেগে গেছে ক্যাপ্টেন, মুখ লাল হয়ে গেছে। এদিকে সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে টম স্কেরিটের, ভয়-ডর তো নেইই, ভদ্রতা বা সৌজন্যের পরোয়াও করছে না। তবে ক্রিমাল ও ও'ব্রায়ান ওদের পুলক চেপে রাখতে বেগ পাচ্ছে।

'ফালতু কথা!' আবার বিস্ফোরিত হলো ক্যাপ্টেন, চড়া হয়ে গেছে কণ্ঠ। 'যে যাই বলুক, এটা কোন ভাবে লুইজিয়ানা টেরিটরির অংশ নয়! বরং এটা সান্তা ফের অধিভুক্ত অর্থাৎ স্পেনিশ সরকারের শাসন চলছে এখানে।'

'তোমার অবাক হওয়ার কারণ বুঝতে পারছি, ক্যাপ্টেন,' মৃদু স্বরে বলল অ্যাশলে, কণ্ঠে সহানুভূতি। 'কিন্তু চিন্তা করে দেখো, এত নির্জন প্রান্তরে এমন ভুল হতেই পারে। কেউ যখন ঘোড়া ছোটায়, ছুটতে ছুটতে জানতেই পারে না কোথায় চলে গেল। এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের অনেকটা ভিতরে আছ তুমি।'

মোটেও সন্তুষ্ট হয়নি ক্যাপ্টেন, বরং সে ওদের গ্রেফতার করতে এসেছে, কিংবা নিদেনপক্ষে এ তল্লাট থেকে ভাগিয়ে দিতে চায়। তাজা খবর পাওয়া এখনও কঠিন ব্যাপার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও জাহাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে

Boighar.com

গেছে–যা খুবই শ্লথ ও সময় সাপেক্ষ। জাহাজের মাধ্যমে খবর স্পেন থেকে প্রথমে মেক্সিকো, তারপর মেক্সিকো সিটি থেকে সান্তা ফে পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। সন্দেহ নেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ক্যাপ্টেনের।

'তুমি যা বলেছ, এর এক বিন্দুও আমি বিশ্বাস করি না!' রায় দেয়ার সুরে ঘোষণা করল ক্যাপ্টেন স্যালজানো, কণ্ঠ তীক্ষ্ণ ও শুষ্ক শোনাচ্ছে। 'আর আসল কথা হচ্ছে, যেভাবেই চিন্তা করো না কেন, আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি। তোমাকে সান্তা ফে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সময়-সুযোগ মতো তোমার কেস্‌টা নিয়ে ট্রায়াল হবে।'

'গ্রেফতার করবে, ক্যাপ্টেন?' শান্ত, নিরীহ সুরে বলল অ্যাশলে ক্রুডার, মুখে স্মিত হাসি। 'কী জানো, চাইলে আমিই তোমাকে গ্রেফতার করতে পারি, কিন্তু অপরাধটা–আমার বিচারে–খুবই মামুলি বা তুচ্ছ। যুক্তরাষ্ট্রের জমিতে যতটা পথ চলে এসেছ, তোমার ঘোড়া যে পরিমাণ ঘাস খেয়েছে, আমার মনে হয় না তাতে এমন কোন ক্ষতি হবে। আর গ্রেফতারের ব্যাপারে বলছি, তুমি আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আর…আমিও তোমাকে গ্রেফতার করব না।'

হাতের কাপ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ক্যাপ্টেন, ধৈর্য হারিয়েছে পুরোপুরি। 'তুমি কি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে নাকি বাধ্য করতে হবে?'

'বাধ্য করো তা হলে,' মৃদু, অনুত্তেজিত স্বরে বলল গ্রেগরি শোহান। 'পারলে আমাদের গ্রেফতার করো, ক্যাপ্টেন, নিয়ে যাও সান্তা ফেয়।'

'চল্লিশজন লোক আছে আমার সঙ্গে!' হুমকি দিল স্যালজানো। 'হয় এখনই আত্মসমর্পণ করবে, নইলে সবাইকে খুন করে ফেলব!'

বইঘর.কম

আবারও ক্যাপ্টেনকে চওড়া হাসি উপহার দিল অ্যাশলে, তারপর ক্রিমাল ও শোহানের উদ্দেশে অর্থপূর্ণ চাহনি হানল। 'চল্লিশজন বলেছে না? ভাল জ্বালায় পড়লাম তো! সংখ্যাটা সমান ভাগে ভাগ করা যাবে না, তবে এক কাজ করা যাক, যে যতজনকে নিকেশ করতে পারবে—সেই হিসাবে না-হয় কাজ শুরু করা যাবে, কি বলো?'

'ওহে, আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?' অভিযোগের সুরে জানতে চাইল টম স্কেরিট। 'অস্ত্র কি তোমাদের চেয়ে আমি কম চালাতে পারি? মোটেই না! বরং কাজের সময় দেখবে, তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি শত্রু ঘায়েল করেছি!'

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন স্যালজানো, তারপর গটগট করে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল। অন্যরা কিছু বলল না, নীরবে নেতাকে অনুসরণ করল। শুধু একজন, চলে যেতে যেন একেবারে মন চাইছে না, চট করে একটা পিস্তল তুলে নিল হোলস্টার থেকে।

'উঁহুঁ, ওই কাজটা কোরো না, বাছা,' রাইফেলের লেভার টেনে তাকে সতর্ক করে দিল জেক আবেল, নিশানা করে রেখেছে তাকে। 'অত তড়পানি দেখানোর কিছু নেই, ওস্তাদের পিছন পিছন কেটে পড়ো!'

ধীর গতিতে, খুবই সতর্কতার সঙ্গে পিস্তলটা নামিয়ে ফেলল সেই লোক, তারপর দ্রুত অন্যদের মতোই ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে মিশে গেল কাঠামোগুলো, ঘোড়ার খুরের শব্দও দূরে সরে যেতে লাগল।

'এত ভাল একটা ক্যাম্প ছেড়ে যেতে সত্যি খারাপ লাগছে আমার!' বলল অ্যাশলে।

'ছেড়ে যাবে?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল আবেল। 'পালাবে নাকি, হে?'

'না তো। ওই যে, ওদিকে...' আঙুল তুলে পিছন দিক দেখাল অ্যাশলে। 'চল্লিশ গজ দূরে বেশ কয়েকটা প্রকাণ্ড

Boighar.com

মরা কটনউড আছে। কাত হয়ে পড়ে গেছে। কয়েকজন মিলেও ওগুলো সরাতে ঘাম ঝরাতে হবে। জ্বালানির জন্যে কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে ওটা দেখলাম।

'ওখানে জ্যান্ত গাছও আছে কয়েকটা। সব গাছ এমন ভাবে বেড়ে উঠেছে যে, ভিতরে চমৎকার জায়গা তৈরি হয়ে আছে। ঠিক যেন ছোটখাট প্রাকৃতিক একটা দুর্গ। ওখানে অনায়াসে ঘোড়া সহ সবার জায়গা হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, এখানে আগুনটা এভাবে জ্বলন্ত রেখে পিছনে দুর্গে চলে যাওয়া উচিত হবে আমাদের।'

আইডিয়াটা মনে ধরল সবার। সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল সবাই। মিনিট দশের মধ্যে দুর্গের মতো ক্যাম্পে সরে এল।

এখানে তলার দিকে, নিচু এক জায়গায় গাছের দুই গুঁড়ি একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়েছে, দুই গাছের ডালপালা মিলে ঘন আচ্ছাদন তৈরি করেছে। যথেষ্ট জায়গা, অনায়াসে জায়গা হয়ে যাবে সব ঘোড়ার। একে দেখা যাবে না, উপরন্তু বিক্ষিপ্ত বুলেট গিয়ে ওদের গায়েও লাগবে না। ঘোড়ার ব্যাপারে একটুও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

খোলা ক্যাম্প ছেড়ে আসবার আগে আগুনে কাঠ যোগ করে এসেছে ওরা।

'সময় আছে যেহেতু, ঘুমিয়ে নেয়াই ভাল,' পরামর্শের সুরে বলল শোহান। 'আমি পাহারায় থাকলাম।'

পরামর্শটা সবার মনে ধরল। যার যার বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। পাহারায় থাকল গ্রেগরি শোহান। পিঠের নিচে লতা-পাতার বিছানা, উপরে ডালপালার ঘন আচ্ছাদন, আড়াল হিসাবে আদর্শ। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে টম স্কেরিটের কণ্ঠ শুনতে পেল অ্যাশলে, ডেমিয়েন ক্রিমালকে সে বলছে: 'ওই চুক্তি-টুক্তির ব্যাপারে কখনোই কিছু জানতাম না আমি। রাজ্য কেনার

বইঘর.কম

কথা অবশ্য শুনেছিলাম...এ কারণেই ইলিনয়েস ছেড়ে পশ্চিমে এসেছি। কিন্তু ও এত কিছু জানল কী করে?'

'ও হচ্ছে একজন পণ্ডিত,' মৃদু স্বরে বলল ক্রিমাল। 'বিদ্বান। পড়ুয়া লোক। ভাগ্যিস, ও ছিল, নইলে কিছুতে এত সহজে বেয়াড়া ক্যাপ্টেনকে বিদায় করা যেত না!'

একেবারে নীরব হয়ে গেল ক্যাম্প। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাঁচ

ভোরের আগে-ভাগে হিমশীতল ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেছে, এখনও বেডরোলে শুয়ে আছে অ্যাশলে ক্রুডার। দৃষ্টি তারাজ্বলা আকাশের দিকে, জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা। আশ্চর্য হলেও, এ সময় আকাশ থাকে ঝকঝকে পরিষ্কার, তারারা যেন নিচে নেমে আসে! নীরবে পড়ে থেকে সঙ্গীদের কাছ থেকে যা যা শুনেছে বা শিখেছে তা মনে করল অ্যাশলে।

জ্ঞানপিপাসু মন কখনও ক্লান্ত বোধ করে না, জ্ঞানের তৃষ্ণা কখনও মিটবারও নয়। নিরন্তর কৌতূহল চলতে থাকে, আজীবন। প্রত্যাশা, মূল্যায়ন, তুলনা চলতে থাকে।

এই যে, ঘাসের প্রান্তর পাড়ি দিচ্ছে ওরা, অনেকের কাছে এটা শুধুই তৃণভূমি পার হয়ে যাওয়া; কিন্তু অ্যাশলের কাছে এর গুরুত্ব আরও বেশি। রাইড করবার ফাঁকেও কত কিছু যে আছে দেখবার, শিখবার! সন্দেহ নেই প্রকৃতি দেখে

Boighar.com

শিক্ষণীয় যা কিছু আছে তার প্রায় সবই শিখে নিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা, বুনো পরিবেশে টিকে থাকবার জন্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে; এর বড় কারণ ওরা এটাকে স্বাভাবিক ভাবে নিয়েছে, নিজ ভুবনের অপরিহার্য অংশ বিবেচনা করেছে। ঠিক এ কারণে এখানে অপরাজেয় ও ঈর্ষণীয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ওরা, পশ্চিম সম্পর্কে অন্য যে-কারও চেয়ে বেশি জানে।

লম্বা ঘাসের রাজ্য পেরিয়ে এসেছে ওরা। পানির অভাবে জীর্ণ দশা হয়েছে ওগুলোর। খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে আরও খাটো হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। একসময় হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার জায়গা নেবে খাটো আকৃতির ঘাস, যাদের অভিযোজন ক্ষমতা লম্বা ঘাসের চেয়ে বেশি। কিন্তু পরে, যখন পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে, তখন আবার ব্লুস্টেম ও অন্যান্য লম্বা আকৃতির ঘাস গজিয়ে উঠবে।

ঘাস যেখানে, মোষও সেখানে থাকবে। এটাই নিয়ম। জর্জিয়া, পেন্সিলভেনিয়া, কেন্টাকি, টেনেসি…সর্বত্র মোষ দেখা যায়। তবে মুক্ত, বিস্তীর্ণ তৃণভূমিই বেশি পছন্দ মোষের–যেখানে তপ্ত রোদের সঙ্গে পাহাড়ি ঢালে থাকে লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস।

কানে ফিসফিস শুনতে পেয়ে সংবিৎ ফিরল অ্যাশলের। 'মনে হচ্ছে অতিথি জুটে গেছে আমাদের,' জেস ও'ব্রায়ানের কণ্ঠ।

চট করে উঠে পড়ল ও, দ্রুত কিন্তু নিখুঁত ভাবে বেডরোল গুটিয়ে বেঁধে রাখল স্যাডলের সঙ্গে। থম্পসন রাইফেলটা বগলের নিচে রেখেই ঝটপট পায়ে বুট গলাল, হান্টিং ছুরি জায়গা মতো ঢুকিয়ে রাখল।

আগুন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এখান থেকে নিচের ক্যাম্প আবছা ভাবে চোখে পড়ে, আগুনটাও দেখা যাচ্ছে–ছোট্ট একটা অঙ্গার যেন, ষাট গজ দূর থেকে দেখে তাই মনে

হচ্ছে। অ্যাশলের আশপাশে ক্ষীণ নড়াচড়া, প্রায় বোঝা যায় না, পছন্দ মতো পজিশন নিচ্ছে ওর সঙ্গীরা।

আক্রমণ আসছে, জানত ওরা; কিন্তু সেটা যখন এল, বিহ্বল হওয়ার দশা হলো। এত আচমকা ও দ্রুত যে সামলে নেয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। ভোজবাজির মতো বেরিয়ে এল ইণ্ডিয়ানরা, বিদ্যুচ্চমকের মতো। তীক্ষ্ণ চিৎকার কল্‌জে কাঁপিয়ে দেয়। সদ্য ভোরে এমন ভয়াবহ আক্রমণে এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাওয়ারই কথা, যদি না তৈরি থাকত ওরা; কিন্তু ভয়ও কম পেল না।

একযোগে ছুটে এল ইণ্ডিয়ানরা এবং একযোগ গুলি করল ওরা। অন্তত দুই ইণ্ডিয়ান ভূপতিত হলো। অ্যাশলের ধারণা এরচেয়ে বেশি ইণ্ডিয়ান ধরাশায়ী হয়েছে, কিন্তু ঝাপসা আলো ও চারপাশে গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের কারণে সঠিক ঠাহর করা গেল না।

অ্যাশলের রাইফেল প্রায় তৎক্ষণাৎ রিলোড করা হয়ে গেছে, তবুও কয়েক মুহূর্ত গুলি চালিয়ে গেল ও, যাতে অন্যরা এই ফাঁকে রিলোড করে নিতে পারে। একসঙ্গে সবার রাইফেলের চেম্বার শূন্য হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। পিস্তল থেকে গুলি করল জেস ও'ব্রায়ান এবং পরপরই গুলি করল অ্যাশলে এবং রিলোডও করে ফেলল।

পরক্ষণে, গুলি করবার মতো আর কোন টার্গেটই পেল না।

যেমন ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছিল, তেমনি উধাও হয়ে গেছে হামলাকারী ইণ্ডিয়ানরা। একেবারে নীরব হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্প। আগুনের কাছাকাছি বোধহয় এক-দুটো নিথর দেহ পড়ে আছে।

আকাশ ধূসর হয়ে আসছে, পুব দিগন্তে কমলা রঙের ক্ষীণ ছোপ লেগেছে, আর সেই আলোয় আকাশে এক খণ্ড ভাসমান শুভ্র মেঘের বুকে রঙিন আঁচড় লেগেছে।

Boighar.com

দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অড়ুতুড়ে দুর্গের আড়ালে অপেক্ষায় থাকল ওরা। আবছা অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে অস্পষ্ট অবয়ব ফুটল প্রথমে, তারপর সুনির্দিষ্ট ভাবে গাছ, ঝোপঝাড়, পাথর-বোল্ডার ইত্যাদির আকৃতি স্পষ্ট হলো। ভূপতিত এক ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেল। গাছের আড়াল থেকে অন্য একজনের পা দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে।

আরও অপেক্ষা করল ওরা। দিনের আলো ভাল করে ফুটুক। দূরে তৃণভূমি এখনও ঝাপসা দেখাচ্ছে।

শেষে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ডেমিয়েন ক্রিমাল, ভূপতিত ইণ্ডিয়ানদের দিকে এগিয়ে গেল। 'উতে,' পর্যবেক্ষণ শেষে মন্তব্য করল সে। 'কিন্তু ওদের গ্রাম বহু দূরে। সাধারণত এত দূরে ওরা আসে না। উতে বা অন্য পাহাড়ি সব ইণ্ডিয়ানের অভ্যাস এটা।'

'স্পেনিশ এলাকা থেকে আসতে পারে না?' জানতে চাইল অ্যাশলে।

'এখানে একটা বিরাট ইস্যু রয়ে গেছে। স্পেনিশদের মতো ফরাসীরাও ওই এলাকা নিজেদের বলে দাবি করছে। লুইজিয়ানা টেরিটরির কথা বলছি। সীমানা এখান থেকে দক্ষিণে কোথাও হওয়ার কথা।'

'এর রফা হতে সময় লাগবে,' মন্তব্য করল অ্যাশলে।

'কিন্তু ততদিনে কী হবে?'

'আমরা ওখানে শিকার করব, ফাঁদ পেতে বীবর ধরব। যদিও এরমধ্যে সান্তা ফের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করাটা সবদিক থেকে আমাদের সবার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। ব্যবসা ব্যাপারটা আসলে দ্বিপাক্ষিক। দুই পক্ষই তাতে উপকৃত হয়।'

'মেক্সিকো সিটি থেকে এখন বহু দূরে আছে ওরা,' একমত হলো গ্রেগরি শোহান। 'বরং সেণ্ট লুইস-ই কাছে।'

একে একে অন্যরাও খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে

বইঘর.কম

কাজে নেমে পড়ল। প্রথমে পুরো এলাকা রেকি করল। ইণ্ডিয়ানদের কেউ নেই। দুই জায়গায় তাজা রক্ত দেখতে পেল, তার মানে আহত হয়েছিল কোন ইণ্ডিয়ান। স্পেনে তৈরি একটা রাইফেল কুড়িয়ে পেল। মৃত এক ইণ্ডিয়ানের হাতে ছিল মান্ধাতা আমলের মাস্কেট বন্দুক, অন্যজনের হাতে ছিল তীর-ধনুক।

এবার ক্যাম্প গুটানোর কাজে নেমে পড়ল সবাই। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলে যাত্রা করল। ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি, যেখানে বা যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিয়েছে। শুধু একজনের মুণ্ডু মুড়িয়ে চামড়া তুলে নিয়েছে মাইকেল লবেল।

বরাবরের মতো নির্দিষ্ট প্যাটার্নে পথ চলছে ওরা। গ্রেগরি শোহান সামনে। দু'দিকে বিশ গজ দূরে দূরে চলছে ক্রিমাল আর অ্যাশলে। ওদের দু'জনের দশ গজ পিছনে স্কেরিট ও লবেল। সবার পিছনে, পাশাপাশি রয়েছে আবেল এবং ও'ব্রায়ান।

এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে বলে টার্গেট হিসাবে ওদের মধ্যে কাউকে নির্দিষ্ট করা কঠিন হবে, অথচ নিজেরা ঠিকই স্কাউট করতে পারবে। সাতজন বলে অন্তত পাঁচজন বেশি সতর্ক থাকতে পারছে এবং নজরও রাখতে পারছে পুরো মাত্রায়। প্রথমে কিছুক্ষণ ঘোড়াকে হাঁটাল, কয়েকশো গজ এগোনোর পর দুলকি চালে ছোটাল; এবং এভাবে বেশ খানিকক্ষণ এগিয়ে চলল।

অ্যাশলেরটা ছাড়া অন্য সবার ঘোড়ার জন্ম ও বেড়ে ওঠা প্রেয়ারিতে। মাসট্যাঙ। স্বভাবতই, এদের দম ও জীবনীশক্তি বেশি। একটানা একই গতিতে এগিয়ে চলেছে ওগুলো। অ্যাশলের ঘোড়া মন্দ না-হলেও ওটার স্বভাব বা অভ্যাসগত কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। বুনো পরিবেশে বা টানা ধকলে অভ্যস্ত নয়। শ্রেয়তর খাবার পেয়েছে সবসময়, যার সুযোগ

Boighar.com

এখানে নেই। স্পষ্টত, হয় এ পরিস্থিতি—অর্থাৎ মামুলি খাবার ও লাগাতার ধকলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ওর ঘোড়াকে, নয়তো নতুন একটা ঘোড়া সংগ্রহ করতে হবে। তবে সময়ে, কিছুদিন মুক্ত অবস্থায় থাকলে বা ছেড়ে দিলে অবশ্য ঠিকই সামলে নিতে পারবে ঘোড়াটা...

একই কাজ অ্যাশলেকেও করতে হবে। বুনো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

শারীরিক ভাবে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ও, পর্যুদস্ত বলা চলে। সারা শরীরে, হাড়-মাংসে এত ব্যথাতুর অনুভূতি আর কখনও হয়নি; টানা ধকল সইতে পারছে না। কিন্তু মানসিক অবস্থা ঠিক বিপরীত—যখনই দরকার পড়েছে পাল্টা লড়াই করেছে, নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে, কারও বোঝা হয়ে থাকেনি, বরং এদের সবার মধ্যে ওর ব্যাপারে আস্থা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমে নতুন হলেও ওর কাজ-কর্মে বোঝা যায়নি সেটা। যোগ্য সঙ্গীর মতো সহযোগিতা করে গেছে।

কী আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যাম্ব্রিজের একজন প্রভাষক পশ্চিমে এসে ইতোমধ্যে খুন-খারাবিও শুরু করেছে! কিন্তু আদপে কখনও অভ্যস্ত ছিল না অ্যাশলে। খুনোখুনি দূরে থাক, সাধারণ রেষারেষি বা মারপিটও কখনও করেনি; বরং নিজেকে পুরো সজ্জন ও ভদ্রলোক মনে করে অ্যাশলে এবং যে-কোন অবস্থায় খুন-জখম বা মারপিটকে সমর্থন করে না। কিন্তু এও ঠিক, এখানে এসে যে পরিস্থিতিতে পড়েছে, সেটাকে বাইবেলের বিচারে সঠিক বা দুরস্ত মনে হবে না, যেহেতু ধর্মীয় বিবেচনায় কোন খুন-খারাবিই অনুমোদনযোগ্য নয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিকে বিচারও করেনি অ্যাশলে, কারণ সেই বিলাসিতা দেখানোর সুযোগ নেই। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা মানে খুন হয়ে যাওয়া। এখানে হয় নিজে মরতে হবে, নয়তো মারতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর

তাগিদে অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে হবে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সব মানতে গেলে ধড় হারাতে হতে পারে, ইণ্ডিয়ান কোন কুঁড়ের দরজার পাশে ওর মুণ্ড শোভা পাবে।

খুন ও হত্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যৌক্তিক কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা খুন, যা মূলত ঠাণ্ডা ও সুস্থির মস্তিষ্কে ঘটে। আর পরিস্থিতির কারণে কারও জীবন নাশ করলে তা হত্যা হয়, খুন হয় না। এখানকার বাস্তবতা হচ্ছে: প্রয়োজনে হত্যা করা লাগে, সেটা খুন হোক বা না-হোক। জীবন, মর্যাদা, সম্পদ...যে কোন কিছু রক্ষার স্বার্থে অন্যকে হত্যা করবার দরকার পড়তে পারে।

এখানে যেহেতু আইন বা ধর্মীয় গণ্ডি নেই, নিজের বিবেকের উপর নির্ভর করতে হবে। বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাবোধ বা বিচক্ষণতাই ভরসা। অন্য কারও জীবন বিঘ্নিত বা ব্যাহত করবার অধিকার যেমন নেই ওর, তেমনি এ মুহূর্তে যে-পরিস্থিতিতে রয়েছে—না-চাইলেও সংঘর্ষে জড়াতে হচ্ছে—তা বাড়ানোর খায়েশও নেই ওর। যে ইণ্ডিয়ানদের খুন করেছে, কাজটা না-করলে তারাই ওকে খুন করে উল্লাস করত। পার্থক্য হচ্ছে: ভাগ্যটা আজ ভাল গেছে ওর।

তবে, মোদ্দা কথা হচ্ছে, ইণ্ডিয়ান হলেও তাদের কাউকে খুন করে এতটুকু আনন্দ পায়নি অ্যাশলে; বরং ভবিষ্যতে সম্ভব হলে খুনোখুনির ব্যাপার পুরোপুরি এড়িয়ে যাবে।

সজ্জন ব্যক্তি ছিল ও; সুস্থ, মার্জিত ও অভিজাত জীবন যাপন করেছে। কিন্তু এখন এসে পড়েছে বুনো ও আদিম এক ভুবনে। এ দুই ভুবনের সবকিছু আলাদা। বড় ভিন্ন। মাত্রা বা নিয়ামক দিয়ে দুটোর তুলনা করা অর্থহীন। ইংল্যাণ্ড বা পুবের বহু শহরে *বেচারা* ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়, এ নিয়ে বহু সভা বা আলোচনা চলতে থাকে, সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় অবিরাম; কিন্তু এখানে তার জো নেই। এখানে সহানুভূতি বা দুর্বলতা প্রকাশ করা মানে

Boighar.com

নিজের জীবন বিপন্ন করা।

একটু আগে যাদের দেখেছে বা মুখোমুখি লড়াই করেছে, তাদের কাউকে মোটেই দুর্বল বা দুঃস্থ মনে হয়নি; বরং এই বুনো পশ্চিমে ওর মতো আনাড়ি বা নতুন-আসা লোকই সহানুভূতি পেতে পারে। ইণ্ডিয়ানরা এখানে, যে-কোন বিচারে সবল, সক্ষম ও শক্তিশালী মানুষ।

দুনিয়ার যে-কোন কমাণ্ডোর চেয়ে ঢের কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা।

লড়াকু।

এটাই হচ্ছে আসল কথা। ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের মোটেই দুর্বল মনে করে না। দুর্বিনীত, দুঃসাহসী ও আত্মবিশ্বাসী লোক। অহঙ্কারীও বটে। সক্ষম মানুষের মতো বুক টানটান করে দাঁড়ায়, হাঁটে। সামান্য দুর্বলতাও প্রকাশ পায় না ওদের আচরণে। সাদা মানুষ বা অন্যদের কাছে দয়া বা সহানুভূতি আশা করে না ওরা, বরং সমীহ বা শ্রদ্ধা আদায় করতে চায়।

সমস্যার কথা হচ্ছে দুই জাতের মানুষ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এখন। রুচিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা, জীবন যাপনের পদ্ধতি, মানবিক অনুভূতি...সবই ভিন্ন তাদের।

অভিজাত, সজ্জন ও সংস্কৃতিমনা হওয়া অবশ্যই সবার কাম্য, কিন্তু অ্যাশলে বিলক্ষণ টের পাচ্ছে টিকে থাকতে হলে আরও সাবধানী ও কৌশলী হতে হবে ওকে, নইলে শিগ্গিরই বেঘোরে মারা পড়বে, যেখানে পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য বা সংস্কৃতির কোন মূল্য নেই।

শান্তি স্থাপনে দুটো পক্ষ লাগে, দুই পক্ষেরই আগ্রহ থাকতে হয়; কিন্তু ফ্যাসাদের জন্যে একজনই যথেষ্ট।

যখন-তখন বা যেখানে-সেখানে মানবতা দেখানো অর্থহীন ও বিপজ্জনক বটে, বরং সেটা যাচাই করে এবং বাস্তবতা চিন্তা করে দেখানো উচিত।

বইঘর.কম

গ্রেগরি শোহানকে কথাটা বলল অ্যাশলে। জবাবে কিছু বলল না সে, বরং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। অ্যাশলের সন্দেহ হলো শোহান হয়তো মজা পেয়েছে ওর কথায়।

'আমি তোমার মতো বিদ্বান নই, ক্রুডার,' শেষে বলল সে। 'এবং সত্যি কথা হচ্ছে, এ বিষয়টা নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। জীবনে প্রথম যেদিন এক ইণ্ডিয়ান আমার শরীরে একটা তীর গেঁথে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটাকে গুলি করেছি এবং কৃতার্থ বোধ করেছি যে ব্যাটাকে মোক্ষম সময়ে ঘায়েল করেছি। দুঃখ করবার প্রশ্নই আসে না, বরং সময়মতো সক্ষমতা দেখাতে পেরে আজও বেঁচে আছি। বাস্তবতা বড় নির্মম, তাই না? পশ্চিমে আর যাই হোক, দুর্বলতার সুযোগ নেই। এর মাশুল বড় চড়া!'

সেই মুহূর্ত থেকে অ্যাশলেকে আসল নামের বদলে উপাধিতে ডাকা শুরু করল সঙ্গীরা, যেটা পরবর্তীতে বহু বছর ধরে চলেছে। কালে-ভদ্রে ওকে অ্যাশলে ক্রুডার হিসাবে সম্বোধন করল ওরা, কিন্তু বেশিরভাগ সময় উপাধি পেয়ে গেল: বিদ্বান বা পণ্ডিত।

এর নেপথ্যে রয়েছে আংশিক অবহাস, তবে অ্যাশলের ধারণা নির্জলা সমীহ। ইতোমধ্যে এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা জিনিস খুব দ্রুত জেনে ফেলেছে অ্যাশলে: *বুনো* যে *বিশ্ববিদ্যালয়ে* আছে এখন, এখানকার পরীক্ষা নেহাত সাদাসিধে, কিন্তু দ্রুত উপস্থিত হয়। পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া মানে অন্য এক পরীক্ষায় উপনীত হতে বেঁচে থাকা; আর কোন একটা পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরিণাম ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধড় হারানো।

যে-পথে যাবে বলে আগে ঠিক করে রেখেছিল, শোহানের পরামর্শে কিছুটা রদবদল করল ওরা। সামান্য উত্তরে এগিয়ে গেল যাতে বিবদমান এলাকা অর্থাৎ লুইজিয়ানা টেরিটরি–যেখানে স্পেনিশ বা ইণ্ডিয়ানদের দেখা

Boighar.com

পেয়ে যেতে পারে–থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে পারে।

নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে যেন শত্রু ওদের চূড়ান্ত গন্তব্য বা যাত্রাপথ ঠাহর করতে না-পারে। ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানো ও তার ইণ্ডিয়ান দোসররা যে ফের হামলা করবার ধান্ধায় ওদের উপর নজর রাখবে, তাতে কারও বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, পরেরবার হামলা ঠেকানোর সময় ভাগ্য যে একই রকম ভাল যাবে, তার নিশ্চয়তা কী? শত্রু হলেও, স্বীকার করতে হবে, ক্যাপ্টেন মোটেই বেকুব নয়; বরং অন্য যে-কোন অফিসারের মতোই নিজের শক্তিমত্তার উপর আস্থা রাখবে সে এবং শত্রু অর্থাৎ ওদের সামর্থ্যকে মাথায় রেখে দ্বিতীয়বার হামলা চালাবে। ইতোমধ্যে ওদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ও ইণ্ডিয়ানরা।

বিস্তীর্ণ পাহাড়শ্রেণী কোথায়? পশ্চিমে কোথাও হওয়ার কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওদের কারও চোখে পড়েনি; বরং তৃণভূমির যেন শেষ নেই। যতই এগোক, শেষ হচ্ছে না। সবুজ ঘাসে ভরা ঢেউ খেলানো জমির রাজ্যে যেন আছে ওরা। পায়ের তলায় জমি অবশ্য উঁচু হয়ে গেছে। এবং শুষ্ক। খাটো ঘাসের এলাকায় ঢুকে পড়েছে ওরা। কদাচিৎ চোখে পড়া প্রিকলি প্রিয়ার এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

পানি কমে গেছে। বেশিরভাগ ঝর্না শুকিয়ে শুকনো খটখটে হয়ে আছে, ওঅটরহোলে থকথকে কাদা। এর পরপরই আচমকা মোষ চোখে পড়ল।

সবে তখন ঢালের কিনারে এসেছে ওরা। উঁচু জমির কারণে ওপাশে কী আছে দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ নিচু, অস্পষ্ট ঘষটানির মতো শব্দ শুনতে পেল। ওদের কাছে মনে হলো বাতাসের শব্দ, অথচ ঠিক মেলে না। খুবই চাপা, বিড়বিড় আওয়াজ। একেবারে অচেনা। কোন কিছুর সঙ্গে মিল নেই।

বইঘর.কম

ঢালের উপর উঠে এল ওরা। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সবার! মোষের প্রকাণ্ড পাল সামনে। হাজার হাজার মোষ! সবুজ তৃণভূমি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। সবুজ ঘাসে নিশ্চিন্তে চরছে মোষ, হেলে-দুলে এগোচ্ছে।

'গুলি কোরো না কেউ,' বলল অ্যাশলে। 'রিলোড করলেও মাত্র দুটোকে শিকার করতে পারব।'

'চামড়া কী করবে? চামড়ার মূল্য কি কম?'

'মোষের চামড়া, যদি সেটা বলদের হয়, ওজন অন্তত পঞ্চাশ পাউণ্ড। কীভাবে নেবে? বাড়তি ঘোড়া আছে? অত ওজন নিয়ে ঘোড়া ছোটাতে পারবে?' অন্যদেরকে রাইফেল বাগিয়ে রাখবার ইশারা দিল অ্যাশলে, বলা যায় না শত্রুরাও থাকতে পারে ধারে-কাছে। হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল ও। তারপর বিশ গজ এগিয়ে একটা পাথরের কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল। পাথরে ঠেস দিয়ে জুত মতো বসল ও, তারপর রাইফেল তুলল। নিশানা করে পরপর দুই গুলিতে দুটো মোষকে ফেলে দিল।

কিছুই ঘটেনি যেন, মোষের পালে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কিংবা অগ্রাহ্য করছে। তবে মাংস সংগ্রহ করতে যখন মরা দুই মোষের কাছে চলে গেল ওরা, তখন দূরে সরে গেল অন্যগুলো।

হঠাৎ ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেল অ্যাশলে।

কয়েকশো গজ দূরে, ঠিক উল্টোদিক থেকে মোষের পালের উদ্দেশে এগোচ্ছিল তারা। মৃদু উত্তুরে বাতাস বইছে।

মাটিতে মিশে ছিল এক ব্রেভ, আচমকা তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল অ্যাশলে; একটা মোষের রোব ছুঁড়ে দিল ইণ্ডিয়ান। রোবের আড়ালে আড়ালে থেকে ক্রমে পালের খুব কাছে চলে এসেছিল সে, মোক্ষম জায়গায়–যতটা কাছে গেলে একটা মোষ মারতে পারবে। কিন্তু বিধি বাম! উল্টোদিক থেকে অ্যাশলেদের আগমনে হকচকিয়ে গেছে

Boighar.com

মোষের দল। সতর্ক হয়ে গেছে। এখন আর কাছ থেকে শিকার করা যাবে না। দৃশ্যত, খেপে বোম হয়ে গেছে ইণ্ডিয়ানটা।

দুই মোষের চামড়া ছাড়িয়ে সেরা মাংস কেটে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আবেল ও লবেল।

'ঘাপলা আছে,' বিড়বিড় করল শোহান। 'দশ-বারোজন স্কুঅ, বাচ্চাদের একটা দল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এক-দু'জন ছাড়া ব্রেভ নেই...উঁহুঁ, হিসাব মিলছে না! আর পনিও নেই একটাও!'

'হয়তো আক্রান্ত হয়েছিল,' সম্ভাবনা বাতলাল ও'ব্রায়ান। 'রেইড হয়েছিল ওদের উপর। আমার শার্ট বাজি ধরছি! নিশ্চয়ই কেউ ওদের সব পনি নিয়ে গেছে বা তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ পুরুষ হয় মারা পড়েছে নয়তো ঘোড়া উদ্ধার করতে গেছে।'

'কোন্ জাতের ইণ্ডিয়ান? দেখে বুঝতে পারলে?'

'চেয়ানি,' জানাল জেস ও'ব্রায়ান। 'অন্তত আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে। না হে, কপালে খারাবি আছে বোধহয়! চেয়ানিরা খুব হিংস্র ও দুঃসাহসী। এমন লড়াকু গোত্র কমই আছে।'

'গ্রেগ,' শোহানকে বলল অ্যাশলে। 'এখানে থাকতে এসেছি আমরা। থাকব যখন, বন্ধু লাগবেই। আর বন্ধু যেহেতু লাগবেই, এদেরকে বাদ দেব কেন?'

'সাঙ্কেতিক কিছু ভাষা জানা আছে আমার,' জানাল ও'ব্রায়ান। 'তোমার মতলবটা কী?'

'চামড়া দুটো দিয়ে দাও ওদের,' প্রস্তাব করল অ্যাশলে। 'সঙ্গে মাংসের আধা দাও।'

'হ্যাঁ, অত মাংস আমাদের লাগবেও না,' সায় জানাল শোহান। 'শিং বাদে বাকি সব পেটে চালান করে দেয় ওরা।'

বইঘর.কম

মাথার উপর ডান হাত তুলল অ্যাশলে, তালু সামনের দিকে ফেরানো। ঘোড়ার পিঠে ইণ্ডিয়ানদের দিকে এগিয়ে গেল ও, জেস ও'ব্রায়ান ওর পাশে। ইতোমধ্যে দলে অন্যদের মধ্যে ফিরে গেছে শিকারে ব্যর্থ ইণ্ডিয়ান। সাদা মানুষদের এগিয়ে যেতে দেখে অপেক্ষায় থাকল তারা। মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। পাথরের মতো নির্লিপ্ত।

অ্যাশলে দেখল বিপদে ভরসা করবার মতো মাত্র একজন ব্রেভ রয়েছে দলে। দুই কিশোর ও এক বুড়ো ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই। বাকিরা সব বাচ্চা ও মহিলা।

'বন্ধু হয়ে এসেছি,' মৃদু স্বরে বলল অ্যাশলে, সাঙ্কেতিক ভাষায় অ্যাশলের কথা ভাষান্তর করল জেস ও'ব্রায়ান। 'যুদ্ধে জবর লড়াই করি আমরা। মোষ শিকার করেছি, বন্ধুরা, এখন সেটা ভাগ করে খাব সবাই মিলে।'

যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে ওরা, তাই ইণ্ডিয়ানদের ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত মুখে ক্ষুধা দেখতে পাচ্ছে। এবার দেখল আহত এক ব্রেভকে ডাল-পালা ও লতা দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি ট্রেভয়েস বা স্ট্রেচারে বইছে অন্যরা। মারাত্মক আহত হয়েছে লোকটা।

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কাছে চলে এল শোহান। 'দরকার মতো মাংস নিয়েছি,' জানাল সে। 'বাকি যা আছে, সবই নিতে পারে ওরা।'

ইশারা করতে ওদের পিছু নিল ইণ্ডিয়ানরা, দারুণ উৎসাহে আধ-কাটা মোষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তরুণ যে ব্রেভকে প্রথম দেখেছিল অ্যাশলে, ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সে, সবার সঙ্গে মোষের মাংস সংগ্রহ করতে যায়নি। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সঙ্গীদের কাজ দেখছে সে, কিন্তু চাহনির গভীরে চাপা উদ্বেগ।

'কী ঘটেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করো,' বলল অ্যাশলে।

জেস ও'ব্রায়ানের সাঙ্কেতিক প্রশ্নে গড়গড় করে উত্তর

Boighar.com

দিল ইণ্ডিয়ান। সমীহের সঙ্গে তার হাতের নড়াচড়া দেখছে অ্যাশলে, হাত নেড়ে ভাবের আদান-প্রদান করবার বিষয়ে যে ইণ্ডিয়ানরা এত দক্ষ, কল্পনাই করেনি ও। তারিফ করতেই হয়, এ যেন শিল্প!

'গত পূর্ণিমার সময় আক্রমণ করেছিল উতেরা। চার ব্রেভ ও তিন মহিলাকে খুন করে, সব ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের সবাইকে খুন করত, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেনি। চেয়ানিরা প্রাণপণ লড়াই করেছিল, এক পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে কেউই আর ঝুঁকি নিতে পারছিল না, রণে ভঙ্গও দিতে পারছিল না। শেষে হাল ছেড়ে দেয় উতেরা, ঘোড়ার পাল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

'তরুণ ছাড়াও আরও আটজন ব্রেভ বেঁচে ছিল এবং তখনই বেরিয়ে পড়ে ওরা–উতেদের কাছ থেকে ঘোড়া উদ্ধার করবে। হয় চুরি করবে, নয়তো লড়াই করবে। তারপর থেকে মাত্র একটা অ্যান্টিলোপ শিকার করতে পেরেছিল, এ ছাড়া মাংস খেতে পায়নি। স্রেফ বুনো পেঁয়াজ খেয়ে দিন চালিয়ে দিয়েছে।'

'গত পূর্ণিমা থেকে?' বিড়বিড় করল টম স্কেরিট। 'তারমানে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কোন আমিষ পড়েনি ওদের কারও পেটে!'

জলাভূমির কাছাকাছি নিচু এক স্থানে ক্যাম্প করবার মতো জায়গা পেয়ে গেল ওরা। ঝটপট কাজে নেমে পড়ল ইণ্ডিয়ানরা। দ্রুত আগুন জ্বালিয়ে রোস্ট তৈরিতে লেগে পড়ল। কেউ কেউ অত ঝামেলায় যায়নি, কাঁচা মাংস চিবাতে শুরু করেছে। শক্তিশালী, সমর্থ মানুষ। যতটা না শারীরিক ভাবে, বরং মানসিক দিক থেকে চেয়ানিরা আরও বেশি শক্তিশালী। সিংহ হৃদয়ের মানুষ।

মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ ছিল অ্যাশলের, এমনকী ছাত্র বা শিক্ষক থাকবার সময়ও সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে

বইঘর.কম

যারপরনাই কৌতূহল বোধ করত। কাজের ফাঁকে বিস্তর পড়াশোনা করেছে ও। পশ্চিমে আসবার আগে এখানকার পরিবেশ, মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে জ্ঞানার্জন করেছে; বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল ওর। জেমস মুনি নামের এক লেখক পশ্চিম সম্পর্কে একটা বই লিখে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। বইটার বহু কিছু অনুমাননির্ভর হলেও 'ব্যুরো অভ এথ্‌নোলজি' বইয়ে প্রায় সব গোত্র সম্পর্কে লিখেছেন তিনি।

১৭৮০ সালে পশ্চিমে মোট চেয়ানির সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার, যার মধ্যে সত্যিকার যোদ্ধা হবে বড়জোর সাতশো বা আটশো। এর কমও হতে পারে।

তথ্যটা শোহানকে জানাল অ্যাশলে।

'সত্যি হতেও পারে,' মন্তব্য করল সে। 'যদিও এক সঙ্গে অনেক চেয়ানিকে দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কেন যেন দেশটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না ওরা, তাই এই দলের মতো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে ওরা। আর হয়তো এ কারণে সবসময় চলবার মধ্যে থাকে ওরা, যাযাবরদের মতো।

'ধরো, কোথাও ঘাঁটি গাড়ল একটা দল। কিছুদিনের মধ্যে সব শিকার দূরে সরে যায়, তাজা মাংসের জোগান কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ফলমূল, বীজ বা ফসলও শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে নতুন ঠিকানার উদ্দেশে যাত্রা করে ওরা। সমান জমিতে কয়েকশো লোককে খাইয়েছি আমরা, যা দিয়ে একটা ইণ্ডিয়ান পরিবারকে অনায়াসে সাহায্য করা যেত।'

'গ্রেগ,' শোহানকে বলল অ্যাশলে। 'এদের সাহায্য দরকার। আর আমাদের দরকার সঙ্গ। যদি একই পথের যাত্রী হয়ে থাকি, একসঙ্গে এগোচ্ছি না কেন?'

'বেশ তো। আমার মনে হয় আমাদের উপর যে উতেরা

Boighar.com

হামলা করেছিল, একই দল এদের ঘোড়াও চুরি করেছে। নিশ্চিত ভাবে বলতে হবে, এরা সাধারণ বা মামুলি উতে নয়, কারণ নিজ এলাকা থেকে বহু দূরেও যাদের এত প্রভাব থাকে, তাদের হালকা ভাবে নেয়ার উপায় নেই।'

অ্যাশলে খেয়াল করল যেখানে ঘোড়া রেখেছে ওরা, সেখানে চলে গেছে তরুণ ব্রেভ। ও'ব্রায়ান আছে তার সঙ্গে।

'বেচারা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে,' বলল ও'ব্রায়ান। 'ও মনে করছে ঘোড়া ফেরত আনতে যারা গিয়েছিল, এতদিনে তাদের ফিরে আসা উচিত ছিল।'

'ওকে বলো, মাংস দরকার ওদের। আগে একই পথে এগোব, তারপর কোথাও থেমে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করব। আশা করা যায় ততদিনে যুবক ব্রেভরা ফিরে আসবে।'

ও'ব্রায়ানের হাতের আঙুল ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাঙ্কেতিক ভাষায় অ্যাশলের কথাগুলো ভাষান্তর করছে।

জবাব আসতে দেরি হলো না।

'হ্যাঁ, পশ্চিমেই যাচ্ছে ওরা। আর তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ও।'

এখানে থাকলে, অ্যাশলের বন্ধু টিমথি ডোয়াইট এখন ওর সম্পর্কে কী ভাবত? ভিরমি খেত নিশ্চয়ই! এক দল ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে পশ্চিমে পাড়ি জমাচ্ছে, এরচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে?

মানুষটা সম্পর্কে যেহেতু জানে অ্যাশলে, এবং ওর সম্পর্কে ডোয়াইটের মনোভাব মনে পড়াতে স্মিত হাসল। উঁহুঁ, একটুও অবাক হতো না ডোয়াইট। দুনিয়ার আর সবাই হলেও ডোয়াইট বিস্মিত হওয়ার বান্দা নয়।

বইঘর.কম

ছয়

চেয়ানিদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল অ্যাশলেদের, চলবার পথে একটা মোষ শিকার করে তীব্র ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা। নিজেরা শিকার করতে না-পারলেও সাদাদের কাছ থেকে মাংস পেয়েছে তারা, আর এখন যেহেতু পেটপূজা হয়েছে, এবার পশ্চিম যাত্রা করতে অসুবিধা নেই। স্কুঅ যে ট্রেভয়েস বইছিল, তার বোঝা থেকে তাকে মুক্তি দিল অ্যাশলেরা, এক প্যাকহর্সের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হলো।

জেস ও'ব্রায়ানের সঙ্গে স্যাডল ভাগাভাগি করছে ব্রেভ। ওর নাম বাফেলো ফক্স। প্রায় সারাক্ষণই সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলছে ওরা, মাঝে মধ্যে অবশ্য দু'একটা শব্দ উচ্চারণ যে করছে না তা নয়। দু'জনের আলাপ আর অন্য চেয়ানিদের মধ্যকার কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুনল অ্যাশলে ক্রুডার, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তত কয়েকটা চেয়ানি শব্দ সম্পর্কে জেনে গেল।

ক্যাম্প করবার মতো জুতসই একটা জায়গা চেনা আছে বুড়ো এক চেয়ানির। যতই চেনা থাক, শতভাগ সতর্কতার সঙ্গে বুড়োর দেখানো পথে এগোল অ্যাশলেরা, যে-কোন বিপদ বা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্যে তৈরি। সামনে একজন স্কাউট করছে, বিপদ দেখা মাত্র অন্যদের সতর্ক করে দেবে।

সামনে অ্যাশলের সঙ্গে দেখা হলো ও'ব্রায়ানের। 'স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে ওরা,' জানাল সে। 'ওদিকে অনেক চেয়ানি আছে। সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলে, ওরা ঠিক করেছে উতেদের পিছু ধাওয়া করবে। সব পনি

Boighar.com

ফিরিয়ে আনবে।'

'এসবের সঙ্গে আবার জড়িয়ে পোড়ো না। এমনিতে শত্রুর অভাব নেই আমাদের, সংখ্যা বাড়ানো ঠিক হবে না।'

'ওদের এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ হবে বলে মনে হয় না,' আশঙ্কা প্রকাশ করল ও'ব্রায়ান। 'চেয়ানিরা নির্ঘাত আমাদের সহায়তা আশা করবে।'

ক্যাম্প হিসাবে খোলা প্রান্তর পছন্দ করল বুড়ো চেয়ানি, তবে বন থেকে এর দূরত্ব বেশি নয়। জুতসই জায়গাই বেছে নিয়েছে সে, খোলা হলেও এর নানা সুবিধা আছে। সন্ধ্যার ঠিক আগেভাগে একটা মাদী মোষ শিকার করে ফেলল টম স্কেরিট। সিংহ ভাগ মাংস চেয়ানিদের দিয়ে দিল ওরা।

ইতোমধ্যে চেয়ানিদের কাছে অ্যাশলেকে বিশেষ মর্যাদার আসনে উপস্থাপন করেছে ও'ব্রায়ান। তার কথায় ইণ্ডিয়ানরা ধরে নিয়েছে অ্যাশলে খুবই বিখ্যাত ও প্রভাবশালী এক চীফ। অন্যদের চেয়ে ভিন্ন ও নজরকাড়া বেশভূষার কারণে কথাটা বিশ্বাস করেছে তারা।

'আরে, বাদ দাও তো, অত বাছ-বিচার করছ কেন?' অ্যাশলে আপত্তি করায় পাত্তা দিল না ও'ব্রায়ান। 'ওরা যদি তোমাকে চীফ মনে করে, ভাবুক না। তাতে কি তোমার কিছু যাবে-আসবে, না দুই ডলার পকেট থেকে খসে পড়বে? ওদের চোখে আমরা সবাই বিরাট মাপের মানুষ হয়ে গেছি। কী জানো, মর্যাদা ছাড়া কিছু বোঝে না ইনজুনরা। ওদের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।'

চেয়ানিদের সঙ্গে একই জায়গায় ক্যাম্প করেনি ওরা, বরং বনের বেশ কিছুটা কাছে জায়গা পছন্দ করল। দুই ক্যাম্পের দূরত্ব আনুমানিক একশো গজ। জ্বালানি কাঠের ঘাটতি নেই, আর লম্বা গাছপালার কারণে খানিক হলেও ঠাণ্ডা বাতাস আটকে যাচ্ছে। খোলা প্রেয়ারির মতো হিমেল বাতাস এখানে লাগছে না, বা অত ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে না।

বইঘর.কম

তা ছাড়া, পিছনে গাছের গাঢ় কাঠামোর বিপরীতে ওদের অবয়ব মিলেমিশে যাচ্ছে, দূর থেকে ঠাহর করা যাবে না বললে চলে।

আগুন ধরিয়েছে ভাঙা একটা গাছের গুঁড়ির পিছনে নিচু এক গর্তে, ফলে আগুনটা চোখে পড়ছে না। রান্না ও সারা রাতের জন্যে যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করবার পর বনের কিনারে চলে এল অ্যাশলে ক্রুডার, ঢালের উপর থেকে নিচে ঢেউ খেলানো তৃণভূমির উপর চোখ রাখবে।

এখান থেকে চারদিকে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। অনেকটা পর্যন্ত। রেকি করবার জন্যে বা চোখ রাখবার জন্যে এরচেয়ে মোক্ষম জায়গা আর হতে পারে না। কয়েকটা গাছ আছে এমন এক জায়গা পছন্দ করল অ্যাশলে, একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

মনে মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করছে।

স্পেনিশ কলোনির সরকার বা কর্তৃপক্ষ আসলে খুব ঈর্ষাপরায়ণ ও হিংসুটে, ইণ্ডিয়ান ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কোনরকম ব্যবসায়িক লেনদেন অনুমোদন করবে না; কাউকে ট্রেসপাসও করতে দেবে না। এ এলাকাকে যেহেতু স্পেনিশ টেরিটরি মনে করছে ওরা, স্বভাবতই এখানে ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানোর মতো করিৎকর্মা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অফিসার কোন ভাবেই অন্যের কর্তৃত্ব মেনে নেবে না; বরং যে-কোন মূল্যে তা ঠেকাবে। সুতরাং স্যালজানোর কাছ থেকে ঝামেলা ছাড়া অন্য কিছুই আশা করা যাবে না।

পাহাড়ি মানুষগুলোর সঙ্গে যোগ দেয়ার পর, আদপে নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা করেনি অ্যাশলে, কর্মপন্থাও ঠিক করেনি। স্রেফ হুজুগের বশে যেন, পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। একটা মরশুম ফার শিকার বা এ ধরনের লাভজনক অভিযানের চিন্তা করেছে। যদি সব কিছু ওদের প্রত্যাশা

Boighar.com

মতো ঘটে, হয়তো সুবিধাজনক স্থান পছন্দ করে তুষারপাতের আগেই প্রচণ্ড শীতে আশ্রয় নেয়ার মতো কোয়ার্টার তৈরি করতে সক্ষম হবে। আর যদি ফার শিকার ভাল হয়, প্যাক হর্সের পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে বসন্তে সেণ্ট লুই পৌঁছাতে পারবে।

একসঙ্গে যেহেতু চলছে, এবং সম্ভবত মাংস দেয়ার কারণে, এ মুহূর্তে ওদেরকে নিজেদের অংশ মনে করছে চেয়ানিরা। এতে লাভ হয়েছে, অন্তত ইণ্ডিয়ানদের একটা গোত্রের কাছ থেকে বিপদ হবে না ওদের। সামনে যেহেতু চেয়ানিদের বড়সড় দল আছে, একা চলতে গেলে হয়তো ঠিক তাদের কাছে নাকানি-চুবানি খেতে হতো। কিন্তু সঙ্গে যেহেতু চেয়ানি দলটা রয়েছে, এরা এ মুহূর্তে বীমা হিসাবে কাজ করছে। বরং চেয়ানিদের যে-কোন দল ওদের বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে গ্রহণ করবে।

পিছনে, ক্যাম্প থেকে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে; তবে সেটা মোটেই ব্যাঘাত ঘটায়নি ওর মনঃসংযোগে, বরং সামনের তৃণভূমির স্থবিরতায় তা যেন বেড়েছে! সূর্য ডুবে গেলেও আলো রয়ে গেছে এখনও, দিগন্তের ওপাশে টকটকে লাল আলোর এক ঝিলিক চিরে গেছে পশ্চিমাকাশ।

পাহাড়সারিতে নিচু জায়গায় ঘন ছায়া ভর করছে...ক্ষীণ বাতাসে নড়ছে ঘাস, ছোট ছোট গাছ...এক ধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে চারদিকে। গুমট ভাব। পুবে, দূরে মেঘের গুড়গুড় শব্দ।

এই প্রথম নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ন করছে অ্যাশলে। যা করছে সেটা কি ঠিক হয়েছে? পুবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ফেলে এসেছে–হতে পারত দক্ষ একজন শিক্ষক, লেখক...এমনকী রাজনীতিতেও সফল হতে পারত, যেহেতু সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বহু বন্ধু আছে ওর।

সব ফেলে পশ্চিমে এসে কি ভুল করেনি?

বইঘর.কম

ক'জন মানুষ এতটা শিক্ষিত হতে পারে? ক'জনের ভাগ্যে জোটে জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সুযোগ? সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল ক্যারিয়ার পেছনে ফেলে বুনো পশ্চিমে এসে কি ভুল করেনি? স্ত্রী ও সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু অসীম শূন্যতা ও বিষণ্ণতায় ফেলে দিয়েছে ওকে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পশ্চিমে চলে এসেছে ও, আগ-পাছ ভেবে দেখেনি; বরং বিপর্যস্ত ওই মুহূর্তে পশ্চিমে চলে আসাই সঠিক মনে হয়েছিল। সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কোন কারণ ছিল না বা ভাবেওনি অ্যাশলে, বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রয়াসই ছিল আসলে। নাকি আত্মাহুতি দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে?

নাকি পুরানো জীবন, সব স্মৃতি ও সখ্য ছেড়ে অনিশ্চয়তায় ভরা পশ্চিমে এসেছে স্রেফ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে?

অজান্তে শ্রাগ করল অ্যাশলে। অত চিন্তা করে এখন লাভ হবে না। উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশে হাঁটা ধরল ও।

আগুনের পাশে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে গ্রেগরি শোহান, কয়লার আঁচে মোষের মাংসের রোস্ট তৈরি করছে। সুঘ্রাণ বাতাসে। অস্ত্র পরিষ্কার করছে ডেমিয়েন ক্রিমাল, এমন ভাবে যেন মমতাময়ী মা তার বাচ্চার যত্ন নিচ্ছে!

আগুনের কাছে চলে এল টম স্কেরিট, কয়েকটা গাঁট ও বড়সড় টুকরো ভেঙে নিয়ে এসেছে গাছের গুঁড়ি থেকে।

'তুমি বোস্টনের লোক, বিদ্বান?'

'প্রথমে ছিলাম ভার্জিনিয়া, তারপর ক্যারোলিনায়। যুদ্ধ শেষে অবশ্য বোস্টনের কাছাকাছি চলে গেছি।'

আগুনের পাশে বসে নানা প্রসঙ্গে গল্প করে সময় কাটাল ওরা। কফির পানি ফুটতে শুরু করেছে, মাংস রোস্ট হয়ে

Boighar.com

গেছে। প্রেয়ারির মাটি খুঁড়ে তুলে আনা বুনো পেঁয়াজ চিবিয়েছে এ ফাঁকে।

'পারিবারিক ভাবে আমরা লোহার কাজ করি,' জানাল স্কেরিট। 'এখন যদিও আমি নেই এসবে, ভালও লাগে না, কিন্তু ভাবছি কোন একদিন ওই পেশায় ফিরে যাব।' মুখ তুলে অ্যাশলের দিকে তাকাল সে। 'লোহার কাজ মানে গহনার কাজ করি আমরা। বাবা নিজেকে একজন শিল্পী মনে করেন।'

'অবশ্যই, ওদের কেউ কেউ শিল্পীই বটে,' স্বীকার করল অ্যাশলে। 'ন্যান্সির ক্যাথেড্রালের পর্দা দেখেছি, ওটা জিন লামুরের তৈরি। টাউন হলের সিঁড়িটাও দেখবার মতো সুন্দর, কারুকাজে ভরা। এমন কাজ সবাই পারে না এবং সেটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে নিশ্চয়ই। আর মালাগোলি অভ মডেনার কথা না বললে নয়।'

মাংস চিবাচ্ছিল স্কেরিট, খাওয়া থামিয়ে ফের তাকাল অ্যাশলের দিকে। 'তোমার পরিবারও লোহার কারিগর ছিল নাকি? বাবার কাছে ওদের কথা শুনেছিলাম, ওরা নাকি সত্যিকার ওস্তাদ ছিল! সারা দুনিয়ায় সেরা!'

'তুমি তা হলে কামার?' জানতে চাইল অ্যাশলে।

দু'হাত তুলে তালু ও পাঞ্জা মেলে ধরল সে। শক্তিশালী, বড়সড় হাত। সাধারণের মতো মোটেও লম্বাটে নয়। 'আমার রক্তে লোহার অবস্থান। একবার কখনও যদি কেউ লোহার কাজ করে, তিন পুরুষ পরেও সেটা তার রক্তে থেকে যায়। হ্যাঁ, আমি কামার, কিন্তু পশ্চিমের উন্মুক্ত প্রান্তরের কথা ভেবে অস্থির বোধ করছিলাম। রাতে শুয়ে আছি বিছানায়, কিন্তু ঘুম আসছে না, পশ্চিমের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ছবি ফুটে থাকত চোখে। চিন্তা করতাম, কত সমৃদ্ধ জায়গা পড়ে আছে, অথচ কেউ নেই। গিয়ে দখল নিলেই হলো! এভাবে কদ্দিন থাকা যায়? একদিন পোঁটলা কাঁধে

বইঘর.কম

ফেলে রওনা দিয়ে দিলাম।'

'যাযাবরের আর কী গল্প!' মন্তব্য করল শোহান। 'নানা দিক থেকে এসে পড়ে তারা। জেমস ম্যাককের কথা জানি। ১৭৮৪ সালে প্রথম পশ্চিমে এসেছিল, পরে '৮৬, '৮৭ ও '৮৮ সালেও এসেছে সে।'

সায় জানাল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'ট্রুচো ছিল উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। জিন ব্যাপ্টিস্ট ট্রুচো। মন্ট্রিয়িল থেকে এসেছিল সে, শুনেচি কিছুদিন সেন্ট লুইয়ে মাস্টারি করেছে···ওটা চুয়াত্তর সালের কথা। এর কয়েক বছর পর মান্দান গ্রামে ব্যবসা করতে দেখা গেছে তাকে। আরিকারাদের সঙ্গেও থেকেছে সে।'

পরিকল্পনা পাকা করে নিল ওরা। যে গন্তব্যের উদ্দেশে পথ চলছে, আসলে সে-জায়গা সম্পর্কে তেমন জানে না; যা জানে তা স্রেফ কিছু গল্প। অন্যের অভিজ্ঞতার গল্প। ফার আছে···বিস্তর! ওরা শুনেছে বটে, যদিও জানে না সে-জন্যে ঠিক কোথায় যেতে হবে, তবে নিজেদের উপর আস্থা আছে ওদের—আত্মবিশ্বাসী যে পাহাড়ে পৌঁছে যেতে পারলে ঠিকই ফার সংগ্রহ করতে পারবে। নিজেদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের উপর আস্থা আছে ওদের।

পরের তিনদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা শুধু চলবার মধ্যে থাকল। নাক বরাবর পশ্চিমে এগোচ্ছে, লক্ষ্য অস্তমান সূর্য। সবার সামনে বা যে-কোন এক পাশে বাফেলো ফক্সকে রেখে এগোচ্ছে, এবং এ পর্যন্ত শত্রুর দেখা পায়নি। চলবার পথে প্রয়োজনে বেশ কয়েকটা মোষ শিকার করেছে, একবার একটা অ্যান্টিলোপ মেরেছে। চেয়ানিদের মাংসের জোগানে ঘাটতি পড়েনি এখনও, এবং আহত ব্রেভ বেশ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। শিগ্‌গিরই হাঁটতে পারবে সে।

উত্তর প্ল্যাটে নদীর কিনারে যখন পৌঁছল ওরা, ততদিনে রাইড করতে সক্ষম হলো সে। এ চেয়ানির নাম ওয়াক-

Boighar.com

বাই-নাইট। বহু লড়াই করেছে সে, শত্রুদের খুন করেছে; এবং প্রতিটি খুনের চিহ্ন হিসাবে নিজের অস্ত্রের গায়ে আঁচড় কাটে। সুযোগ থাকলে চাঁদির চামড়াও সংগ্রহ করে।

অ্যাশলের পাশাপাশি চলে এল সে। 'তোমরা আমাদের মাংস দিচ্ছ কেন?' জানতে চাইল সে, মুখ নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে।

'তোমাদের যেহেতু দরকার, তাই দিচ্ছি।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল তার মুখ, অ্যাশলের জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি। সামান্য দ্বিধা শেষে, একটু পর জিজ্ঞেস করল: 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীতে গিয়ে ফার শিকার করব,' জানাল অ্যাশলে। 'তবে সবার আগে চৌকস একটা ঘোড়া লাগবে আমার। এ ঘোড়াটা চমৎকার, কিন্তু শুধু ঘাসের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা ওকে শিখতে হবে এবং সেজন্যে সময় লাগবে। এবং এ সময়ে ওকে মোটেই যথেচ্ছ খাটানো যাবে না, অথচ এখন ঠিক তাই করতে হচ্ছে আমার। স্থানীয়, চৌকস ঘোড়া দরকার আমার, যেটা এমন টানা রাইডিঙের ধকল নিতে পারবে এবং সামান্য দানাপানি বা শুধু ঘাসের উপর নির্ভর করে দিব্যি টিকে থাকতে পারবে।'

'আমি তোমাকে একটা ঘোড়া দেব,' জানাল ওয়াক-বাই-নাইট। 'স্বজনদের সঙ্গে যখন দেখা হবে আমাদের, অনেক ঘোড়া পেয়ে যাব।'

'চমৎকার উপহার হবে সেটা! কিন্তু ওয়াক-বাই-নাইটকে পাল্টা দেয়ার মতো কিছু যে নেই আমার!'

'আমার লোকজন যখন ভুখা ছিল, মাংস দিয়েছ তোমরা। পাশে রাইড করেছ, নিশ্চিন্ত বোধ করেছি সবাই, যখন সারাক্ষণই উতে বা পঅনিদের হামলার ভয় আছে।'

এবার উত্তর দিল না অ্যাশলে। ওদের উপস্থিতিতে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করেছে চেয়ানিরা, এটা সত্যি যে

বইঘর.কম

দলে ভারী হওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেছে। চেয়ানিরা যদি তাতে কৃতজ্ঞ বোধ করে, একটুও আপত্তি নেই অ্যাশলের; বরং খুশি ও, কারণ এদের সহায়তা ও বন্ধুত্ব দরকার আছে ওদের।

'তুমি নাকি আঁচড় কাটো না? চাঁদির চামড়াও উপড়ে নাও না?' ওয়াক-বাই-নাইটের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

জ্বালা তো! মনে মনে ভাবছে অ্যাশলে। উভয় সঙ্কট। একে অপমানও করা যাবে না, কিংবা ওর নিজেকেও চেয়ানি চীফের কাছে দুর্বল হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না। 'মহা আত্মা তো সব কিছু জানেন,' শেষে বলল ও। 'আমার প্রতিটি বিজয় সম্পর্কে পুরো অবগত। আমার তো মনে হয়, এই যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ, তোমার *ঔষধ* শক্তিশালী।'

সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ওরা। বাতাস ঠাণ্ডা ও আর্দ্র, যদিও বেগ একটু বেড়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, স্বীকৃত বসতি থেকে যত দূরে যাচ্ছে ওরা, বিপদের সম্ভাবনা ততই বাড়ছে। এ সম্পর্কে সচেতন সবাই। এবং এও জানে ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। দু'বার এমন ছাপ দেখেছে, যাতে বোঝা যায় দূর থেকে ওদের উপর নজর রেখেছে একাধিক রাইডার। এখানে রেডস্কিনদের ফাঁকি দিয়ে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। এ মুহূর্তে দলে ভারী আছে, আক্রান্ত না-হওয়ার এটা একটা কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ হতে পারে: মোক্ষম সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে ইণ্ডিয়ানরা। শত্রুকে দুর্বল অবস্থায় হামলা করতে সীমাহীন পছন্দ করে ওরা।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওদের সংখ্যা সম্পর্কে জেনে গেছে উতেরা। বা অন্য গোত্রের কেউ, যারা নজর রাখছে ওদের উপর।

এও নিশ্চয়ই জেনে গেছে, দূরে চেয়ানিদের ক্যাম্প

Boighar.com

আছে, যার উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে ইণ্ডিয়ান ও সাদা মানুষের মিশ্র কাফেলা।

এ দলকে যদি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার খায়েশ থাকে অদৃশ্য শত্রুদের, নির্ঘাত শিগ্‌গিরই করবে, কারণ ক্রমে চেয়ানিদের বড়সড় দলের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। একটা হামলা আসন্ন। শিগ্‌গিরই হবে। ওয়াক-বাই-নাইটও এ সম্পর্কে সচেতন, এবং বাফেলো ফক্সও তা বিলকুল বুঝতে পারছে।

নিচু জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। সরু এক চিলতে ঝর্নার পাশে সবুজ ঘাসের গালিচা রয়েছে। এক পাশে গুসবেরি ঝোপের সারি। পাশে খাড়া রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা অ্যাশট্রি। দশ হাত দূরে মরা কটনউড পড়ে আছে।

অন্যদেরকে ক্যাম্পের দায়িত্বে রেখে ওয়াক-বাই-নাইটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাশলে, ক্যাম্পের চারদিকে বড়সড় চক্কর কাটল। উঁচু জায়গা থেকে চারপাশের প্রতিটি জায়গা স্কাউট করল, কিন্তু কয়েকটা মোষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

গত কয়েকদিনে চেয়ানি ভাষায় কার্যকরী দক্ষতা অর্জন করেছে অ্যাশলে। যাত্রার শুরুতে মামুলি দু'একটা শব্দ জানা ছিল ওর, কিন্তু এখন শব্দের ভাণ্ডার যেহেতু বেড়েছে আর ওয়াক-বাই-নাইট যতটা ইংরেজি জানে, দুই মিলিয়ে যোগাযোগের কাজ দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে। সাঙ্কেতিক ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করবার কায়দাও কিছুটা শিখেছে অ্যাশলে; এবং ওয়াক-বাই-নাইট ও বাফেলো ফক্সের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করেছে ইণ্ডিয়ানরা কাজ চালানোর মতো খুব ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পারে।

অ্যাশলের কথায় শ্রাগ করল ওয়াক-বাই-নাইট। 'বিস্ময়ের কী আছে! ফ্রেঞ্চ ট্র্যাপাররা আসা-যাওয়ার মধ্যে

বইঘর.কম

থাকে এবং বেশিরভাগ গ্রামেই কাটায়। আমাদের সঙ্গে রাইড করে। আগে, দীর্ঘদিন ধরে গ্রেট লেকের তীরে ছিল আমার পূর্বপুরুষরা, পরে উত্তরে সরে এসে নদীর তীরে ছিল কয়েক দশক।'

'এটা তা হলে তোমাদের জন্মভূমি নয়?'

'আমার পূর্বপুরুষরা গ্রেট লেকের উত্তরে ছিল, যেটাকে এখন তোমরা বলো ক্যানাডা। ক্রীরা আসলে আমাদেরই লোক...বহু বহুদিন আগে ছিল। আসলে কোন ইণ্ডিয়ানই এক জায়গায় থাকে না, নানা কারণে এদিক-ওদিক সরে যায়। আর দু'বার একই জায়গায় থাকে না কোন ইণ্ডিয়ান।'

'এটা বোধহয় সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য...আমাদের ক্ষেত্রেও সহসা ঘটে। বহু আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা রাশিয়ায় থাকত...তারও আগে ছিল মধ্য এশিয়ায়। পশ্চিমে চলে আসে তারা। বহু লোক, কাতারে কাতারে পশ্চিমে এসেছে। কেউ খালি জমিতে বসবাস শুরু করে, কেউ অন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জায়গা দখল করে নেয়।'

'ওরা তা হলে সাদা মানুষ?'

'হ্যাঁ। মাত্র একবারই যে এ ধরনের দেশান্তর হয়েছে তা নয়, বরং বহুবার হয়েছে। ঘোড়ার কারণে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া সহজ হয়েছে, এবং ওই একই কারণে এদের শক্তিমত্তাও বেড়েছে।'

'ঘোড়ার কারণে আমরাও শক্তিশালী হয়েছি,' বলল ওয়াক-বাই-নাইট। 'ঘোড়া পাওয়ার পর সিয়ক্সদের শক্তিও বেড়ে গেছে।'

পাহাড়ের কিনারে স্যাডল ছাড়ল ওরা। পিঁপড়ের ঢিবির পাশে, বালির উপর পশ্চিমের গ্রেট লেকের মানচিত্র আঁকল ওয়াক-বাই-নাইট—যেখানে একসময় বাস করত ওর পূর্বপুরুষরা, এবং কীভাবে পশ্চিমে শেয়ানি নদীর দিকে সরে যায়, যেটা এখন ডাকোটা বা সিয়ক্সদের সাম্রাজ্য বলে

Boighar.com

বিবেচিত।

সিয়ক্সরা শুরু থেকে ঘোড়ার মালিক ছিল না; বরং দক্ষিণের ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে তারা–কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন এবং কিছু চুরি করে। আর দক্ষিণের ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়ার মালিক হয়েছে স্পেনিশদের কাছ থেকে চুরির মাধ্যমে। ঘোড়ার পিঠে চড়া শুরু করবার পর থেকে দুর্দম্য হয়ে ওঠে সিয়ক্সরা; আরও পশ্চিমে যেতে শুরু করে–একে একে ডাকোটা অঞ্চলের প্রায় পুরোটা, নেব্রাস্কা এবং ওয়াইওমিং ও মণ্টানার কিছু অংশ দখলে নিতে সক্ষম হয়।

সন্ধ্যা না-হলেও দিনের আলো কমে এসেছে। 'কেউ কেউ তো বলে তোমরা নাকি এখান থেকে এসেছ,' সাইবেরিয়ার উত্তর দিকটা এঁকে দেখাল অ্যাশলে। 'আর এই সমুদ্র বা বিপুল পানি অতিক্রম করে আমেরিকায় এসেছ। ইতিহাসে এও পাওয়া যায় যে আমার লোকজনও ওখান থেকে এসেছে।'

পশ্চিম তারিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার উপর নির্দেশ করল সে। 'আর তোমরা বুঝি এখান থেকে এসেছ? তা হলে আমাদের পূর্বপুরুষরা একসঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল?' বড়সড় বৃত্তচাপ এঁকে মধ্য এশিয়া নির্দেশ করল ওয়াক-বাই-নাইট।

'হয়তো,' উঠে দাঁড়িয়ে লাগাম হাতে জড়ো করল অ্যাশলে, স্যাডলে চাপল। 'তোমার পূর্বপুরুষরা পুব ও উত্তরে সরে গেছে, আর আমার পূর্বপুরুষরা পশ্চিম ও দক্ষিণে গেছে। এখন আমরা এখানে মিলিত হয়েছি।'

'সত্যি কি দূর থেকে এখানে এসেছি আমরা? সেই জায়গা কি সত্যি অত দূরে?'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে। ধরো, ঘোড়ায় চড়ে গেলে তিনশো সূর্য পেরিয়ে যাবে…কিংবা বেশিও হতে পারে।' অ্যাশলের

দিকে ফিরল সে। 'ফের লড়াই করতে এতদূর এসেছি আমরা!'

স্মিত হাসল অ্যাশলে। 'উঁহুঁ, একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি, ওয়াক-বাই-নাইট। বরং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে।' ডান হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'আমাদের দু'জনের মধ্যে যেন কখনও রক্তারক্তি না-হয়!'

'রক্ত যেন আমাদের শত্রুর ঝরে!' বলল সে।

একসঙ্গে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা, আগুনের পাশে স্যাডল ছাড়ল।

'কিছু দেখেছ?' জানতে চাইল ক্রিমাল।

'কয়েকটা মোষ…আর কিছু চোখে পড়েনি।' মোষের মাংস থেকে এক চাক কেটে নিয়ে আগুনে ঝলসানো শুরু করল অ্যাশলে। রোস্টের সুঘ্রাণ দারুণ লাগছে নাকে, রাক্ষুসে খিদে চাগিয়ে উঠল।

নিজ লোকদের কাছে ফিরে গেছে ওয়াক-বাই-নাইট।

একটা কাঠি দিয়ে আগুন খোঁচাল অ্যাশলে। লাফিয়ে উঠল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ…মুহূর্ত খানেক পর উধাও হয়ে গেল।

মাংসে কামড় বসাল অ্যাশলে, নীরবে অন্যদের কথা শুনতে লাগল। ক্যাম্পফায়ারের গল্প জমে উঠেছে বেশ!

Boighar.com

সাত

পরদিন সকালে যখন যাত্রা করল ওরা, বুঝল নিজেদের অজান্তে উঁচু জমিতে উঠে এসেছে। পার্থক্যটা চামড়ার চোখে ধরা যাচ্ছে এখন। বাতাস ঠাণ্ডা, উদ্ভিদের সাইজ ক্রমে খাটো হয়ে যাচ্ছে; ঘাসও খাটো আকৃতির, খরা সামলে নিতে অভিযোজন ক্ষমতার প্রয়োগ।

ঘোড়ার অন্তর্ভুক্তি চেয়ানিদের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পর্যাপ্ত ঘোড়া আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চাষাবাদ একেবারে ছেড়ে দেয় ওরা, হয়ে যায় মাংসাশী প্রাণী–নানা পশু ও মোষ শিকার শুরু করে। আসলে ওদের জীবনযাত্রা একইসঙ্গে খুব সহজ ও নাটকীয়ও বটে। চেয়ানিদের সঙ্গে শেয়ালের জীবনযাত্রার বেশ মিল আছে। পার্থক্য হচ্ছে: শেয়াল শিকার হিসাবে পালে সবচেয়ে দুর্বল মোষ বা গরুকে বেছে নেয়, আর চেয়ানিদের পছন্দ হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী জানোয়ার। সাদা মানুষদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটা প্রযোজ্য, বিশেষ করে যখন সংখ্যায় বেশি থাকে।

কিন্তু এ শিকারের বেশিরভাগই অযৌক্তিক, অনাবশ্যক। কারণ সাধারণত ইণ্ডিয়ানরা ক্লিফের কিনারে গরু বা মোষের পালে স্ট্যাম্পিড ঘটায়, ক্লিফ থেকে নিচে খসে পড়ে বহু পশু, নির্বিচারে খুন হয়ে যায়–সংখ্যা এত বেশি যে এর বেশিরভাগ কোন কাজে লাগে না ইণ্ডিয়ানদের, কারণ সিংহ ভাগ মাংস এতে নষ্ট হয়ে যায়। জনবহুল গোত্রের পক্ষে এমন বেহিসেবী মনোভাব নিয়ে টিকে থাকা সত্যি কঠিন হয়,

বইঘর.কম

বিশেষ করে যখন টিকে থাকবার লড়াই নিরন্তর করতে হচ্ছে। তা ছাড়া, গোত্রে-গোত্রে ও সাদাদের সঙ্গে লড়াই তো চলছেই।

দূরে, দিগন্তের একেবারে শেষ সীমায় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট একটা রেখা চোখে পড়ছে। প্রথমে বোঝা গেল না, তবে একটু পর অ্যাশলে বুঝতে পারল ওটা আসলে দূরবর্তী পাহাড়ি জমি। মনে পুলক ও বাড়তি উত্তেজনা বোধ করল ও। শিগ্গিরই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা এবং ফার শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে!

সহসা ওর কাছে ছুটে এল জেস ও'ব্রায়ান।

'বিদ্বান! দেখো দেখো!' দক্ষিণে নিচু পাহাড়ের উপর কয়েকজন যোদ্ধাকে দেখাল সে, আচমকা দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে তারা, ওদের উপর নজর রাখছে।

স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল অ্যাশলে, তৈরি হয়ে নিল যাতে প্রয়োজন হওয়া মাত্র গুলি করতে পারে। কিন্তু ছুটে এল বাফেলো ফক্স, সমানে হাত-পা নেড়ে, গলা ফাটিয়ে দূরের যোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। ধীর ভঙ্গিতে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল তারা। এবার গোনা যাচ্ছে: চারজন।

'ওরা এসে গেছে,' অ্যাশলের পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করল ওয়াক-বাই-নাইট। 'আমাদের লোক।'

স্বগোত্রীয়দের দেখতে পেলেও সতর্কতায় এতটুকু ঢিলেমি দেয়নি ইণ্ডিয়ানরা, বরং পরস্পরের থেকে বেশ দূরে দূরে থেকে ত্রিশ গজ ব্যাসার্ধের একটা বড়সড় বৃত্ত তৈরি করে অ্যাশলেদের নিয়ে এগিয়ে চলল। রাইফেল তৈরি সবার, হাতে রেখেছে যাতে চাইলে মুহূর্তের ব্যবধানে গুলি করতে পারে।

বাফেলো ফক্সের সঙ্গে মিলিত হলো ওরা। দুই দল

Boighar.com

কাছাকাছি হলো, যেন শলাপরামর্শ করছে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে আলাপ চলতে লাগল। পিছনে, ত্রিশ গজ দূরে থেমে গেছে অ্যাশলেরা।

এরপর, ওদের দিকে এগিয়ে এল নতুন চেয়ানিরা। চার যোদ্ধা। একজন স্যাডলে কোনরকমে টিকে আছে।

সূর্য মাথার উপর উঠবার আগেই গল্প জেনে গেল অ্যাশলেরা। পিছু নিয়ে উতে বসতিতে হাজির হয়েছিল এরা, কিন্তু কাউকে পায়নি। ওরা যাওয়ার আগেই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে উতেরা।

হতাশ ও উদ্বিগ্ন মনে এক ড্রর দিকে এগোয় তারা। দুটো কুঁড়ে তখনও খাড়া ছিল। ভিতরে আগুন জ্বলছিল, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিল না।

এক বাণ্ডিল ফারের উপর আড়াআড়ি একটা রাইফেল পড়ে ছিল। আগুনের উপর কফির পাত্র, এবং তাতে ফুটন্ত পানি। ঘরে স্যাডল ও অন্যান্য তৈজসপত্র ছড়িয়ে রাখা। কুঁড়ের পিছনে ঝোপের আড়ালে ঠেলে-ঠুলে রাখা হয়েছে ঘোড়াগুলো। ড্র থেকে বেরিয়ে এসে চেয়ানিরা নিশ্চিত হয়ে গেল যে উতে ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়েছে তারা এবং মোষ শিকার করতে আগেই বেরিয়ে গেছে উতেরা।

ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল ওরা। পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে নিতে ঝুঁকেছিল এক চেয়ানি, আরেকজন কাছাকাছি কুঁড়ের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল; তখনই আচমকা নরক ভেঙে পড়ল। মুহুর্মুহু গুলি শুরু হলো। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই–সেকেণ্ডের মধ্যে–ভূপতিত হলো তিন চেয়ানি। অন্যরা স্রেফ ধড় বাঁচাতে খিঁচে দৌড় দিল। প্রাণপণ ছুটল তারা। কিন্তু একজন পড়ে গেল।

উতেরা ওদের কুঁড়েয় লুকিয়ে ছিল। মোষের চামড়ার তৈরি টেপির পর্দায় ফুটো তৈরি করে রেখেছিল, যাতে ওপাশ থেকে গুলি করতে পারে। চেয়ানিদের আগমন টের পেয়ে

বইঘর.কম

দ্রুত লুকিয়ে পড়েছিল উতেরা, চেয়ানিরা ক্যাম্পে ও পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক-রেঞ্জে আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকেছে।

পালিয়ে এলেও কয়েকটা ঘোড়া উদ্ধার করতে পেরেছিল চেয়ানিরা, কিন্তু উতেদের পাল্টা দাবড়ানি খেয়ে চলে আসবার সময় প্রায় সবক'টাই বেঘোরে মারা পড়েছে।

স্যালজানো কি উতেদের সঙ্গে ছিল?

ছিল।

'সম্ভবত এটা তারই বুদ্ধি ছিল,' মন্তব্য করল মাইকেল লবেল।

'দেনা বেড়ে গেল ওর।'

'কারও বুদ্ধি ধার করা লাগে না উতেদের,' মনে করিয়ে দিল গ্রেগরি শোহান। 'আজ পর্যন্ত এমন ইণ্ডিয়ান দেখিনি যে শত্রুকে অ্যাম্বুশ করবার জন্যে অন্যের কাছ থেকে বুদ্ধি নেয়। ওরা মায়ের পেট থেকে এসব শিখে আসে। নিজেরা যমের মতো ভয় পায় অ্যাম্বুশকে, কিন্তু আবার এটাই ওদের সবচেয়ে প্রিয় ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র।'

'আমি বাপু চোরাগোপ্তা হামলায় বিশ্বাসী নই,' বলল লবেল। 'আমার বরং সামনাসামনি লড়াই পছন্দ। তাতে বোঝা যায় কার কত মুরোদ।'

'এবার চেয়ানিদের খসিয়ে নিজেদের মতো এগোনো যাক। পাহাড়ের দিকে ছুটব। এই ব্যাটাদের সঙ্গে নিলে মরতে হবে। একে এরা খুব শ্লথ, তায় ঠাণ্ডাও বাড়ছে। তীব্র শীত পড়বার আগে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে না-পারলে প্রেয়ারিতে বরফ হয়ে যেতে হবে।'

'সামনের চেয়ানিদের কথা ভুলে গেছ বোধহয়। এখন আমরা যদি এদের এভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে যাই, সামনের চেয়ানিরা কিন্তু জানতে পারবে না যে আসলে আমরা বন্ধু।'

'আমি কারও বন্ধু নই,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল লবেল।

Boighar.com

'ইনজুন ইনজুনই, বন্ধু হয় কী করে! এদের জন্যে খুব মায়া হচ্ছে এখন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পরে সুযোগ পাওয়া মাত্র আমাদের নির্বিচারে খুন করে ফেলবে ওরা।'

'আমার তা মনে হয় না, মাইক,' বলল অ্যাশলে। 'আমরা যদি ওদের কাছে পুরোপুরি অচেনা হতাম, তা হলে হয়তো তোমার কথা প্রযোজ্য হতো। কিন্তু এখন তো জানাশোনা হয়ে গেছে, একসঙ্গে বহু পথ চলেছি।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে বা মনে করতে পারো, বিদ্বান। মোটা মোটা সব বই নিশ্চয়ই জ্ঞানী করেছে তোমাকে, কিন্তু ইনজুনদের সঙ্গে সেই জ্ঞান কাজে লাগবে না। কী জানো, পশ্চিমে ঠেকে শিখতে হয়। পুঁথিগত বিদ্যার সামান্য দামও নেই এখানে।'

'ঠিকই বলেছ, অভিজ্ঞতার মূল্য অসীম। ঠেকে শিখবার কোন বিকল্প নেই, মাইক। কিন্তু আমি এখনও মনে করি চেয়ানিদের এই দল আমাদের বন্ধু।'

শ্রাগ করল লবেল। 'হতে পারে। কিন্তু খেয়াল করেছি থম্পসন রাইফেলটা তুমি ভুলেও হাত-ছাড়া করো না। দেখে মনে হয় আমাদের যে-কারও চেয়ে বেশি সতর্ক ও অবিশ্বাসী তুমি। কী জানো, তাবৎ আমেরিকায় এমন একজন ইণ্ডিয়ান পাওয়া যাবে না যে নিজের ঘোড়ার বিনিময়ে তোমার রাইফেলটা বাগাতে পারলে বর্তে যাবে না। ওটার লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা বা মেকানিজম বড় বিষয় নয়, বরং ওটার বাঁটে রুপোর কারুকাজ, একজন ইণ্ডিয়ানের জন্যে তা পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু।'

মিথ্যে বলেনি মাইকেল লবেল। শতভাগ সত্যি। প্রস্তুতকারীর তৈরি বিশেষায়িত নমুনা ওটা–শিল্প বলা চলে। পশ্চিমে বিরল তো বটেই, উৎকর্ষতার বিচারে নিপুণ ও অদ্বিতীয়। এ ধরনের সুদৃশ্য অথচ কার্যকরী অস্ত্র কালে-ভদ্রে দেখা যায়। তবে কোন কোন ট্র্যাপার বা ইণ্ডিয়ান তাদের

বইঘর.কম

অস্ত্র তামায় অলঙ্কৃত করে, কেউ কেউ নাম খোদাই করে, কিংবা নামের আদ্যক্ষর অলঙ্কৃত করে। যদিও এর কোনটার সৌন্দর্যই থম্পসনের ধারে-কাছে হবে না। এক কথায়, থম্পসনটা বিশেষ কিছু। শুধু ইণ্ডিয়ান কেন, যে-কোন মানুষের জন্যে ঈর্ষার বস্তু।

গুটি কয়েক ইণ্ডিয়ান থম্পসনের অ্যাকশন দেখেছে, অর্থাৎ অ্যাশলেকে ওটা দিয়ে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে; তবে তাদের কেউই কাছ থেকে দেখেনি। এবং অ্যাশলের ধারণা, তাদের কেউ এখন পর্যন্ত জানেও না কত দ্রুত ওটা রিলোড করে আবার গুলি করা যায়। তবে এ জন্যে খুব খুশি বা নির্ভার হওয়ার কিছু নেই। এই রাইফেল আছে বলে ও যে অজেয় হয়ে গেছে, মোটেও তা নয়; বরং ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে যতটা জ্ঞানার্জন করেছে অ্যাশলে, তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোন অবস্থায়ই কোন ইণ্ডিয়ানকে খাটো করে দেখা যাবে না। এর পরিণাম হবে বড় চড়া।

পুবে এমনও সময় গেছে যখন সাদা সৈন্যদের সামনে এসেছে এক দল ইণ্ডিয়ান, জ্বলন্ত মশাল নিভিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছে সৈন্যদের। কামান দাগাতে তো বটেই, ভারী রাইফেল চালাতেও আগুন লাগত সৈন্যদের এবং জ্বলন্ত মশাল থাকায় ত্বরিৎ গুলি করতে পারত। মশাল নিভিয়ে ফেলবার যুক্তি হিসাবে ইণ্ডিয়ানরা বলেছে জ্বলন্ত মশাল দেখলে ভয় পায় তাদের শিশু ও মহিলারা। ধূর্ত ইণ্ডিয়ানদের চাল ধরতে পারেনি সৈন্যরা, বরং এর পরিণতিতে চরম মাশুল দিল। মশাল নিভিয়ে দেয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ হামলা করল ইণ্ডিয়ানরা। একজন ছাড়া মারা পড়ল সব সৈন্য, যে প্রাণপণে দৌড়ে বনে লুকিয়ে পড়ায় বেঁচে গিয়েছিল।

চতুর ইণ্ডিয়ানরা ধরতে পেরেছিল মাস্কেট বন্দুক চালাতে জ্বলন্ত মশাল লাগে, যদিও ইনজুনদের এমন অস্ত্র সম্পর্কে

Boighar.com

ধারণা থাকবার কথাই নয়। আসলে ইণ্ডিয়ান মাত্রই নিরন্তর কৌতূহলী, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন—কিছুই ওদের অগোচরে থাকে না বা দৃষ্টি এড়ায় না, চট করে যে-কোন কিছুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরতে পারে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অস্ত্র মেরামতও করতে পারে। ইণ্ডিয়ানদের দক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখবার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে।

ক্যাম্পের আগুনের পাশে বসে খাওয়ার সময় এবং পরবর্তীতে রাইডিঙের ফাঁকে ফাঁকে এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করেছে অ্যাশলেরা। নানা দিক খতিয়ে দেখেছে। উদ্দেশ্য নেহাত ফার শিকার হলেও, কিন্তু ব্যবসায়িক আরও দিক বা প্রাপ্তিরও যোগ আছে। দলে একমাত্র অ্যাশলের কাছে ব্যবসা করা অর্থাৎ বিনিময় করবার মতো কিছু নেই, তাই যা কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা—সেটা ফার শিকারের মাধ্যমে পেতে হবে ওকে।

ট্রেইলে চলতে চলতে শিকারের জ্যাকেট ও লেগিংস তৈরি শুরু করেছিল অ্যাশলে, দুটোর কাজই শেষ হয়ে গেছে এবং ওগুলো পরনে আছে ওর। পরিধেয় অন্য কাপড় বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে তুলে রেখেছে।

ক্রমে বন্ধুর হয়ে উঠছে এলাকা। পাহাড় ও রীজের কোলে ঘন ঝোপঝাড় বা গাছের সারি জন্মেছে।

হাজার হাজার বুনো হরিণ চোখে পড়ছে। দূরে বুনো ঘোড়ার পাল দেখতে পেয়েছে দু'বার, প্রতিবার ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে ছুটে সরে গেছে। একবার কর্দমাক্ত এক জায়গায় পৌঁছল, জায়গাটা অন্তত এক একর হবে, বুনো ঘোড়ার খুরের দাপটের চিহ্ন সর্বত্র। নেকড়েও চোখে পড়ছে। গত এক ঘণ্টায় মোট বারোটা দেখতে পেয়েছে এবং একবার ওদের এক ডেরায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে চেঁচাচ্ছিল সবক'টা।

সে-রাতে, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে যেতে ঘুম

বইঘর.কম

ভেঙে গেল অ্যাশলের। তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে দেখল সামনে তাগড়া এক নেকড়ে দাঁড়িয়ে! বারল্যাপ থলেয় বেকন রাখে ওরা, বেশ কয়েকটা থলে দু'সারি করে সাজিয়ে রাখে ক্যানভাস ব্যাগে; যাতে বহন করা সহজ হয়। এ ধরনের একটা ব্যাগ বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে অ্যাশলে। বেকনের গন্ধ পেয়ে ওই বালিশ বাগানোর তালে আছে নেকড়েটা।

হাতে রাইফেল অ্যাশলের, সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে নেকড়েকে। পাল্টা মহা ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা নিয়ে চাইল ওর দিকে, হুঙ্কার ছাড়ল বেয়াড়া প্রাণীটা। বেকনের ব্যাগ হাতিয়ে নিয়েছে ওটা, এবং ব্যাগ হাতছাড়া করবার ব্যাপারে খুব নারাজ মনে হলো। কিন্তু ওটা না-হলে চলবে না ওদের। যেহেতু বুনো এ প্রান্তরে খাবার মেলে না তেমন–শুকনো ও বহনযোগ্য খাবার বলতে বেকনই ভরসা। তা ছাড়া, ওদের স্টকও কমে এসেছে। তবে এও ঠিক, ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে একটা পশুকে গুলি করাও ঠিক পছন্দ করতে পারছে না অ্যাশলে, কারণ গুলির শব্দে সবার কাঁচা ঘুম ভেঙে যাবে, হয়তো মনে করবে আক্রান্ত হয়েছে ওরা।

সন্তর্পণে এক পা এগোল অ্যাশলে। তাকিয়ে আছে নেকড়ের হলদেটে চোখে–ক্যাম্পের আগুনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। আবার–বেশ জোরে–নাক সিটকাল নেকড়েটা, নাকের পাটা ফুলে উঠল। লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। কিন্তু অ্যাশলে আরও এক কদম আগে বাড়তে এবার ধন্দে পড়ে গেল।

রাইফেল পজিশনে রেখে যখন আরও কয়েক পা এগোল ও, এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে খিঁচে দৌড় দিল নেকড়ে। বেকনের আশা ছেড়ে দিয়েছে।

ছেঁড়া ক্যানভাস ব্যাগ তুলে নিল অ্যাশলে, ক্যাম্পে ফিরে এল।

ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে তিনটা বাজে। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের সারি, তারা নেই একটাও। বাতাস আছে বেশ এবং ঠাণ্ডা। আগুনে কয়েকটা কাঠ যোগ করল অ্যাশলে। নিভু নিভু হয়ে এসেছিল আগুন, নতুন জ্বালানি পেয়ে জ্বলে উঠল, উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল চারপাশে। বুটে পা গলাল অ্যাশলে, কফির কাপ ভরে নিল।

ঘুম চলে গেছে। ঝিমুনি বা ক্লান্তি নেই। বরং সকাল হলে যেমন সজাগ ও টনটনে বোধ হয়, তেমনই লাগছে অ্যাশলের। মৃদুমন্দ বাতাস দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এ ধরনের বাতাসে গাছের লতা-পাতায় খসখসে শব্দ হয়, তাতে ঢাকা পড়ে যায় অস্বাভাবিক নানা শব্দ—অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ ক্যাম্পের কাছাকাছি এলে হয়তো তার আওয়াজ শুনতে পাবে না।

পাহারায় রয়েছে ডেমিয়েন ক্রিমাল, ক্যাম্পের একেবারে কিনারে এক ঝোপের আড়ালে বসে আছে। আগুনের কাছ থেকে তার কাছে চলে গেল অ্যাশলে।

'রাতটা বিচ্ছিরি কাটছে!' অ্যাশলে কাছে যেতে ফিসফিস করে বলল সে। 'কেন যেন মনে হচ্ছিল কাছাকাছি কিছু একটা নড়াচড়া করছে। তবে ভুলও হতে পারে ভেবে জানাইনি। কিন্তু দু'একবার মনে হলো ভুল শুনিনি, অস্বাভাবিক কী যেন আছে! যাক, স্বস্তি পেলাম তুমি আসায়! এবার বোকা যদি বনি, দু'জনে বনব।'

উত্তরে কিছু বলল না অ্যাশলে, কান খাড়া করে শব্দ শুনছে। বাতাসের বিপরীতে শুনতে হচ্ছে...সহসা শুনতে পেল—ক্ষণিকের শব্দ—দমকা বাতাসের ফাঁকে অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ।

গুলির শব্দ! পরপরই আরও একটা হলো। অনেক দূরে। দূরত্ব ও দমকা বাতাসের কারণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

'উঁহুঁ, দূরের এই শব্দের কথা বলিনি,' নিচু স্বরে শুধরে

বইঘর.কম

দিল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'অস্বাভাবিক জিনিসটা ধারে-কাছে আছে।'

'গুলি করছে কারা?' অ্যাশলের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। 'অস্ত্র আছে এমন ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা এখনও হাতে গোনা। ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানো হতে পারে?'

'গুলি করল কাকে? গুলিটা হয়েছে অনেক দূরে...ধরো, আধা মাইল বা মাইল খানেকও হতে পারে।'

কান খাড়া ওদের, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না।

নাক সিটকাল ওদের ঘোড়া, মাটিতে পা দাবড়াল। তারপর পিকেট করা দড়ি টেনে তুলে ফেলবার চেষ্টা করল। উঠে ঘোড়ার কাছে চলে গেল অ্যাশলে, কান খাড়া রেখেছে শতভাগ, মৃদু স্বরে ঘোড়াগুলোকে শান্ত করবার প্রয়াস পেল।

অন্ধকারে...ক্যাম্পের বাইরে কিছু একটা আছে।

কী সেটা?

অন্যদের জাগায়নি ওরা, বরং অপেক্ষায় আছে–দেখা যাক, কী ঘটে! ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে–এমনিতে তো নয়, নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ আছে–কারও উপস্থিতি ওগুলোকে শঙ্কিত করে তুলেছে। কাছাকাছি নেকড়ে এলে যে আচরণ করে ঘোড়া, এখন ওদের প্রতিক্রিয়া মোটেই তা নয়।

মিনিট খানেক বাদে শান্ত হয়ে এল ঘোড়াগুলো। ঘোড়ার কাছ থেকে কয়েক কদম সরে এল অ্যাশলে,, অতি সন্তর্পণে; কান খাড়া, বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে সামান্য শব্দও শুনতে উদ্‌গ্রীব।

চেয়ানিদের ক্যাম্প একেবারে নীরব। কোন আওয়াজ বা সাড়া নেই। নিজের অবস্থান থেকে ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পের ম্লান, লালচে আলো দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে, তবে আর কিছু চোখে পড়ছে না।

অগত্যা বাকি রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে সাব্যস্ত

Boighar.com

করল ওরা। ভোরের দিকে ঝিমুনিতে পেয়ে বসল অ্যাশলেকে, আগুনের কাছে এসে বসেছে–উষ্ণতার লোভ ছাড়তে পারছে না। তা ছাড়া, আগুন চাঙা রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর আগুনে জ্বালানি যোগ না-করলে নিভে যাবে। ঝিমুনি কেটে গেলে আগুনে কাঠ যোগ করছে ও।

একটু পর উঠে পড়বে সবাই। নাস্তার আয়োজন করবে।

সবার আগে উঠল টম স্কেরিট। প্রথমে ক্যানভাস ব্যাগটা চোখে পড়ল তার। ভুরু কুঁচকে দেখল, তারপর এগিয়ে এসে ওটা তুলে নিল। সেকেণ্ড কয়েক নেড়েচেড়ে দেখে ভিতরটা পরখ করল। তারপর ভ্রূকুটি করল অ্যাশলের উদ্দেশে। 'তোমার নেকড়ে বন্ধুরা ফিরে এসেছিল নাকি? বেকনের এক চাক দেখছি উধাও হয়ে গেছে।'

ইতোমধ্যে অন্যরাও উঠে গেছে। চিন্তিত দৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখল ডেমিয়েন ক্রিমাল, তারপর এগিয়ে গিয়ে জমি জরিপ করল। নিজেদের বুটের এত ছাপ পড়েছে যে উদ্দিষ্ট ট্র্যাক এখন আর নেই বলতে গেলে।

'এগুলো নেকড়ের নয়,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল টম, র-হাইডের দড়ি দেখাল ওদের–গিঁট খুলে বেকন নিয়ে গেছে কেউ।

'হারামী, চোট্টা রেডস্কিন!' ক্ষোভে ফেটে পড়ল মাইকেল লবেল। 'সুযোগ পেলে পুরো ক্যাম্প সাফা করে ফেলবে ওরা! একটা সুতোও ফেলে রেখে যাবে না!'

'আর কিছু কি খোয়া গেছে?' প্রশ্ন করল শোহান, অন্যদের মতো সেও খুঁজে দেখা শুরু করেছে।

খাবারের ছোট একটা থলে চুরি হয়েছে, আর পোটলায় কিছু পাউডার–আধ পাউণ্ড হবে হয়তো–রেখে গেছে।

'ঘাপলা,' বিড়বিড় করল শোহান। 'বড় একটা থলে ছিল পাশে, বুলেটের খোসা ও কিছু সীসাও ছিল, অথচ ওগুলো ছুঁয়েও দেখেনি।'

বইঘর.কম

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইল ওরা, কিন্তু রহস্যের খোলসা করতে পারছে না কেউ।

শ্রাগ করল গ্রেগরি শোহান। 'আজব চোর দেখছি! ছোটখাট জিনিস ছাড়া কিছু নেয় না! আর ওগুলো মূল্যবানও নয় তেমন।'

'কিন্তু ব্যাটা এমন ধড়িবাজ যে পাহারা থাকবার পরও ঠিকই আমাদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়তে পেরেছে,' মন্তব্য করল জেস ও'ব্রায়ান।

'যত দোষ নন্দ ঘোষ!' নাক সিটকাল টম স্কেরিট। 'দোষ দেয়ার জন্যে সবসময় একজন আইরিশ তো আছেই! কেউ যখন কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছে না বা কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, তখন ওই ব্যাটার ঘাড়ে ফেলে দাও। ব্যস, দায়িত্ব শেষ। ...যাক্গে, এবার মনে হয় আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।'

সত্যি তাই করল ওরা। স্যাডল সাজানোর সময় গতরাতে দূর থেকে শুনতে পাওয়া গুলির শব্দ আর ক্যাম্পের ধারে-কাছে কিছু একটা নড়াচড়ার কাহিনী শোনাল ক্রিমাল। উত্তরে কেউ কিছু বলল না বা মন্তব্য করল না।

সবার আগে, পয়েন্টে চলে গেল অ্যাশলে। বাফেলো ফক্সকে পাশে পেল। আলাপ করে জানতে পারল যে গতরাতে সেও গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে।

এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে ওরা, কোথাও কোথাও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার। ক্যাকটাস জন্মেছে ফাঁকে ফাঁকে। এ ধরনের প্রান্তর সবসময়ই বিপজ্জনক, কারণ সর্বত্র বিপদের ভয়। লুকানোর মতো এত জায়গা আছে যে কোন্টা বাদ দিয়ে কোন্টায় নজর রাখবে? সত্যি কঠিন।

প্রতি পদক্ষেপে অ্যাম্বুশ বা আক্রান্ত হওয়ার ভয়। এত আড়াল আছে যে বহু মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারবে। তাই,

Boighar.com

শুধু সতর্ক নয়, রীতিমতো তটস্থ অবস্থায় পথ চলতে হচ্ছে। স্যাডলে ঝিমুনির সুযোগ যেমন নেই, তেমনি বন্ধু বা সহযাত্রীর উপর ভরসা করবারও উপায় নেই।

অন্যদের কাছ থেকে প্রায় একশো গজ এগিয়ে আছে অ্যাশলে ও বাফেলো ফক্স, নিচু দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় ঢুকছে তখন, রাইফেল উঁচিয়ে অ্যাশলের মনোযোগ আকর্ষণ করল বাফেলো ফক্স।

প্রথমে দেখতে পেল না অ্যাশলে, তবে ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল।

ঘাসের উপর রক্ত লেগে আছে। ভেজা, তাজা রক্ত!

অন্যরা কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে জেক আবেল। বেশ আগ্রহ নিয়ে রক্তের দাগ দেখল।

'গুলির শব্দ তা হলে ভুল শোনোনি,' মন্তব্য করল সে। 'গুলিটা যার শরীরে বিঁধে থাকুক, ঠিক মতোই ঢুকেছে। বেশ রক্তক্ষরণ হয়েছে।'

পাহাড়ি ঢালের দিকে তাকিয়ে আছে বাফেলো ফক্স, চূড়ায় থাকা ঝোপ ও পাথর দেখছে। আবেলকে পয়েন্টের দায়িত্বে রেখে বাফেলোকে নিয়ে ঢালের দিকে এগোল অ্যাশলে। হাতে রাইফেল তৈরি, প্রয়োজন হওয়া মাত্র মুহূর্তের ব্যবধানে গুলি করতে পারবে। তবে আবেলের মতো ধারণা ওর–গুলিটা যার শরীরে ঢুকে থাকুক, বেশিদূর যেতে পারেনি সে। কারণ এত রক্ত হারানোর পর বেশি দূরে সরে পড়বার তাকদ তার শরীরে থাকবার কথা নয়।

এ লোকটাও পারেনি।

প্রথম বোল্ডার সারির কাছে তাকে খুঁজে পেল ওরা। ছিপছিপে দেহ লোকটার, সবল; পরনে বাকস্কিন লেগিংস ছাড়াও পরিপাটি কোট রয়েছে, যদিও এ মুহূর্তে সেটা কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। রক্তের দাগে ভরে গেছে।

বইঘর.কম

সন্তর্পণে চারপাশ জরিপ করল ওরা। উঁহুঁ, আর কেউ নেই। একাই আছে লোকটা। মানে তার লাশটা। সঙ্গে ঘোড়া নেই, কিংবা ঘোড়ার খুরের ছাপও নেই। হাঁটু গেড়ে লাশের পাশে বসে পড়ল অ্যাশলে, হাত দিয়ে টেনে সিধে করল উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা।

মারা গেছে লোকটা। নিষ্প্রাণ চাহনি আকাশে স্থির হয়ে আছে।

সাদা মানুষ। এ মুহূর্তে তার হাতে একটা ছুরি রয়েছে। চামড়া ছিলবার উপযুক্ত ছুরি। এছাড়া কিচ্ছু নেই।

চারপাশে স্কাউট করতে গেল বাফেলো ফক্স, তবে এ ব্যাপারে আগ্রহ পাচ্ছে না অ্যাশলে, বরং লোকটার পরিচয় জানতে অনেক বেশি উদ্‌গ্রীব ও। কে এই লোক? এখানে কীভাবে এল? কার সঙ্গে তার গোলাগুলি হয়েছে? কার গুলি খেয়ে মরেছে?

দেহের গড়ন ও পোশাক দেখে বোঝা যায় অবস্থাপন্ন ঘরের। অভিজাত হবে...তবে হাত দুটো দেখবার পর বিস্মিত হলো। নখ ভাঙা, আঙুল কেটে গেছে কয়েক জায়গায়, ভারী কাজের পরিণতিতে কালশিটে দাগ পড়েছে হাতে।

পাহাড়ি ঢালে উঠে এল জেস ও'ব্রায়ান।

'বেচারা! কিন্তু এখানে এল কীভাবে? একা আসবার প্রশ্নই ওঠে না!'

'অন্তত একজন ছিল ওর সঙ্গে,' শুকনো স্বরে বলল শোহান। 'সম্ভবত সে-ই তাকে গুলি করেছে।'

'ঠিক,' একমত হলো টম স্কেরিট। 'ক্ষতটা দেখলাম। বুলেটের জখম। রাতের ঘটনা।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অ্যাশলের দিকে চাইল সে। 'এটা ইণ্ডিয়ানদের কাজ নয়; কারণ তা হলে চাঁদি মুড়িয়ে নিয়ে যেত। তবে...একটা ঘাপলা আছে এখানে।'

Boighar.com

'ক্যাপ্টেন স্যালজানোর যেখানে থাকবার কথা, তারচেয়ে উত্তরে ছিল সে,' সম্ভাবনা বাতলাল অ্যাশলে। 'এত উত্তরে থাকবার অধিকার তার নেই। কর্তৃত্ব থাকবার তো প্রশ্নই ওঠে না! ক্যাপ্টেন কি এই লোককে অনুসরণ করে এসেছে?'

'এটা স্পেনিশ উর্দি,' একমত হলো গ্রেগরি শোহান। 'ব্যাটা হয়তো সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছিল।'

সতর্কতার সঙ্গে কোটের পকেটগুলো পরখ করল অ্যাশলে। ভিতরের দিকেও পকেট আছে। ডান পকেটে কষ্টিপাথর, ইস্পাত এবং একটা খাটো হয়ে আসা পেন্সিল। পেন্সিলে রক্ত লেগে আছে। রক্ত অবশ্য পকেটের কিনারেও লেগেছে। ছড়িয়ে থাকা ডান হাতের দিকে তাকাল অ্যাশলে। আঙুলে রক্ত লেগে আছে।

নিচে, পাহাড়ি ঢালে থেমেছে ওদের সঙ্গীরা। সেদিকে এগিয়ে গেল গ্রেগরি শোহান।

'এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে,' বলল সে। 'এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা নয়।' দ্রুত এগিয়ে গেল সে। টম স্কেরিট অনুসরণ করল।

এরপর গেল শোহান। 'লাশটা ওভাবেই থাকুক,' পরামর্শ দিল সে। 'মরে গেলে আসলে কি কিছু যায়-আসে, নেকড়ে না পিঁপড়ায় খেল? আমার তো মনে হয় বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।'

বাফেলো ফক্সের জরিপ এখনও শেষ হয়নি। হাল ছাড়তে পারেনি। লাশের শরীর থেকে শার্ট সরিয়ে দিল অ্যাশলে, ওর মনে হচ্ছে নিচে কিছু একটা আছে।

সোনার একটা মেডেল। সোনার চেইন দিয়ে ঝোলানো। খুবই দক্ষ হাতের কাজ। নিপুণ। শৈল্পিক দক্ষতা মুগ্ধ করবার মতো। মামুলি বা সাধারণ কোন মানুষের কাছে এ ধরনের জিনিস থাকবে না।

মানুষটা অবশ্যই অভিজাত পরিবারের।

বইঘর.কম

মেডেলটা তুলে নিল অ্যাশলে। হাতের আঙুলে এবার আংটি চোখে পড়ল। এটাও নিল। বেল্টের নিচে ছোট্ট এক থলেয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে চারকোনা কাগজ, যাতে রয়েছে কাঁচা হাতে আঁকা একটা মানচিত্র।

লোকটার অন্য পকেটে তিনটা সোনার মুদ্রা ও ক্রসঅলা দুটো ক্ষুদ্র রুপোর বোতাম পেয়েছে অ্যাশলে। মানচিত্রের কোন জায়গা বা ল্যাণ্ডমার্ক চিনতে পারল না। থলেয় আংটি ও মেডেল ভরে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। লোকটা যে-ই হোক, সম্ভবত এসবের সূত্র ধরে তার পরিচয় জানা যাবে।

অ্যাশলের কাছে ফিরে এল বাফেলো ফক্স। পাথরের ফাঁকে একটা গর্ত মতো জায়গা দেখে সেখানে লাশটা টেনে নিয়ে এল। তার উপর পাথর ও ঝোপঝাড় চাপিয়ে দিল অ্যাশলে। এরচেয়ে বেশি কিছু করবার সুযোগ বা সময় ওদের হাতে নেই এখন।

কিন্তু কিছু প্রশ্ন আর খটকা মন থেকে দূর হচ্ছে না।

স্যাডলে উঠে মৃতের শরীরের দিকে ইশারা করল অ্যাশলে। 'খুনিকে ট্র্যাক করতে পারবে?'

শ্রাগ করল বাফেলো, তারপর সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল ওরা। ততক্ষণে সঙ্কীর্ণ চেরা দিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে সব ইণ্ডিয়ান। ওয়াক-বাই-নাইটও আছে তাদের সঙ্গে।

সামনে চলে গেল বাফেলো, আর স্কাউটিং-এ গেল অ্যাশলে। নজর রাখছে চারপাশে।

একটু পর ওয়াক-বাই-নাইট যোগ দিল ওর সঙ্গে। নিস্পৃহ মুখ, কিন্তু একটা সুখবর দিল সে।

'কে খুন করল তাকে?' মনে মনে ভাবছে অ্যাশলে। 'আর কেনই বা খুন করল?'

Boighar.com

আট

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘেসো উপত্যকার পুরোটা জরিপ করল ওয়াক-বাই-নাইট। 'আমার ধারণা, ওদিকে চলে গেছে সে,' বলল ইণ্ডিয়ান। 'যেখানে ঘাস নুয়ে পড়েছে, সেদিকে গেছে লোকটা।'

ওয়াক-বাই-নাইটের দৃষ্টিশক্তি ওর চেয়ে ভাল, নির্দ্বিধায় মেনে নিল অ্যাশলে, কারণ দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও নুয়ে পড়া ঘাস দেখতে পাচ্ছে না, অথচ ওয়াক-বাই-নাইট দেখতে পাচ্ছে। তবে একটু পর, কাছাকাছি যেতে একটা ট্রেইল ঠিকই চোখে পড়ল, এবং ঘাসের উপর রক্তের ফোঁটাও রয়েছে।

এবার তাকে চুরি যাওয়া বেকন, খাবার ও পাউডারের কথা জানাল অ্যাশলে। নীরবে শুনল চেয়ানি, মন্তব্য করল না; নিশ্চয়ই চোরের চরিত্র দেখে খুব অবাক হয়েছে–সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এক টুকরো বেকন আর গান পাউডার নিয়ে পালিয়েছে, অথচ বস্তা বস্তা খাবার বা কার্তুজ ছুঁয়েও দেখেনি।

'এ এমন এক চোর যে প্রয়োজনের চেয়ে একটুও বেশি নিতে নারাজ,' বলল অ্যাশলে। 'কিংবা যেহেতু রাইড করবে, অযথা ওজন বাড়াতে চায়নি।'

'এই লোক আলাদা,' মৃদু স্বরে বলল ওয়াক-বাই-নাইট।

নতুন একটা চিন্তা খেলে গেল অ্যাশলের মাথায়। 'গুলির শব্দ শুনেছি রাত চারটার দিকে। ঠিক চারটা না-হলেও কয়েক মিনিট আগে হবে। ঠিক একই সময়ে কিছু একটা নিয়ে তটস্থ ও অস্থির ছিল আমাদের ঘোড়াগুলো। চোর যে-ই হোক—মানুষ বা পশু—গুলির সময়ে আমাদের ক্যাম্পের বাইরে ছিল।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, একটু পর দুটো আঙুল দেখাল। সঙ্কেত দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল যে ওই দুই আঙুল একত্রিত হয়ে গেছে।

বেকন চোর আর মৃত লোকটা একসঙ্গে ছিল? 'যদি একসঙ্গেই থাকে দু'জন, নিশ্চয়ই ক্যাম্প করেছিল কোথাও?' জানতে চাইল অ্যাশলে।

উদ্বিগ্ন মনে আহত মানুষটিকে ব্যাক-ট্র্যাক শুরু করল ওরা।

বেশ কয়েকবার পড়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু প্রতিবারই কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়েছে আবার। চিহ্ন অনুসরণ করে নিচু পাহাড়সারির কাছে পৌঁছে গেল ওরা। জায়গাটা বিপজ্জনক। সতর্ক না-হয়ে উপায় নেই। চারপাশে অসংখ্য আড়াল। অ্যাশলেকে সবুর করবার ইশারা দিল ওয়াক-বাই-নাইট, দ্রুত পায়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল সে।

দুই ঘোড়ার লাগাম হাতে অপেক্ষা করল অ্যাশলে।

মিনিট কয়েক পর ঝোপের ফাঁকে উঁকি দিল চেয়ানি, ইশারা করল এগিয়ে যেতে। নিচে নেমে এসে ঘোড়ার লাগাম বুঝে নিল ওয়াক-বাই-নাইট।

সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পেরিয়ে নিচু, ঘেসো প্রান্তরে ঢুকে পড়ল ওরা। উপত্যকার ওপাশে, আনুমানিক দু'শো গজ হবে, ক্ষীণ ঝর্নার ধারে এক গুচ্ছ কটনউড ও উইলো জন্মেছে।

ঝর্নার কিনারে দুটো অ্যান্টিলোপ চরছে। ওদের

Boighar.com

আগমন টের পেয়ে না-পালিয়ে বরং এগিয়ে এল, কৌতূহল বোধ করছে; স্পষ্টত, ধারে-কাছে কেউ থাকে না, নইলে ভয় পেত হরিণগুলো।

কিন্তু গাছের পিছনে আগুনের অবশেষ খুঁজে পেল ওরা। ক্ষীণ ধোঁয়া এখনও উঠছে আধ-পোড়া কাঠ থেকে। কয়লা ও ছাই নাড়া দিতে জ্বলন্ত কয়লা বেরিয়ে পড়ল।

চারপাশে সতর্ক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল অ্যাশলে। বুনো প্রকৃতিতে আসবার পর, দিনে দিনে ছোটখাট বিষয়ে বিস্মৃত দক্ষতা ফিরে পাচ্ছে ও; এবং দেখে-শুনে শিখতে পারছে বহু কিছু।

তিনটা আঙুল তুলে লোকের সংখ্যা নির্দেশ করল ওয়াক-বাই-নাইট। তিনজন। সঙ্কেত দিয়ে আরও জানাল: এদের একজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একটা ছেলে।

'মহিলা? এখানে?' অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অসম্ভব মনে হচ্ছে।

রাইডিং বুটের ছাপ দেখাল ওয়াক-বাই-নাইট। ছোট ছোট। বামন না-হলে কোন পুরুষের এত ছোট পা হতে পারে না।

চারটা ঘোড়া ছিল, তবে এখন নেই। কোন বাক্স বা প্যাকও নেই। লোকের খবর জানে ওরা, কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে?

তালাশে এখানে এসেছিল পাঁচজন মানুষ। নিপুণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে জমি নিরীখ করছে ওয়াক-বাই-নাইট। পরে, ফিরে আসবার পথে সে পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করল। এর অনেকটা নিজ চোখে দেখেছে অ্যাশলে, কিন্তু ট্র্যাকিংয়ের ব্যাপারে ওয়াক-বাই-নাইটের কাছে ও দুগ্ধপোষ্য শিশু।

'রাতে পাঁচজন লোক এসেছিল...কিন্তু কিছু পায়নি ওরা।'

বইঘর.কম

'তা হলে কি মহিলা আর ওই ছেলেটা একা আছে? সেক্ষেত্রে, অবশ্যই ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'মহিলাকে চেনো?' অ্যাশলের আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছে ওয়াক-বাই-নাইট। 'তোমার স্বজন হয় ও?'

'তা নয়। একজন মহিলা একা, বুনো পরিবেশের মধ্যে বিপদে পড়েছে। সঙ্গে আবার একটা নাবালক ছেলে। সাহায্য লাগবে ওই মেয়ের।'

আরও প্রশ্ন করল চেয়ানি। যতটা সম্ভব তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল অ্যাশলে। চেনা-জানা নেই, কখনও দেখেনি বা শোনেনি; আত্মীয় বা স্বজনও নয়, কিন্তু তারপরও তাকে সাহায্য করতে অস্থির হয়ে পড়েছে অ্যাশলে-এ ব্যাপারটা তার ইণ্ডিয়ান মাথায় ঢুকছে না। কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না সম্পর্ক বা স্বার্থ ছাড়াও এভাবে কেউ অন্যকে সাহায্য করতে চাইতে পারে।

উঁহুঁ, নিজের মেয়েমানুষ বানানোর জন্যে ওই মহিলাকে চায় না।

তার সঙ্গে আত্মীয়তা নেই। এক গোত্রেরও নয়।

তাকে চেনেই না। কখনও দেখেওনি।

কার্যত, বেকুব বনে গেছে ওয়াক-বাই-নাইট। এ অনুভূতি তার জন্যে নতুন। অচেনা যে-কোন মানুষই ইণ্ডিয়ানদের কাছে সম্ভাব্য শত্রু। সাদাদের মধ্যে বিদ্যমান নারীসেবা, অসহায় নারীদের প্রতি সহযোগিতা বা বীরধর্ম, নারীকে বিশেষ মর্যাদা দেখানো...এসব ওদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। এরা কখনও এসবের ধার ধারে না, অভ্যস্তও নয়। কারও কারও কাছে এসবের অস্তিত্বই নেই।

কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব বীরধর্মও আছে এবং তাকে সেভাবেই বোঝানোর প্রয়াস পেল অ্যাশলে। 'এটাকে পোঁচ গোনা বা পিস্তলে দাগ দেয়ার মতো বলতে পারো,' বলল

Boighar.com

ও। ‘জীবিত সশস্ত্র শত্রুর উপর হামলা করা যেমন বিশেষ কৃতিত্বের ব্যাপার, এর প্রতিটি যে কেউ গণনায় রাখতে পারে। তেমনি মৃত শত্রুর মাথার চামড়া মুড়িয়ে রাখাও কৃতিত্বের বিষয়। বীরধর্মের নীতি অনুযায়ী অসহায় মানুষকে সাহায্য করাও কৃতিত্বের বিষয় এবং চাইলে কেউ তারও হিসাব রাখতে পারে।’

অ্যাশলের কথা শুনে আগ্রহ পাচ্ছে ওয়াক-বাই-নাইট, কিন্তু একইসঙ্গে কেন যেন অস্থিরও বোধ করছে। আশপাশে শত্রু আছে, ইণ্ডিয়ান ও সাদা–দুই জাতেরই, অথচ স্বজন বা স্বগোত্রীয়রা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

দ্রুত সক্রিয় হলো ওরা। বড়সড় বৃত্তাকার পথে রেকি করল, কিন্তু কোন ট্রেইল খুঁজে পেল না।

ক্যাম্পে আসা পাঁচজনের ব্যাপারে ধাঁধা কাটছে না। সন্দেহ নেই এদের হাতে খুন হয়েছিল হতভাগ্য লোকটা, যার লাশ খুঁজে পেয়েছে ওরা। অ্যাশলেরা পরে এসে যদি তার লাশ পেয়ে থাকে, পাঁচ খুনির দল পেল না কেন?

যৌক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর মিলছে না। ট্র্যাক যে অস্পষ্ট ছিল তা নয়, বরং বাচ্চা ছেলেও অনুসরণ করতে পারবে। ট্রেইলের শেষ প্রান্তে পড়ে ছিল লাশ। চিহ্ন দেখে মনে হয়নি ওদের আগে কেউ ওই লাশ আবিষ্কার করতে পেরেছে, কিংবা অ্যাশলের আগে কেউ লাশ পরীক্ষা করেও দেখেনি।

খুনিরা এত নিশ্চিত হলো কী করে? গুলি করেই কেউ কি শত ভাগ নিশ্চিত হতে পারে, স্বচক্ষে লাশ না-দেখেও মৃত্যুর নিশ্চয়তা কী? নাকি এরা পরোয়া করেনি? এটাও মানা যাচ্ছে না। গুলি করে মৃত্যু সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়ার তাগিদ না-ই থাকে, তা হলে খুনের যৌক্তিকতাও প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। লোকটাকে খুন না-করলে কি চলত না?

দৃশ্যত, মৃতের কাছে কিছু চাওয়া ছিল তাদের। কোন জিনিস হতে পারে। কিংবা কোন তথ্য। কিন্তু তার কাছ

থেকে কিছু কেড়ে নেয়া হয়নি। আবার এমন জিনিসও হতে পারে, যেটা সে সঙ্গে রাখেনি।

কিংবা জিনিস নয়, কোন মানুষ।

হয়তো মৃত লোকটাকে নয়, অন্য কাউকে চেয়েছিল খুনিরা, যাদের সঙ্গে ছিল মৃত লোকটা—তাদের কাউকে?

সেক্ষেত্রে, লোকটাকে গুলি করে পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতা বা তাকে দৃশ্যপট থেকে বের করে দিয়ে অন্যদের অনুসরণ করবার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কিন্তু কেউ একজন চুপিসারে ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল; বেকন, খাবার ও কিছু পাউডার চুরি করে সটকে পড়েছিল। মেয়ে নয়, নিশ্চিত এটা। কিন্তু যদি কোন কিশোর হয়ে থাকে? স্বাস্থ্যবান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিশোর? হ্যাঁ, এভাবে মিলে যায়।

নাগাড়ে এগিয়ে চলল ওরা, চাইছে যত দ্রুত সম্ভব সামনের দলকে ধরে ফেলবে। কিন্তু সমস্যাটা কাঁটার মতো অস্বস্তি হয়ে সারাক্ষণ বিঁধছে অ্যাশলের মনে। কিশোর যদি ওদের ক্যাম্পে চুরি করতে এসে থাকে আর মৃত লোকটি যদি অন্য দিকে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে মেয়েটি গেল কোথায়?

মেয়ে বা মহিলা। কিংবা অন্য কিছু।

তারচেয়েও বড় দুটো প্রশ্ন রয়েছে। এমন বুনো এলাকায় কেন এসেছে ওরা? উপরন্তু, কেন ওদের অনুসরণ করছে অন্য পক্ষ?

সেই পক্ষই বা আসলে কে বা কারা?

নর্থ ফর্কের ধারে পৌঁছে গেল ওরা। সরু নদীতে নেমে এল।

পানির চেয়ে বালিই বেশি। খাটো আকৃতির ডালপালার প্রায় সবই বালিতে গেঁথে আছে। নদীর তীরে, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, খাটো কিছু গাছ জন্মেছে। অ্যাশলের অনুমান

Boighar.com

ওগুলো সিডার।

চেয়ানিদের দলটাকে ধরে ফেলল ওরা। ছোট্ট এক উপত্যকায় তখন ক্যাম্প করেছে তারা। পাহাড়ি ঝর্না নিচে নেমে এসেছে, সরু ধারা হয়ে পরে তৃণভূমির কিনারা হয়ে চলে গেছে অজানা গন্তব্যে। ঝর্নার ধারে ইতস্তত ভাবে বেড়ে উঠেছে সিডার ও পাইনের ঝাড়। গুসবেরি* ও কিশমিশ জন্মেছে বিস্তর।

কাছাকাছি ক্যাম্প করল ওরা। বেরি ও কারান্টের কাঁটা প্রাকৃতিক নিরাপত্তার বলয় তৈরি করেছে দু'পাশে, অনাহূত কেউ আসতে গেলে কাঁটার খোঁচা খেতে হবে।

স্বচ্ছ ও সুস্বাদু পানি ঝর্নায়। তৃণভূমিতে রয়েছে সবুজ ঘাস। ঘোড়াকে নিয়ে ভাবতে হবে না।

ওদেরকে দেখে ফিরে তাকাল সবাই। ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ার খুলবার সময় নিজের আবিষ্কার ও সন্দেহের কথা জানাল অ্যাশলে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল গ্রেগরি শোহান, লম্বা একটা ঘাসের ডগা চিবাচ্ছে। 'অদ্ভুত! খুবই বেখাপ্পা লাগছে।'

'আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি আশপাশে কোন মহিলা থাকতে পারে,' মন্তব্য করল টম স্কেরিট। 'যাক্‌গে, মহিলা থাকুক বা না-থাকুক, তাতে কিছু যায়-আসে না। এটা আমাদের ব্যাপার নয়।'

'কিন্তু আমি মনে করছি এটা আমার ব্যাপার,' স্পষ্ট ঘোষণা করল অ্যাশলে। 'পরিকল্পনা মতো তোমরা পাহাড়ে গিয়ে শীতের জন্যে সবকিছু তৈরি করবে। এদিকে আদপে কী ঘটেছে, জানতে পারবার পর আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।'

---

* গুসবেরি (Gooseberry) : বৈঁচি জাতীয় ফল, বৈঁচিলতা।

বইঘর.কম

‘বেঘোরে মারা পড়বে তুমি,’ সতর্ক করল ডেমিয়েন ক্রিমাল। ‘যা পরিস্থিতি, এখানে একা থাকা আত্মহত্যার শামিল। একা কেউ টিকে থাকবার সম্ভাবনা খুবই কম।’

‘কিন্তু একটা মেয়ে কীভাবে যেন টিকে আছে এখনও,’ তর্ক করল অ্যাশলে। ‘যাই হোক, আমাদের মধ্যে কেউ যদি বোকা হয়, তা হলে সেটা আমি হই। তোমাদের যে-কারও চেয়ে বরং ডন কুইক্সোট হওয়া আমাকেই বেশি মানায়। আমি তাতে রাজিও আছি।’

‘ডন *কী?*’ জানতে চাইলে লবেল।

‘ডন কুইক্সোট,’ ব্যাখ্যা করল জেক আবেল। ‘হচ্ছে স্পেনিশ এক নাইট, যিনি উইণ্ডমিল দেখে মনে করেছিলেন দৈত্য।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবেলের দিকে তাকিয়ে থাকল লবেল। ‘তুমি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছ? মাথা খারাপ নাকি যে উইণ্ডমিলের সঙ্গে দৈত্যের...’ একে একে সবাইকে দেখল সে, মুখ ব্যাদান হয়ে গেছে। বেচারা ধরে নিয়েছে তার সঙ্গে তামাশা করছে সবাই।

‘আসলে দৈত্য-ফৈত্য বলে কিছু নেই,’ শেষে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল সে, হয়তো নিজেকে বোঝাতে চাইছে। ‘সবই বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর গল্প।’

‘জানি না,’ স্বীকার করল ক্রিমাল। ‘তবে তুমি যদি দৈত্য আর উইণ্ডমিল কোনটাই না-ই দেখে থাকো, তা হলে যে-কোন কিছুকে দৈত্য বা উইণ্ডমিল বলে বিশ্বাস হবে তোমার। আসলে যাচাই-বাছাই করা ছাড়া কিছু বিশ্বাস করাই উচিত নয়।’ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখল সে। ‘যদি মনে হয় একজন সঙ্গী থাকলে ভাল লাগবে, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।’

‘ধন্যবাদ,’ আন্তরিক স্বরে বলল অ্যাশলে। ‘তোমরা বরং জলদি পাহাড়ে গিয়ে ঘর-দোর তৈরি করো গে। সত্যি যদি

Boighar.com

ওই মহিলা বা কিশোরকে খুঁজে পাই, এই শীতের মধ্যে আশ্রয় দরকার হবে ওদের।'

'তুমি ধরেই নিয়েছ ওরা একসঙ্গে আছে? কীভাবে বা কেন নিশ্চিত হলে?'

শ্রাগ করল অ্যাশলে। 'আমার মনে হয় না, একাধিক মানুষ একা আছে এখানে। যা এলাকা, সেই সাহস কেউ করবে না, যদি না বিশেষ ঠেকা থেকে থাকে। আমার অনুমানঃ মৃত লোকটা, এক মহিলা আর ওই কিশোর মিলে যাত্রা শুরু করেছিল। সম্ভবত হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা, আগ-পাছ ভাল করে ভেবে দেখেনি, বরং খানিক হুজুগের বশে বেরিয়ে পড়ে। কিংবা জরুরি কোন পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যাই হোক, ওদের লক্ষ্য ছিল আড়াআড়ি প্রেয়ারি পাড়ি দেয়া। আর ওই পাঁচজন, যারা ওদের ধাওয়া করেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিশোর ও মহিলাকে পাকড়াও বা খুন করা, লোকটাকে যেমন খুন করেছিল।'

'তা হলে এর পিছনে আছে হারামী স্পেনিশ ক্যাপ্টেন, তাই বলতে চাইছ?' মুখ তুলে অ্যাশলের দিকে চাইল জেস ও'ব্রায়ান। 'আমাদের ক্যাম্পে যখন এসেছিল সে, খুবই অভদ্র আচরণ করেছে। এমন কোন জিনিস নেই যার উপর চোখ পড়েনি ওর। বাপরে, এমন কড়া চাহনি কমই দেখেছি জীবনে! যাই হোক, আমাদের ক্যাম্প দেখে মোটেও সন্তুষ্ট মনে হয়নি ওকে। এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করেছিল বোধহয়।'

সত্যি কথা হচ্ছে, অ্যাশলে একাই যেতে চায়। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে অন্যদের ক্ষতি করতে চায় না। তাতে ওদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হবে না, বরং সবাই বিপদে পড়ে যাবে। পাহাড়ে পৌঁছে গেলে হবে না, শীত নামবার আগে কেবিন তৈরি করতে হবে, নানা আসবাব ও তৈজসপত্র

লাগবে। সবই কিনে আনতে হবে। বাজার যেহেতু শত মাইল দূরে, চাইলেও কোথাও থেকে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। শীতের জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার সময় কমই পাবে ওরা। সেক্ষেত্রে, অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজেরা কনকনে ঠাণ্ডায় খোলা প্রেয়ারিতে কাটিয়ে দেয়ার মানে হয় না।

অ্যাশলের ধারণা সহযাত্রীরা ওকে বুঝতে পারবে। অন্য কারও সঙ্গ বেশিরভাগ সময় মঙ্গলজনক হয়, কাঙ্ক্ষিতও বটে; বুনো প্রান্তর বা পাহাড়ে একা না-যাওয়াই শ্রেয়। অন্যের সামান্য সহযোগিতায় কখনও কখনও বড়সড় বিপদ এড়ানো যায়, কিন্তু বড্ড ঝুঁকি আছে জেনেও এ ক্ষেত্রে অ্যাশলে একাই যেতে চায়।

একটা সুবিধা থাকবে ওর, যেহেতু একা থাকবে, কারও উপর নির্ভর করতে হবে না।

দায়িত্ব যখন ভাগাভাগি করতে হয়, তখন তার গুরুত্ব কমে যায়। একজন মানুষ যখন জানে অন্য কারও উপর নির্ভর করা যাবে না, দায়িত্ব তাকে একাই সামলাতে হবে, তখন সে যতটা সতর্ক থাকে, দু'জন লোক একই সঙ্গে সে-পরিমাণ সতর্ক থাকতে পারে না। কেউ ভাবতেই পারে: এটা আমার চোখে না-পড়লেও ঠিকই আমার সঙ্গীর চোখে পড়বে; এবং এতেই সতর্কতার মাত্রা কমে যায়। তাই কঠিন হলেও কাজটা একা করাই সমীচীন।

সাফল্যের সম্ভাবনাও তখন বেশি থাকে।

'জেস,' ও'ব্রায়ানকে বলল অ্যাশলে। 'আমার ধারণা আমাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। ক্যারাভান চলা শুরু হলে, কিছু সময় ধরে জায়গা বদল করতে থেকো। আশা করছি ওরা লোকের সঠিক সংখ্যা হিসাব করতে পারবে না, আমার অনুপস্থিতি ধরতে পারবে না।'

'তাই করব,' সন্দিহান চোখে ওকে দেখছে ও'ব্রায়ান।

Boighar.com

‘বড্ড ঝুঁকি নিচ্ছ, বিদ্বান।’

বেঠিক বলেনি জেস ও’ব্রায়ান, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের সিদ্ধান্তকে যৌক্তিক মনে হচ্ছে অ্যাশলের। এখন যদি দল থেকে কয়েকজন অন্য দিকে সরে যায়, পরিণামে মহিলা ও কিশোরকে অনুসরণ করা লোকগুলো নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়ে উঠবে। ওদের দল থেকে যদি দু’জনও সরে যায়, তা চোখে পড়বে, কিন্তু যদি মাত্র একজন সরে পড়ে, তা হলে সন্দেহ হলেও নিশ্চিত হতে পারবে না শত্রুপক্ষ—মনে করবে হয়তো গুনতে বা দেখায় ভুল করেছে।

তা ছাড়া, অ্যাশলে একা কাজ করতে পছন্দ করে এবং আত্মবিশ্বাসী যে ঠিকই মেয়ে ও কিশোরকে খুঁজে বের করতে পারবে…কিংবা এমনও হতে পারে…তারাই হয়তো ওকে খুঁজে বের করবে, যদি না অন্য কারও খপ্পরে পড়ে।

যাত্রা করল অ্যাশলে। বিদায়ের সময় খানিক খারাপ যে লাগল না, তা নয়। এ ক’দিনে বেশ জমে গিয়েছিল এদের সঙ্গে।

ক্যাম্প ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে এবড়োখেবড়ো স্যাণ্ডস্টোনের রীজ পেল। ভূমিকম্প হয়েছে যেন, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে রুক্ষ দেয়াল। নিচে পড়ে মিশে গেছে অন্য অংশের সঙ্গে। কোথাও কোথাও বাড়তি কোনার মতো বেরিয়েছে। এমন ভাঙাচোরার মধ্যেও সিডার জন্মেছে। ইতস্তত।

এখানেই রাতের জন্যে ক্যাম্প করল অ্যাশলে।

সঙ্গে শুকনো মাংস আছে। পর্যাপ্ত আছে। তাই নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল ও। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও পড়ল।

সকালে যখন সূর্য উঠছে, অ্যাশলে দেখল নিচে ওদের দল যাত্রা শুরুর তোড়জোড় করছে। ছায়ার মধ্যে শুয়ে থাকল ও, তাড়া বোধ করছে না।

বইঘর.কম

মিনিট দশ পর ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও'ব্রায়ানরা। চুপচাপ তাদের যেতে দেখল অ্যাশলে, শুকনো জার্কি চিবাচ্ছে। ধীরে ধীরে তাদের ওকে পেরিয়ে যেতে দেখল, একসময় দিগন্তের শেষ সীমায় মিলিয়েও গেল। তবুও বসে থাকল অ্যাশলে।

সবুরে মেওয়া ফলতে দেরি হলো না। অ্যাশলের হিসাবে ভুল হয়নি। আগন্তুকরা এল একেবারে আচমকা এবং কোনরকম আগাম সঙ্কেত বা বার্তা ছাড়াই। নিচু এক রীজের চূড়ায় উঠে এল প্রথমে, পরমুহূর্তে নিচে ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল।

এভাবে প্রায় আধ-ঘণ্টার মতো চলে গেল। কেবলই ট্র্যাক খুঁজছে। আড়াল থেকে খুঁটিয়ে তাদের দেখল অ্যাশলে। এদের কেউই ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানোর সঙ্গী নয়, কিংবা তার সঙ্গী হয়েও ওদের ক্যাম্পে আসেনি।

রাতটা শুধু ঘুমিয়ে কাটায়নি অ্যাশলে, বরং বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেছে। গতকাল সারাদিনে প্রায় বারো মাইল এগিয়েছে ওরা, ঘোড়ার পিঠে রাইডিঙের জন্যে খুব কম দূরত্ব, কিন্তু মৃত লোকটার ছাপ ব্যাকট্র্যাক করেছে। স্বভাবতই, সময় নষ্ট হয়েছে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে স্যাণ্ডস্টোন রীজের পিছনে ছায়ায় বসে আছে অ্যাশলে, বালির একটা বৃত্ত আঁকল যার ব্যাসার্ধ মনে মনে ধরে নিয়েছে বারো মাইল। আগের ক্যাম্পে রাতে এক কিশোর খাবার চুরি করেছিল, এবং কাল্পনিক বৃত্তের পরিধির খানিক ভিতরে, একই রাতে এক লোক খুন হয়েছিল। বৃত্তের অন্য এক পরিধিতে মৃত লোকটার পরিত্যক্ত ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছিল ওরা, এবং বৃত্তের পশ্চিম কিনারে ছিল ওদের নিজস্ব ক্যাম্প। বৃত্তে বা বৃত্তের খুব কাছাকাছি রয়েছে একজন মহিলা ও এক কিশোর।

Boighar.com

হয়তো আবারও মিলিত হয়েছে দু'জন, কিংবা মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে বা এ মুহূর্তে একে অন্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর এখানে আছে বেপরোয়া ও নাছোড়বান্দা পাঁচজন মানুষ, এরাও সেই মহিলা ও কিশোরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

একই জায়গায় বসে থেকে সামনের বিস্তীর্ণ জমি নিরীখ করল অ্যাশলে। মৃত লোকটা, এখন ও পুরোপুরি নিশ্চিত, মহিলার কাছ থেকে ধাওয়াকারীদের অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

ছেলে ও মেয়েটা—আদৌ তাদের বয়স জানা নেই, অনুমানও করতে পারছে না—যদি ঘটে সামান্য বুদ্ধিও থাকে ওদের, যেখানে আছে সেখানে ঘাপটি মেরে থাকা উচিত; জায়গাটা যেখানে হোক। কারণ চলতে গেলে বা কিছু খুঁজতে গেলে ট্র্যাক পড়বেই, তা ধরে ওদের খুঁজে বের করে ফেলবে অনুসরণকারীরা। কিন্তু যদি একই জায়গায় থাকে, তা হলে ধাওয়াকারীরা মনে করবে উদ্দিষ্ট জায়গা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে, ভাবছে অ্যাশলে, পালাতে ব্যস্ত থাকা দু'জন মানুষ—তারা যদি সক্ষম পুরুষ না-হয় এবং পিছনে যদি কেউ লেগে থাকে—ঘাপটি মেরে থাকবার ধৈর্য হয়তো দেখাতে পারবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মনের জোরও লাগে।

আড়ালে থেকে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল বসাল অ্যাশলে, পেটি টাইট করে উঠে বসল। তারপর রীজ থেকে নেমে ফিরতি পথে এগোল—যেখানে মৃত লোকটাকে ফেলে এসেছে। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই ওর। যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে। থম্পসন ছাড়াও স্যাডল-স্ক্যাবার্ডে দুটো পিস্তল রয়েছে। আর আছে দারুণ একটা ছুরি। ফাইটিং নাইফ। ওটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, এ বিদ্যা বিরাট এক স্কুলে শিখেছে অ্যাশলে ক্রুডার।

বইঘর.কম

নয়

নির্মল ও হিমেল বাতাস। এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে অ্যাশলে। ছোট ছোট ঘাস জন্মেছে তৃণভূমিতে। জায়গায় জায়গায় লাইমস্টোন বা স্যাণ্ডস্টোনের সারি। পাশে কখনও কখনও সিডার ও পাইন জন্মেছে। তারপর, আচমকা পরিবেশের চেহারা আমূল পাল্টে গেল।

কোন এলাকা তালাশ করা আর রাইড করে পেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। পেরিয়ে যাওয়ার সময় যে-পথ নিতান্ত সহজ ও নিরামিষ লেগেছে, খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তাই এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও জটিল লাগছে। আরও একটা ব্যাপার: সব জায়গাই বিপজ্জনক মনে হয়, সর্বত্র যেন লুকিয়ে থাকা সম্ভব! নিজের উপর বিরক্তি ও বিস্ময় ক্রমে বাড়ছে ওর, কীভাবে ভাবল বিস্তীর্ণ বুনো এসব প্রান্তর একঘেয়ে বা নিরবচ্ছিন্ন হবে?

এখন বুঝতে পারছে ও—ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি এক ডজন লোকের লুকানোর জায়গা যেখানে থাকতে পারে, বাস্তবে এখন দেখতে পাচ্ছে সেখানে হাজার ইণ্ডিয়ান লুকিয়ে থাকতে পারে! বইয়ের পাতায় পাতায় যেমন অক্ষর থাকে, এখানে জমির পরতে পরতে গোপন ভাঁজ, ঢেউ খেলানো প্রান্তর, ঢাল ও উপত্যকার রহস্যময় কারসাজি। একসঙ্গে সব দেখা যায় না, বরং একটার পর একটার দেখা মেলে। দীর্ঘ ঘাসে ভরা পাহাড় দেখেছে হয়তো, পেরিয়ে যাওয়ার

Boighar.com

সময় আচমকা আবিষ্কার করল এর চূড়ার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে দূরের আরেক পাহাড়ের চূড়া, আর দুইয়ের মাঝখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ উপত্যকা যাতে আস্ত একটা শহর লুকিয়ে রাখা যাবে।

প্রথমে মোষ ও অ্যান্টিলোপের ছাড়া কারও ট্র্যাক চোখে পড়ল না। কিন্তু পরে দু'বার গ্রিজলির ছাপ দেখতে পেল, অন্য জাতের ভালুক থেকে সহজে আলাদা করা যায়—সামনের পায়ের নখ বেশ দীর্ঘ। পাঁচ রাইডার এখানেও তালাশ চালিয়েছে, দু'বার তাদের ট্রেইল অতিক্রম করেছে অ্যাশলে।

সকাল গড়িয়ে চলেছে। সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতিটি ড্র, নিচু জায়গা, বোল্ডারসারি, ঝোপঝাড় বা গাছের গুচ্ছ তালাশ করল, কিন্তু কিছু পেল না। সেই মেয়ে বা কিশোরের রেখে যাওয়া চিহ্ন নেই। কিংবা ইণ্ডিয়ান পনির কোন ছাপও এখন পর্যন্ত দেখেনি।

ছেলেটা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, অ্যাশলের অনুমান, আগে থেকে ঠিক করা নির্দিষ্ট জায়গায় মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এতক্ষণে পেটে খাবার পড়েছে এবং এও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে যে রহস্যজনক পাঁচ রাইডার ওদের খুঁজছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকুক, জায়গাটা খুঁজে নেয়ার সময় পায়নি তারা, বরং ত্বরিত লুকিয়ে পড়তে হয়েছে।

নানা দিক থেকে সামনের প্রান্তরের প্রতিটি খাঁজ ও ভাঁজ জরিপ করবার প্রয়াস পেল অ্যাশলে। এক জায়গা দেখে মনে হলো: হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা, এখানেই লুকিয়ে থাকতে পারে; আরেকটিকে সম্ভাব্য মনে হচ্ছে, কিন্তু ওর মনোযোগ বার বার চলে যাচ্ছে দীর্ঘ পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী এক ঢালে—ঝুলে পড়া শিলাস্তর আছে এখানে। ওটার আশপাশে আড়ালও আছে বিস্তর।

বইঘর.কম

অ্যাশলেদের যে-ক্যাম্পে খাবার চুরি হয়েছিল, শিলাস্তর থেকে সেই ক্যাম্পটা চোখে পড়বে। পড়েছে বলেই ক্যাম্পের নিশ্চিত অবস্থান জেনে বেরিয়েছে কিশোর, নইলে মাঝরাতে এমন নির্জন এলাকায় অন্ধের মতো ক্যাম্প খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না। নিশ্চয়ই সন্ধ্যার আগেই অ্যাশলেদের ক্যাম্প দেখতে পেয়েছিল সে এবং তখনই খাবার চুরির পরিকল্পনা করে ফেলে। এদিকে মৃত লোকটি যে-পথে এসেছে, তা এই পাহাড় বা শিলাস্তর থেকে ভিন্ন।

এক গুচ্ছ সিডারের আড়ালে ঘাস রয়েছে দেখে ঘোড়াকে কয়েক মিনিটের জন্যে চরতে সুযোগ দিয়েছে অ্যাশলে, অখণ্ড মনোযোগে শিলাস্তর নিরীখ করল। এখান থেকে যা দেখাচ্ছে, বাস্তবে ওটা আরও বড় হতে পারে। লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা থাকাও বিচিত্র নয়।

সবুজ ঘাস ও ঝোপে ভরা একটা ট্রেইল পাথরসারি থেকে পাহাড়ের কোলে চওড়া এক ভাঁজে নেমে এসেছে। ওখানে সম্ভবত কোন ঝর্না বা পানির উৎস আছে, কারণ পানির জোগান না-থাকলে অপেক্ষাকৃত বিরান ও রুক্ষ স্থানে এমন সবুজ গাছগাছালি জন্মাত না। কে জানে, সরু নদী থাকাও বিচিত্র নয়।

ছেলেটা বোধহয় বেশ চতুর। চালু তো বটেই। রাতের আঁধারে অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া কিছু ক্লান্ত মানুষের ক্যাম্পে ঢুকে যাওয়া দুঃসাহস বটে এবং সে সফলও হয়েছে। পাহারা থাকবার পরও ধরা পড়েনি। ছেলেটাকে সাবাস দিতেই হবে! বয়সে যতই ছোট হোক, সে নিশ্চয়ই কাঠুরে বা পাহাড়ে অভ্যস্ত বা এ ধরনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও দক্ষ, নইলে সবার অগোচরে বা চুপিসারে ক্যাম্প থেকে চুরি করতে পারত না। কেউ তাকে দেখেনি, কোন শব্দও শুনতে পায়নি।

শিলাস্তরের ওই জায়গাটা তালাশ করবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যাশলে। কিন্তু হুট করে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না,

Boighar.com

বরং আগে দেখে নিতে হবে কোন সমস্যা আছে কি-না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করল ও। রহস্যময় পাঁচ ধাওয়াকারী কোথায়?

সকালের শান্ত আবহ পরিবেশে রয়ে গেছে এখনও। মৃদুমন্দ বাতাসে নাচছে সেযের শাখা, সিডারের সারিতে হা-পিত্যেশ করছে মাতাল বাতাস; ঝড়ের পূর্বাভাস। আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা। সঙ্গে স্লিকার এনেছে বলে নিজের উপর কৃতজ্ঞ বোধ করছে অ্যাশলে। মহিলা বা ওই ছেলের কাছে কি স্লিকার বা ওরকম কিছু আছে?

উদ্বিগ্ন মনে চারদিকে দৃষ্টি বুলাল ও। হাতে রাইফেল তৈরি। এটা এমন এক জায়গা, সারাক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং তা মোকাবিলা করবার জন্যে তৈরিও থাকতে হয়। সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে এখানে ও নতুন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশের মাঝেও যে সমূহ বিপদ লুকিয়ে আছে, জানা নেই ওর—কারণ এর সঙ্গে জানাশোনা হয়নি। পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি এখনও। প্রকৃতির স্থবিরতা, শূন্যতা বা নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল অ্যাশলে, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল। দীর্ঘ ঢাল ধরে, কোণাকুণি পুব দিকে এগোল। পাহাড়ের কোলে যেখানে পাথর ও বোল্ডারসারি রয়েছে ওখানে যদি কেউ থেকে থাকে, এ মুহূর্তে অবশ্যই ওকে দেখতে পাচ্ছে।

আচমকা স্বস্তি ও প্রসন্ন বোধ করল অ্যাশলে। এখন ওর নিজের উপর আস্থা আছে, আত্মবিশ্বাসীও; উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরির বদলে বরং নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে—গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ জুটে গেছে। মন এত উৎফুল্ল যে অজান্তে গান শুরু করল: "দ্য ক্যাম্পবেল আর কামিং!"

বইঘর.কম

দীর্ঘ ঢাল ধরে ক্ষীণ ট্রেইল হয়ে নিচে নামছে ও, নিচে ঘাসের গালিচা। ওখান থেকে শিলাস্তরের দিকে ঢালু পথ উঠে গেছে। যেতে হলে...

নাক-বোঁচা পাহাড়ের কোণে নিচু জমি থেকে হুট করে বেরিয়ে এল লোকগুলো—সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে আসছে—কর্কশ চেহারার পাঁচজন মানুষ। সবার হাতে রাইফেল। ওকে হঠাৎ সামনে দেখতে পাবে ভাবেনি কেউ, দেখা মাত্র ভিরমি খাওয়ার দশা—লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ফেলল।

অ্যাশলেও রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়েছে। চমকে গেছে পাঁচ আগন্তুককে দেখে, হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে; কিন্তু থম্পসন রাইফেলটা অবিচল হাতে ধরা, ট্রিগারে আঙুল—অ্যাকশনে চলে যাবে যে-কোন মুহূর্তে।

দু'জনের মাথায় মেক্সিক্যান সমব্রেরো, যদিও ওদের কেউই মেক্সিক্যান নয়। একজনের মাথায় ভালুকের চামড়ায় তৈরি টুপি, অন্যদের মাথায় ফেল্ট হ্যাট—কোনটাই বর্ণনা দেয়ার মতো নয়। চারজনের পরনে নোংরা বাকস্কিন, একজনের ফ্রক কোট।

অ্যাশলের মুখোমুখি ঘোড়া থামাল তারা।

'সুপ্রভাত, ভদ্রলোকেরা!' উৎফুল্ল স্বরে বলল অ্যাশলে। 'রাইড করবার জন্যে সকালটা দারুণ, তাই না?'

'তুমি কে, হে?' জানতে চাইল ফ্রক কোট। চওড়া মুখে কালো দাড়ি। চেহারা-সুরৎ মোটেও সুবিধার নয়, বিতৃষ্ণা বোধ করবে যে কেউ। গাঁট্টাগোট্টা দেহ। বোঝাই যায় সবকিছুতে নিজস্ব শক্তি ও কৌশল কাজে লাগানোর বাতিক আছে এর।

লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি অ্যাশলের।

'আমি আসলে কেউ নই,' চওড়া হাসি উপহার দিল ও। 'তবে তারপরও একটা নাম নিশ্চয়ই আছে, তাই না? সবারই

Boighar.com

যেহেতু থাকে। সেটা হচ্ছে অ্যাশলে ক্রুডার। আইন ও সাহিত্যের অধ্যাপক, ইতিহাসের ছাত্র, আর যে-কোন বিষয়ের প্রভাষক। তুমি কে, চাঁদ?'

স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল পাঁচজন। ওকে যে পছন্দ করছে না, তা স্পষ্ট এবং অনুভূতিটা উভমুখী। তবে অন্য একটা ব্যাপার উপলব্ধি করছে অ্যাশলে: এরা সামান্য এদিক-ওদিক হলে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করবে, একবারও ভাববে না বা বিবেককে আমল দেবে না।

এটা ওদের বাড়তি সুবিধা। দুর্জন মাত্রই যেমন কিছু সুবিধা পেয়ে যায়।

হ্যাঁ, সুবিধা পাবে বটে, তবে সেটা সাময়িক। তৎক্ষণাৎ অ্যাশলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সমীকরণ যেহেতু এমনিতেই ওর বিপক্ষে, সেক্ষেত্রে তাদের বাড়তি সুবিধা না-দেয়াই উচিত। কোন বাছ-বিচার না-করে যদি গুলি করবার প্রয়োজন পড়ে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করা উচিত হবে না। যতজনই হোক, পরিস্থিতি সামান্য এদিক-ওদিক হলে, প্রাণ বাঁচাতে পাল্টা গুলি করবে।

বুনো এলাকা ও প্রতিকূল পরিবেশে সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে যায়। তত্ত্বকথা অসার হয়ে পড়ে, মামুলি আলাপের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় না।

'আমরা কে তাতে কিছু যায়-আসে না,' রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। 'আমি জানতে চাইছি এখানে কী করছ তুমি।'

একই সুরে জবাব দিল অ্যাশলে। 'কিছু তো আসে-যায়ই, যতটা তোমার-আমার মধ্যে পার্থক্য। আর আমি কী করছি, দেখতে পাচ্ছ না? রাইড করছি। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আরও একটা কাজ করছি এবং সেটা করে যেতে চাই: নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি!'

বেকুব বনে গেছে লোকটা। ভেবেছিল শক্ত অবস্থানে

বইঘর.কম

আছে সে, কিন্তু অ্যাশলের চাঁছাছোলা জবাবে বিশ্বাস টলে গেছে। প্রবল নাড়া খেয়েছে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সে, মুখে কথা সরছে না, আসলে ভেবেই পাচ্ছে না কী বলবে।

পরমুহূর্তে অ্যাশলেকে ছাড়িয়ে পিছনে চলে গেল তার দৃষ্টি। বুঝতে চায় ওর সঙ্গে ক'জন বা তারা কোথায় আছে।

'দেখো, বেশি চালবাজি কোরো না!' কর্কশ স্বরে বলল সে। 'আমি জানতে চাই...'

'তুমি যাই জানতে চাও না কেন,' তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল অ্যাশলে। 'বদনের মতো তোমার বচনটাও খারাপ। জানোই না কীভাবে ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে হয়।

'তোমার সঙ্গে কাজ নেই আমার। তোমার যদি থেকে থাকে, ঝটপট বলে ফেলো। তাড়া আছে আমার, শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে!'

একজন অতি উৎসাহী হয়ে ঘোড়াকে আগে বাড়িয়েছিল, খেপে গেছে খুব। কিন্তু সামান্য নড়ল থম্পসনের নল, লোকটার বুক বরবার নিশানা স্থির হলো। 'ওখানেই থাকো!' ধমকে উঠল অ্যাশলে। 'এক চুল নড়েছ তো ফুটো করে ফেলব! তুমি কে বা কী চাও, জানি না, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে জানতে চাইও না। তোমার ব্যাপারে এক ফোঁটা আগ্রহ নেই আমার, কেয়ারও করি না। ঝামেলাই যদি করবে, দেরি কীসের? জলদি শুরু করো!

'আর যদি মনে করো, মুরোদে কুলোবে না, তা হলে লেজ তুলে কেটে পড়ো! আমার ধৈর্যে আর কুলোচ্ছে না।'

পাঁচজন কঠিন বান্দার সামনে একা দাঁড়িয়ে তড়পাচ্ছে পশ্চিমে নতুন আসা একজন মানুষ–ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা বনে গেছে ওরা, বিশ্বাসই করতে পারছে না। ভয় তো পাচ্ছেই না, বরং সমান তেজ দেখাচ্ছে। রীতিমতো হুমকি

Boighar.com

দিচ্ছে পাঁচজনকে। স্পষ্টত নিজেদেরকে সেয়ানে মনে করত এবং সব জায়গায় বিনা প্রশ্নে কর্তৃত্বও করেছে এরা। কিন্তু এখানে তা খাটছে না! এটাই কিছুতে মেনে নিতে পারছে না কেউ।

স্পার দাবাল অ্যাশলে, পাঁচ রাইডারের উপর হামলে পড়ল ওর ঘোড়া। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ডান পায়ের স্পার দিয়ে পাশে দাঁড়ানো ঘোড়ার পেটে তীব্র আঁচড় দিল অ্যাশলে। মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি ছাড়ল। পাঁচ ঘোড়া ও পাঁচ মানুষের ছোট্ট দলটায় তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেল।

লাফিয়ে আগে বেড়েছে অ্যাশলের ঘোড়া, নিশানা করা অস্ত্র ধরে রেখেছে নেতার মাথা বরাবর। 'বেশ, ভদ্রলোকেরা!' হাঁক ছাড়ল ও। 'তোমরা কি এমনিতে বিদায় নেবে, না গুলি করে ভাগাতে হবে?'

আহ্, একেকজনের মুখ যদি দেখা যেত! চিমসে গেছে। খেপে বোম হয়ে গেছে নেতা। কিন্তু রাইড করতে বাধ্য হলো। মনে মনে নির্ঘাত অ্যাশলের পিণ্ডি চটকাচ্ছে।

ধৈর্য সহকারে ঘোড়াগুলোকে সামলে নিল তারা, বেগ পেলেও শেষ পর্যন্ত সফল হলো। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা করল। একজন গর্জে উঠল: 'ফের দেখা হবে, মিস্টার। খেলা এখানে শেষ হয়ে যায়নি।'

'আমিও তাই মনে করি, অপেক্ষায় থাকব,' জবাব দিল অ্যাশলে। 'নিশ্চিত ভাবে বলা যায় তোমরা ঘাড়মোটা, অভদ্র এবং ইতর বিশেষ! কেউ যদি দয়া করে তোমাদের কিছু ভদ্রতা শিখিয়ে দেয়, তা হলে ভালই হতো!'

চলে গেল ওরা।

পিছন থেকে তাদের চলে যেতে দেখল অ্যাশলে। পাহাড়ের কোনা ঘুরে ওপাশে হারিয়ে গেল পঞ্চপাণ্ডব। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে ছুট দিল ও, ট্রেইল ধরে এগোল

বইঘর.কম

প্রায় আধ-মাইল, আড়ালহীন স্থানে পাঁচ শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাগুলিতে যেতে চায় না। ধমক খেয়ে হয়তো চলে গেছে শত্রুরা, আপাতত, কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ?

ঢালের শুরুতে এসে গতি কমাল অ্যাশলে, পাহাড়ের কোমর ঘুরে শিলাস্তরের দিকে এগোল।

উপরে কে আছে—এ ব্যাপারে একটা ধারণা করেছে অ্যাশলে। এবং যদি অনুমানে ভুল না-হয়ে থাকে, তা হলে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ দেখেছে সে। এখন নিশ্চয়ই হিসাব মেলাচ্ছে। কার কী ভূমিকা বুঝতে চাইছে।

এবার সতর্ক হওয়ার পালা। সামনে বিস্তীর্ণ, খোলা প্রান্তর। বিপদের সম্ভাবনা এখানেই বেশি। অ্যাশলে অপঘাতে মরতে চায় না। যাদের সাহায্য করতে চাইছে তাদের গুলি খেয়ে যেমন মরতে অনিচ্ছুক, তেমনি পঞ্চপাণ্ডবের কারও হাতেও মরতে চায় না। তাই একটু ঘুরপথে, সতর্কতার সঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

উল্টোদিকের ঢাল ধরে এগোচ্ছে ও, কোণাকুণি ভাবে চূড়ার দিকে চলেছে। আশা করছে শিলাস্তরের খানিক পিছনে ও উত্তরের রীজে পৌঁছাতে পারবে।

কয়েকবার থেমে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল, কান পাতল। এ মুহূর্তে খোলা জায়গায় আছে ও, তবে শত্রু আর ওর মাঝে বেশ কয়েকটা পাহাড়ও রয়েছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে অন্য কেউ নেই। চূড়ার কাছাকাছি এসে স্যাডল ছাড়ল অ্যাশলে, রাইফেল হাতে হেঁটে পা বাড়াল।

মিনিট দশ পর উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল ও। ক্যাম্প হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। পাহাড়ি চূড়ার মাঝে একটা ফারাক, প্রাকৃতিক কারণে ফাঁক আরও বড় ও মসৃণ হয়ে উঠেছে, নিচু গর্ত তৈরি করেছে। তলাটা বালিমাটির। ঝোপঝাড় ও ছোট নুড়িপাথর আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ঘোড়ার

Boighar.com

লাগাম হাতে রেখে, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল অ্যাশলে, ক্রল করে এগোল কয়েক হাত, রীজের ওপাশে দৃষ্টি চালাল।

পাহাড়ের বহির্গত অংশগুলো এখান থেকে দেখাচ্ছে এক গুচ্ছ ক্ষুদ্রকায় পাথুরে দালানের মতো, চারপাশে ভাঙা নুড়িপাথর পড়ে আছে। কিছু ঝোপ ও সিডার আছে। এসব ছাড়িয়ে, কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। ওপাশে যদি কেউ পাহারায় থেকে থাকে, জুতসই স্থানে লুকিয়েছে; অ্যাশলের মতো তাকেও চোখে পড়ছে না।

বহির্গত শিলাস্তরের আশ্রয়ে এ মুহূর্তে কেউ না-থাকলেও ছিল কিছু সময় আগে, এবং এদের খোঁজেই এখানে এসেছে অ্যাশলে। কারণ ওর ঠিক নিচের রীজ বরাবর এবং পাথুরে ঢালের কোণাকুণি ক্ষীণ ট্রেইল চোখে পড়ছে, তাতে শুধুই একটা ঘোড়ার ছাপ।

পিঠে সওয়ার ছিল ঘোড়াটার।

বিকাল গড়িয়ে গেছে। অযথা সময় নষ্ট করবার সুযোগ নেই, দেরি করাও ঠিক হবে না। যৌক্তিক কারণ তো থাকতে হবে! ঘোড়াকে লীড করে ঢাল পেরিয়ে এল অ্যাশলে, সরাসরি পাথুরে বৃত্তের দিকে এগোল।

তারপর...আচমকাই ওদের দেখতে পেল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন, ওর মুখোমুখি—দীর্ঘাঙ্গিনী এক যুবতী, বয়স উনিশ-বিশ; আর তেরো বছর বয়সী এক কিশোর। পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, স্যাণ্ডস্টোনের প্রকাণ্ড ও চৌকো কাঠামোর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। লালচে-বাদামি চুল যুবতীর, চোখ দুটোর রঙও তাই। পরনের রাইডিং পোশাক খুবই চমৎকার, যদিও হাল ফ্যাশনের এমন পোশাক শেষবার ইউরোপে দেখে এসেছে অ্যাশলে।

ছেলেটার পরনে বাকস্কিন ও সমব্রেরো। কালো চুল ওর, কালো চোখ। হাতে একটা রাইফেল। তবে ওর সাইজের

তুলনায় ঢের বড় বলে বেখাপ্পা লাগছে।

'কেমন আছ তোমরা?' প্রসন্ন স্বরে জানতে চাইল অ্যাশলে, খুশি দুটো কারণে: কারও সাহায্য ছাড়াই অল্প সময়ের মধ্যে এদের খুঁজে পেয়েছে এবং সেটা ঘটেছে পঞ্চপাণ্ডব তাদের খুঁজে পাওয়ার আগেই। 'আমি অ্যাশলে ক্রুডার। যদি তোমাদের কোন উপকারে লাগি, তা হলে কৃতার্থ হবো।'

'আমি জ্যানেট লেভিন,' বলল যুবতী। 'এ হচ্ছে আমার বন্ধু ড্যানিয়েল গার্সিয়া। ওর সহায়তায় মান্দান বসতিতে যাচ্ছি।'

'মান্দান বসতি!' বিস্ময় ধরে রাখতে পারল না অ্যাশলে। 'কিন্তু সেটা তো বহু দূরে এবং আরও উত্তরে! অন্তত শত মাইল হবেই!'

'ঠিকই বলেছ,' শান্ত স্বরে বলল যুবতী। 'কিন্তু ওখানে আমার যেতেই হবে। ফ্রেঞ্চ ক্যানাডায় আমাদের পারিবারিক বন্ধু আছে। যদি মান্দানে পৌঁছতে পারি, আশা করি আমার বাড়ি আয়ারল্যাণ্ডে ফিরে যেতে সমস্যা হবে না, ওঁরা কোন না কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

অস্বীকার করবে না, এবার বিরক্ত হয়েছে অ্যাশলে। নিজের উপর। এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি কিংবা মান্দান এলাকায় যাওয়ার বিন্দুমাত্র খায়েশও নেই ওর।

এমন নয় যে মান্দানদের সম্পর্কে কিছু জানে না। জানে বটে। মান্দানরা ইণ্ডিয়ান। তবে আধুনিক ও সবচেয়ে সভ্য জাতের ইণ্ডিয়ান। মাটির তৈরি দালানে থাকে ওরা। মিসৌরি নদীর তীরে ডাকোটায় ওদের বসতি।

'আগে বরং আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই,' প্রস্তাব করল অ্যাশলে। 'মানে ওই লোকগুলোর কথা বলছি, ওরা ফিরে আসবার আগেই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ওরা তোমাদের অনুসরণ করছে, তাই না?'

Boighar.com

‘হ্যাঁ…অনুসরণ করছে। সান্তা ফে থেকে শুরু, তবে অত সুবিধা করতে পারেনি। এখানে এসে খসিয়ে দিয়েছি ওদের।’ আর কিছু বলল না যুবতী–ব্যাখ্যা দিতে অনিচ্ছুক–অ্যাশলেও কোন প্রশ্ন করল না।

যুবতী একজন লেডি এবং বিপদে পড়েছে। এদিকে নিজেকে পরিপূর্ণ ভদ্রলোক মনে করে অ্যাশলে। যুবতী…শুধু লেডি নয়, বরং আইরিশও বটে। দু’জনের পূর্বপুরুষই একই দেশ থেকে আসা।

তবে…

নিজের রক্তকে অভিজাত বললেও নিষ্পাপ দাবি করতে নারাজ অ্যাশলে। ওর এক পূর্বপুরুষ, জস ক্রুডার ছিলেন সাগর তীরের মানুষ, পশ্চিমের প্রথম ক্রুডার। পেরুর অভিজাত পরিবারের সুন্দরী এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। পারিবারিক এক রীতির ব্যতিক্রম এখনও হয়নি। ক্রুডার পুরুষরা বরাবরই সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রক্তকে প্রাধান্য দেয়। পেরুর এই নারী ছিলেন উচ্চপদস্থ স্পেনিশ এক অমাত্য ও ইন্‌কা রাজকন্যার সন্তান।

‘সামনে এগিয়ে গেলে আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে পেয়ে যাব,’ জানাল অ্যাশলে। ‘ওদেরকে ধরে ফেলি আগে, তারপর না-হয় ভেবে-চিন্তে একটা পরিকল্পনা করা যাবে।’

অসহায় চাহনিতে ওকে দেখল যুবতী। ‘তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, মি. ক্রুডার। পরিকল্পনা আমি আগেই করেছি। মান্দান গ্রামে যাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে,’ বলে ঘোড়ার পিঠে চাপল ওরা, দীর্ঘ কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে ট্রেইলের উদ্দেশে যাত্রা করল।

যুবতী ও কিশোরের ঘোড়া দুটো দারুণ। রাইডিঙের জন্যে এরচেয়ে ভাল ঘোড়া আর হতে পারে না। স্পেনিশ রক্ত বইছে ওগুলোর দেহে। সঙ্গে একটা প্যাকহর্সও আছে। থলেয় ভারী বোঝা যাচ্ছে, তবে ভিতরে কী, অনুমান করবার

বইঘর.কম

উপায় নেই। যেহেতু দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়েছে, সেক্ষেত্রে খাবার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যুবতীকে দেখে অ্যাশলের মনে হচ্ছে প্যাকহর্সের পিঠে দুটো ব্যাগই পোশাকে ভরা, এ নিয়ে পকেটের শেষ পেনিও বাজি ধরতে রাজি আছে অ্যাশলে...এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, ট্রেইলের চলবার মতো পোশাক নয় ওগুলো।

দ্রুত এগোল ওরা। অ্যাশলের চেয়ে ওদের ঘোড়া তাজা অবস্থায় আছে, এমনিতেও শক্তিশালী ও বন্ধুর ট্রেইলে চলতে পারঙ্গম। যে-কোন বিচারে ওরটার চেয়ে ঢের কার্যকরী ও উপকারী ঘোড়া।

দ্রুত চলবার ফাঁকে সারাক্ষণই পঞ্চপাণ্ডবের উদ্দেশে একটা চোখ রেখেছে অ্যাশলে।

খানিকটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে মেয়েটির কাছে পঞ্চপাণ্ডবের আসল উদ্দেশ্য ও পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইল অ্যাশলে। উত্তর এল জানে না, কিন্তু কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি ও, বরং যুবতীকে সতর্ক করল যে ওরা বিপদে আছে।

'ওহ্, ওরা যে কী!' বিরক্ত স্বরে বলল যুবতী। 'দেখেছি সব! তুমি ওদের যেভাবে খেদিয়ে দিলে, তুলনা হয় না! এখন স্বস্তি লাগছে এই ভেবে যে ওরা আমাদের কাছে এলে আবারও একই ভাবে খেদিয়ে দেবে তুমি। এ নিয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। তুমি মুখ খুললেই কাঁপতে শুরু করবে ওরা!'

বলে কী! কিন্তু সুন্দরী এ মেয়েকে কীভাবে বোঝাবে যে সেটা এত সহজ নয়, বরং ঘটনার সময় ওর কলজেও কাঁপছিল? মুহূর্তের জন্যে বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল এবং সেটাকে ষোলোআনা কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতি উতরে গেছে অ্যাশলে। এতে বিশেষ কৃতিত্বের কিছু নেই।

যদি ঝামেলা হতো, প্রথমে অবশ্য ওদের নেতা খুন হয়ে যেত, অন্তত একজনকে হলেও সঙ্গে নিয়ে মরত অ্যাশলে।

Boighar.com

তবে ও নিজেও মারা যেত। এটা এমন এক ব্যাপার, কোন কিছুর সঙ্গে সন্ধি বা সমঝোতা চলে না। নিজের মৃত্যু দিয়ে কি কিছু কেনা যায়?

সাইড-স্যাডলে রাইড করে মেয়েটি এবং স্বীকার করতে হবে, এ মেয়ে জানে কী করে অভিজাত নারীর মতো স্যাডলে রাইড করতে হয়। এত মার্জিত ও রুচিশীল রাইড খুব কমই দেখেছে অ্যাশলে। বুক টানটান, মাথা উঁচু করে স্যাডলে বসে যুবতী, দুনিয়ায় যদি ভয়-ডর বলে কিছু থাকে, এর কাছে যা নেই বললে চলে।

এমন সাহসী নারী দেখেনি অ্যাশলে।

কিন্তু আরও কয়েকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে, জিজ্ঞেস করা উচিত হলেও আপাতত ধৈর্য ধরবার পক্ষপাতী অ্যাশলে।

'তোমার সঙ্গে একজন পুরুষ ছিল?' জানতে চাইল ও। 'কে ছিল সে?'

স্থিরদৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখল যুবতী। 'বাবার মতোই আইরিশ ব্রিগেডে ছিলেন তিনি। তিনিই আমাকে মেক্সিকোয় বাবার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আর বাবা মারা যাওয়ার পর তিনিই আমার সব দায়িত্ব নিয়েছেন।'

'ওই গল্পটা কিন্তু বলতেই হবে,' প্রস্তাব করল অ্যাশলে।

'সুসময়ে,' শান্ত স্বরে বলল জ্যানেট লেভিন।

আচমকা ঘোড়া থামিয়ে ফেলল যুবতী। দেখাদেখি অ্যাশলেও তাই করল।

হঠাৎ ট্রেইলে ওদের সামনে হাজির হয়ে গেছে সাত ইণ্ডিয়ান। ঘোড়ার পিঠে সবাই, এবং সবার হাতে রাইফেল বা অস্ত্র প্রস্তুত। আচমকা, ভোজবাজির মতো হাজির হয়েছে—যেন মাটি খুঁড়ে বের হয়েছে।

তৈরি ওরা। যে-কোন মুহূর্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।

দশ

আচমকা ইণ্ডিয়ানদের একজন আগে বাড়ল, অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে এল দুই কদম। লোকটা আর কেউ নয়—ওয়াক-বাই-নাইট। 'বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এসেছি আমরা,' প্রসন্ন স্বরে বলল সে।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম,' বলল অ্যাশলে। 'লড়াই হলে অনেকগুলো আঁচড় কাটতে পারতে। আর চেয়ানি ব্রেভদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।'

খুশি হয়েছে চেয়ানিরা, কিন্তু তা মুখে প্রকাশ করতে চাইছে না।

ওদের চারপাশে বৃ্যহ রচনা করল চেয়ানিরা, যেন গার্ড-অভ-অনার দিচ্ছে। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এবার ক্যাম্পের দিকে এগোল।

তবে ক্যাম্পের আগের চেহারা বা আবহ এখন আর নেই। চেয়ানিরা স্বজনদের খুঁজে পেয়েছে, যাদের খুঁজে পেতে সাদাদের সঙ্গী হয়েছিল। ক্যাম্পের পরিধি কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, যেহেতু লোকের সংখ্যা বেড়েছে। অন্তত পঞ্চাশজন ব্রেভ রয়েছে এখানে। সবল, সুঠামদেহী ও অপেক্ষাকৃত তরুণ সবাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোঝা গেল ওয়াক-বাই-নাইট এদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে। চীফ নয় সে, কিন্তু একজন

Boighar.com

দক্ষ যোদ্ধা, শিকারী ও সুবক্তা। চেয়ানিদের পক্ষে যে-কোন জায়গায় সে হতে পারে যোগ্য প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী।

বিশাল ঘোড়ার পাল উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে চেয়ানিরা। অন্তত কয়েকশো তো হবেই। বেশিরভাগ হৃষ্টপুষ্ট, খাটো আকৃতির পাহাড়ি পনি। প্রতিটিই চমৎকার ঘোড়া। সমীহের দৃষ্টিতে ওগুলো দেখল অ্যাশলে, মনে মনে নিজের ঘোড়ার দুরবস্থার কথা ভাবছে। হওয়ার কথাই: যেহেতু ঘাস ছাড়া আর কোন খাবার জোটেনি আর খাটতেও হচ্ছে বিস্তর। বিশ্রাম পাচ্ছে অপর্যাপ্ত।

অ্যাশলের পাশে রয়েছে জ্যানেট লেভিন, এবং মেয়েটির উপস্থিতি অসহ্য বা বিব্রতকর মনে হচ্ছে না। যত সাহসই থাকুক, একসঙ্গে সত্যিকার এত ইণ্ডিয়ানকে দেখছে, নার্ভাস হলে একটুও দোষ দেয়া যাবে না। এ অবস্থায় বহু পুরুষ মানুষই ঘাবড়ে যাবে।

মূল ক্যাম্পে পৌঁছে যেতে ওদের সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে এল জেস ও'ব্রায়ান। নিখাদ আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে জ্যানেট লেভিনকে দেখল সে। 'হাউডি, ম্যা'ম! আমি যদি ভুল না-করে থাকি, তা হলে নিশ্চিত যে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষের দেশের লোক!'

'বিলকুল ঠিক ধরেছেন, স্যর!' একই সুরে জবাব দিল যুবতী।

ছোট্ট এক ঝর্নার কাছে ক্যাম্প করেছে ওরা। সেখানে চলে গেল ঘোড়ার পিঠে করেই।

জ্যানেটকে সেকেণ্ড কয়েক দেখল ডেমিয়েন ক্রিমাল, তারপর অ্যাশলের উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'তুমি কি গল্পটা ঠিক বলতে পারবে?' হাসতে হাসতে জানতে চাইল সে। 'এমন পরীর মতো সুন্দরী একটা মেয়ে কী করে বুনো প্রান্তরে হাজির হয়?'

'কেন, অসুবিধা কোথায়? নাকি ভয়ের কিছু আছে?

বইঘর.কম

থাকলে থাকুক, আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না!' ঘোষণা করল জ্যানেট লেভিন। 'আইরিশ মেয়েরা যেখানে খুশি যেতে পারে, তারা কোন বাধা মানে না।'

রাতে আগুনের পাশে বসে নিজের গল্প সবাইকে শোনাল জ্যানেট। মাংস রোস্ট করতে করতে গল্পটা বেশ জমে উঠল। উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে মেয়েটির গালে...দারুণ লাগছে দেখতে। ঠিক বিশ্বাসই হয় না এমন বিপজ্জনক এক জায়গায় বহু পুরুষের মধ্যে শত বিপদ উপেক্ষা করে হাজির হয়েছে সুন্দরী এক ললনা।

স্পেনিশ সেনাবাহিনীর কর্নেল ছিল জ্যানেটের বাবা। আরও বহু অফিসারের মতো সেও দেশ ত্যাগ করে। দুঃসাহসী কিছু আইরিশ যুবক, যাদের বলা হতো 'বুনো রাজহাঁস', দেশে ভাগ্য ফেরানোর কোন উপায় দেখতে না-পেয়ে বিভিন্ন দেশের–বিশেষ করে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এদের অনেকেই সর্বোচ্চ পদোন্নতি পেয়েছিল, যেমন স্পেনে জেনারেল আলেক্সান্দার ও'রাইলি, নিউ অর্লিয়েন্সে কম্যাণ্ডেন্ট ছিল, যদিও পরে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্পেনিশ সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে তাকে আবার ফেরত পাঠানো হয়। জাহাজে করে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় তার, এবং গল্প সেখানেই শেষ হয়ে যেত; কিন্তু নেপোলিয়নের এক জেনারেল, ম্যাকমেহন ছিল লেভিনের মতোই দেশত্যাগী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ। আরও একজন হচ্ছে হেনেসি, যার নামে বিখ্যাত কগন্যাক-এর নামকরণ হয়।

ও'রাইলির সঙ্গে নিউ অর্লিয়েন্সে এলেও পরে কর্নেল ব্রায়ান লেভিনকে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

'ওখানে কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল ক্রিমাল।

'বাবা ভালই করেছেন, যেহেতু সাহসী মানুষ ছিলেন।

Boighar.com

নেতা হিসাবে সফল বলতে হবে। উত্তরে তখন খুব জ্বালাতন করছিল সন্ত্রাসী একটা গোত্র। এক যাজককে খুন করে মিশনের চার্চ জ্বালিয়ে দেয়ার পর টনক নড়ে উপরঅলাদের। বাবাকে উত্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এখানেও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন তিনি, কিন্তু ইত্যবসরে, বয়স্ক এক ইণ্ডিয়ানকে রক্ষা করেন। সেনাবাহিনীর আরেক অফিসার তখন ইণ্ডিয়ানের উপর অত্যাচার করছিল।

'এরপর কিছু সমস্যা তৈরি হলো। কারণ আমি জানি না, কিন্তু দেখা গেল সেই অফিসার বাবার অধীনে ছিলেন না এবং সে এমন কিছু মন্তব্য করে বেড়াতে লাগল যে বাবা ছিলেন আইরিশ।

'মেক্সিকানরা বাবাকে পছন্দ করত, ভালওবাসত, যদিও সেই অফিসারকে মোটেও পছন্দ করত না। কিন্তু প্রভাবশালী বহু বন্ধু ছিল তার। এদের প্রভাবে নির্দেশ এল বুড়ো ইণ্ডিয়ান বন্দিকে বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অত্যাচারীর হাতে তুলে দিতে হবে।

'নির্দেশ অমান্য করা ছাড়া উপায় ছিল না, সেনাবাহিনীতে যেহেতু চেইন-অভ-কমাণ্ড মানতে হয়।' দ্বিধা করল জ্যানেট লেভিন, বোঝাই যাচ্ছে কিছু একটা লুকাচ্ছে। 'প্রায় ওই সময়ে বাবাকে উত্তরে বদলি করে দেয়া হয়।

'কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম: বাবা আমাকে তাঁর কাছে চলে যেতে বলেছেন। এলাম বটে, কিন্তু জানতে পারলাম বাবা এই খবর পাঠাননি।

'বাবা বললেন যে কর্তৃপক্ষ চালাকি করে আমাকে নিয়ে এসেছে সান্তা ফে-তে। তাদের উদ্দেশ্য আমাকে বাবার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। এ তো অসম্ভব কথা! আমার সেটা বিশ্বাসই হলো না এবং বাবাকে তা বললামও। একাকী

মানুষের চেয়ে যার কাঁধে অন্যদের দায়িত্ব থাকে, তার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়। আমাকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করবে। আমাকে হুমকি দিয়ে বাবাকে কব্জা করবে তারা।

'পালানোর প্রস্তাব দিলাম। একই ভাবনা তিনিও ভাবছিলেন। সে-রাতে বেরিয়ে গেলেও গার্সিয়া ও লেফটেন্যান্ট কনওয়েকে নিয়ে ফিরে এলাম। বাবা বললেন আগে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং হেডকোয়ার্টার থেকে ম্যাপও আনাতে হবে। ঘোড়া ও ম্যাপ সংগ্রহ করা গেলে উত্তরে মান্দান গ্রামে চলে যাব আমরা, তারপর ক্যানাডায় আমাদের বন্ধুদের কাছে যাব।

'বাবা বেরিয়ে গেলেন, ড্যান ছিল ওঁর সঙ্গে। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। অপেক্ষা আর শেষ হয় না! যখন ভোর হবে হবে, তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ড্যান। বাবা খুন হয়েছেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে বলেছেন আমরা যেন পালিয়ে যাই...এবং তাই করেছি আমরা।'

পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক করল ওরা। ঝামেলার কারণ যাই হোক, এটা জ্যানেট লেভিনের থাকবার মতো জায়গা নয়, বরং মেয়েটিকে ক্যানাডায় পৌঁছে দেয়া ওদের সবার দায়িত্ব।

'তোমরা যে পরিকল্পনা করেছ, তা বদল করবার দরকার নেই,' বন্ধুদের বলল অ্যাশলে। 'মান্দান গ্রামে মেয়েটিকে নিয়ে যাব আমি। যদি দরকার হয়, তা হলে ক্যানাডাও যাব।'

ওদের পাশে বসে আছে ড্যানিয়েল গার্সিয়া। 'দীর্ঘ পথ যেতে হবে,' বলল সে। 'অনেক ইণ্ডিয়ানও আছে। কিন্তু কর্নেলকে যখন কথা দিয়েছি, তখন যত বাধাই আসুক যাব মিস্ লেভিনের সঙ্গে।' অ্যাশলের দিকে ফিরল সে। 'আমি ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বড় হয়েছি।'

'হোপিদের কাছে?'

Boighar.com

‘অ্যাপাচি গ্রামে বড় হলেও বহু ইণ্ডিয়ান ভাষা জানি। সিয়ক্স, পঅনি, শোশনি। বয়স কম হতে পারে, কিন্তু বহু জায়গায় গেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি।’

‘আমি তোমার সঙ্গে যাব,’ হঠাৎ ঘোষণা করল জেস ও’ব্রায়ান। ‘ও একজন আইরিশ লেডি, বাড়ি ছেড়ে বহু দূরে চলে এসেছে। আমি যেহেতু আইরিশ, আমার ওকে সাহায্য করা উচিত।’

‘আমি আইরিশ নই,’ নিস্পৃহ মুখে বলল ডেমিয়েন ক্রিমাল। ‘কিন্তু আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।’

‘এখানে যেমন আছে, তেমনি উত্তরেও ফার মিলবে,’ বলল গ্রেগরি শোহান। ‘এখানে বা ওখানে, আমি কোন পার্থক্য দেখি না। ফার সংগ্রহ করতে পারলেই হলো! এমনকী যেতে যেতেও ফার শিকার করতে পারব। হাডসন বে কোম্পানির কাছে সব ফার বেচে দেব।’

এদের কাউকে সন্দিহান মনে হয়নি, বরং আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলেছে। হুজুগে পড়েও যেতে চাইছে না, এ ধরনের খামখেয়ালিপনার বয়স বহু আগেই ফেলে এসেছে সবাই। তো, সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল।

কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাশলে, মান্দান গ্রাম ও ক্যানাডা যাওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে ভাবছে। এভাবে হুট করে সবার ছুটে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? আসল কাজ, অর্থাৎ ফার শিকারের ব্যাপারে সবাই কি উদাসীন হয়ে গেল না?

আসলে…শুধু মেয়েটি ওদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু নয়, বরং জ্যানেটের গল্প ওদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে…মুখে না-বললেও সবাই একরকম ধরে নিয়েছে বিশেষ একটা ব্যাপার আছে।

বুড়ো ইণ্ডিয়ানকে নিপীড়ন করে কোন্ গোপন খবর জানতে চেয়েছিল সেনাবাহিনী? সেই খবর কি লেভিনকে

বইঘর.কম

বলে দিয়েছিল সেই ইণ্ডিয়ান? খবরটা কোন ভাবে জ্যানেটের কাছেও পৌঁছে গেছে? কিংবা লেফটেন্যান্ট কনওয়ে বা ড্যানিয়েল গার্সিয়ার কাছে?

মৃত লোকটার পরিচয় অনুমান করতে পারছে অ্যাশলে। কনওয়ে। তার পকেট হাতড়ে টুকিটাকি যে সব জিনিস পেয়েছিল, মনে করবার প্রয়াস পেল ও। ওগুলোর মধ্যে কি কোন ক্লু বা দিক নির্দেশনা ছিল?

আরও একবার ম্যাপটা দেখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল অ্যাশলে।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে ওর মনে হলো জ্যানেট লেভিনের সঙ্গে সবিস্তারে আলাপ করতে হবে, সব কিছু জেনে নিতে হবে। মেয়েটার পেটে অনেক কথা আছে।

দৃশ্যত, পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না মেয়েটির, কিন্তু এত সুন্দরী ও যুবতী মেয়ের এমন বুনো এলাকায় কপর্দকহীন অবস্থায় এসে পড়া মোটেই সুখকর ব্যাপার হতে পারে না। হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, মেয়েটি সুন্দরী। কর্নেল লেভিন পুরানোকালের এক বুনো রাজহাঁস হতে পারে, মান্দান গ্রাম বা ক্যানাডায় তার স্বজন বা পরিবার থাকতে পারে, তবে সময় ভাল কাটছে এমন আইরিশ এস্টেটের সংখ্যা কমে গেছে ইদানীং। চলবার পথে কিছু চোরাচালান অবশ্য খুবই সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অস্বীকার করবে না, অ্যাশলের পরিবারও এমন চেষ্টা করেছিল।

আয়ারল্যাণ্ডে এখনও কিছু আত্মীয় রয়েছে অ্যাশলের, যদিও তারা ওর মায়ের দিকের। এদের আর্থিক দশা কেমন, জানা নেই ওর।

সন্দিহান হয়ে উঠেছে অ্যাশলে, এবং ওর মনে হচ্ছে এখানে ঘাপলা আছে। একেবারে সাধারণ গল্প, তবুও সোনার গন্ধ পাচ্ছে! সন্দেহাতীত ভাবে, কর্নেল ব্রায়ান লেভিন বা জ্যানেটের গল্পের মধ্যে গুপ্তধনের সম্পর্ক থাকতে

Boighar.com

বাধ্য।

যদিও গুপ্তধনের গল্পের শেষ নেই, হাজার হাজার শুনতে পাওয়া যায়। বাজারে জোর গুজব আছে বহু ঘোড়ার পিঠে করে সরিয়ে নেয়া হয়েছে অ্যাযটেকদের গুপ্তধন–উত্তরে গিয়ে মেক্সিকো থেকে পার করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করে এসবের কিছু অংশ পশ্চিম আমেরিকায় লুকানো আছে, কিন্তু মেক্সিকোর পাহাড়ে লুকানোর মতো এত জায়গা থাকতে শত মাইল দূরে নিয়ে যাবে কেন? এর কোন মানে হয়? দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার ঝক্কি ও ধরা পড়বার ঝুঁকিও নিতে হবে।

গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবার জন্যে মেক্সিকো উপত্যকা থেকে এক দিনের রাইডের দূরত্বের বেশি যাওয়ার দরকার কারও পড়তে পারে না। হাজার হাজার জায়গা আছে এখানে। সেক্ষেত্রে, নিরন্তর ধরা পড়বার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শত শত মাইল পাড়ি দেবে কেন, এটা অ্যাশলের বোধগম্য নয়।

ধারণা করা হয় উত্তর থেকে এসেছিল অ্যাযটেকরা এবং সব গল্পই ওদের বিত্ত-বৈভব কেন্দ্রিক। কিন্তু ওরা যখন দক্ষিণে দীর্ঘ অভিযান শুরু করেছিল, কেউই ধনী ছিল না কিংবা মেক্সিকো উপত্যকায় আসবার পরও সমৃদ্ধি অর্জন করতে বহু সময় লেগেছিল। এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না যে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন বা গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার পর শত মাইল পাড়ি দিয়ে মাতৃভূমিতে রেখে আসবে তারা, যে ভূমি ছেড়ে এসেছে। তবে এও ঠিক, এই জমিতে সোনা পাওয়া গেছে এবং কে নিশ্চিত বলতে পারে আরও রত্ন পাওয়া যায়নি...বা লুকিয়ে রাখা হয়নি?

সত্যি যদি গুপ্তধন থেকে থাকে, আর তা যদি ওরা খুঁজে পায়, নিজের অংশ কাজে লাগিয়ে জ্যানেট লেভিন নিশ্চয়ই ওর প্রাপ্য ও ন্যূনতম সুবিধা পেতে পারে। এভাবে বিপজ্জনক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো মোটেই ঠিক হচ্ছে না,

বইঘর.কম

বিশেষ করে জ্যানেটের মতো অভিজাত বংশের একজন লেডির।

মৃদু-মন্দ বাতাসে নড়ছে গাছের পাতা। নিচে ইণ্ডিয়ান ক্যাম্প শেষ পর্যন্ত নীরব হয়েছে। চোখ বুজল অ্যাশলে। এক-দুই ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, অর্ধ-চেতনার মধ্যে টের পাচ্ছে, একটা ফোঁটা পড়ল ঠিক কপালে!

ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও, বৃষ্টি বা অন্য কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। বৃষ্টি অবশ্য হলো না, দু'চার ফোঁটা পড়বার পর বন্ধ হয়ে গেল।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল অ্যাশলের। নিঃসাড় পড়ে থেকে কান পাতল ও, একেবারে নীরব হয়ে আছে ক্যাম্প। কোথাও সামান্য শব্দ বা কারও সাড়া নেই। রক্তলাল চক্ষুর মতো জ্বলছে আগুনের কয়লা, ক্ষীণ ধোঁয়াও নেই। পূর্ণ সজাগ এখন ও। জানে অবচেতন মন জাগিয়েছে ওকে, অযথা নয়। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

যদিও সেটা এখনই ধরতে পারছে না।

ইণ্ডিয়ান বন্ধু ও তাদের কুকুরগুলোর উপর আস্থা রেখে রাতে পাহারা রাখেনি ওরা। ঘাড় না-ফিরিয়ে পাশে তাকাল অ্যাশলে। ওর কয়েক গজ দূরে ঘুমাচ্ছে জ্যানেট লেভিন। তারপর ছেলেটা, ড্যান গার্সিয়া এবং ঠিক পাশে জেস ও'ব্রায়ান। এদিকে অ্যাশলের অন্য পাশে ডেমিয়েন ক্রিমাল।

পিস্তলের বাঁটে চলে গেছে অ্যাশলের হাত, অপেক্ষায় আছে। কী কারণে ঘুম ভেঙেছে? এতক্ষণ ধরতে না-পারলেও, আচমকা এখন কারণটা বুঝে ফেলল। ভুতুড়ে ছায়ার মতো, একটা লোকের অস্পষ্ট কাঠামো দেখতে পেয়েছে মাত্র! জেস ও'ব্রায়ানের ঠিক পাশে, ক্যাম্পের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার দৃষ্টি জ্যানেট লেভিনের দিকে।

দীর্ঘদেহী মানুষ। মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে।

Boighar.com

অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে, যেন মৃতের মুখ! কিন্তু চোখ দুটো কুচকুচে কালো। কালো হ্যাট মাথায়, চওড়া ব্রিমের কিনারা উপরের দিকে উঠানো, ফলে তার মুখের কাঠামো রাতের আবছা অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে।

ওকে দেখতে পায়নি লোকটা, যেহেতু অ্যাশলে যেখানে শুয়ে আছে জায়গাটা বেশ অন্ধকার। যদি দেখেও, অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় একটা কাঠামো দেখতে পাবে সে, এর বেশি কিছু নয়। জ্যানেটের দিকে তার সব মনোযোগ, হাতে ছুরি। এক কদম এগোল সে, পরক্ষণে ইতস্তত করল।

ও'ব্রায়ান ও ছেলেটাকে টপকে যেতে হবে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পছন্দ হচ্ছে না তার। সামান্য শব্দ বা একটা ভুল পদক্ষেপ নিলেই মেয়েটির আশপাশের সবাই জেগে যাবে এবং ধরা পড়ে যাবে সে।

ঝুঁকিটা বিরাট।

এত বড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস করতে পারছে না। আবছা আঁধার হলেও, পনেরো গজ দূর থেকে তার মুখে সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দ্বৈরথ দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে। একজন হলে ঝুঁকি নেয়া যেত, কিন্তু দু'জনকে টপকে যাওয়ার চিন্তা করলেই কলজে কাঁপতে শুরু করে!

শুধু দু'জনকে টপকাতে হবে তা নয়, ঝামেলা আরও আছে। এ পাশে আরও দু'জন—অর্থাৎ অ্যাশলে ও ক্রিমালও খুব কাছাকাছি আছে।

কুকুরগুলো চুপ হয়ে গেছে। বোধহয় ঝিমাচ্ছে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়বার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। মুহূর্তের জন্যে অ্যাশলের মনে হলো গুলি করে ঝেড়ে ফেলে গভীর রাতের অনাহূত অতিথিকে, কিন্তু বন্ধুও হতে পারে সে। অবশ্য একবারের জন্যে বা ভুলেও এ কথা মনে হয়নি। আসলে ওর মনে হচ্ছে টার্গেট না-দেখে গুলি করা ঠিক হবে না।

বইঘর.কম

লোকটা কে?

অ্যাশলের অচেনা। আগে কখনও দেখেনি একে।

ক্যাপ্টেন স্যালজানো বা তার দলের কেউও নয়।

চেনা নেই বটে, কিন্তু এই লোক যে ধাড়ি শয়তান বা মহা বিপজ্জনক লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই অ্যাশলের। আরও একটা বিষয় স্পষ্ট: জ্যানেটকে হয় খুন নয়তো অপহরণ করতে চায় লোকটা।

সন্তর্পণে বাফেলো রোবের কিনারা সরিয়ে দিল অ্যাশলে, পিস্তলের মাযল বের করে দিল। সামান্য শব্দও করেনি ও, কাজের ফাঁকে দেখল আধ-পাশ ফিরেছে লোকটা এবং তার অন্য হাতে এখন একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

অস্ত্র তুলল সে, নিশানা করল। অ্যাশলেকে নয়, জ্যানেটকে তাক করেছে! অন্ধকারে বিরক্তিকর লাগছে তার চোখ দুটো, যেন অ্যাশলেকে আসলেই দেখতে পাচ্ছে সে।

'তুমি আমাকে খুন করতে পারো,' নিচু, শান্ত স্বরে বলল সে। 'কিন্তু আমি ওকে ঠিকই খুন করে ফেলব!'

পিস্তলে তাকে কাভার করে রেখেছে অ্যাশলে, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে লোকটা!

দ্রুত পায়ে পিছু নিল অ্যাশলে, বনের কিনারে চলে এল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না, কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না। তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এল। ভিজতে চায় না বলে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল অ্যাশলে। গাছের নিচে আশ্রয় নিতে পারবে।

কেউ নেই এখানে।

উঠে গেছে জেস ও'ব্রায়ান। 'কী হয়েছে?'

'ক্যাম্পে এসেছিল কেউ,' জানাল অ্যাশলে। 'চোখ-কান খোলা রেখো।'

গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা ছোট্ট বনভূমি তালাশ করেও

Boighar.com

ফায়দা হলো না। লোকটা যেখানেই যাক, খুব দ্রুত সটকে পড়েছে এবং কীভাবে পালাতে হয় সে জানে। মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। বনভূমির পরে খোলা প্রেয়ারি। এত বিস্তীর্ণ ও খোলা প্রান্তর যে দুনিয়ার কারও পক্ষেই বোধহয় এখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

বনের অন্য দিকটা তালাশ করে ক্যাম্পে ফিরে এল অ্যাশলে।

'তুমি দুঃস্বপ্ন দেখোনি তো?' জানতে চাইল ও'ব্রায়ান।

'লোকটা বেশ লম্বা ছিল। আর ফ্যাকাসে...বিশেষ করে কালো চোখের বিপরীতে ওর মুখটা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল।'

'ভূত দেখেছ বোধহয়,' মন্তব্য করল জেস ও'ব্রায়ান।

'একটা কথা কি ভেবেছ? কী ধরনের লোক হলে কুকুরের দলকে ফাঁকি দিয়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়া যায়? চেঁচানো দূরে থাক, একবার ককায়ওনি কোন কুকুর! কোন ঘোড়াও কিছু টের পায়নি। পেলেও সচরাচর যেমন হয়, মনিবকে জানায়, তা করেনি আমাদের কোন ঘোড়া।'

সত্যি কি দুঃস্বপ্ন দেখছিল অ্যাশলে?

'ভূত হবে কেন?' প্রতিবাদ করল ও। 'তা ছাড়া, ওর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।'

'কিছু শুনতে পাইনি,' বলল ও'ব্রায়ান। 'এবং আমি নিশ্চিত, কথা হলে ঠিকই শুনতে পেতাম।'

দু'জনেই শুয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু শান্তির ঘুম আর হলো না অ্যাশলের। যে কেউ ওদের ক্যাম্পে অনায়াসে ঢুকে পড়ছে—চিন্তাটা একাধারে অস্বস্তিকর ও বিপজ্জনকও বটে।

সকালে উঠে প্রথমে চারপাশ স্কাউট করল অ্যাশলে, কিন্তু কোন ট্র্যাক খুঁজে পেল না। জেস ও'ব্রায়ানও তালাশ করেছে, এবং সেও ব্যর্থ হয়েছে। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তির উপর সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছে অ্যাশলে, সকালে নাস্তার সময় যখন সব খুলে বলল

বইঘর.কম

জ্যানেটকে, মাথা নাড়ল মেয়েটি।

ভুতুড়ে লোকটার বর্ণনা দিতে ভীষণ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'কী বলছ! আমার বাবা দেখতে ঠিক এরকম!'

'তা হয় কী করে! তোমার বাবা না মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! মানে...আমাকে তাই বলা হয়েছে। কথাটা বিশ্বাসও করেছি। কিন্তু ভুতুড়ে লোকটা যদি বাবা হতো, নিশ্চয়ই ক্যাম্পে আসত, আমার সঙ্গে দেখা করত বা কথা বলত।'

'ভূত,' এখনও নিজের মতামতে অনড় জেস ও'ব্রায়ান। 'তুমি আসলে একটা ভূত দেখেছ, ম্যান।'

'ধ্যেৎ!' কর্কশ স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল মাইকেল লবেল। 'ভূত বলে আসলে কিছু নেই! স্বপ্ন দেখেছে ও...দুঃস্বপ্ন বলতে পারো। দু'চারবার আমারও অমন হয়েছে। বিশেষ করে যখন খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তবে স্বপ্নের বিষয়বস্তুতে সবসময় ইণ্ডিয়ানরা থাকত, ছেলেবেলায় আমার পুরো পরিবার ইণ্ডিয়ানদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম।'

'যাক্‌গে, আজকের পর থেকে পাহারা রাখতে হবে,' ঘোষণা করল গ্রেগরি শোহান। 'যত ক্লান্তই থাকি না কেন, ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আমি চাই না কোন অচেনা মানুষ বা ভূত আমাদের ক্যাম্পে এসে রাত-বিরাতে হানা দিক।'

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে ওরা। চেয়ানিদের সঙ্গে ব্যবসা করতে যাচ্ছে, বাড়তি শুকনো মাংস সংগ্রহ করবে। এই ফাঁকে উত্তরের অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নেবে। পাহাড়শ্রেণীর পুব কিনারা ঘেঁষে উত্তরে যাবে ওরা। পাহাড় পেরিয়ে যাওয়ার পর পুবে মোড় নিয়ে এগোলে ইণ্ডিয়ান গ্রামে পৌঁছে যাবে।

'শীতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসব আমরা,' বলল

Boighar.com

ক্রিমাল। 'ভাগ্য প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ভাল না-হলে কপালে খারাবি থাকবে।'

'আমি একাই ওদের সামলাতে পারব,' বলল অ্যাশলে।

ওর দিকে ফিরল জ্যাক আবেল। 'তুমি কি আমাদের চেয়ে বেশি সেয়ানা? আমার সন্দেহ আছে, বিদ্বান। আমরা সবাই যাব তোমার সঙ্গে, যেহেতু একা তুমি কোন ভাবেই সফল হতে পারবে না। যাক্‌গে, কিছু মনে কোরো না, পরিস্থিতি অনুযায়ী যা করণীয়, তাই বলেছি। আমি তোমার সামর্থ্যকে খাটো করছি না।'

'না, আমি কিছু মনে করিনি। জানি কাজটা খুব কঠিন হবে।'

'যাওয়ার পথে ফার শিকার করব আমরা,' বলল টম স্কেরিট।

'পুরো এক মরসুমের জন্যে পর্যাপ্ত সাপ্লাই লাগবে আমাদের,' একে একে সবাইকে দেখল অ্যাশলে, জানে এসব কথার তাৎপর্য ওদের কাছে কী। এটা সবার জীবন-মরণ সমস্যা। ও একা হলে শুধুই ওর জীবনের প্রশ্ন, কিন্তু একইসঙ্গে সেটা অবকাশ যাপনের মতো—জীবনের দুটো ভিন্ন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যবর্তী বিরতি বা সংযোজক সময়। অন্যদের মতো ফার শিকারের উপর নির্ভরশীল নয় অ্যাশলে। পুবের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেছে এখনও, এবং চাইলেই পুরানো পেশায় ফিরে যেতে পারে। যে-কোন সময়ে...যদি ইচ্ছে হয়।

'ধন্যবাদ। সবার বদান্যতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। মিস্ লেভিনও নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ বোধ করবে।'

'নিশ্চয়ই! আমিও কৃতজ্ঞ বোধ করছি!' সোৎসাহে বলল জ্যানেট লেভিন।

তো, সেই মুহূর্ত থেকে এ বিষয়ে আর কোন কথা হলো না, বরং উত্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল।

বইঘর.কম

কিন্তু তারপরও, ফ্যাকাসে মুখের দীর্ঘদেহী লোকটাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছে না অ্যাশলে। যে যাই বলুক, একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত–লোকটা ভূত নয়। জলজ্যান্ত মানুষ। হিংস্র ও মারকুটে এক খুনি।

এগারো

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে রওনা দেয়ার উপায় নেই, প্রস্তুতি নিতে সময় লাগবে। পরিকল্পনা করতে হবে, নানা দরকারী জিনিস জোগাতে বা সংগ্রহ করতে হবে। ওয়াক-বাই-নাইটের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করল অ্যাশলে–ট্রেইল, শিকার, পাহাড়, পানির উৎস ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিতে চাইছে। অনেক উত্তরে শিকারে বহুবার গেছে সে, ক্রোদের গ্রামে রেইড করতেও গেছে কয়েকবার।

শেষে, তাকে মাপটা দেখাল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে, চিন্তা করবার পর জায়গাটা চিনতে পারল সে এবং অ্যাশলেকে সঠিক নির্দেশনা দিল। এ সম্পর্কে অবশ্য কিছু বলল না ও।

ইতোমধ্যে ছিপছিপে দেহের শক্তিশালী একটা অ্যাপালুসা অ্যাশলেকে উপহার দিয়েছে ওয়াক-বাই-নাইট। শপথ করেছে মোষ শিকারের জন্যে এরচেয়ে সেরা ঘোড়া আর হতে পারে না। অ্যাশলের নিজের ঘোড়াটা বেচে দিয়েছে ফেদার ম্যান নামে এক ইণ্ডিয়ানের কাছে, বিনিময়ে প্যাকহর্স হিসাবে ব্যবহারের জন্যে একটা বাকস্কিন ও জেব্রা ডান দিয়েছে।

Boighar.com

শেষপর্যন্ত মালামাল গুছিয়ে নিল ওরা, ঘোড়ার পিঠে চাপাল। চেয়ানিদের কাছে বাড়তি খাবার নেই বলতে গেলে, তারপরও যতটা সম্ভব ওদেরকে আপ্যায়ন করল ইণ্ডিয়ানরা। সামনে ভয়াবহ ও দীর্ঘ শীত আসছে, তারপরও অপর্যাপ্ত খাবার থেকে অতিথি আপ্যায়ন করছে–চেয়ানিদের মহানুভবতা তো বটেই!

সকালটা কুয়াশাময় হলেও ওরা যখন যাত্রা করল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দূর আকাশে তখনও কয়েকটা তারা রয়ে গেছে। নেতৃত্বে রয়েছে গ্রেগরি শোহান, পাশে ডেমিয়েন ক্রিমাল; এরপর মাইক লবেল ও জেস ও'ব্রায়ানের পিছনে প্রায় এক ডজন প্যাকহর্স। মাঝখানে অ্যাশলে ও জ্যানেট। প্যাকহর্সের ঠিক মাঝখানে গার্সিয়া। টম স্কেরিট ও জেক আবেল সবার পিছনে।

এগিয়ে চলল ওরা। নদীর তলায় নেমে পানি ঠেলে এগোতে থাকল। পানির গভীরতা হাঁটুর নিচে বলে দ্রুত এগোতে পারছে। সদ্য ফেলে আসা ক্যাম্পের সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব তৈরি করতে চায়, আশায় আছে যদি ওদের অনুপস্থিতি চোখে না-পড়ে। বিশেষ করে...নদীর তলায় যেহেতু ট্র্যাক খুঁজে পাবে না কেউ!

ক্যাপ্টেন মারিয়ো স্যালজানো ধাওয়া করলেও এ নিয়ে চিন্তিত নয় কেউ, কারণ উত্তরে যাচ্ছে ওরা–ক্রমে স্পেনিশ টেরিটরি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ওদের খেদিয়ে বেড়ানোর কথা নয় ক্যাপ্টেনের, যদি না জ্যানেট লেভিনের প্রতি তার আগ্রহ থেকে থাকে।

ওরা এটাও মনে করে না যে সান্তা ফে থেকে সে-ই অনুসরণ করে এসেছে জ্যানেটকে।

এই সকাল থেকেই পাতা ঝরতে শুরু করেছে। তবে হেমন্তের আগমনে বহু পাতাই লাল ও স্বর্ণালি রঙ ধারণ করে।

বইঘর.কম

সরু নদীর তলা থেকে উঠে এল ওরা, কিছুদূর বিরান প্রান্তর ধরে এগোনোর পর আরও একটা নদী দেখতে পেল। তবে এটা অপরিচিত। উত্তর থেকে এসেছে।

নীরব হয়ে আছে জ্যানেট, পথ চলতে আগ্রহী মনে হচ্ছে না। তবে অসহযোগিতাও করছে না, যেহেতু উপলব্ধি করতে পারছে যে যত দ্রুত সম্ভব পথ-চলা ছাড়া উপায় নেই আমাদের। যত এগোচ্ছে ওরা, অ্যাশলে খেয়াল করল জ্যানেট লেভিনের অস্বস্তি যেন ক্রমে বেড়ে চলেছে; মাঝে মধ্যেই সূর্যের দিকে চলে যাচ্ছে মেয়েটির দৃষ্টি, যেন সূর্যের অবস্থান থেকে দিক-নির্ণয় করবার চেষ্টা করছে।

'যদি কিছু বলবার থাকে, সেটা এখন বলে ফেলাই ভাল।'

'কী বললে?' সন্দেহ মেয়েটির চোখে। 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

শ্রাগ করল অ্যাশলে। 'এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই না? স্পেনিশ কলোনি থেকে কেউ একজন তোমাকে অনুসরণ করছে। কেন? কারণ সে বিশ্বাস করে ওর কাঙ্ক্ষিত কিছু একটা তোমার কাছে আছে বা জানো ওটা কোথায় আছে।

'আমি যে-লোককে দেখেছি, যার সঙ্গে নাকি তোমার বাবার চেহারায় খুব মিল আছে–তোমার কথা অনুযায়ী, ওকে দেখে মনে হয়নি রূপে মুগ্ধ হয়ে কোন মেয়ের পিছু নেবে। চাবুক দিয়ে হয়তো পেটাবে কোন মেয়েকে, কিন্তু পিছু নেয়া...উঁহুঁ, ওই লোকের সঙ্গে কোন মতেই এটা যায় না। ওকে দেখে বরং আমার মনে হয়েছে দুনিয়ার দুটো জিনিস ছাড়া অন্য কিছুতে কোন আগ্রহ নেই: অর্থ ও ক্ষমতা।'

'আমি তাকে চিনি না।'

'কিন্তু তোমাকে চেনে সে এবং আমাদেরকে অনুসরণও করবে।'

'আমরা ওকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পারিনি?'

Boighar.com

‘ওই লোককে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব। ট্রেইলে ও নেকড়ের চেয়ে চালু। ওকে খসাতে চাইলে ওর চাওয়া জিনিসটা তোমার দিয়ে দিতে হবে।’

‘অসম্ভব! কিছুতেই দেব না!’

নিঃশব্দে হাসল অ্যাশলে। ‘আমিও দেব না। কিন্তু কথা হচ্ছে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদের। ছুটব, কখনও থেমে পাল্টা লড়াই করব, তারপর আবার ছুটব। এই মানুষগুলো,’ ঘাড়ের উপর হাতের চক্কর কেটে বন্ধুদের দেখাল ও। ‘এরা তোমার জন্যে ওদের জীবন ও এ মরসুমের ফার শিকার বাজি রাখছে। সেক্ষেত্রে, অন্তত এটা তো বলতে পারো যে কেন বা কার বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের।’

জেদী মেয়ে। একগুঁয়ে। কিছুই বলবে না। তবে সেই আশায় বসে থাকেনি অ্যাশলে, বরং মনে মনে নানা সম্ভাবনা ভেবেছে। আচমকা উপলব্ধি করল ওর পকেটে এর উত্তর থাকতে পারে। মি. কনওয়ের পকেট হাতড়ে টুকিটাকি যে জিনিস পেয়েছিল, ওগুলোর মধ্যে কোন সূত্র থাকতে পারে। তাকে গোর দেয়ার আগে পকেট থেকে সব জিনিস রেখে দিয়েছিল।

থমকে গেল অ্যাশলে। মনে মনে স্মরণ করতে চাইল কী কী জিনিস পেয়েছিল। ম্যাপ তো বটেই, এর বাইরে ছিল বেশ কয়েকটা মুদ্রা ও বোতাম!

প্রথম দিন হিসাবে সেদিন ভালই এগোল ওরা। ক্রীকের তলা ধরে কিংবা গাছের নিচ দিয়ে এগিয়েছে। যথেষ্টরও বেশি কাভার পেয়েছে।

দু’বার থেমেছিল বিশ্রাম নিতে। নিজেদের চেয়ে ঘোড়ার দম নেয়া জরুরি ছিল। প্রতিবারই কেউ না কেউ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের ট্রেইল রেকি করেছে। কিছু চোখে পড়েনি, শুনতেও পায়নি।

বইঘর.কম

‘কেউ যদি স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের মতো আমাদের হদিশ না-পায়,’ মন্তব্য করল জেস ও’ব্রায়ান। ‘আমার তো মনে হয়ে ওদের ঠিক ফাঁকি দিতে পেরেছি।’

‘আমি যাকে দেখেছি ওই ব্যাটাকে দেয়া যাবে না,’ দ্বিমত পোষণ করল অ্যাশলে। ‘ওকে দেখে মনে হয়েছে এরচেয়ে নিষ্ঠুর, নির্মম লোক আর হয় না। কোন কিছুতে থামতে জানে না, ওকে কোন ভাবেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।’

এখানে-সেখানে থোকা থোকা কিশমিশ ঝুলছে ঝোপে। নরম রসাল ফলগুলো দেখে জিভে জল আসে! সোৎসাহে ওগুলো পেটে চালান করতে লাগল সবাই, স্বাদের পরিবর্তনে খুশি।

দু’বার গ্রিজলি চোখে পড়েছে। একবার একসঙ্গে তিনটা ছিল, মা-র সঙ্গে দুই বাচ্চা, পাহাড়ের কোলে দু’শো গজ দূরে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে মা। উঠে দাঁড়িয়ে সন্দিহান চোখে ওদের দেখল মা-গ্রিজলি, মানুষদেরকে ধীর গতিতে চলে যেতে দেখল।

দু’বার ট্রেইলের পাশে মোষের খুলি দেখেছে। সবক’টার শিং পশ্চিম দিকে তাক করা। ভবিষ্যতে ভাল শিকার মিলতে এ কৌশল অবলম্বন করে ইণ্ডিয়ানরা। বাস্তবে তা কতটা কার্যকরী প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু রেডস্কিনদের বিশ্বাসের সঙ্গে তাল মেলাতে ক্ষতি নেই—এ তো জানা থাকছে যে সামনে গেলে মোষের দেখা মিলতে পারে।

তবে বাস্তবে মোষ নয়, ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ছাপ নেই।

সরাসরি পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ওরা, ধীর-স্থির হলেও টানা গতিতে। যতটা সম্ভব নিচু জায়গা ব্যবহার করছে, খোলা জায়গায় যাচ্ছে না বললে চলে। মুখে তালা মেরে রেখেছে জ্যানেট লেভিন, প্রকৃতি-প্রেমিক হয়ে গেছে যেন—সব আগ্রহ ঢেলে দিচ্ছে প্রকৃতিতে! কয়েকবার থেমেছে মেয়েটি—পাথুরে

Boighar.com

খাঁজ, শিলাস্তর বা বহির্বর্তন খুঁটিয়ে দেখেছে; এবং পরিণতিতে যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেছে।

দিনের শেষ আলো কাজে লাগিয়ে ক্যাম্প করল ওরা। ট্রেইল থেকে খানিক নিচুতে, সরু নদীর কিনারে থেমেছে। সরু হলেও নদীতে পানির স্রোত আছে। দুই ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা আর অ্যাসপেনের সারি।

আকাশে হাজারো তারা। আবহাওয়া গুমট, সারা দিন ধরে বৃষ্টি হবো হবো করছে। এখনও তাই। দূরে মেঘের গুড়গুড় শব্দ।

কাউকেই আলাপে আগ্রহী মনে হলো না। অ্যাশলের ধারণা, প্রায় প্রত্যেকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনের কারণে গম্ভীর হয়ে গেছে। যা করেছে বা করতে যাচ্ছে তার পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে ভাবছে। অসময় হলেও ফাঁদ পেতে এসেছে জেস ও'ব্রায়ান ও জেক আবেল। জায়গাটা বীবরের জন্যে আদর্শ, যদিও কোন ধরনের বাঁধ চোখে পড়েনি এবং অন্ধকারের মধ্যে খোঁজ করা সম্ভব ছিলও না। বীবরের একটা অভ্যাস আছে: কচি গাছ পেলে সেটাকে পানির তলা পর্যন্ত টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়।

'আমাদেরকে যদি কিছু বলবার থাকে তোমার,' কফি খাওয়ার ফাঁকে জ্যানেটকে বলল অ্যাশলে। 'জলদি বলে ফেলো, কারণ বেশ দ্রুত এগোচ্ছি আমরা।'

'এ কথা কেন বললে?'

'একটা কিছু নিয়ে চিন্তিত তুমি, গাড্ডায় পড়ে গেছ। অনুমান করতে পারছি সেটা কী। দেখো, আমিই প্রথম কনওয়েকে খুঁজে পেয়েছিলাম।'

'ও কি বেঁচে ছিল? তুমি যখন ওকে খুঁজে পাও, তখন বেঁচে ছিল ও?'

'উঁহুঁ, বেশ আগেই মারা গিয়েছিল। কিন্তু কিছু আনুষ্ঠানিকতা তো থাকে। কেউ মরে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে গোর

বইঘর.কম

দিয়ে ফেলা যায় না। আত্মীয়-স্বজনকে জানাতে হয়। কেউ হয়তো তার সম্পর্কে বা কী ঘটেছে জানতে চাইতে পারে।'

'না, অমন কেউ নেই ওর। এতিম ছিল ও। দুনিয়ায় একমাত্র আমার বাবাই ছিল ওর একমাত্র আত্মীয় ও বন্ধু। বাবা তো আগেই মারা গেছেন, এবার কনওয়ে চলে গেল।'

'হয়তো নেই। যাক্‌গে, আমি তো তখন এসব জানতাম না, তাই যা দায়িত্ব মনে হয়েছিল তাই করেছি।'

'কী করেছ?'

'ওর পকেট চেক করেছি।' অ্যাশলে খেয়াল করল নিঃশ্বাস আটকে গেছে জ্যানেটের, মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল যেন। 'পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পকেট তালাশ করা দরকার ছিল। গোর দেয়ার আগে সবকিছু নিয়ে নেয়াই তো নিয়ম, তাই না, যাতে পরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে বুঝিয়ে দেয়া যায়?'

'বলেছি তো ওর কোন্ আত্মীয় নেই। আমাকে দিয়ে দিতে পারো। আত্মীয় না-থাকলেও আত্মীয়ের কাছাকাছি কিছু একটা বলতে পারো আমাকে।'

'দিয়ে দেব। জিনিসগুলোর একটা হচ্ছে ম্যাপ। কিছু মুদ্রা ও বোতামও ছিল। বোতামগুলো খুবই দুর্লভ প্রকৃতির।'

'এমন কিছু ওর কাছে আছে বলে শুনিনি। জানতামও না।'

চুপ করে থাকল অ্যাশলে, কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাম্পে চলে আসবে সবাই। আগুনে কাঠ যোগ করল ও, তারপর বলল: 'আমি জানতাম,' দেখল এবারও বিষম খাওয়ার দশা যুবতীর।

'তুমি কী জানতে?' সামান্য ইতস্তত করাবার পর জানতে চাইল জ্যানেট।

'তুমি কী?'

'বোতামগুলো চিনতে পেরেছি। দেখো, মিস্ লেভিন,

Boighar.com

আমি খুব কৌতূহলী মানুষ। সময়ে পেলেই পড়াশোনা করি, গল্প শুনি। কোন ব্যাপারে আগ্রহী হলে খোঁজখবর নিই। কোন লোক যখন জ্ঞান অন্বেষণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে পড়ে, অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্যে যে-কোন কাজ করতে পারে সে, ভুতুড়ে বা ব্যাখ্যাতীত কাজ-কারবারও করতে পারে।

'কৌতূহল নিবৃত্ত করতে করতে মানুষের জ্ঞান বাড়তে থাকে। তখন দু'য়ে দু'য়ে চার মেলানো কঠিন হয় না। তোমার বাবাও একজন আগ্রহী মানুষ ছিলেন, সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। কীভাবে বা ঠিক কবে তিনি গুপ্তধন সম্পর্কে প্রথম জেনেছিলেন তা কখনোই জানতে পারব না আমরা। কনওয়েও এ সম্পর্কে সব জানত। বোতাম হচ্ছে একটা প্রমাণ, যাতে বোঝা যায় এ ব্যাপারে মি. লেভিনের অজ্ঞাত কিছু নেই।'

'ওঁরাই ছিলেন শেষ মানুষ, যাঁরা এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন,' বলল জ্যানেট। 'বাবা যখন প্রাচীন চার্চটা খুঁজে পেলেন, দেখলেন সব গুপ্তধন উধাও হয়ে গেছে...কেউ নিয়ে গেছে। কয়েকটা বোতাম, একটা মেডেল পেলেন...আর কিছু মুদ্রা। সঙ্গে একটা রত্ন পেয়েছিলেন, পালানোর সময় তাড়াহুড়ো করে ফেলে গিয়েছিল চোরেরা।'

'যা বলেছ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু বুড়ো ইণ্ডিয়ানের ব্যাপারটা ভুলে গেলে হবে কী করে? তোমার বাবাকে কী যেন বলেছিল সে। আমার তো মনে হয় যথেষ্টই বলেছিল।'

ইতস্তত করছে জ্যানেট, অ্যাশলের চোখে স্থির তীক্ষ্ণ চাহনি, কী যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। 'সাহায্য আমার লাগবেই, এ ছাড়া সফল হতে পারব না। এদের উপর কি বিশ্বাস বা আস্থা রাখা যায়?'

'তোমাকে সাহায্য করবে বলে জীবনের পরোয়া করছে না ওরা!'

'না আমি যা খুঁজছি সেটা খুঁজে বের করতে?'

বইঘর.কম

'ব্যাপারটা যখন সোনা বা গুপ্তধন কিংবা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে, তখন কিন্তু খুব বেশি মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু আমার ধারণা এদেরকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। গত কয়েকদিনে আমি দেখেছি এদের প্রত্যেকেরই নীতি আছে, এবং যার যার বিশ্বাস যত আলাদা হোক, এরা সবাই সম্মানিত মানুষ।

'যাই হোক, চিন্তা করে দেখো। এখন যদি তুমি গুপ্তধন ছাড়া, খালি হাতে চলে যাও, ফিরে যাবে কীভাবে? হারিয়ে যাওয়া শহর, সভ্যতা, বসতি আর অফুরন্ত ধন-সম্পদের হাজার হাজার গল্প শোনা যায়। তোমারটা যে সেই হাজারের একটা নয়, তার কী নিশ্চয়তা? কেন তোমাকে বিশ্বাস করবে? ইণ্ডিয়ান এলাকার গভীরে তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছে এমন বুকের পাটা ক'জন মানুষের আছে?

'আরও ব্যাপার আছে। তুমি চলে গেলে আর তখন যদি অন্য কেউ গুপ্তধন খুঁজে পায়? আমরা তো বলতে পারি না যে সেই বুড়ো ইণ্ডিয়ানই গুপ্তধন সম্পর্কে একমাত্র জানে, বরং অন্য কারও জানাই স্বাভাবিক। তোমার বাবার মতো দেখতে ওই লোক, সে কী বা কতটা জানে?'

অ্যাশলে যা বলেছে, মিথ্যে বা বাড়িয়ে বলেনি। অকাট্য যুক্তি আছে ওর কথায়। এসব বিলকুল বুঝতে পারছে জ্যানেট। জোর প্রস্তুতি নিয়ে আবার কখনও এখানে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, আঙুল কচলাচ্ছে ও, ভাবছে।

মেয়েটির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে অ্যাশলে। যুবতী মেয়ে একা, পরিকল্পনা করা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি এমন এক স্থানে এসে পড়েছে–সভ্যতা থেকে বহু দূরে; আর বুনো ও বিপজ্জনক এ জায়গা থেকে যদি জীবিত ফিরে যেতেও পারে, সঙ্গী হবে শোচনীয় দারিদ্র্য–যে পৃথিবীতে দয়া বা সহানুভূতি খুব কমই পাওয়া যায়।

Boighar.com

ক'জন আগন্তুকের মধ্যে এসে পড়েছে মেয়েটি। কর্কশ চেহারার এক দল লোক, যারা নিজেরা নিজেদের প্রভু—কারও বা কোন কিছুর প্রতি তাদের আনুগত্য নেই। যুবতী জানে অ্যাশলে ও ও'ব্রায়ান আইরিশ, কিন্তু তাতে খুশি বা নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই; কারণ আইরিশদের মধ্যে দুর্বৃত্ত বা ঠগের অভাব নেই।

'বুঝতে পারছি না কী করব,' অসহায় কণ্ঠে বলল যুবতী। 'আমার...আমার তো কেউ নেই। সান্তা ফেয় যখন এসেছি, চিন্তাও করতে পারিনি এমন পরিস্থিতিতে পড়ব। মি. কনওয়ে সাহায্য করতেন, ড্যানও করত। আমি ওদের বিশ্বাস করি।'

'এখন আমাদেরকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই তোমার।'

স্থিরদৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখছে জ্যানেট, কাকুতিপূর্ণ চাহনি। পরিস্থিতি সত্যি খারাপ। সবকিছুর ঝুঁকি নিতে হবে। পুরোটা। পেলে সব পাবে, নইলে সব হারাবে।

'তুমি...তুমি কি গুপ্তধন সম্পর্কে জানো?'

'জানি। এ ধরনের গল্পে আগে থেকে আগ্রহ ছিল আমার। এ গল্পে কিছু ঘাপলা আছে, যা নিয়ে অবশ্য এখনই আলাপ করব না আমরা। পরে, সময়-সুযোগ মতো আলোচনা করব, কেমন? কী জানো, এখানে আসলে দুটো গুপ্তধনের ব্যাপার।'

'জানতাম না তো!'

'শুরুটা হয়েছিল মাল্টায়। মাল্টার এক রেনিগেড নাইট সোনার মেডেল, কিছু রুপোর বোতাম আর প্রায় ডজনখানেক দামী ও সুদৃশ্য রত্ন নিয়ে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আসে। সে জানত সহকর্মী নাইটরা ওকে খুঁজে বেড়াবে, চারদিকে ছুটবে লোকজন। স্পেনে গিয়ে এই নাইট স্পেনিশ সৈন্যদলে যোগদান করে। এদেরকে তখন ইণ্ডিজে পাঠানো হতো।

'ওর ইচ্ছে ছিল কোন একটা দ্বীপে গিয়ে বড়সড়

খামারবাড়ি কিনে বসবাস করবে। কিন্তু ধাওয়াকারীরা ওকে গ্রেফতার করবার সব আয়োজন করে রাখে। গ্রেফতার হওয়ার আগেই, আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারও হয়ে যায়।

'এদিকে একটা রত্ন বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে সে এবং একটা জাহাজ কিনে চোরাচালান শুরু করে। নিজেই ক্যাপ্টেন বনে যায়। ভিন্ন নামে পরে দাস-ব্যবসা শুরু করে। ইণ্ডিয়ান গ্রামে চলে যেত সে, জোর করে ধরে নিয়ে আসত ইণ্ডিয়ানদের, জাহাজে নিয়ে যেত দূরে কোথাও এবং শেষে দাস হিসাবে বেচে দিত। বেশ জমে ওঠে ব্যবসা। এমনই একটা অভিযানে পরিত্যক্ত এক গ্রামে গিয়ে জনশূন্য চার্চে উপস্থিত হয় সে। দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানদের কারণে খালি হাতে ফিরতে হয়, এটাও তেমন অভিযান ছিল।

'সে-বার অবশ্য শূন্য হাতে ফেরা লাগেনি। বন্দি এক ইণ্ডিয়ান আচমকা এক গুপ্তধনের গল্প শোনাল। দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়ার জন্যে বেশ কয়েকজন ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নিজের মুক্তির বিনিময়ে গুপ্তধনের কথা ফাঁস করবে বলে কথা দিল সে।

'আমাদের ক্যাপ্টেন তার কথা শুনল। ইণ্ডিয়ান জানাল যে স্পেনিশরা যখন মণ্টেজুমা নিয়ে নেয়, বিস্তর সোনা লুকিয়ে রাখা হয় এবং সে জানে সেই সোনা কোথায় আছে। পরে, সোনার কাছে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যায় ইণ্ডিয়ান এবং যথারীতি খুন হয়ে যায়। গুপ্তধন খুঁজে পেয়ে আগের রত্ন সহ প্রাচীন চার্চের কোথাও ভাণ্ডারে ভরে লুকিয়ে রাখে ক্যাপ্টেন। তারপর চলে আসে সে খালি হাতে।'

'আমি জানতাম না ঘটনা আসলে কীভাবে ঘটেছে,' বলল জ্যানেট। 'তুমি এত কিছু জানলে কী করে?'

'যা বলেছি এর বেশিরভাগই রেকর্ড বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দলিল হিসাবে সংগৃহীত। মানুষ যাই মনে করুক, আসলে গোপন বলতে কিছু থাকে না; অথচ তারপরও সবাই ভাবে

Boighar.com

তার ব্যাপার গোপন থাকবে। যে ইণ্ডিয়ান মুক্তি পাওয়ার বিনিময়ে ক্যাপ্টেনের কাছে গল্পটা বলেছিল, নিশ্চয়ই ওই গল্প বন্ধুদের কাছেও সে কোন না কোন সময়ে বলেছে। বলবারই কথা। কিংবা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রফা হওয়ার খবর নিশ্চয়ই জানিয়েছে অন্যদের। এই বুড়ো ইণ্ডিয়ান যখন বাড়ি ফিরে যাবে না–যেহেতু খুন হয়ে গেছে–মুখ খুলবে ওর সঙ্গীরা।

'সোনার গন্ধ সবার নাকে একই রকম লাগে, ভেদাভেদ নেই এতে। আর মধু থাকা মানেই ভ্রমর হাজির হবে। হেডকোয়ার্টারে মাল্টার এক রেনিগেড নাইট সম্পর্কে তদন্ত শুরু হতে ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠানো হলো। কর্তৃপক্ষের জন্যে হতাশার ব্যাপার, এমনকী ক্যাপ্টেনের জন্যেও, সে নিজেকে যতটা কঠিন ও সেয়ানা মনে করত, আসলে ততটা ছিল না। জেরার মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি সে।

'ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে যা জানা গেছেঃ সে আসলে কিছুই জানে না, কিছু লুকিয়ে রাখেনি এবং শেষ পর্যন্ত, নাইটদের বিচারে সে শাস্তি পেয়ে যায়, কারণ হচ্ছে সে নাইটদের গোপন সব ব্যাপার জানত। এমন একজন বিপজ্জনক লোককে ওর সহকর্মীরা ছাড়তে পারেনি, এটাই তো স্বাভাবিক।

'রেনিগেড মারা গেল, কিন্তু এই কেসের রিপোর্টে পাদটীকা হিসাবে লেখা হলোঃ কোন কিছুর সংশ্লিষ্টতা বা প্রমাণ না-পাওয়া গেলেও কথিত আছে যে প্রাচীন এক চার্চে বা মিশন চ্যাপেলে সব রত্ন বা গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে সে।'

'আমি তো এসবের কিছুই জানি না!'

'এর সবই বহুদিন আগের কথা। মজার ব্যাপার কী জানো, আমি এ ব্যাপারে প্রথম শুনেছিলাম ফ্রান্সে। সারা পৃথিবীর প্রত্নতত্ত্ব, হারানো গুপ্তধন ও শহর সম্পর্কে আলাপ করছিলাম আমরা, অলস আলাপ বলতে পারো।

'মাদ্রিদ থেকে এসেছিল এক যুবক। পুরো গল্পই জানত

বইঘর.কম

সে। পরে, আগ্রহ বোধ হওয়ায় আমরা কিছু খোঁজখবর নিয়েছি।'

'কিন্তু সেই গুপ্তধন তো নেই! প্রাচীন চার্চের অবস্থান কীভাবে যেন বাবাও জানতে পেরেছিলেন, কিংবা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু খোঁজ চালিয়ে দেখেন গুপ্তধন বলতে কিছু নেই। টুকিটাকি যে জিনিস তিনি পেয়েছেন, তাও বেশ গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে রাখা ছিল। বাবা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন রাতের অন্ধকারে সব গুপ্তধন বা দামী জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং যারা সরিয়েছে তারা নিজেরাও জানে না যে সব কিছুই নিয়ে গেছে। কিচ্ছু রেখে যায়নি।'

'হয়তো। তবে গল্পের কিন্তু শেষ হয়নি। দু'জন লোক, যারা পেয়েছিল এসব, এক দল ইণ্ডিয়ানকে ভাড়া করে এবং উত্তরে যাত্রা করে। এটা অবশ্য অনেক আগের কথা...নিউ মেক্সিকোয় আনজার উপনিবেশ স্থাপনের আগে। লোক দু'জন পালাল এবং বহু উত্তরে গিয়ে এক পর্যায়ে একজন অন্যজনকে খুন করে ফেলে। পরে সে এবং দলের বেশিরভাগ লোক ইণ্ডিয়ানদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে।'

'তারপর?'

'এখানেই তোমার আগমন, যদি সত্যি গুপ্তধনের হদিশ জানা থাকে তোমার। সত্যি কথা হচ্ছে, সেই গুপ্তধন এখনও আগের জায়গায়ই আছে।' বাতাসে নাচছে আগুনের শিখা, বিলাপের মতো শব্দ হচ্ছে। আগুনে কয়েকটা কাঠি যোগ করল অ্যাশলে, কান খাড়া করে শব্দ শুনল—অন্যদের সাড়া পেতে চাইছে। দূরে, আর্তনাদ করল একটা নেকড়ে...অন্ধকারে বড় নিঃসঙ্গ, করুণ ও অদ্ভুত শোনাল।

'দু'শো বছর আগের কথা এসব!' ফিসফিস করল জ্যানেট।

'দীর্ঘ সময়। কিন্তু এখানে সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, বিশেষ করে, স্থান নির্বাচন যদি সঠিক হয়। নদীর তীর

Boighar.com

যে-কোন বিচারে কিছু লুকিয়ে রাখবার জন্যে নিকৃষ্ট জায়গা। নদী গতিপথ বদলায়, দুই তীর থেকে সব ধুয়ে নিয়ে যায়। নদীর তীরে কিছু রাখা হলে সেটা পরে না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।' পলকের জন্যে জ্যানেটকে দেখল অ্যাশলে। 'সে ধারে-কাছে কোথাও খুন হয়নি, তুমিও জানো। জায়গাটা এখান থেকে অনেক পুবে, বড়সড় একটা ইণ্ডিয়ান বসতির ধারে।'

'জানি। সবার কাছে তাই শুনেছি।'

'এটা তা হলে সত্যি নয়?'

'না,' জবাবে বলল জ্যানেট। 'আসল গল্প হচ্ছেঃ দুই অফিসার ফ্রান্সিসকো ডি লেয়ভা বনিলা ও অ্যাণ্টোনিয়ো গুতিরেজ ডি হুমানা। নুয়েভো ভিজকায়া থেকে যাত্রা শুরু করে স্যান ইলডেফোন্সোর কাছাকাছি পুয়েবলো*তে পৌঁছায় ওরা। এ মুহূর্তে শহরের অবস্থান কিন্তু ঠিক সেখানে। তারপর পুব দিকে পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করে তারা, ইচ্ছে ছিল উত্তরে গিয়ে কুইবেকে ফরাসী বসতিতে পৌঁছবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে ওরা এবং হুমানা লেয়ভাকে ছুরিকাঘাত করে মেরে ফেলে। পরে অবশ্য হুমানাও ইণ্ডিয়ান বসতির কাছাকাছি গিয়ে খুন হয়ে যায়, সেটা পুবে পাহাড়ি এলাকায়, কিন্তু মরে যাওয়ার আগে ঠিকই গুপ্তধন লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

'ইণ্ডিয়ানরা ঘিরে ফেলেছিল তাকে, ক্রমে এগিয়ে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সেই মুহূর্তে বুঝে ফেলে এদের হাতে বন্দি হতে যাচ্ছে। মরে গেলে গুপ্তধন কাজে আসবে না বলে বন্দি হতে মনস্থ করে সে, মুক্ত হতে পারলে তা হলে পরে ফিরে এসে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবে। ঝটপট সব

---

*পুয়েবলো (Pueblo) রোদেপোড়া ইট ও পাথর দিয়ে বানানো গ্রামীণ বাড়িঘর, মেক্সিকোন ও দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় দেখা যায়।

বইঘর.কম

মালামাল লুকিয়ে ফেলে সে। কিন্তু বেচারার ভাগ্য খারাপ, ইণ্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়ে যায়।'

'তুমি কি জানো গুপ্তধন কোথায় আছে?' অ্যাশলের চকিত জিজ্ঞাসা। 'আমাদের কাছে একটা ম্যাপ আছে, কিন্তু এটা পরিপূর্ণ নয়। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত। সুনির্দিষ্ট ইচ্ছে ও যুক্তি থেকে এটা করা হয়েছে।'

'যে-কোন দিন ওখানে আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা,' নিতান্ত অনীহার সুরে বলল জ্যানেট লেভিন।

কিন্তু অ্যাশলের কাছে মনে হলো প্রশ্নের জবাব ও পেয়ে গেছে...জ্যানেট জানে গুপ্তধন কোথায় আছে!

দীর্ঘক্ষণ আলাপ করছে ওরা। কাউকে ওদের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী মনে হলো না, কেউ বিরক্ত করতেও আসেনি। একজন লতাপাতা বিছিয়ে জ্যানেটের জন্যে বিছানা তৈরি করল, তার উপর নিজের কম্বল বিছিয়ে দিল জ্যানেট। শুয়ে পড়ল একটু পর।

বিছানায় শুয়ে কান পাতল অ্যাশলে, রাতের শব্দ শুনল। স্বস্তিতে আছে বলা যাবে না, বরং তলে তলে উদ্বেগ ও উত্তেজনার চোরা স্রোত বইছে। এমনই এক রাতে দেখা ফ্যাকাসে চেহারার মুখটা মনে পড়ল...ভয়ঙ্কর একটা মুখ। মুখটা দেখতে যেমন, মনে করাও খুব অস্বস্তিকর।

বারো

ঝাপসা আলোর মাঝে ধীরে ধীরে ভোর হলো। আকাশ

Boighar.com

মেঘলা হয়ে আছে ভারী মেঘের আনাগোনায়। আগুনের কাছে গাদাগাদি হয়ে বসেছে ওরা, উষ্ণতা উপভোগ করছে; রান্না হচ্ছে কড়াই ও পাত্রে। এক ফাঁকে গোমড়া-মুখে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল সবাই। মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ।

বিপদ আসন্ন এবং সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তা নিশ্চিত অনুমান করতে পারছে ওরা।

ঠাণ্ডা বলেই, কফির স্বাদ দারুণ লাগছে। অদ্ভুত হলেও তাজা ও গাঢ় কফির স্বাদ এবং আগুনের উষ্ণতায় চাঙা বোধ করল ওরা, নতুন করে যেন প্রাণশক্তির সঞ্চার হলো! উদ্যম ফিরে পেতে শুরু করল সবাই।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গ্রেগরি শোহান। 'তোমরা যদি চুপচাপ বসে থাকতে চাও, থাকতে পারো,' বলল সে। 'আমি চারপাশে ঘুরে আসতে যাচ্ছি।'

কাপ থেকে তলানি মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়াল জেস ও'ব্রায়ান। 'আমিও যাচ্ছি ওর সঙ্গে।'

পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের বলেছে অ্যাশলে–গন্তব্যের কাছাকাছি আছে ওরা, এবং সে-হিসাবে তৈরি আছে সবাই।

সবার মধ্যে সবচেয়ে কম কথা বলে টম স্কেরিট। জ্যানেটের পাশে থামল সে। 'চিন্তা কোরো না, ম্যাম। যুক্তরাষ্ট্র বা যেখানেই যেতে চাও, মালামাল সহ–সেটা যাই হোক–তোমাকে পৌঁছে দেব আমরা।' চারপাশ ইশারা করল সে। 'আমি একা নই, সবার পক্ষ থেকে বলছি।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় জানাল ডেমিয়েন ক্রিমাল।

'ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঢুকে পড়েছি,' বলল জেক আবেল। 'সংখ্যায় অনেক থাকবে ওরা, বিপরীতে আমরা থাকব হাতে গোনা কয়েকজন। মাইক, আশা করি ট্রিগার থেকে দূরে থাকবে তোমার হাতটা এবং সেধে উটকো ঝামেলা পাকাবে না। ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে তোমার কী মনোভাব, জানি আমরা।'

বইঘর.কম

'আমি বোকা নই, জেক। সেধে কিছুই ডেকে আনব না আমি, কিছু পাকাবও না,' হাসতে হাসতে বলল মাইকেল লবেল। 'কিন্তু শুভ *শিকার লগ্নে* কোন ইণ্ডিয়ান যদি আমার সামনে পড়ে যায়, তাকে যদি সহায়তা করি নিশ্চয়ই আমাকে দোষারোপ করবে না কেউ?'

'আমরা সবাই ওই একই পথের পথিক,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল অ্যাশলে। 'মৃত্যুর নিশ্চয়তা নিয়ে জন্মায় সব মানুষ। মৃত্যু সবসময় খুব কাছে থাকে, অর্থাৎ মরণের রাস্তায় চলতে থাকি আমরা। একে তো এড়ানো অসম্ভব, তাই মেনে নেওয়াই মঙ্গল। কে কখন মারা পড়ল সেটা বড় বিষয় নয়, মৃত্যু পর্যন্ত কী করলাম বা কী রেখে গেলাম তাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাফল্য বা ব্যর্থতাও বড় বিষয় নয়, বরং কেউ মর্যাদা, সম্মান ও গর্বের সঙ্গে বাঁচল কি-না তাই বিবেচ্য। মৃত্যুকে কীভাবে বরণ করল, তাও একজনের মর্যাদার মানদণ্ড হতে পারে।'

'ওকে বিদ্বান না-বলে উপায় আছে!' শুকনো কণ্ঠে মন্তব্য করল ক্রিমাল। 'সবকিছুই অন্য চোখে দেখতে জানে। আমরা জানি না এমন ব্যাখ্যা ওর কাছে তৈরি থাকে।'

আগুনের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ড্যানিয়েল গার্সিয়া। এবার মুখ খুলল সে। 'আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ানরা আমাদের অপেক্ষায় আছে।'

চারপাশে চকিত দৃষ্টি হানল ক্রিমাল, খানিকটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে। 'অ্যাম্বুশ করবে?'

'না। এখনই তা করবে না। আমার ধারণা সোনার অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা জানে ওরা, আবছা আবছা, পুরোটা নয়। এ নিয়ে সোনা খুঁজে পাবে না। তারমানে...ওরা কাছে-পিঠে থাকবে, নজর রাখবে আমাদের উপর কিন্তু আগ বাড়িয়ে হামলা করবে না। চাইবে আমরা যেন সোনা খুঁজে বের করি। সত্যি যখন তাই ঘটবে, তখন দলবল নিয়ে চড়াও হবে সোনা

Boighar.com

কেড়ে নিতে।'

'যুক্তি আছে ওর কথায়,' বলল মাইক লবেল। 'এই ঝামেলা শেষ হলে, বয়, চাইলে তুমি আমার সঙ্গে রাইড করতে পারবে।'

এটা একটা বিশেষ সম্মানের বিষয়। অল্পবয়সী কেউ প্রাপ্তবয়ষ্ক মানুষের সঙ্গে রাইড করছে, এতে তার বাড়তি যোগ্যতা ও সম্মান প্রকাশ পায়।'

'ধন্যবাদ, স্যর। আমি আগে দেখতে চাই সেনোরিটা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। এটা আমার জন্যে বিশেষ চ্যালেঞ্জ।' মাটির দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। 'এ পর্যন্ত খুব কম মানুষ আমার উপর বিশ্বাস বা আস্থা রেখেছে। মিস্ লেভিন একজন।' একবার মুখ তুলে ওদের সবাইকে দেখল ছেলেটা, খানিকটা হলেও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'জানি না আমি অতটা সম্মান পাওয়ার যোগ্য কি-না, কিন্তু মি. লবেল যখন আমাকে যোগ্য মনে করছেন, আমি ওঁর সঙ্গে রাইড করতে রাজি আছি।'

'যা বলেছি,' সায় জানাল লবেল। 'চাইলে যে-কোন সময়ে আমার সঙ্গে রাইড করতে পারবে। অফারটা থাকল।'

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ল। মাত্র কয়েক ফোঁটা। মাতাল বাতাসে দুলছে ঘাস ও লতাপাতা।

'এখানে থাকলে ভিজে যাব,' জরুরি কণ্ঠে বলল লবেল। 'অবশ্য ছুটতে থাকলেও ভিজে যাব।'

উঠে দাঁড়াল টম স্কেরিট, কাঠি থেকে ঝলসানো মাংসের শেষ টুকরো কামড়ে মুখে পুরে নিল।

তড়িঘড়ি করে আগুন নিভিয়ে দিল ওরা। জ্বলন্ত কয়লা ছিল কয়েকটা, ওগুলোকে বৃষ্টির উপর সঁপে দিয়েছে। ঘোড়ার কাছে চলে গেল অ্যাশলে, হাতের চেটো দিয়ে স্যাডলের উপর থেকে পানি নিংড়ে স্টিরাপে এক পা রেখে স্যাডলে চড়ল।

অন্যরাও স্যাডলে চেপেছে, তবে দেরি করছে সবাই;

বইঘর.কম

এখনই রওনা দেয়নি। আসলে ও'ব্রায়ান ও শোহানের জন্যে দেরি করছে।

'ওরা চলে আসবে নিশ্চয়ই,' বলল লবেল। 'অযথা শরীর না ভিজিয়ে চলো এগিয়ে যাই।'

ছুটল ওরা। নিচু ঘেসো টিলার ফাঁকে এক ড্রতে উঠে এল। সামনে ক্রমে রুক্ষ হয়ে গেছে জমি, ডানে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, দিগন্তের একেবারে শেষ সীমানায় নিচু মেঘের সারির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মাথার উপর বিশালকায় জমকাল মেঘ, কালো হয়ে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে–যে-কোন সময়ে যেন মুষলধারে নেমে আসবে; কিন্তু নামছে না, বরং গুমট পরিবেশ তৈরি করে ঝুলে আছে আকাশের বুকে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বড় বড় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে।

আরও ঘন হয়েছে বৃষ্টি, ফোঁটার আকারও বড় হয়েছে। বর্ষাতির গায়ে যেন টোকা মারছে কেউ, ঘোড়ার পিঠে ছুটন্ত অবস্থায়ও টের পাচ্ছে ওরা। বৃষ্টিতে গানপাউডার নষ্ট হয়ে যায় বলে পিস্তল ও হোলস্টার ঢেকে রেখেছে বর্ষাতির মাধ্যমে। নিজেরা ভিজলেও অস্ত্র ভিজতে দিচ্ছে না।

চলতে থাকলেও, পিছনে ফেলে আসা দুই বন্ধুর কথা বিস্মৃত হয়নি কেউ, বরং প্রত্যেকে নিজের ও সামগ্রিক ভাবে দলের ঝুঁকি ও বিপদের মাত্রা অনুমান করবার প্রয়াস পাচ্ছে। ড্র সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এখানে, দু'পাশে খাড়া দেয়াল, কিন্তু ঠিকই ঘন ঝোপঝাড় জন্মেছে; দু'চারটা সিডার ও বহির্বর্ধনশীল শিলাস্তরের কারণে এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে। সামনে ড্রর তলা বরাবর ক্ষীণ ধারায় পানি বইছে, নদী বা ঝর্না না-বলে নালা বলা উচিত। কিংবা কে জানে, বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়েও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। সামনে কোথাও তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ড্র-টা ক্যানিয়নে রূপ নিয়ে ফেলবে।

Boighar.com

রাশ টানল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। যদি পানির স্রোতের মধ্যে পড়ি, পানির তোড়ে স্রেফ ভেসে যাব, কিছুই করবার থাকবে না। বড়জোর হয়তো চেষ্টা চালানোর পর ডুবে মরব।'

ঘোড়াকে আগে বাড়াল অ্যাশলে। 'মনে হয় সামনে কিছু একটা দেখেছি। ওই যে ওখানে...বোল্ডারের পিছনে।' আঙুল তুলে দেখাল ও। দেখে মনে হয়েছে লেজ বা ওরকম কিছু, পানির কিনারা ধরে উঠে গেছে, তারপর কোণাকুণিভাবে ক্যানিয়নের মুখে চলে গেছে।

'খোলা জায়গায় বেরিয়ে যাব,' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল ক্রিমাল।

'ডুবে মরবার চেয়ে খোলা জায়গায় যাওয়া ঢের ভাল,' খসখসে কণ্ঠে বলল স্কেরিট। 'চলো, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।'

ওয়াক-বাই-নাইটের কাছ থেকে যে ঘোড়া পেয়েছে অ্যাশলে, বেশ চৌকস ওটা। চট করে ওটাকে তীরের দিকে ঘুরিয়ে ফেলল ও। আগে বাড়ল ঘোড়া, খাঁজকাটা জমিতে উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার দশা হলেও সামলে নিল; জুত হয়ে বসবার মতো জায়গা খুঁজে পেয়েছে। তারপর হাঁটতেও শুরু করল। মিনিট খানেক পর, পা রাখবার মতো শক্ত জমি পেয়ে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা। মিনিট দুই পর ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে গেল অ্যাশলে।

সামনে বুনো ও অচেনা এক জগৎ পড়ল। বিস্তীর্ণ, কয়েকশো গজ চওড়া সমান একটা জায়গা; কিন্তু দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে গেছে এর দৈর্ঘ্য—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। হাতের বামে পাহাড়ি ঢাল, খানিক খাড়া হলেও পাইনের ঝাড় জন্মেছে ঠিকই। ডানে ইতস্তত বেড়ে ওঠা পাইন ও সিডারের সঙ্গে রয়েছে নানা আকার-আকৃতির বোল্ডার। কোন এক কালে

বইঘর.কম

পাহাড় ধসের পর নেমে এসেছিল, অন্তত কয়েক শতাব্দী আগে।

হ্যাটের ব্রিমের তলা দিয়ে সামনের প্রান্তর নিরীখ করছে অ্যাশলে। পাহাড়ের উপর হামলে পড়েছে নিচু মেঘের সারি, তুমুল বৃষ্টির হুমকি দিচ্ছে; দু'পাশেও একই অবস্থা। আর ওর মাথার উপর মেঘ এত ঘন হয়েছে যে মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক গজ উপরে! মেঘ গজরাতে শুরু করল এবং অ্যাশলের পিছনে, বন্ধুরা যখন সবে ক্যানিয়নের কিনারে উঠে এসেছে, তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এল। এত ঘন বৃষ্টি যে দু'হাত দূরেও দেখা যাচ্ছে না।

ঘোড়াকে আগে বাড়াল অ্যাশলে, হাত পিস্তলের বাঁটে, যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি।

মাথার উপর মেঘের সারি যেন ভুতুড়ে আবহ তৈরি করেছে, বুকে কাঁপন তুলল মেঘের গর্জন। তুমুল বৃষ্টি আর জমিনের উপর পানির তোড়ে ট্রেইল চোখে পড়ছে না যা ধরে এগিয়ে যাবে, এমন কোন প্রমাণ কোথাও নেই যাতে বোঝা যাবে ওদের আগে এদিক দিয়ে চলে গেছে কোন প্রাণী।

ইতস্তত পড়ে থাকা বোল্ডার, গাছ ও ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে এক লাইনে এগিয়ে চলল ওরা। ঘোড়ার যে ছাপ ফেলে যাবে, এক মুহূর্তও থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বৃষ্টিতে; অবশ্য যে জমির উপর দিয়ে এগোচ্ছে এখন, বৃষ্টি না-হলেও এখানে ট্র্যাক ভাল ভাবে বোঝা যেত না। কিন্তু তারপরও ওদের মনে ক্ষীণ সন্দেহও নেই যে ঠিকই ওদেরকে অনুসরণ করা হবে। কোন নিরেট প্রমাণ বা যৌক্তিক কারণ ছাড়া, স্রেফ বিপদের জন্যে সদাপ্রস্তুত সহজাত প্রবৃত্তি বশে, এখন উপলব্ধি করছে—যে-ই ওদের অনুসরণ করে থাকুক, সে বা তারা সাধারণ কেউ নয়, যদিও তাদের পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওদের কারও।

কে এই লোক?

Boighar.com

লেভিন নিজেই? জ্যানেটের বাবার মতো দেখতে লোকটা আসলে কি অন্য কেউ, নাকি মি. লেভিনই? কোন কারণে কি বেঁচে গেছে সে? যদি তা হয়ও, মেয়ের কাছে আসবে না কেন? নাকি অন্য কোন ব্যাপার আছে, যেটা এ মুহূর্তে স্পষ্ট নয়? কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও শঠতাপূর্ণ কিছু, যার সম্পর্কে ওরা জানে না? জ্যানেট যা বলেছে, আসলে কি তারচেয়েও বেশি জানে?

অ্যাশলের ধারণা এ প্রশ্নগুলো ওদের সবার মনে কম-বেশি কাজ করছে। খুঁচিয়ে চলেছে উদ্বিগ্ন মনকে। আশঙ্কার সঙ্গে মনে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহও কাজ করছে। চেনা শত্রুর চেয়ে অচেনা শত্রু অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, আর এখানে শত্রুর আসল উদ্দেশ্য বা মোটিভ সম্পর্কে ওরা একেবারে অজ্ঞাত। কিংবা তার শক্তিমত্তা, সামর্থ্য বা দুর্বলতা সম্পর্কেও জানে না।

তুমুল বৃষ্টির তোপ থেকে মুখ বাঁচাতে মুখ নিচু করে এগোচ্ছে ওরা। ধীরে হলেও এগিয়ে চলেছে, একজনের ঠিক পিছনে আরেক জন; একটু বেশি কাছাকাছি থাকছে যাতে ট্রেইলে ছাপ কম পড়ে।

ও'ব্রায়ান ও শোহান একেবারে পিছনে পড়ে গেছে, প্রায় মাইল খানেক পিছনে আছে। পরে, দুপুরে খাবারের জন্যে যখন থেমেছে ওরা, তখন ওদেরকে ধরে ফেলল দু'জন, জানাল কিছুই ওদের চোখে পড়েনি।

ভূমিধসের কারণে এক জায়গায় পাথরের উপর হেলে পড়েছে কিছু গাছ ও ঝোপ, ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা মন্দ নয়; বিশেষ করে বৃষ্টি থেকে যেহেতু বাঁচাতে পারবে ওদের।

পছন্দ হওয়া মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এক পাশে সব ঘোড়া একত্র করা হলো এবং নিরেট আশ্রয় মিলবে এমন অংশে নিজেরা একত্রিত হলো। যে পরিস্থিতিতে পড়েছে ওরা, তুমুল বৃষ্টিতে এমন কাকভেজা না-হলে এটাকে হয়তো আশ্রয়

বইঘর.কম

নেয়ার মতো জায়গাই মনে হবে না কারও, কিন্তু ওদের কাছে এখন এটা বেহেশত বটে! অন্য কিছু না-মিলুক, কাঁধে দু'হাত জড়িয়ে রেখে নিজে নিজে উষ্ণতার সন্ধান তো করতে পারছে এবং বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ছে না। কয়েকটা পড়ে থাকা পাথর ও ঝোপঝাড়ের পাশে ভূমিধসে নুয়ে পড়া গাছের গুঁড়ি ও ডালপালাই তো, কিন্তু ওদের কাছে এখন চরম কাঙ্ক্ষিত স্থান; যেখানে এক কোণে কফি তৈরির আয়োজনও করতে পারছে।

এই বা কম কীসে?

ইতোমধ্যে একটা ব্যাপার শিখেছে অ্যাশলে: প্রকৃতির নানা শক্তির প্রতি মানুষের মনোভাব আসলে খুব আপেক্ষিক ব্যাপার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার জীবনযাত্রার ধরন, মানসিকতা বা চাহিদার উপর নির্ভর করে। যে সারা জীবন খোলা জায়গায় কাটায়, আশ্রয়ের প্রত্যাশা বা চাহিদা ছাদ ও চার দেয়ালে থাকতে অভ্যস্ত মানুষের চেয়ে তার কম থাকবে। কথাটা জ্যানেট লেভিনের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু মেয়েটির মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা না-করে উপায় নেই। এখন পর্যন্ত কোন ব্যাপারে সে অভিযোগ করেনি, কিংবা ওকে দেখে মনেও হয় না এখানে পুরুষদের চেয়ে কম আরামে বা অসুবিধায় আছে।

আলাপ-সালাপ কমিয়ে দিয়েছে ওরা, যাত্রার সময় স্বাভাবিক যতটা কথাবার্তা বলতে হয়, তাই বলছে। অ্যাশলে মনে করে না আশঙ্কা ও চাপা উদ্বেগ ওদেরকে নিস্পৃহ করে তুলেছে, তবে সে-সব ঠিকই রয়ে গেছে। অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। প্রত্যেকে জানে এমন এক ট্রেইলে ওরা প্রবেশ করেছে, যার শেষে রয়েছে শুধুই বিপদ। চরম বিপদ। এবং হয়তো কারও কারও জীবিত ফিরে আসবার সৌভাগ্য হবে না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। এক মুহূর্তও নষ্ট করছে না কেউ।

Boighar.com

কফির উষ্ণতায় চাঙা বোধ করছে, শুকনো জার্কি চিবাতে চিবাতে আবার যাত্রা শুরু করল। এবার মাইক লবেল পিছিয়ে পড়ল, পিছনের গার্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। অন্যরা এগিয়ে চলল নাগাড়ে, প্রথম ঘণ্টায় যতটা সম্ভব দ্রুত এগোনোর ইচ্ছে।

বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা বোল্ডারের সংখ্যা কমে গেছে, গাছও পাতলা হয়ে এসেছে। পাইনের কালো থামের মতো ছিপছিপে কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলল ওরা, ক্রমে আরও উচ্চতায় উঠছে। একবার টানা কয়েক মাইল ধরে কেবলই বিরান প্রান্তর ধরে এগোল–চারদিকে শুধু পাথর পড়ে আছে, ঝড়-বৃষ্টির ঘায়ে কালো হয়ে ওঠা মসৃণ পাথর। নানা আকৃতি ও চেহারার। বিভিন্ন স্তরে সাজানো। কোথাও কোথাও ক্ষীণ ধারায় পানি গড়াচ্ছে, এর উৎস যে কোথায়, আল্লা মালুম!

বিরান প্রান্তর পেরিয়ে ঘন বনের শুরু হলো। কখনও কখনও বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছে।

এখানে একটা ট্রেইল খুঁজে পেল। বুনো প্রাণীর নয়, মানুষের চলাচলের ট্রেইল। ইণ্ডিয়ান ট্রেইল যেমন হয়–সঙ্কীর্ণ এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেছে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবে, যেমন হওয়া উচিত, ট্রেইলটা চলে গেছে প্রাকৃতিক এক চাতালে। বহু পুরানো ঝর্না যেখানে ক্লিফের গোড়ায় বিশাল ফোকর তৈরি করেছে, যদিও পানির ধারা নেই এখন। বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে এখানে, এক কোণে পুরানো কয়লা ও ছাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দিনের আলো আরও এক ঘণ্টা থাকবে, এগোনো যেতে পারে; কিন্তু এমন একটা আশ্রয় মিলবে কি-না সন্দেহ আছে। তাই লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ওরা, স্যাডল ছাড়ল। প্রকাণ্ড চাতালের কোণে কিছু জ্বালানি কাঠ রয়েছে, আরও কিছু

বইঘর.কম

সংগ্রহ করে ফেলল ওরা। ছোট করে আগুন জ্বালানো হলো। আজ যেহেতু আগে-ভাগে থেমেছে, স্যাডল-ব্রিডল খুলে ঘোড়াকে সময় নিয়ে দলাই-মলাই করে দেয়া হলো।

সমস্যা হচ্ছে, এখনও মাইক লবেলের পাত্তা নেই।

ব্যাপারটা ভাল লাগছে না অ্যাশলের। মন কু গাইছে। ঘোড়ার কাছে চলে গেল ও। 'আমি দেখে আসছি,' বলেও মত বদলাল। 'না, হেঁটে যাব।'

রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল ক্রিমাল। অ্যাশলের সঙ্গে যেতে চায়।

'উঁহুঁ, এখানে থাকো,' বলল অ্যাশলে। 'মাইক যদি বিপদে পড়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ওকে সাহায্য করবার জন্যে একজনই যথেষ্ট হবে। আশা করছি। এমনও হতে পারে আমাদের ভাগ করে দিতে শত্রুপক্ষের চাল হতে পারে এটা।'

ইতস্তত করছে ক্রিমাল। 'হয়তো ঠিকই বলেছ,' অনিচ্ছার সঙ্গে রাজি হলো বটে, কিন্তু মানতে পারছে না। তবে যুক্তিও অগ্রাহ্য করতে পারছে না। একজনের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। তা ছাড়া, অ্যাশলের কাছে থম্পসন রাইফেল রয়েছে, ওটা যে বিশেষ কিছু—এদ্দিনে সবাই ওটার কারিশমা দেখে ফেলেছে।

বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে স্লিকারের নিচে রেখেছে রাইফেল, চাতাল থেকে বেরিয়ে ট্রেইল ধরে ফিরতি পথ ধরল অ্যাশলে। হাঁটা সবসময়ই প্রিয় ওর, দ্রুত পা চালাচ্ছে; বৃষ্টি ছাড়া অন্য যে-কোন শব্দ শুনতে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে দুই কান।

প্রায় মাইল খানেক এগোনোর পর গতি কমাল ও, মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পায়নি এখনও। মাইকেল লবেল ওদের চেয়ে মাইল খানেক পিছনে ছিল, চলবার পথে আরও পিছনে পড়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু অ্যাশলের এখন মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটেছে।

Boighar.com

সিকি মাইল দূরে, সামনে, ওর মনে পড়ছে খোলা একটা জায়গা পেরিয়ে গিয়েছিল।

ট্রেইল ছেড়ে বনে ঢুকে পড়ল অ্যাশলে, দ্রুত ও নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল। ভেজা মাটির কারণে শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে ওর মোকাসিনও সহায়তা করছে। পা বাড়িয়েছে এবং তলায় হয়তো শুকনো ডাল পড়েছে, নিজের ওজন ওই পায়ে চাপানোর আগেই তা টের পেয়ে যাচ্ছে অ্যাশলে এবং শব্দ করা যাবে না বলে পা সরিয়ে নিতে পারছে।

বনের ভিতর দিয়ে, নতুন রাস্তা দিয়ে আসায় খোলা জায়গাটা পিছনে ফেলে চলে এসেছে ও। কিছুটা উঁচুতে উঠে এসেছে। আচমকা আনুমানিক একশো গজ দূরে, খোলা জায়গার কিনারে, গাছের কাছাকাছি, অ্যাশলে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল লবেলের ঘোড়াটা। ত্রিশ গজ এদিকে, পড়ে থাকা এক গাছের গুঁড়ির পিছনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, হাতে উদ্যত রাইফেল। দৃষ্টি ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে।

হঠাৎ ভোজবাজির মতো ঘাসের জমিনে যেন গজিয়ে উঠল দু'জন লোক, লবেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একজনের দিকে অস্ত্র তাক করল লবেল, কিন্তু শব্দ হলো না...মিস্ ফায়ার!

চকিতে, কোন চিন্তা ছাড়াই, তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো অ্যাশলে। রাইফেল উঠে এল কাঁধে এবং গুলি করল। হুমড়ি খেল একজন, তারপর ভূপতিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে রিলোড করে নিল ও। অন্য লোকটা তখন অবস্থা বেগতিক দেখে সটকে পড়েছে এক গাছের আড়ালে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অ্যাশলে অনুমান করল গুলির কারণে।

ওরা হয়তো ধরে নিয়েছিল লবেল মারা গেছে বা গুরুতর আহত হয়েছে। কিন্তু শব্দহীন গুলির পর, ওরা বুঝে গেছে খালি হয়ে গেছে লবেলের রাইফেল। এবার সুযোগ!

আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা।

বইঘর.কম

ছুটছে লবেলের দিকে।

নিশানা করল অ্যাশলে। লম্বা একটা দম নিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। লোকটা জানে না প্রথম গুলি কোত্থেকে এসেছে কিংবা এখনও জানতে পারেনি।

গুলিবিদ্ধ হলো সে, তবে আঘাত মারাত্মক নয়; কারণ দৌড়ের মধ্যে পিছন থেকে কেউ যেন টান মেরেছে, ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল; তারপর আড়ালের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। ততক্ষণে রিলোড করে ফেলেছে অ্যাশলে।

সম্ভবত বিস্ময়ের কারণে থমকে গেছে লোকটা, যেহেতু লবেল ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে গুলি আসবে কল্পনাই করেনি। এই গুলিটা তেমন কোন ক্ষতি করেনি, অ্যাশলের ধারণা, বড়জোর আঁচড় কেটে চলে গেছে। তবে এখন সে জেনে গেছে প্রতিপক্ষ একা নয়, বরং দু'জনের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে।

অ্যাশলের রাইফেল পুরো প্রস্তুত, ম্যাগাজিনে বুলেট। গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলেছে ও, অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গা থেকে পরের গুলি করতে ইচ্ছুক।

সহসা পিছনে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল অ্যাশলে ক্রুডার। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও এবং এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আচমকা ঘুরে দাঁড়ানো ও বসে পড়েছে বলেই বেঁচে গেল এ যাত্রা। খুব কাছ থেকে গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল, সেকেণ্ড খানেক আগেও যেখানে ছিল অ্যাশলে, তার এক হাত পিছনে গাছের বাকল তুলল গুলিটা।

গুলি করেনি অ্যাশলে। আচমকা বসে পড়ায়, যদিও সেটা পূর্ব চিন্তিত নয়, দারুণ অবস্থানে আছে। বসে পড়ায় বজ্রপাতে মরে যাওয়া গাছের গোড়ার আড়াল পেয়ে গেছে। মাথার উপর, হেলে পড়া গুঁড়ির একটা অংশ কাত হয়ে আছে পাশের গাছের উপর।

আংশিক নিরাপত্তা, কিন্তু দৃষ্টির পুরো আড়ালে রয়েছে ও।

Boighar.com

অদৃশ্য গানম্যান পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল—বাইরের অপেক্ষাকৃত আলোকিত পটভূমির বিপরীতে ফুটে ওঠা দীর্ঘ কাঠামো—নিশ্চিন্তে গুলি করেছে সে। কিন্তু আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বসে পড়ায় এবং এ মুহূর্তে গাছের আড়ালে থাকায়, নিক্ষিপ্ত গুলির ফলাফল বুঝতে পারছে না সে—অ্যাশলে মারা পড়েছে না গুরুতর আঘাত পেয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, রাইফেল ওর হাতেই রয়ে গেছে এবং গুলি করা হয়নি। আর...বেল্টের পিছনে একটা পিস্তল সবসময়ই ভারী লাগে অ্যাশলের কাছে।

সবকিছু শান্ত, স্থির। পরিস্থিতি ভাবছে অ্যাশলে; কান দুটো খাড়া—অস্ত্র রিলোডের বা ধাতব কোন শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু শুনতে পেল না। কাছে, খুব বেশি দূরে নয়, একটা ছায়া নড়াচড়া করছে।

গুলি করল না অ্যাশলে। ধৈর্য ধরছে।

কেউ আছে। ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে অ্যাশলে, টের পেল ভুরু হয়ে নেমে গেল এক ফোঁটা ঘাম। মুখ শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

খোলা জায়গার কিনারে এখনও পড়ে আছে মাইকেল লবেল, সাহায্য দরকার তার; কিন্তু এখনই সেখানে যেতে পারছে না অ্যাশলে, যেহেতু ধারে-কাছে *সাক্ষাৎ যম* এসে উপস্থিত হয়েছে। যে-কোন মূল্যে ওকে খুন করতে চায় লোকটা। অ্যাশলে নড়া মাত্র সুযোগ পেয়ে যাবে—এবার দেখে-শুনে গুলি করবে...যদি ইতোমধ্যে রিলোড করে থাকে।

সুবিধা বোধহয় ওরই বেশি, ভাবছে অ্যাশলে, যেহেতু নিরাপদ আড়ালে আছে এবং লোকটা ওর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত জানে না। বৃষ্টির বড়সড় একটা ফোঁটা গাছের গুঁড়ি হয়ে ওর গায়ে পড়ল এবং শীতল প্রবাহ মেরুদণ্ড হয়ে নিচে নেমে গেল। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে।

'অন্য দিক থেকে এগিয়ে এসো, বব,' অনুত্তেজিত কণ্ঠ,

সুরে বোঝা যায় মানুষটা শিক্ষিত। 'ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছি!'

একচুল নড়ল না অ্যাশলে। বব না কোন্ ছার! কথাটা এক রত্তিও বিশ্বাস করেনি। বব-ফব নামে অন্তত এখানে নেই কেউ। ধাপ্পা মারছে ব্যাটা! এটা একটা চাল। আড়াল থেকে ওকে বের করবার বা ন্যূনতম কথা বলানোর কৌশল। কারও কারও ক্ষেত্রে কাজ হয়। তবে অ্যাশলে স্রেফ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল। মুখ কিংবা শরীর, কোনটাই চালাতে নারাজ।

অ্যাশলের হাতের কাছে আটফুটী লম্বা একটা মরা শাখা, এত সরু যে চাবুকের মতো ব্যবহার করা যেতে পারে। সতর্কতার সঙ্গে ওটার উপর বাম হাত রাখল ও, মুঠিতে চেপে ধরল; নিঃশব্দে তুলে নিল। এবার কিছুটা মায়াকণ্ঠে, মরা শাখার প্রান্ত মুখের সঙ্গে ধরে রেখেছে; চাপা ও অস্পষ্ট স্বরে গুঙিয়ে উঠল। একই সঙ্গে শাখার প্রান্ত দিয়ে আট ফুট দূরের জমিতে পড়ে থাকা পাতা নেড়েচেড়ে খসখসে শব্দ তৈরি করল।

গুলি করল লোকটা। রাইফেলের কমলা আগুন ওগরানো স্পষ্ট দেখতে পেল অ্যাশলে, গাছের গুঁড়িতে বুলেট বিদ্ধ হওয়ার ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল এবং পরমুহূর্তে গর্জে উঠল থম্পসনটা।

গলা চেপে ধরেছে যেন কেউ, নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার চাপা শব্দ, তারপর দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়বার আওয়াজ হলো। অপেক্ষা করবার গরজ অনুভব করল না অ্যাশলে, বরং আড়াল থেকে বেরিয়েই গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে দ্রুত পা চালাল। প্রায় ছুটছে ও, নিঃশব্দে। ভেজা মাটি, বৃষ্টিস্নাত ঘাস ও পাইনের শঙ্কুতে শব্দ হচ্ছে না বললে চলে। টিলার কাছে এল ও, তারপর অর্ধ-বৃত্তাকার পথে ঘুরে চলে এল মাইক লবেলের ঘোড়ার কাছে।

কাছাকাছি গিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলল ও। দু'একবার

Boighar.com

ওটার যত্ন নিয়েছিল অ্যাশলে, তাই ওকে চিনতে পারল ঘোড়াটা। কান খাড়া করল, তারপর দুই কদম এগিয়ে গেল। ছুটন্ত অবস্থায় ওটার স্যাডলে চেপে বসল অ্যাশলে, খোলা জায়গার দিকে ছুট দিল।

'মাইক?' হাঁক ছাড়ল ও।

কাছাকাছি যেতে, ইণ্ডিয়ানদের মতো মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো যেন, হঠাৎ সামনে হাজির হলো মাইকেল লবেল। ঘোড়ার লাগাম ঝুলন্ত, অ্যাশলের হাতে রাইফেল, অন্য হাত বাড়িয়ে দিল সাহায্য করতে। সেকেণ্ড দুই পাশাপাশি ছুটল লবেল, তারপর অনায়াসে এক লাফে স্যাডলে চেপে বসল—এত অনায়াস দক্ষতায় যে কাজটা যেন সে হাজারবার করেছে! পরপরই তুমুল বেগে ছুটল ওরা, খোলা জায়গা পেরিয়ে সরু ট্রেইলে উঠে পড়ল।

পিছনে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। দ্বিতীয় লোকটা বোধহয়, অনুমান করল অ্যাশলে। তবে ওটাই, আর কোন গুলি হলো না।

একটু পর গতি কমাল অ্যাশলে। 'আহত হয়েছ?' জানতে চাইল ও।

'পায়ে। কিছু রক্ত হারিয়েছি, বিদ্বান।' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে, নিজের আঘাতকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এমন ভাবে বলল: 'ধন্যবাদ, বিদ্বান। যা দেখালে! কোত্থেকে শিখেছ ওই বিদ্যে? বই থেকে? মনে হয় বড় বড় ওই সব বই আমারও পড়া উচিত।'

বইঘর.কম

তেরো

নিরাপদ দূরত্বে এসে ঘোড়ার গতি কমাল অ্যাশলে। এক হাতে ওকে চেপে ধরে রেখেছে মাইকেল লবেল, অন্য হাতে রাইফেল।

'গোলাগুলির শব্দ শুনেছি, বিদ্বান,' জানতে চাইল সে। 'ক'টা ফেলেছ?'

'একজন। অন্য দু'জন কম-বেশি আহত হয়েছে, নিদেনপক্ষে ভড়কে গেছে।'

'যেভাবে গুলি করেছ, ওদের নিশ্চয়ই মনে হয়েছে এক গণ্ডা সৈনিকের বিরুদ্ধে লড়ছে।'

'অত গ্যাস মারতে হবে না!'

চাতালের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সবার আগে বেরিয়ে এল গ্রেগরি শোহান, লবেলকে স্যাডল ছেড়ে নামতে সাহায্য করল।

'বিদ্বান আমার চামড়া বাঁচিয়েছে,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে লবেল। 'ও না-থাকলে বেঁচে ফিরতে পারতাম না।'

'গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম,' বলল ক্রিমাল।

লবেলের জখমের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল টম স্কেরিট, এই ফাঁকে সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল অ্যাশলে। ফাঁকে ফাঁকে মৃদু মন্তব্যে এটা-ওটা জুড়ে দিল লবেল, তাতে পুরো ঘটনা প্রকাশ পেল।

অন্যদের চেয়ে মাইল খানেক পিছনে আসছিল লবেল।

Boighar.com

হঠাৎ শত্রুরা কোনরকম সতর্কসঙ্কেত ছাড়াই গুলি শুরু করে। ‘জানি না কোন্ আউটফিটের লোক,’ শেষে মন্তব্য করল সে। ‘কিন্তু মহা বদমাশ একেকটা! ঝামেলা পাকাতে জানে বেশ!’

আরও জ্বালানি সংগ্রহ করল ওরা, মাংস রান্না করে আগুনের পাশে বসল। আয়েশ করে খাওয়া শুরু করল। জ্যানেটের বিছানার জন্যে লতাপাতা সংগ্রহ করা হয়েছে, বেডরোলের নিচে বিছিয়ে দেবে।

চাতালের উল্টোদিকের বনে অস্থায়ী একটা আশ্রয় তৈরি করে ফেলেছে জেক আবেল ও ডেমিয়েন ক্রিমাল। পাহারাদার বসানোর জায়গা! ওখান থেকে চারপাশে নজর রাখতে পারবে–আয়েশের সঙ্গে, অথচ আড়ালও পাবে।

সবে যখন হাতের সব কাজ শেষ করে বিছানা করতে যাবে, তখন ঘোড়ার হাঁটবার শব্দ শুনতে পেল। পরপরই একটা কণ্ঠ হাঁক ছাড়ল: ‘হ্যালো, ক্যাম্প!’

অচেনা ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হলে আগে সাড়া দিতে হয়, এটাই পশ্চিমের নিয়ম।

ঝটিতি কম্বলের এক কোনা টেনে থম্পসন রাইফেলটা ঢেকে দিল অ্যাশলে। ওদের কাছে কী আছে, সবাইকে তা জানতে দেয়ার মানে হয় না। অস্থায়ী আশ্রয়ে সেঁধিয়ে গেছে জেক আবেল। নিশ্চুপ। অপেক্ষায় আছে।

‘হাত খালি রেখে চলে এসো!’ পাল্টা হাঁক ছাড়ল শোহান।

চাতালে ঢুকল লোকটা। ফ্যাকাসে চেহারার দীর্ঘদেহী, গভীর রাতে চুপিসারে হানা দিয়েছিল ওদের ক্যাম্পে! এ-ই নেতা। পরনে বাকস্কিন, কিন্তু হ্যাট চাপিয়েছে খামারীদের ঢঙে। ঘোড়াটা কালো, অসাধারণ।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল সে, চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল। পলকের চাহনি, কিন্তু কিছুই বাদ পড়ছে না। সবশেষে, জ্যানেট লেভিনের উপর স্থির

বইঘর.কম

হলো।

‘আরে!’ মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে নিপুণ ভাবে বাউ করল সে। ‘কী আশ্চর্য, ভাতিজির দেখা পেয়ে গেলাম! কতদিন বাদে, ডিয়ার, কিন্তু এখন যেহেতু দেখা হয়ে গেছে আমাদের, ঈশ্বরকে হাজার ধন্যবাদ!’

‘আমি...আমি তোমাকে চিনি না!’ শঙ্কিত কণ্ঠে বলল জ্যানেট, ভয় পেয়েছে।

‘আমাকে চেনো না? আমি তোমার বাবার ভাই, কর্নেল টমাস লেভিন এখন তোমার সেবায়। এই...অপহরণকারীদের কাছ থেকে তোমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।’

‘আপনাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে, স্যর,’ শান্ত কণ্ঠে বলল ডেমিয়েন ক্রিমাল। ‘মিস্ লেভিন স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে এসেছে এবং থাকছে। ওকে ওয়াইওমিং টাউন পর্যন্ত এস্কর্ট করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি।’

‘সেক্ষেত্রে বলতেই হচ্ছে, পরিস্থিতি আসলে ভিন্ন। আমাকে বলা হয়েছিল ভাতিজি অপহৃত হয়েছে। শুনেই তোমাদের পিছন পিছন ছুট দিয়েছি, যাতে যত দ্রুত সম্ভব ওকে মুক্ত করা যায়।’ স্যাডল ছাড়ল সে। অ্যাশলের কাছে মনে হলো খানিকটা আড়ষ্ট ও জড়তা নিয়ে; যেন শরীরে কোন ব্যথা বা জখম আছে।

আগুনের কাছে চলে এল লোকটা। জীবনে বহু মানুষ দেখেছে অ্যাশলে, কিন্তু কাউকে এত শান্ত, ধীর-স্থির ও আত্মবিশ্বাসী মনে হয়নি। দুনিয়ার সর্বত্র যেন তার কর্তৃত্ব, নিজের সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও যে-কোন পরিস্থিতিতে অবিচল।

স্পষ্টত, মেয়েটিকে তার চাই-ই চাই এবং সে জন্যে সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিয়েছে। এমন বেপরোয়া বেহায়া কখনও দেখেনি অ্যাশলে...কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, ব্যাটার কলজে আছে! একা অন্যের ক্যাম্পে ঢুকে অপহরণের নাটক

Boighar.com

করতে পারে, এমন বুকের পাটা ক'জনের আছে?

জ্যানেটের উপর চোখ পড়তে উদ্বিগ্ন না-হয়ে পারছে না অ্যাশলে।

বলছে জ্যানেটের চাচা, কিন্তু বড়জোর পঁয়ত্রিশ হবে বয়স। অ্যাশলের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। সুদর্শন, খোশমেজাজী এবং শিক্ষিত মানুষ। নিজস্ব একটা ঢঙ আছে তার সবকিছুতে এবং মাত্র যাদের বিরুদ্ধে গোলাগুলি করেছে, তাদের উপস্থিতিতে বা তাদের তৈরি ক্যাম্পে অনাহূত অতিথি হয়েও তার মধ্যে কোনরকম অস্বস্তি বা বিব্রতভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

মানুষ এত নির্লজ্জ হয় কী করে!

'আচ্ছা, তা হলে তো ঝামেলা মিটেই গেল,' বলে আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'জ্যানেট, যা যা দরকার গুছিয়ে নাও। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের ক্যাম্প বেশি দূরে নয় এবং পর্যাপ্ত লোকও আছে। এ ছোট্ট রক্ষীবাহিনীর চেয়ে ঢের বেশি নিরাপত্তা দিতে পারবে ওরা। কিছু মনে কোরো না, সত্য কথাটাই বলেছি।'

'আমার মনে হয় তুমি যত সহজ ভাবছ, ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়,' এই প্রথম মুখ খুলল অ্যাশলে। 'মিস্ লেভিন এখানে ওর ইচ্ছে মাফিক আছে এবং ওর সময় ভালই কাটছে। ও যেখানে যেতে চাইবে, নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমরা নিজেদেরকে যথেষ্ট মনে করি।'

কণ্ঠ শুনে তাকাল টমাস লেভিন। ছায়ার কারণে বোধহয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না অ্যাশলের মুখ, আংশিক ঢাকা পড়েছে, তাই কাছে থাকলেও মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিতে বাধ্য হলো সে।

অ্যাশলের কথায় যেন কিছুই যায়-আসে না, ভ্রূক্ষেপ করল না সে। 'আমি কিন্তু সহজ মনে করছি। মিস্ লেভিনের মতো অল্পবয়সী মেয়ের ওর পরিবারের সঙ্গে থাকা উচিত। কিছু মনে কোরো না, বন্ধুরা, কিন্তু এটাই সত্য যে আমি ওর

বইঘর.কম

আত্মীয়, রক্তের সম্পর্ক আছে আমাদের মধ্যে!'

'আমি তোমাকে চিনি না!' সোজাসাপ্টা বলে দিল জ্যানেট, কণ্ঠ শান্ত। 'বাবার কাছে একবার শুনেছিলাম ওঁর নাকি এক সৎ ভাই আছে। পুরোপুরি বজ্জাত লোক।'

নিঃশব্দে হাসল গ্রেগরি শোহান।

শক্ত হয়ে গেছে লেভিনের মুখ। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে, উদার হাসল। 'আরে, ও নিশ্চয়ই মজা করছিল! আলবত তাই! মাঝে মধ্যে আমরা দু'জনেই এমন মজা করতাম, ও হাসতে হাসতে মুখের উপর বলে দিত যে পুরো পরিবারে আমি হচ্ছি একমাত্র কুলাঙ্গার আর ও হচ্ছে অপব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী লোক। ঢুস খেয়ে কোন একদিন হুঁশ হবে ওর, সবার মধ্যে ফিরে আসবে।

'এসো, জ্যানেট, আমরা চলে যাই। কথাবার্তা বলতে থাকলে সারা রাতেও শেষ হবে না। রাবিশ!'

ইতস্তত করছে জ্যানেট, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সেয়ানে লোক, জাল পেতেছে সুকৌশলে, তাকে নিরস্ত করা কঠিন হবে। 'আমি...তো বুঝতে পারছি না...'

হঠাৎ আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে ড্যান গার্সিয়া, অনুত্তেজিত কণ্ঠে জ্যানেটকে থামিয়ে দিল, আসলে বোধহয় উদ্ধার করল! 'মিস্ লেভিন, এই লোকটাই খুন করেছে তোমার বাবাকে!' আঙুল তুলে টমাস লেভিনকে নির্দেশ করল সে। 'মি. লেভিনকে ও-ই গুলি করেছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি!'

রাগে শক্ত হয়ে গেছে লেভিনের মুখ, চোখে আগুন ঝরছে। 'তুমি, না? বেশ, তড়পাও, পরেরবার ঠিক খুন করে ফেলব!' হঠাৎ একটা পিস্তল দেখা গেল তার হাতে, কোত্থেকে বা কীভাবে এসেছে কেউ বুঝতে পারেনি। একেবারে বোকা বনে গেছে সবাই। বিশেষ করে ড্যান গার্সিয়ার কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল ওরা, ভাবতে পারেনি ওদের চমকের সুযোগে সক্রিয় হয়ে উঠবে টমাস লেভিন।

Boighar.com

'জ্যানেট, তুমি আমার সঙ্গে আসছ...এখুনি! কারও যদি মরবার খায়েশ হয়ে থাকে, নড়তে পারো, এখানে দু'একটা খুন করে যেতে পারলে গায়ের জ্বালা মিটবে আমার!' হড়হড় করে বলে গেল সে, চোখ দুটো জিঘাংসায় জ্বলছে। কণ্ঠে ফণা তোলা র‍্যাটলারের হিংস্রতা। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় পিস্তল বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। 'হ্যাঁ, তুমি, জ্যানেট, বেতাল করলে প্রথমে তুমিই খুন হয়ে যাবে! মনে কোরো না আমার কাছে তোমার খুব গুরুত্ব। সহযোগিতা না-করলে পস্তাবে!'

ওদের কারও হাতে অস্ত্র নেই, নাগালের মধ্যে নেই একটাও। থম্পসনটা কম্বলের নিচে লুকানো, কিন্তু ওটা বের করে মাযল ঘুরিয়ে ট্রিগার টানতে টানতে...উঁহুঁ, অত সময় পাবে না। অনেক দেরি হয়ে যাবে।

গুপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল জেক আবেল। কর্নেল টমাস লেভিনের ঠিক পিছনে রয়েছে সে। 'কর্নেল, মাত্র ত্রিশ গজ দূরে আছি, আমার হাতে রাইফেল। এত দূর থেকে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। কি বলো, কর্নেল? এক গুলিতে তোমার মেরুদণ্ডের কয়েকটা হাড় গুঁড়ো করে দেব! গুলিটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেটের সামনের দিকটা ধসিয়ে দেবে। আমার মনে হয় না তুমি এখনই মরতে চাও।'

মুখ ব্যাদান হয়ে গেল কর্নেলের। হেরে গেছে সে, আপাতত। জুয়াড়ীও নয় সে, তা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ইচ্ছে আছে চুরমার করে দেবে সবকিছু, খুন করবে—কিন্তু বিনিময়ে নিজে মরবার ইচ্ছে নেই একটুও, কিংবা আহত হওয়ার খায়েশও নেই।

পিছনে উদ্যত রাইফেল, এক্ষেত্রে সম্ভাবনা নেই বললে চলে, বোঝে সে।

ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাশলে, নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে দুই পিস্তলের একটা তুলে নিল। 'তুমি বরং ক্যাম্প ছেড়ে চলে

বইঘর.কম

যাও, স্যর,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আরও একটা পরামর্শ দিচ্ছি: ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাইড করতে থেকো। পরেরবার যখন গুলি করব, আশা করছি টার্গেটটি আরও ভাল দেখতে পাব, অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না।'

সরু চোখে অ্যাশলেকে দেখছে কর্নেল, অদ্ভুত এক ঔজ্জ্বল্য তার চোখে–কী যেন জ্বলছে। 'বনে তা হলে তুমি ছিলে? আচ্ছা, বেশ! দেখে যাই মনে হোক, তুমি আসলে বনের লোক। বনে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত।'

'কিন্তু তোমাকে তো অ্যাশলে ক্রুডারের মতো দেখাচ্ছে!' তারপর মৃদু হাসল সে, উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে কথা চালিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল অ্যাশলেকে, পাকা জহুরি সোনা দেখে যেমন, শেষে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, তুমিই অ্যাশলে ক্রুডার।'

'বড় একটা সুবিধা পেয়ে গেলে, স্যর।'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডুয়েল লড়েছ তুমি। ওর সেকেণ্ড হওয়ার কথা ছিল আমার, কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ায় সময় মতো উপস্থিত হতে পারিনি।'

'সে তা হলে তোমার বন্ধু ছিল? তোমার বোধহয় আরও একটু হিসাব-নিকাশ করে বন্ধু বেছে নেয়া উচিত। যা তা লোক বন্ধু হয়ে গেলে মান-সম্মান খুইয়ে বসবে শেষে।'

উত্তরে উদার ও মিষ্টি হাসি উপহার দিল কর্নেল লেভিন। 'বন্ধুর বিষয়ে না-হলেও ওর হাতের টিপের ব্যাপারে আফসোস আছে আমার। ওর জায়গায় আমি হলে কিন্তু গুলি মিস্ করতাম না।'

লোকটার ঔদ্ধত্যে রাগ হচ্ছে অ্যাশলের। 'রাতে তুমিও সুযোগ পেয়েছিলে, মিস্টার, কিন্তু বন্ধুর চেয়ে ভাল করতে পারোনি।' এ জীবনে কারও চোখে যদি নিজের মৃত্যু দেখে থাকে, সেটা কর্নেল লেভিনের চোখে এখন দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে।

Boighar.com

‘ফের সুযোগ পেলে অবশ্যই ভাল করব,’ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল সে। ‘আমি তোমাকে খুন করব, বন্ধু এবং সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করব!’ আচমকা অ্যাশলেকে বাতিল করে দিয়ে জ্যানেটের দিকে মনোযোগ দিল সে। ‘তোমার বরং আমার সঙ্গে যাওয়া উচিত,’ ভাতিজিকে বলল সে। ‘আর কিছু না হোক, ন্যূনতম কয়েকটা গাউন কিনবার মতো টাকা তোমাকে দিতে পারতাম। এই ইতরগুলো তোমাকে মনে হয় না দু’এক পেনির বেশি দিতে পারবে।’

‘এরা ইতর নয়, ভদ্রলোক, স্যর,’ টানটান স্বরে বলে দিল জ্যানেট। ‘তুমি কি নিজেকে তা বলতে পারবে?’

শ্রাগ করল কর্নেল। ‘ভদ্রলোকী ব্যাপার-স্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। দু’একদিনের ব্যাপার, তারপর ঠিকই আমার কব্জায় চলে আসবে তুমি। তোমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও চলে আসবে। শেষে, তোমার ব্যাপারে যখন আমার আগ্রহ শেষ হয়ে যাবে, চাইলে তখন ইণ্ডিয়ানরা বাকিটা পেতে পারে।’

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সে, একে একে সবাইকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে দেখে নিল, যেন চেহারাগুলো নিকট ভবিষ্যতের জন্যে মনে গেঁথে নিল। ‘জানি না কার ভাগ্যে কীভাবে মৃত্যু লেখা, তবে চূড়ান্ত ফয়সালা শেষে যারা বেঁচে থাকবে, তাদের সবক’টাকে পিঁপড়ার পাহাড়ে বেঁধে রাখব।’ হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চাপল সে, একটা পিস্তল বেল্টের মধ্যে গুঁজে রেখে, একবারের জন্যেও পিছন ফিরে তাকাল না, স্পার দাবিয়ে চাতাল থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝাড়া কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, কেউ কিছু বলছে না। থ মেরে গেছে। ঝড়ের মতো এসেছিল লোকটা, সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়ে আবার তুফানের মতোই চলে গেছে।

‘মনে হচ্ছে এ লোককে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না,’ শেষে নীরবতা ভাঙল গ্রেগরি শোহান। ‘বজ্জাত সন্দেহ নেই,

বইঘর.কম

কিন্তু সাহস আছে ব্যাটার! স্বীকার করতে হবে। আমাকে কোটি টাকা দিলেও এভাবে শত্রুর ক্যাম্পে ঢুকে হুমকি দিয়ে আসব না। যেভাবে এখানে এল সে, হম্বিতম্বি করে গেল...তারিফ করতেই হবে!'

জ্যানেটের দিকে ফিরল অ্যাশলে। 'সত্যি কি তোমার বাবার ভাই সে?'

'সৎ ভাই, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে একে অন্যের জাতশত্রু। বাবার কাছ থেকে শোনা কিছু কথা মনে পড়ছে এখন। তবে বাবার সঙ্গে তো সবসময় থাকতাম না, তাই খুব বেশি জানতে পারিনি।'

বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে থাকবার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে গেছে। চার মিনিটের জরুরি একটা মীটিং সেরে নিল ওরা, দু'এক কথায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলল। এখনই ত্যাগ করবে এ জায়গা। ঝটপট স্যাডল সাজিয়ে, সবকিছু প্যাক করে দশ মিনিট পর ট্রেইলে নেমে এল সবাই।

ভোর নাগাদ এক গুচ্ছ গাছের মাঝে এক চিলতে খোলা জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে, ঝটপট নাস্তা সেরে ফের যাত্রা শুরু করল।

ইচ্ছে করে ওহাইওর কথা বলেছে ওরা, আশা করেছে পিছু ধাওয়া করে আসা প্রতিপক্ষ হয়তো ভুল পথে চলে যাবে। যদিও ধরে নিয়েছে আদপে তা ঘটবে না। আসল গন্তব্য মান্দান গ্রাম। এবং সেখানে যেতে দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হবে। দুর্ভোগ সইতে হবে। প্রথমে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে, যদি সত্যি কিছু থেকে থাকে এবং সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই অপেক্ষায় থাকবে কর্নেল টমাস লেভিন।

স্পষ্টত, গুপ্তধনের ব্যাপারে অবগত আছে সে, তবে পুরোটা জানে না। অমূল্য সম্পদ খুঁজে বের করতে ওদেরকে দরকার হবে তার এবং খুঁজে বের করা ছাড়া উপায়ও নেই

Boighar.com

ওদের। খুঁজে পেলে, তখন পরিস্থিতি বুঝে পালানোর চেষ্টা করতে হবে।

উদ্বেগ বোধ করছে অ্যাশলে। বুঝতে পারছে অন্যদেরও একই অবস্থা।

টমাস লেভিন সাধারণ চোর-বাটপার নয়; বরং খুবই ভয়ঙ্কর, শঠ, বেপরোয়া ও বিপজ্জনক শত্রু। কোন বাধাই তাকে আটকাতে পারবে না।

এ লোককে খাটো করে দেখবার পরিণামে চরম মাশুল গুনতে হবে।

এখন গ্রেগরি শোহান ও অ্যাশলে রয়েছে সবার সামনে। 'কর্নেল সম্পর্কে আরও জানতে হবে। জানা দরকার ওর দলে কত জন আছে, ওদের অস্ত্রশস্ত্র বা বাহন কী তাও জানতে হবে।'

'ঠিক কথা বলেছ,' সায় দিল শোহান। 'কিন্তু সময় কোথায়? কেবল ছুটেই চলেছি, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না! যাক্‌গে, আমার মনে হয়, যদি সোনা খুঁজে পাই, তখন না-হয় চোখ-কান বন্ধ করে প্রাণপণে ছুট লাগাব।'

শত্রু বিভীষণ। কর্নেল লেভিন শুধু ধূর্তই নয়, বরং খুবই চতুর ও ধুরন্ধর লোক। কূটকৌশলে ওস্তাদ। বিচক্ষণ, জ্ঞানপাপী। সব জেনেও না-জানবার ভান করবে। তার স্বার্থের কাছে দুনিয়ার সব রীতি-নীতি হোঁচট খায়। ঘৃণা ও প্রতিহিংসা কুরে কুরে খাচ্ছে তার ভিতরটা। রক্তের বন্ধনও উপেক্ষা করছে।

প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে ওদের। পাহারায় থাকতে হবে।

যতই আলাপ করুক, দু'জনের চোখ ও কান ব্যস্ত। বিপদের আগাম আভাস পেতে উদ্‌গ্রীব। ওদের ধারণা শত্রুপক্ষকে বেশ পিছনে ফেলে দিয়ে আসতে পেরেছে, দূরত্ব

বইঘর.কম

তৈরি হয়েছে মাঝে, যদিও সেজন্যে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই, বরং তাতে খেসারত দিতে হতে পারে।

দু'বার দিক বদল করল ওরা। কয়েকবার নদীর তলায় নেমে গেছে, তারপর উল্টোদিকে এগিয়েছে; শেষে নদীর তীরে পাথুরে জমি দেখে উঠে এসেছে, যাতে ন্যূনতম ট্র্যাক পড়ে। শেষে বনভূমি ধরে ছুটেছে। ইচ্ছে করে পথে পড়ে থাকা গাছকে ঘিরে চক্কর কেটেছে, অস্বাভাবিক পথ ধরেছে। নানা ভাবে ধন্ধে ফেলে দিতে চেয়েছে অনুসরণকারীকে। তবে এও জানে, কোন ভাবেই ঠেকানো যাবে না তাদের। বোকা বানানো যাবে না। অমোঘ নিয়তির মতো ঠিক হাজির হয়ে যাবে। সময় মতো।

ওদের পাশে চলে এল মাইকেল লবেল। ওরা জানে জখমটা জ্বালাচ্ছে তাকে, কিন্তু সে দেখতে দিতেও নারাজ। 'একটা কাজই করবার আছে এখন,' বলল সে। 'স্রেফ গ্যাঁট হয়ে পড়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে। মোক্ষম একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে পারি, তারপর শত্রুপক্ষ রেঞ্জের মধ্যে এলে কচুকাটা করে ফেলতে হবে।'

চিন্তাটা অ্যাশলের মাথায়ও এসেছিল, কিন্তু পাত্তা দেয়নি। যদিও অ্যাম্বুশের ব্যাপারে ওর বিবেকের তাড়না নেই, কারণ যুদ্ধের সমীকরণ যখন অসম থাকে–বিপক্ষ যখন দলে ভারী হয়–তখন সব কৌশলই জায়েজ। ওরা জানে প্রতিপক্ষে লোক বেশি, এবং তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মহা ধুরন্ধর এক শয়তান। এক্ষেত্রে অ্যাম্বুশের সুবিধা ওরা নিতেই পারে। কিন্তু সেটা নেয়নি ভিন্ন কারণে। অ্যাম্বুশ করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে, সময় নষ্ট হবে; সেক্ষেত্রে এখন যে এগিয়ে আছে, সেই সুবিধাটুকু বিসর্জন দিতে হবে। উপরন্তু, উল্টো দ্বিগুণ সংখ্যার শত্রু দ্বারা ঘেরাও হয়ে অসহায় মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে।

তাই এগিয়ে যেতে মনস্থ করেছে ওরা।

ডেভিড কনওয়ের পকেটে পাওয়া ম্যাপটা বের করে

Boighar.com

দু'বার দেখেছে অ্যাশলে। কিন্তু ম্যাপের সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মিল দেখতে পায়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওদেরকে নাগাড়ে ছুটতে হচ্ছে এবং অ্যাশলের ধারণা ম্যাপ থেকে নির্দেশনা নিতে হলে চারদিকের ভূখণ্ড আরও বিশদ ও তীক্ষ্ণ ভাবে জরিপ করতে হবে আগে, শেষে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। পুরো এলাকা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা ছাড়া এটা সম্ভব হবে না। এখন ওরা যেখানে আছে, তারচেয়ে উঁচু কোন জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণের পর ম্যাপটা আঁকা হয়েছে।

অবশ্য কিছুই খুঁজে না-পাওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকছে। দু'শো বছর দীর্ঘ সময়, কত কিছুই তো ঘটে গেছে এর মধ্যে। বুড়ো ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে কিংবা যাদের সে বলেছে তাদের কাছ থেকে অন্যরাও শুনে থাকতে পারে এই গল্প। গুপ্তধন আসলে এক ধরনের মরীচিকা, যেখানে থাকবার কথা সেখানে থাকে না।

ইচ্ছাকৃত চড়াই এলাকা বাছাই করেছে অ্যাশলে, ক্রমে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে। সে-রাতে যখন ক্যাম্প করল ওরা, স্প্রুসের ঘন বনে এক গুচ্ছ গাছের ফাঁকে খোলা জায়গা বেছে নিয়েছে। গাছের ডাল মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। ডানে ও পিছনে অ্যাসপেন, এত ঘন যে নিঃশব্দে কারও পক্ষে ওদিক থেকে ক্যাম্পে ঢোকা সম্ভব হবে না। সামনে এবং স্প্রুসের গুচ্ছ ছাড়িয়ে গেলে পাহাড়ের খাড়া ঢাল, কয়েকশো ফুট নিচে ঘন সবুজ ঘাসে ভরা উপত্যকা।

'আমার কারণেই এই ঝামেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তোমরা,' আগুনের পাশে বসে খাওয়ার সময় ক্ষমা চেয়ে নিল অ্যাশলে। 'যার কোন অধিকারই ছিল না আমার। আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ না-দিলে এখন মনের সুখে বীবর শিকার করতে পারতে।'

'আমারও দায় আছে এতে,' বলল জ্যানেট।

'ধেত্তেরি! কী শুরু করলে তোমরা?' বিরক্ত স্বরে বলল

বইঘর.কম

ডেমিয়েন ক্রিমাল। বাতাসে হাত নেড়ে বাতিল করে দিল। 'কেউ আমাদের জোর করেনি, আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি। সুতরাং অযথা দোষাদোষি খেলার দরকার নেই। ...দেশটা ঘুরে-ফিরে দেখছি আমরা, অনেক জ্ঞান অর্জন করছি। পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়ে যখন বীবর শিকার শুরু করব, নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞদের চেয়ে ঢের ভাল করতে পারব।'

কথা বাড়ল না। এ বিষয়টা তখনই শেষ হয়ে গেল।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, দিনের শেষ আলো যখন বিদায় নিয়েছে, স্প্রুসের কিনারে চলে এল অ্যাশলে। সামনের বিস্তীর্ণ জমি ও ম্যাপটা পর্যবেক্ষণ করল।

শুধু দিনের আলোয় কোন জায়গা দেখে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হয় না। সকাল ও বিকালের সময়টা মোক্ষম, কারণ এরপর প্রকৃতিতে ছায়া ঘনাতে থাকে, অস্পষ্ট সব জায়গা আরও ঘন ও অন্ধকারময় হয়ে ওঠে; সব নিচু জমি, খানাখন্দ ও ক্যানিয়ন গাঢ় কাঠামো পেয়ে যায়; আর ভূখণ্ডের চেহারা তখন আমূল পাল্টে যায়। কিছু সাযুজ্য থাকলেও ভোর ও সন্ধ্যায় প্রকৃতির চেহারা এক থাকে না, আলোও এক নয়।

পাশে এসে বসল জ্যানেট। স্প্রুসের আড়াল ও ছায়া দুটোই পাচ্ছে। সামনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড নিরীখ করছে। প্রায় দশ মিনিট পর পুব-দক্ষিণে মাইল দশ দূরে এক পাথুরে খাঁজের দিকে ইঙ্গিত করল জ্যানেট। 'ওরকম একটা জায়গা খুঁজতে হবে। আমার মনে হয় খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'ঠিক কীসের খোঁজ করতে হবে, বলতে পারো? আমরা জানব কীভাবে?'

উত্তর দেয়ার আগে ঝাড়া কয়েক মিনিট ভাবল মেয়েটি। দ্বিধা করছে। আসলে গুপ্তধন সম্পর্কে খুলে বলা এত সহজ নয়। মেয়েটির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে অ্যাশলে। নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, কাউকে বলতে চাইছে না জ্যানেট, কারণ এটা ওর নিজের নিরাপত্তার যোগসূত্রও বটে। যতক্ষণ মুখ

Boighar.com

খুলবে না, ততক্ষণ ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। কিন্তু সব বলে ফেললে আর ওকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় থাকবে না কারও। জীবন দিয়ে এর গুরুত্ব বুঝিয়েছে ওর বাবা এবং কনওয়ে।

গ্রেগরি শোহান এসে দাঁড়াল জ্যানেটের পাশে। তবে ততক্ষণে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে মেয়েটি।

'ল্যাণ্ডমার্কটা বলছি আমি,' ব্যাখ্যা করল জ্যানেট। 'নীলচে-কালো ক্লিফের প্রায় বিশ ফুট উপরে প্রকাণ্ড ঢালের বড়সড় জায়গা পুড়ে গেছে পুরোপুরি। একটা খড়কুটো বা ঘাসও নেই সেখানে। একেবারে খালি। আর খালি জায়গার উপরে লালচে-হলুদ রঙের ভাঙাচোরা পাথরে ভরা একটা ঢাল রয়েছে।'

'শুধু এই?' জ্যানেটের দিকে চেয়ে রয়েছে অ্যাশলে। বিশ্বাস করতে পারছে না, কিংবা শোহানও পারছে না। এত বছর ধরে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন খুঁজে বের করবার নির্দেশনা এত সামান্য!

'আর কিছু বলেনি?' জানতে চাইল শোহান।

'ক্রীকের তলা বরাবর সাদা দাগ কাটা পাথুরে মুখ…যেন বিদ্যুচ্চমক…ঠিক পাথরের মুখে।'

পুরুষদের কেউ কিছু বলল না, অপেক্ষায় আছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ের দিকে, বুঝতে পারছে না হাসবে নাকি দু'হাত তুলে ইস্তফা দেবে। এ ধরনের ল্যাণ্ডমার্ক অর্বাচীন বাচ্চারা বেছে নেয়…এবং কার্যত এর কোন বাস্তবিক প্রয়োগ নেই।

শোহানের উপর থেকে সরে গিয়ে অ্যাশলের উপর স্থির হলো জ্যানেটের দৃষ্টি। 'কী হয়েছে? কোন সমস্যা?'

কাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচাল শোহান, আর অ্যাশলে বলল: 'যা বলেছ, জ্যানেট, এই পাহাড়ে বা দুনিয়ার হাজারটা পাহাড়ে এ ধরনের চিহ্ন শত শত পাওয়া যাবে। আর খালি জায়গার কথা বললে না? ওটা পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই

বইঘর.কম

বললে চলে, কারণ এদ্দিনে ওখানে গাছপালা গজিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

'বলতে চাইছ...এতে কাজ হবে না? আমরা গুপ্তধন খুঁজে পাব না?'

'আমি তা বলিনি। জানি যে এটা ধারে-কাছে কোথাও আছে। কী জানো, স্পেনিশ সেই অফিসার যে-কোন সময়ে ফিরে আসতে চেয়েছিল এবং সেই মোতাবেক ল্যাণ্ডমার্ক বেছে নিয়েছিল। সে এ জায়গা চিনত। সন্দেহ নেই তাড়াহুড়োর মধ্যে তাকে ল্যাণ্ডমার্ক বেছে নিতে হয়েছে, সময় পায়নি বললে চলে। সহজে চোখ পড়ে, এমন জিনিসই বেছে নিয়েছিল সে।

'উঁচু পাহাড় বা পর্বতশ্রেণীতে এ ধরনের চিহ্ন খুব চোখে পড়ে। আর সাদা দাগঅলা পাথরের ব্যাপারে বলছি, ওটা নিশ্চয়ই কষ্টিপাথর এবং এটাও দুর্লভ নয়। স্পষ্টত, এসব ল্যাণ্ডমার্ক মূলত এসেছে সেই স্পেনিশ অফিসারের কাছ থেকে। অথচ ওর সঙ্গে কোন ইণ্ডিয়ান থাকলে এসবই সে দেখত সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে।'

ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে জ্যানেট, মুখে কথা সরছে না। বেকুব বনে গেছে। মুখ ফ্যাকাসে। 'তা হলে কি আমরা খুঁজে পাব না?'

'সম্ভাবনা হাজারে এক ভাগ,' বলল শোহান। 'কিন্তু আরও কিছু নিশ্চয়ই আছে? অন্য কিছু থাকতে বাধ্য! যে-কোন আভাস বা ইঙ্গিত?'

'না...আমার অন্তত জানা নেই।'

আগুনের কাছে, অর্থাৎ ক্যাম্পে চলে এল ওরা। বসে পড়ল কফির মগ হাতে।

মৃদু স্বরে, সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল গ্রেগরি শোহান। বিষণ্ন ও দুঃখিত বোধ করছে সবাই। নিজেদের জন্যে নয়, কারণ কিছু হারাতে হয়নি ওদের, বরং মেয়েটির

Boighar.com

জন্যে—কারণ সবই সে হারিয়ে বসেছে। বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ, প্রত্যাশা...

ফার শিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমে এসেছে ওরা, সবাই না হলেও অন্তত বেশিরভাগ। অ্যাশলে আদপে কেন এসেছে, এখনও জানে না।

কোন কিছু এড়াতে, বা পালিয়ে এসেছে? সবকিছুই কি বিষাক্ত লাগছিল ওর যে পালিয়ে বেঁচেছে? নাকি নিজেকে বদলাতে এসেছে পশ্চিমে? না ছেলেবেলায় ফিরে যেতে?

'কৌতুকটা ওর জন্যে বরাদ্দ থাকল,' বলল জেস ও'ব্রায়ান। 'সাদামুখো মেক্সিকান ওই বদমাশের জন্যে। আমরা তো ফার শিকার করতে এসেছি, ফিরে গিয়ে তা করতেও পারব। কিন্তু ব্যাটা কী করবে? খালি হাতে ফিরতি পথ ধরবে। বহু পথ পাড়ি দিতে হবে ওর।'

'কিন্তু আসল খবর তো সে জানে না.' মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল টম স্কেরিট। 'সে জানে না এবং বিশ্বাসও করবে না। বরং ধরে নেবে আমরা মিথ্যে বলছি। ব্যাটা কী বলেছে মনে নেই? আমাদের সবাইকে খুন করবে...আমরা যা জানি না, তাও বলতে বাধ্য করবে।'

আগুনের চারপাশ থেকে একে অন্যের দিকে তাকাল ওরা। গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার আশা বিলীন হয়ে গেছে, তবে মান্দান গ্রামে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ও বিপজ্জনক যাত্রা রয়ে গেছে। কোন কিছুরই কিনারা করা হয়নি।

পিছনে, ফেলে আসা ট্রেইল ধরে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো ছুটে আসছে টমাস লেভিন।

শুধু সত্য বলে তাকে থামানো যাবে না।

বইঘর.কম

চোদ্দ

মনমরা হয়ে আগুনের পাশে বসে আছে ওরা। তবে এ বিষণ্নতা নিজেদের জন্যে নয়, কারণ এরকম পরাজয়ের তিক্ততা কম-বেশি আগেও পেয়েছে সবাই; শুধুই জ্যানেটের জন্যে ওদের কষ্ট লাগছে, এ ক'দিনে মেয়েটির জন্যে অসীম দুর্বলতা জমে গেছে সবার মনে।

এমন বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতি, শহুরে শিক্ষিত মেয়ে, অথচ একবারের জন্যেও অভিযোগ করেনি কোন ব্যাপারে। সবার সঙ্গে সমান তালে রাইড করেছে, দুর্বল বলে সুবিধা নেয়নি, কখনও আগে থামতে বলেনি, যখন যা দেয়া হয়েছে তাই খেয়েছে এবং সন্তুষ্ট থেকেছে। বাড়তি সুবিধা কখনোই চায়নি।

এত অসাধারণ একটা মেয়ে এভাবে খালি হাতে ফেরত যাবে–এর কোন মানে হয় না। তলে তলে শীতল ক্রোধ অনুভব করছে অ্যাশলে ক্রুডার। এত প্রস্তুতি, বঞ্চনা, দুর্ভোগ, সহিষ্ণুতা, উদ্বেগ ও নিরলস প্রচেষ্টার বিনিময়ে কি-না আঙুল চুষতে হবে!

অসম্ভব!

হঠাৎ ডেমিয়েন ক্রিমালের দিকে ফিরল অ্যাশলে। 'ধ্যেৎ! একটা কিছু করতে হবে, ডেম্! জিনিস এখনও লুকানো আছে। কারণটা কী জানো? যে সব তথ্য বা ল্যাণ্ডমার্ক দেয়া হয়েছে, আমার সন্দেহ আছে ওসবের উপর ভিত্তি করে কেউ

Boighar.com

গুপ্তধন খুঁজে পাবে!'

'শৈলান্তরীপ থেকে জায়গাটা কত দূরে?' জানতে চাইল শোহান।

'এক দিনের রাইড।'

'তারমানে...বারো-তেরো মাইল। তবে সেটা নির্ভরশীল ছিল তাদের ঘোড়া, মানসিক অবস্থা এবং বাস্তবে কী করতে চেয়েছিল তার উপর।'

'এটা যত কাছে হবে, দূরত্বও তত কম হবে,' মন্তব্য করল টম স্কেরিট। 'চিন্তা করো...সঙ্গে রত্ন ছিল ওদের। ইণ্ডিয়ানরা প্রায় ধরে ফেলেছিল বা খুব কাছে চলে এসেছিল। এতদিন পর অনুমান করা আসলে কঠিন সেদিন কী অবস্থা ছিল, কিন্তু নিশ্চয়ই চরম চাপের মধ্যে ছিল ওরা—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। রত্ন আগলে রাখবার তীব্র ইচ্ছে, অন্যদিকে প্রাণ না-খুইয়ে নিরাপদ লোকালয়ে ফেরত যাওয়া এবং সে জন্যে রত্নগুলো ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে দেয়া।

'ভাবতে থাকো! ফরাসী কলোনিতে চলে যেতে চেয়েছিল ওরা, ওখান থেকে ইউরোপ যেত; তারপর প্যারিস, লণ্ডন বা রোমে গিয়ে আলিশান জীবন যাপন করত। রত্ন লুকিয়ে রাখবার আদৌ কোন ইচ্ছে ওদের ছিল না। থাকতে পারে না। লুকিয়ে রেখে ফায়দা কীসের?

'গুপ্তধন লুকিয়ে রাখতে যেহেতু বাধ্য হয়েছে, আমার ধারণা, ধীর গতিতে এগিয়েছে ওরা, যেতে যেতে মোক্ষম জায়গার সন্ধান করেছে। এমন জায়গার খোঁজ করেছে যা ক্যাম্পের মতো হবে, থামবার মতো যৌক্তিক কারণ থাকবে...এবং এর পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক চিহ্ন বা নির্দেশক থাকবে, যেটা ধরে পরে খুঁজে পাওয়া যাবে। এমন এক জায়গা, যার সম্পর্কে যতটা বলা হয়েছে বা শুনেছি আমরা, তারচেয়েও বেশি কিছু অর্থাৎ সব বৈশিষ্ট্য থাকবে।'

'কিন্তু আমি তোমাদের সবই বলেছি, কিচ্ছু বাদ দেইনি!'

প্রতিবাদ করল জ্যানেট।

মাথা ঝাঁকাল গ্রেগরি শোহান। 'সবই বলেছ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে আরও কিছু নেই। বরং থাকাই স্বাভাবিক। এমন কিছু রয়ে গেছে যা নিজেদের জন্যে রেখে দিয়েছিল ওরা, এমন জ্ঞান যা ওদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।'

'আমার ধারণা, গুপ্তধনের পাঁচ মাইলের মধ্যে আছি,' বলল জেক আবেল।

গাঢ় কাঠামোর স্প্রুস ও অ্যাসপেনের সাদা গুঁড়ির উপর ক্যাম্প ফায়ারের আলোর নাচন চলছে। এত প্রকাণ্ড অ্যাসপেন গাছ আর দেখেনি অ্যাশলে। এরা আসলে সূর্য ভালবাসে, একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হতে থাকে। গুচ্ছাকারে জন্মালেও দ্রুত লম্বা হতে থাকে। গুঁড়ি থাকে একেবারে খাড়া। এমনকী পুড়ে যাওয়া জমিতেও বেঁড়ে ওঠে।

প্রথমে অ্যাসপেন বড় হয়, আকাশচুম্বী আকৃতি ধারণ করে এবং তারপর অ্যাসপেনের ছত্রচ্ছায়ায় স্প্রুসের শাখা গজায়। আশ্রয় ও নিরাপত্তা পায় অ্যাসপেনের কাছ থেকে; কিন্তু পরে অ্যাসপেনকে ছাড়িয়ে যায়। অ্যাসপেনের আয়ু কমতে থাকে, বহু বছর পর এরা হারিয়ে যায় এবং গুচ্ছাকারে ও ঘন হয়ে জন্মানো স্প্রুস রয়ে যায়।

এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত গাছ কমই আছে। কাঠ পাওয়া যায় না, কারণ একেবারে ভিতর থেকে এরা পচে যায়। আসন্ন শীতের আগমনী বার্তা জানাচ্ছে যেন—স্বর্ণালি হয়ে গেছে অ্যাসপেনের সব পাতা। যেখানে ঘুমায় ওরা, কয়েক ইঞ্চি পুরু অ্যাসপেনের খসে পড়া পাতা পড়ে থাকে, তার উপর বেডরোল বিছায় সবাই...একে রত্ন বলতে দ্বিধা নেই অ্যাশলের।

আগুনের কাছ থেকে উঠে এল অ্যাশলে, অ্যাসপেন পাতা ঠেলে এক জায়গায় জড়ো করল। জ্যানেটের বিছানা তৈরি করবে। এরপর নিজের জন্যে জড়ো করল। তলে তলে অস্থির

Boighar.com

ও উদ্দীপ্ত বোধ করছে ও। কেবলই মনে হচ্ছে কিছু একটা ধরতে পারছে না ওরা।

ইচ্ছে করে আগুন উস্কে দেয়নি, বরং আস্তে আস্তে নিভে যেতে দিয়েছে। আগুন থেকে কয়লা হবে, কয়লা জ্বলতে জ্বলতে ম্লান হয়ে যাবে একসময় এবং শেষে নিভে যাবে। পড়ে থাকা গাছের কিছু গিঁট ও পুরু খণ্ড যোগ করেছে আগুনে, এগুলো জ্বলবে ও নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু উজ্জ্বল শিখা তৈরি করবে না।

পায়ের জখম নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে মাইকেল লবেল। যথাসাধ্য করেছে ওরা, কিন্তু সেরে ওঠেনি। যদিও মাংসের জখম, তবুও ব্যথা বোধ হচ্ছে এবং পা আড়ষ্ট হয়ে আছে।

সবার আগে লবেল গেল ঘুমাতে, তারপর স্কেরিট।

রাতের প্রথম অংশে পাহারায় থাকবে আবেল, ইতোমধ্যে নিচের ঢালে চলে গেছে সে। ক্রিমাল ও শোহান শুতে চলে গেছে। জ্যানেটের জন্যে আর কিছু করবার নেই দেখে ড্যান গার্সিয়াও শুয়ে পড়ল। অ্যাসপেনের ঝাড়ে ঘুমাবে সে।

একটা স্প্রুসের নিচে শুয়েছে জেস ও'ব্রায়ান, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে–কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু সে ঠিকই ক্যাম্প ফায়ারের আলোকিত বৃত্তের মধ্যে থাকা সবাইকে দেখতে পাচ্ছে।

'সবাই তোমাকে বিদ্বান বলে কেন?' হঠাৎ জানতে চাইল জ্যানেট।

শ্রাগ করল অ্যাশলে। 'প্রথমে সম্ভবত তামাশা বা মজা করতে গিয়ে শুরু করেছিল। একসময় শিক্ষক ছিলাম, কিছুদিনের জন্যে। বলা যেতে পারে, অস্থির প্রকৃতির শিক্ষক। তবে গবেষণা ও শিক্ষকতা দুটোই পছন্দ আমার; কিন্তু লেখালেখিও করেছি কিছু, এবং আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। সত্যি কথা বলতে, নির্দিষ্ট কোন জায়গায় আমি

থাকিনি।

'তারও আগে, ছেলেবেলায় বনে-বাদাড়ে কাটিয়ে দিয়েছি। বুনো পরিবেশ ও জীবনের ছাপ আমার মধ্যে রয়ে গেছে, এবং যত আরামদায়ক পরিবেশে থাকি না কেন, বুনো প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ এড়াতে পারি না। মনে একটা গভীর টান সবসময় থেকে যায়।'

'এখন কী করবে?'

'জানি না! মনে হয় না আগের জীবনে ফিরে যাব। তবে এও ঠিক বহু কিছু শিখবার আছে, জানবার আছে। ভ্রমণ ভাল লাগে, প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করতে আরও ভাল লাগে–সেটা এশিয়া বা এখানে, যাই হোক। সাদা মানুষ আসবার আগে এখানে কী ঘটেছিল তা ক'জন বা কতটা জানি আমরা?'

'তুমি বিয়ে করোনি?'

'আমার স্ত্রী মারা গেছে। এরপরই সব ধরনের বন্ধন ও সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে পশ্চিমে চলে এসেছি।' উঠে দাঁড়াল অ্যাশলে। 'তুমি বরং বিশ্রাম নাও। কাল দিনটা কষ্টকর হবে।'

শুয়ে পড়ল জ্যানেট, তবে অ্যাশলে বিছানায় যায়নি। একটুও ঘুম পাচ্ছে না। কারণ জানে না। অস্বস্তি ও উদ্বেগের চোরা স্রোত বইছে ওর মনে, যদিও তার কারণ জানে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, কিছু একটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ওর মন।

অস্থিরতা কীভাবে কাটবে, জানা নেই ওর। হাঁটতে হাঁটতে জেক আবেলের কাছে চলে এল, এখানে পাহারায় রয়েছে সে।

আবছা অন্ধকার বলে ওকে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না সে, তবে অনুমান করতে পারল। 'তুমি নাকি? এখন পর্যন্ত কিছু দেখতে পাইনি। তবে রাতটা কেন যেন পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও হচ্ছে না।' অ্যাসপেন সারির দিকে পিঠ দিয়ে

Boighar.com

আছে ওরা। অ্যাসপেনের পাতার খসখসে শব্দ, এ মুহূর্তে যেটা ছন্দময়, যেন মনে হচ্ছে ফিসফিস করছে বহু মানুষ। চাঁদ উঠছে আকাশে, সবকিছু উদোম করে দিয়েছে মিষ্টি আলোয়। গাছের সাদা গুঁড়ি যেন গ্রীক স্থাপত্যের বড় বড় থাম।

আলতো হাতে একটা থাম ছুঁল অ্যাশলে। 'নিজে নিজে এদের ছাল ছাঁটাই হয়ে যায়,' বলল ও। 'শুরুর দিকের শাখাগুলো বড় হওয়ার পর নিজে নিজে ঝরে যায়।'

'এগুলো বেশ মোটাসোটা,' বলল আবেল। 'তবে বেশিরভাগ অ্যাসপেন কিন্তু ছিপছিপে হয়।'

'এগুলোর বয়স একশো বছর বা তারও বেশি হবে। কিছু কিছু গাছ দু'শো বছর পর্যন্ত বাঁচে।'

অ্যাশলের দিকে ফিরল আবেল। 'ক্রুডার, তোমার আগের কথা চিন্তা করছিলাম—পোড়া জায়গায়ও জন্মাতে পারে অ্যাসপেন। আর পোড়া জায়গার কথা বলেছিল জ্যানেট। তোমার কী মনে হয়, অ্যাসপেনের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে?'

'বেড়ে বলেছ, জেক! তুমি বোধহয় ঠিক ধরেছ! দু'শো বছরের ব্যাপার, তাই না? এদ্দিনে নিশ্চয়ই পোড়া জায়গায় স্প্রুস জন্মেছে, কিছু অ্যাসপেনও থাকবে।'

'কিংবা কিছু অ্যাসপেন বাকি থাকলে সেগুলো হবে থুত্থুড়ে বুড়ো…এগুলোর মতো।'

নীরব হয়ে গেল ওরা। দু'জনেই একই কথা ভাবছে। এমনও হতে পারে এ মুহূর্তে উদ্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ক্যাম্প করেছে—স্প্রুস ও অ্যাসপেনের মিলিত বন, ঢালের একটু নিচে নীলচে-কালো ক্লিফ এবং উল্টোদিকে বিজলি দাগঅলা কষ্টিপাথর!

'তুমি পাহারায় থাকো,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল অ্যাশলে। 'যতটা সম্ভব সতর্ক থেকো। আমি উপরে যাচ্ছি, দেখে আসব ঢালে কী আছে।'

বইঘর.কম

'যাও।' থোক্ করে থুথু ফেলল আবেল। 'এ জায়গা সম্পর্কে মন খচখচ করছে আমার! আজ রাতে যখন অ্যাসপেনের কথা বলছিলে না, আমি তখন মনে মনে ভাবছিলাম এখানে ঢুকবার সময় জায়গাটা কেমন দেখেছি!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাসপেন ও স্প্রুসের ফাঁকফোকর দিয়ে এগোতে শুরু করল অ্যাশলে। চাঁদের আলো থাকায় মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে, অন্তত পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। বরং মায়াবী আলোয় অদ্ভুত সৌন্দর্য তৈরি করেছে অ্যাসপেনের ঝাড়–সাদা গুঁড়ির শুভ্রতা, মৃদুমন্দ বাতাসে দুলতে থাকা সোনালি পাতা…নিজস্ব জাদু আছে ওদের, স্বচক্ষে না-দেখলে এর সৌন্দর্য বিশ্বাস করা যায় না। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে সব জন্তু ও পাখির কেন অ্যাসপেনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ।

ঢাল ধরে টানা উঠে যাচ্ছে অ্যাশলে। মাঝে মধ্যে পথ করে নিতে হচ্ছে। ডান হাতে থম্পসন রাইফেল। ঢাল কখনও কখনও এত খাড়া যে গাছে গাছে ধরে এগোতে হচ্ছে ওকে, ভারসাম্যের জন্যে ডাল ধরতে হচ্ছে।

আচমকা খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল ও। অ্যাসপেন ও স্প্রুসের উপর, সবকিছু ছাড়িয়ে। কারণ এটাই টিম্বারলাইন, অর্থাৎ পাহাড়ের উপর জন্মানো বনভূমির সর্বোচ্চ সীমানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, চারপাশ নিরীখ করল অ্যাশলে। উপরে চাঁদ চোখে পড়ছে। আকাশ অস্বাভাবিক পরিষ্কার, জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে বনভূমি।

ধোঁয়াশা বা কুয়াশা নয়, কিংবা মেঘের ঘনঘটাও নয়, নির্জলা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পুরো বনভূমি। ওর পিছনে পাহাড়শ্রেণীর নিরেট বিস্তৃত অংশ, নিচে খাড়া ঢাল–পাহাড়ের পার্শ্বদেশ, অ্যাসপেনের ঝিকিমিকি খাঁড়ি, এবং তারও পিছনে–উপত্যকার দূর অংশে রয়েছে পাহাড়ি ঢাল…বন্ধুর প্রান্তরের কিনারে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি প্রাচীন খুঁত।

Boighar.com

উপত্যকা এ মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না অ্যাশলে। নিচের সব ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ছায়ার রাজত্ব সেখানে। মূলত দূরত্বের কারণে চোখে পড়ছে না। মুহূর্ত খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি দিল পিছনের খাড়া ঢালের দিকে।

আকাশছোঁয়া এক রিম পর্যন্ত খাড়া ভাবে উঠে গেছে পাহাড়ি ঢাল। খোলা জায়গার প্রান্তে এসে পড়ল ও, পা বাড়াল। বুটের নিচে পাথর নড়েচড়ে উঠল। কচকচানি শব্দ হচ্ছে! এরই খোঁজ করছিল ওরা...খাড়া পাথুরে ঢাল, তাপমাত্রা বদল ও ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে-চুরে গেছে পাথর। কয়েক মুহূর্ত দেরি করল অ্যাশলে, অজান্তে নিচে নামতে শুরু করল ওর শরীর–পিছলে গেছে! তখনই ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল।

ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে পাথুরে ঢালের মেঝের দিকে তাকাল। ওর দিকে এগিয়ে আসছে এক লোক! দীর্ঘদেহী মানুষ। তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে আসবার প্রয়াস পেল অ্যাশলে, সমান জমি খুঁজছে, যাতে জুত মতো পা রাখতে পারে।

একই গতিতে এগিয়ে এল সে, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রায় নিঃশব্দ চলা। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ নেই অ্যাশলের মনে, তবুও অপেক্ষায় থাকল। কৌতূহল বোধ করছে, দেখতে চায় কী করে সে। অল্প নিচে ওদের ক্যাম্প, নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অবগত আছে সে।

'শুভেচ্ছা, বন্ধু! আমার মন বলছিল এই রাতের বেলায় শুধু একজন মানুষই উপরে উঠে আসতে পারে। সারাদিন ছোটাছুটি করে ক্লান্ত দেহে যখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাওয়ার কথা, তখন কেবল যার মধ্যে কিছু কবিত্ব থাকে, শুধু সে-ই মায়াবী জ্যোৎস্নার রাতে ঘুম হারাম করে প্রকৃতির ডাকে চলে আসে। বলতেই হচ্ছে, তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি! অন্যরা যেহেতু দূরে আছে, এবার নিশ্চিন্তে তোমার সঙ্গে আলাপ করা

বইঘর.কম

যাবে।'

'ওরা আমার বন্ধু,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল অ্যাশলে।

বাতাসে হাত ঝেড়ে বাতিল করে দিল কর্নেল টমাস লেভিন। 'নিশ্চয়ই! বন্ধু আমাদের সবার আছে। যাকে যেভাবে কাজে লাগাই আমরা, তার গুরুত্ব ঠিক সেরকম। আমার মনে হয় তোমার বন্ধুরা গুরুত্বহীন হয়ে গেছে।'

'আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু ভিন্ন।'

'তাই? হতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই রোমান্টিক মানুষ, নইলে কেন পশ্চিমে আসবে? এবং বুদ্ধিটাও মোটেও উঁচু মাত্রার নয়। কিছু মনে কোরো না আমার কথায়। যাক্‌গে, আসল কথা হচ্ছে, এখান থেকে কিছুই পাবে না তুমি।

'সাগরের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। এই ঝামেলা শেষ হয়ে গেলে পানির উপর ভাসমান সবচেয়ে সুন্দর জাহাজটা কিনব আমি। কিছু পুরানো ক্রু আছে আমার। তাদের জড়ো করে দেখিয়ে দেব আসল জলদস্যুতা কাকে বলে!'

'সেটা করবার খায়েশ যদি সত্যি থেকে থাকে তোমার,' মৃদু স্বরে পরামর্শ দিল অ্যাশলে। 'এবং তা এখান থেকে শুরু করাই ভাল।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল লেভিন, কৌতুকমাখা দৃষ্টিতে অ্যাশলেকে দেখছে। 'আচ্ছা! আমাদের বিদ্বান তা হলে হুমকি দিতেও জানে! কে জানে, আসলেই হয়তো এর মধ্যে কিছু আছে।'

চ্যাপ্টা একটা পাথরের দিকে ইশারা করল সে। 'বসো, ম্যান। তোমার সঙ্গে কথা আছে। শুধু তুমি আর আমি...আমাদের বুদ্ধি আছে। নিচের ওই লোকগুলোকে অত পাত্তা না-দিলেও চলবে। বলেছি না, তুমি যেভাবে চালাবে ওরা সেভাবেই চলবে? ওদেরকে গোনায় ধরি না। কিন্তু তোমার-আমার ব্যাপার ভিন্ন। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শক্তের ভক্ত সবাই। আর শক্তের জন্যে সবকিছু থেকেও যায়। আমার

Boighar.com

অবশ্য সবটা দরকার নেই। নিজের ইচ্ছেমাফিক যা খুশি করবার জন্যে যতটুকু লাগে, সেটুকু হলেই চলবে। সবটা নিতে গেলে মহা গাড্ডায় পড়তে হবে।'

অন্য একটা পাথরের উপর বসেছে টমাস লেভিন, অ্যাশলের দিকে ঝুঁকে এল। 'আমি তোমাকে পছন্দ করি, বিদ্বান। চলো, পার্টনার হয়ে যাই। মেয়েটাকে যদি মনে ধরে থাকে তোমার...নিয়ে নাও। দুনিয়ার কোন মেয়ের ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার। সম্পর্ক বা বন্ধন খুব বাজে জিনিস। ওসবে আমার পোষায় না। বন্ধুদের খসিয়ে দাও, অথবা একটা কিছু বুঝিয়ে বিদায় করে দাও। সকালে অন্য এক জায়গায় একা হাজির হয়ে যেয়ো।

'তুমি আর আমি...গুপ্তধন আমরা ভাগ করে নিতে পারি। ইশ্‌শ্‌, জিনিসটা এখানেই আছে! আমি জানি, এখানেই আছে! এই যে আমরা বসে আছি, এখান থেকে দূরেও নয়! কী বলো তুমি? আমার সঙ্গে হাত মেলাও। মেয়েটা তোমার হবে, আর পাবে এক-তৃতীয়াংশ। আমি নেব এক-তৃতীয়াংশ। বাকি অংশ খরচের জন্যে...জাহাজ কিনতে হবে তো!

'নিউ অর্লিয়েন্সে একটা স্কুনার আছে, পানির উপর যে-কোন কিছুকে পিছনে ফেলে দিতে পারে ওটা। প্রচণ্ড গতি! আর দেখতেও যা সুন্দর! দু'একটা রেসে জিতে যাওয়ার পর ভারত মহাসাগরে চলে যাব। বিশ্বাস করো, ওটাই হচ্ছে সেরা জায়গা।

'তুমি কি জাহাজ চালাতে জানো? পারো তা হলে? দারুণ! তা হলে আমার কাঁধ থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেল। আমি আসলে খুব হিসাবী মানুষ, যে-কোন কিছুর হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিই, কিন্তু কখনও কখনও তাও যথেষ্ট হয় না, বিশেষ করে তুমি যখন লোক চরাবে।' পকেট থেকে একটা কিউবায় তৈরি চুরুট বের করে ধরাল সে। 'দেখো...বিশজনের মতো লোকজন আছে আমার এবং সবাই

বইঘর.কম

কঠিন মানুষ। চাইলে তোমার লোকজনকে যে-কোন সময়ে কচুকাটা করে ফেলতে পারবে এরা...শুধু আমার নির্দেশ পেলেই! কিন্তু অযথা রক্তারক্তি করবার দরকার কী, যখন বিকল্প হাতের নাগালে আছে? কাছাকাছি একটা নদী আছে এবং অনায়াসে ডিঙি ভাসানো যাবে। গুপ্তধন নিয়ে ডিঙিতে করে নিউ অর্লিয়েন্সে চলে যাব আমরা, সবাইকে এখানে ফেলে যাব।

'একেবারে সহজ কাজ! তুমি জানো লুটের মাল কোথায় আছে। ডিঙিটা লুকিয়ে রেখেছি আমি। আমরা চলে যাওয়ার পর অন্তত দুটো দিন চলে যাবে, তারপর হয়তো আমাদের অনুপস্থিতি টের পাবে ওরা। চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে অযথা আরও সময় নষ্ট করবে। কিন্তু নদীতে চিহ্ন পাবে কোথায়?'

নিঃশব্দে হাসল অ্যাশলে। 'ডিঙি যখন নিউ অর্লিয়েন্সে পৌঁছবে, ডিঙিতে যদি তখন একজন থাকে, দারুণ হবে না?'

'খাসা বলেছ!' নির্জলা আমোদ তার চাহনিতে, হাসছে খরখরে স্বরে। 'জানতাম আমরা একই পথের পথিক। মন-মানসিকতা এক ধরনের। উঁহুঁ, ওরকম কিছু ঘটবে না। বন্ধুদের কথা বলেছ একটু আগে। হ্যাঁ, বন্ধু ছাড়াও চলতে পারে, যদি সঙ্গী থাকে। সমস্যার কথা কী জানো, বন্ধু বা সঙ্গী বহু হলেও সবার ঘটে বুদ্ধি থাকে না, কিংবা সবাই শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, বই বা নতুন চিন্তাধারার ধারক নয়...আশ মিটিয়ে কথা বলবার জন্যেও তো লোক লাগে।

'না, পুরো পথ একসঙ্গে যাব আমরা। রাতে কারও গলাকাটা চলবে না, বেঈমানি নিষিদ্ধ। আর সাগরে পৌঁছে যাওয়ার পর সবকিছু দু'ভাগ করে নেব।'

উঠে দাঁড়াল অ্যাশলে। 'দুঃখিত, মি. লেভিন। তোমার প্রস্তাব মানতে পারছি না, ওতে আমার পোষাবে না। আমি বরং তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, লোকজন নিয়ে ফিরে যাও। আদৌ এখানে কোন গুপ্তধন আছে কি-না সন্দেহ, আর যদি

Boighar.com

থেকেও থাকে, ঠিক কোথায় আছে কারও জানা নেই। এমনকী তোমার ভাতিজিও ঠিক জানে না।

'স্বীকার করছি, আমরাও ভেবেছি যে গুপ্তধন আছে, কিন্তু মিস্ লেভিনের নির্দেশনা অনুযায়ী এসে দেখছি সেটা অসার। আশপাশে দশ মাইলের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা জায়গা আছে, যার সঙ্গে ওর বর্ণনা মিলে যাবে! আমাদের আহত লোকটি সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে চলে যাব।'

হাসিটা মুছে গেল লেভিনের মুখ থেকে, শ্রাগ করল সে। 'বেশ, তোমার যখন ইচ্ছে নেই, কী আর করা! তবে আমি চেষ্টা করেছি। যদিও মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি আসলে চরম বোকা।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, মুখে হাসি ফিরে এসেছে। 'মনে কোন দুঃখ রেখো না। সবকিছু ভুলে যাব আমরা, হ্যাঁ?'

সহজাত প্রবৃত্তির বশে হাত বাড়িয়ে দিল অ্যাশলে।

শক্ত মুঠিতে ওর হাত চেপে ধরল লোকটা। 'এবার, এসো সবাই, ধরো ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ঝাড়া দিয়ে হাত ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়াস পেল অ্যাশলে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। অস্বাভাবিক শক্তি লেভিনের দেহে। গায়ের জোরে ওকে ধরে রেখেছে।

সহসা, পাথরের উপর বুটের শব্দ শুনতে পেয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করল ও। ঝাঁপিয়ে পড়ল লেভিনের উপর। এমন কিছু ঘটবে আশা করেনি সে, একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, টলে উঠল দেহ। ভারসাম্য ধরে রাখতে হিমশিম খেল সে, কিন্তু সামাল দিতে পারল না; বরং দেড় শতাধিক পাউণ্ড ওজন নিয়ে তার উপর আছড়ে পড়ল অ্যাশলে, পড়ন্ত অবস্থায় বুট দিয়ে চাপ দিল টমাস লেভিনের পায়ে–গায়ের জোরে–সামান্য দয়াও দেখাল না। ককিয়ে উঠল সে।

ধাক্কার চোটে শিথিল হয়ে গেছে লেভিনের বজ্র আঁটুনি। নিজস্ব গতি কাজে লাগিয়ে সরে গেছে অ্যাশলে এবং শরীর

বইঘর.কম

গড়িয়ে দিল ঢাল বরাবর। ধরে থাকলে তাকেও ছেঁচড়ে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে হাত ছেড়ে দিল লেভিন।

বাম হাতে রাইফেল, একটা পটকান খেয়ে ঢাল বরাবর তুমুল গতিতে গড়িয়ে চলল অ্যাশলের দেহ। অন্ধকারে আড়াল হয়ে গেল।

দুটো গুলি হলো। পরপরই আরেকটা। শুধু একটাই ওর কাছে এল, দুই হাত দূরে পড়ে থাকা শুকনো পাতার বুকে তুবড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে।

খিস্তি করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে লেভিন, মুখটা এরচেয়েও বেশি বিশ্রী ও কুৎসিত হয়ে গেছে।

এক জায়গায় এসে থেমেছে অ্যাশলে। অনুমান করল ত্রিশ ফুট নিচে হবে। উঠে বসেছে ও, এগোতে গিয়ে টের পেল বুটের নিচে পড়ে মট করে ভাঙল একটা ডাল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল তপ্ত সীসা, কাছের অ্যাসপেনের গুঁড়িতে বিঁধল ভোঁতা শব্দে, বাকলের গুঁড়ো ছিটকে পড়ল অ্যাশলের মুখে।

স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল ও, তারপর প্রাণপণে ছুটল। ঢালের কারণে গতি আরও বেড়ে গেছে। এঁকেবেঁকে ছুটছে ঘন স্প্রুস ও অ্যাসপেনের ফাঁকফোকর দিয়ে।

আরও একটা গুলি ছুটে এল। কিন্তু বনের মধ্যে ছুটন্ত অবস্থায় ওকে গেঁথে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। ছুটে চলেছে অ্যাশলে, শব্দ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করছে না; যদিও কুয়াশায় সিক্ত পাতার স্তরে তেমন আওয়াজ হচ্ছে না বললে চলে। হাতের বামে এক গুচ্ছ স্প্রুসের ঘন কাঠামো...ক্যাম্পটা এখানেই থাকবার কথা।

ছিটকে খোলা জায়গায় ঢুকে পড়ল অ্যাশলে, চারপাশে তাকাল।

কিচ্ছু নেই! কেউ নেই! কোন ভাবে হয়তো দিক হারিয়ে ফেলেছে ও এবং...না, আগুনটা আছে। পুড়ে যাওয়া কয়লা থেকে ধোঁয়া উঠছে, এক টুকরো কয়লা এখনও জ্বলছে ম্লান

Boighar.com

ভাবে।

চলে গেছে···চলে গেছে সবাই!

একা হয়ে পড়েছে ও।

পনেরো

একা ও···অন্যরা চলে গেছে। কিন্তু এই রাত দুপুরে কোথায় গেল? কতক্ষণের জন্যে গেছে?

অ্যাশলের জিনিসপত্রও নেই। আগুন ছাড়া আর সবকিছু নিয়ে গেছে ওরা। ওরা কি অপহৃত হলো? নাকি গোলাগুলি শুনে সটকে পড়েছে? ধরে নিয়েছে যে অ্যাশলে মারা গেছে, কিংবা বেঁচে থাকলে পরে সময়-সুযোগ মতো ওকে খুঁজে নেবে, কিন্তু আপাতত নিজেরা নিরাপদ থাকা উচিত?

বেঁচে থাকলে···হ্যাঁ, বেঁচে থাকতে হবে এবং সেজন্যে সবার আগে এখান থেকে সরে পড়া উচিত।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাশলে, কান খাড়া। শরীরের সব ইন্দ্রিয় সজাগ ও টনটনে এখন। বাতাস, পাতার মর্মরধ্বনি···সব শুনতে পাচ্ছে। সন্তর্পণে পিছিয়ে এল অ্যাশলে, জ্বলন্ত কয়লার ম্লান আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবে, স্প্রুসের গাঢ় ছায়ার মধ্যে ঢুকে যাবে। ওখানে গেলে, নিজে কিছু দেখতে না-পেলেও, শত্রুপক্ষও ওকে দেখতে পাবে না।

যাবে কোথায়? উঁচুতে আড়াল নেয়ার মতো জায়গার অভাব আছে। নিচের দিকে, যেখানে পানির জোগান আছে বা

বইঘর.কম

যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, সেখানে না-যাওয়াই উত্তম। সেক্ষেত্রে, পাহাড়শ্রেণীর সম্মুখপ্রান্তের দিকে—উত্তরে—যেতে হবে।

স্প্রুসগুলো এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে ওগুলোর ডাল জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে। কখনও মাথা নিচু করে যেতে হলো, কখনও ওগুলোর ফাঁক গলে।

পাতলা মোকাসিনের কারণে ক্ষুদ্র ডাল পড়লেও সেটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে, যে-কোন কিছু পায়ের নিচে পড়লে টের পেয়ে যাচ্ছে। একা বলেই, দ্রুত পা চালাতে পারছে।

দ্রুত সটকে পড়তে হবে, নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে আগে নিজে বাঁচতে হবে, তারপর বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো সাহায্যও লাগতে পারে ওদের। মৃত অ্যাশলে ক্রুডারকে দিয়ে বাজপাখি ও কয়োটি ছাড়া অন্য কারও উপকার হবে না।

পাহাড়শ্রেণীর সামনের দিকটা খাড়া, তবে ঢাল এত খাড়া নয় যে হাঁটতে পারবে না। কদাচিৎ কিছু জায়গা আছে বেশ খাড়া, তবে এগোনো সম্ভব হচ্ছে। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাল ও, সুউচ্চ শৃঙ্গ ও পাহাড়ের কাঁধ চোখে পড়ছে, চাঁদের আলোয় কী যে অপূর্ব লাগছে!

ফের এগোল ও, দৌড়ে পেরিয়ে গেল ত্রিশ গজ, তারপর থামল। রাত একেবারে নিঃশব্দ। অপেক্ষায় আছে অ্যাশলে, জিরিয়ে নিচ্ছে এই ফাঁকে, কান খাড়া।

কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

আবার এগোল অ্যাশলে, এবার আরও সতর্কতার সঙ্গে। কিছুটা আড়াআড়ি এগোচ্ছে, যাতে আয়াস কম লাগে। দেখতে চায় উপরে খোলা জায়গায় কী আছে। প্রতিপক্ষ যদি এদিক দিয়ে যায়, ওকে পেরিয়ে যেতে পারে এবং এগিয়ে গিয়ে, নিচের ঢাল বরাবর যদি পথ আগলে রাখে, তা হলে ঘিরে ফেলতে পারবে ওকে।

Boighar.com

কিছুই চোখে পড়ছে না। বুনো পরিবেশের কারণে ইন্দ্রিয় সব সজাগ, টনটনে হয়ে উঠেছে। অতি সংবেদনশীল। যেন ছেলেবেলা ফিরে পেয়েছে অ্যাশলে, ইউরোপ ও পুবের জীবন বিস্মৃত হয়েছে; ইতিহাস, সংস্কৃতি বা আইন সম্পর্কে কিছু জানে না। বরং এ প্রকৃতি—হোক বুনো ও অনিশ্চয়তায় ভরা—মনে হচ্ছে ওর নিজস্ব। একান্ত নিজস্ব। অ্যাশলে ক্রুডারের প্রতিটি কোষে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধির শিহরণ—বাড়ি ফিরে এসেছে ও! এখানেই ওর জন্ম, এখানেই ওর বৃদ্ধি, পূর্ণতা, ভূত-ভবিষ্যৎ...সবকিছু। আর যা কিছু আছে, সবই অর্থহীন ও অসার।

অন্তত ওর জন্যে।

আচমকা এক স্প্রূসের গুঁড়ির বিপরীতে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাশলে, নিচু হয়ে বসেছে, মাথার উপর ঝুলন্ত শাখা। অপেক্ষায় থাকল। কিছু কি কানে এসেছে? ঠিক শুনেছে, নাকি ওর উত্তেজিত ইন্দ্রিয় ভুল বুঝেছে?

ক্ষীণ নড়াচড়া, তারপর নিচু ফিসফিসে কণ্ঠ, অল্প কয়েক ফুট দূরে...বারো ফুট? সম্ভবত তারও কম।

'আরে দূর! ব্যাটা এত দূরে আসবে কী করে? ও তো কাঠুরে নয়, বোস্টনের শিক্ষিত বাবু! এখানে আসতে হলে ওকে উড়তে হবে!' একজনের বিরক্তি মেশানো কণ্ঠ শোনা গেল এবার।

'হতে পারে বোস্টনের শিক্ষিত বাবু,' প্রতিবাদ করল অন্য একজন। 'কিন্তু যেভাবে ব্যাটা উধাও হয়ে গেল, কল্পনাও করতে পারবে না কী ক্ষিপ্রতা! অথচ ওকে বাগে পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা!'

'বললাম তো, বেশি চলে এসেছি। ব্যাটা পিছনে কোথাও আছে। ওকে যদি পালিয়ে যেতে দিই, টম আমাদের সবাইকে খুন করবে। যাই বলো, ওকে দেখে ভয় লাগে আমার! কলজে শুকিয়ে যায় ব্যাটার চোখের দিকে তাকালে! এমন ভয়ঙ্কর

বইঘর.কম

লোক আর দেখিনি। শয়তানের চেলা একটা!'

'তাতে কী?' উষ্মা প্রকাশ করল অন্যজন। 'ভাল খাচ্ছ তুমি, ভাল পরছ, ভাল থাকছ, লেভিনের সঙ্গে যোগ দেয়ার পর থেকে পকেট ভরা থাকছে। ওকে দেখে অন্যরা ভয় পায়, তাতে তো কোন অসুবিধা দেখছি না। অন্যদের ভয় পাওয়ার দরকারও আছে। বেঈমানির সামান্য গন্ধ পেলে তোমাকে নির্দ্বিধায় খুন করবে সে।'

অ্যাশলের হাতে ছুরি চলে এসেছে। হাতাহাতি বা ওই ধরনের লড়াই যদি করতে হয়, তৈরি থাকতে চায় সেজন্যে; এবং ন্যূনতম দূরত্বের লড়াইয়ে ছুরির চেয়ে কার্যকরী আর কিছু হতে পারে না। এ ছুরিটা দু'ধারী, রেজরের মতো তীক্ষ্ণধার, হাতলটা ভারী···তৈরি হয়েছে হাজার বছর আগে, ভারতে–যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত ইস্পাত পাওয়া যায়।

উত্তরাধিকার সূত্রে ছুরিটা পেয়েছে অ্যাশলে। বহুদিন ধরে ক্রুডারের কাছে আছে এটা। অন্তত একশো বছর আগে, ক্যালকিন নামের এক আইরিশ ছুরিটা দিয়েছিল ক্রুডারদের পূর্বপুরুষকে; আর সে নিজে ওটা পেয়েছিল ভারত মহাসাগরে অভিযানে গিয়ে, উপহার হিসাবে এক মহিলা তাকে ওটা দিয়েছিল। বেসরকারী রণপোতের ক্যাপ্টেন ছিল এই ক্যালকিন।

রাইফেল এখন অ্যাশলের বাম হাতে, ডান হাতে ছুরি। দম বন্ধ করে অপেক্ষায় আছে ও। একবার ভেবেছিল আড়াল থেকে বের হয়ে নিজেই হামলা করবে দুই শত্রুর উপর। কোন কিছু বুঝে উঠবার আগেই হয়তো একজনকে নিকেশ করে ফেলতে পারবে, কিন্তু অন্যজন চিৎকার করতে পারে। সেক্ষেত্রে, সবাই ছুটে আসবে এখানে।

এ মুহূর্তে ওর সব অনুভূতি বা চিন্তা-ভাবনা অর্বাচীন ও হুজুগে হয়ে গেছে। নিজেকে মনে হচ্ছে হিংস্র, নির্মম ও

Boighar.com

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; বুনো আক্রোশ অনুভব করছে শত্রুর প্রতি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছিল ওর পূর্বপুরুষরা, তারাও নিশ্চয়ই ওর মতোই অনুভব করেছিল।

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা। অন্ধকারে সয়ে গেছে চোখ। এখন দুই শত্রুর পা দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে। দু'জনের দেহ স্প্রুসের নুয়ে পড়া পুরু শাখার আড়ালে পড়ে গেছে।

'চলো, কাজ সেরে ফেলি।'

'অন্যদের কী হবে? ওটাই আমার জানবার ইচ্ছে। ওদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ওই দলে গ্রেগরি শোহান আছে, সহজ বান্দা নয় সে।'

'শোহান? খাইছে! সেক্ষেত্রে লেভিন যাই ভাবুক না কেন, ওরা এরচেয়ে ঢের কঠিন দল। আনাড়ি লোক নিয়ে কখনও পাহাড়ে আসে না শোহান। তারমানে...নিশ্চিত ধরে নাও, জবর ঝামেলা পোহাতে হবে।'

এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মধ্যে মৃদু শব্দ করছে। অপেক্ষায় থাকল অ্যাশলে, সামান্য নড়াচড়া করে সবকিছু ভেস্তে দিতে চায় না।

দৃশ্যত, অ্যাশলের সঙ্গীরা সরে যেতে পেরেছে; কিংবা, যদি শত্রুদের হাতে আটকা পড়েও থাকে, এই দু'জন তা জানে না। তা হলে কোথায় গেছে ওরা? সম্ভবত নিচে, ক্রীকের দিকে চলে গেছে, অনুমান করল অ্যাশলে।

ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন আড়াল থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল ও, ছায়ামূর্তির মতো এগিয়ে চলেছে পাইনের ডালপালা, পাতা ও শঙ্কুতে ভরা পথ ধরে। ঢাল ধরে উপরে উঠছে এখন।

প্রথমে, পালাতে হবে। অন্যদের মতো শত্রুর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে। তারপর খুঁজে বের করতে হবে বন্ধুদের।

মাইল খানেক তালাশ করেছে। অ্যাশলে নিশ্চিত ওর অনুমানে ভুল হয়নি, যেহেতু দূরত্ব হিসাব করতে কখনও ভুল

বইঘর.কম

করে না। সহসা একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখানে রিম থেকে পড়া পাথর আছড়ে পড়েছে গাছের উপর, কিছু গাছ হেলে পড়েছে, কিছু ধসে পড়েছে। গাঢ় স্প্রুসের ডালগুলো মিলে প্রায় নিরেট একটা দেয়াল তৈরি করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল অ্যাশলে, বসল।

হঠাৎ খুব ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে।

যে উদ্বেগ ওকে সারাক্ষণ তটস্থ রেখেছিল, তা যেন কমে গেছে। ঘুমের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন।

বাইরে বেরিয়ে এল অ্যাশলে। পরখ করল কোন চিহ্ন ফেলে গেছে কি-না, বিশেষ করে ঢুকবার পথে। তারপর ফের ঢুকে পড়ল ভিতরে, নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে। নিশ্চিত হলো চিহ্ন ফেলে আসেনি।

এবার রাইফেল পাশে রেখে, হাতের মুঠিতে ছুরি রেখে শুয়ে পড়ল ও। ঘুমিয়েও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

পাতার ফাঁক গলে ঢুকে পড়া দিনের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভাঙল অ্যাশলে ক্রুডারের। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল ও, কিন্তু ঠায় পড়ে থাকল, এক চুলও নড়ল না দেহ। মনে করতে চাইল কোথায় আছে। যে স্থানে আশ্রয় নিয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হওয়া এ ধরনের জায়গা পাহাড়শ্রেণীতে আরও অন্তত ডজন খানেক পাওয়া যাবে।

বাস্তবে, জায়গা এত বড় যে ওদের পুরো দলের সঙ্কুলান হয়ে যাবে। তবে ঘোড়ার জায়গা হবে না। একটা সমস্যা অবশ্য আছে: জায়গাটা ঢালু, ঢালের নিচের দিকে কিছুটা চোখে পড়লেও পাহাড়ের চূড়া বা আশপাশের কোন জায়গা চোখে পড়ে না, একেবারে আড়ালে পড়ে গেছে।

উঠে বসল ও। ঢালের নিচ বরাবর তাকাল, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। ঘন স্প্রুস দৃষ্টিসীমাকে আটকে দিয়েছে। থম্পসন রাইফেল তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছল ওটা, কুয়াশায় সামান্য আর্দ্র হয়ে গিয়েছিল। ছুরি ওটার স্ক্যাবার্ডে

Boighar.com

রেখে দিল। এবার আশ্রয়ের মুখে চলে এল।

অপেক্ষায় থাকল ও, কান খাড়া। মনে মনে অবশ্য সমস্যার সমাধান খুঁজছে। জ্যানেট সহ সবাই জানে যে গুপ্তধনের কাছাকাছি রয়েছে ওরা, তাই আপাত দৃষ্টিতে সরে পড়েছে মনে হলেও আদপে হয়তো ধারে-কাছে কোথাও আছে। অ্যাশলের ধারণা, পরিস্থিতি যাই হোক–খুব কাছে আছে ওর বন্ধুরা।

সমস্যার কথা হচ্ছে: টমাস লেভিনও জানে কথাটা।

এখানে নিরাপদ ও, দিনের পর দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারবে। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো থেকে গেলে মন্দ কী? কারও কাছে কি ওর কোন দেনা, না কোন দায় রয়েছে? আদপে এর সঙ্গে সম্পর্কই নেই ওর। তা হলে কেন বেরিয়ে গিয়ে বেঘোরে জান খোয়াবে, বা আহত হয়ে পড়ে থাকবে? কীসের জন্যে?

কারণ তো আছেই। ওকে এবং ওর বন্ধুদের বিশ্বাস করেছে জ্যানেট লেভিন, আস্থা রেখেছে। বন্ধুদের প্রতিও দায় আছে অ্যাশলের, অন্তত তাই মনে করে ও, এবং বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যত ঝামেলাই হোক এসবের বাইরে থাকতে চাইছে না।

ওকে হালকা ভাবে দেখেছে টমাস লেভিন–ব্যাপারটা বিরক্তির উদ্রেক করেছে অ্যাশলের মনে, লোকটার মাত্রাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য ও বেহায়াপনা খেপিয়ে তুলেছে ওকে। কখনও কারও প্রতি এতটা ক্রুদ্ধ বোধ করেনি অ্যাশলে। নিজেকে ভালমানুষ মনে করে না ও, কিন্তু এটা নিশ্চিত বোঝে টমাস লেভিন আসলে শয়তানের দোসর।

বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে স্প্রুসের ডালপালা দিয়ে তৈরি অস্থায়ী আশ্রয় থেকে বেরিয়ে চারপাশ নিরীখ করল অ্যাশলে। কিছু নেই। বিষণ্ন চাহনিতে নিজের মোকাসিন জোড়া দেখল। ছিঁড়ে গেছে। নতুন না-হলেও অন্তত মেরামত

বইঘর.কম

করতে হবে। পাহাড়শ্রেণীতে দৌড়-ঝাঁপের ফলে বেশ ক্ষতি হয়েছে। যে জায়গা, মোকাসিন টিকবার কথাও নয়।

গাছের আড়াল ব্যবহার করে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও। এবার অপেক্ষাকৃত কমবয়সী অ্যাসপেনের ঝাড় দেখতে পাচ্ছে সামনে। কয়েক পা এগোতে পানির কুলকুল ধ্বনি শুনতে পেল। স্প্রুসের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, এবং অ্যাসপেনের শুরু যেখানে, নিচু একটা গর্তে পানির প্রবাহ দেখতে পেল। ছয়-সাত ফুট হবে চওড়ায়। সবুজ ঘাস গজিয়েছে এখানে। বিশ ফুট উপরে পাথরে ঘেরা উপত্যকা থেকে ঝর্নার জন্ম হয়েছে।

ঝাড়া কয়েক মিনিট চারপাশ রেকি করল অ্যাশলে, তারপর নিশ্চিন্ত মনে পানির উপর ঝুঁকে পড়ল। তেষ্টা মেটাল প্রথমে, শেষে ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধু'ল। তবে প্রয়োজনের বেশি সময় ঝর্নায় থাকল না, বরং দ্রুত ওটা পেরিয়ে অ্যাসপেন বনে ঢুকে পড়ল। ঢাল ধরে নেমে গেল, অ্যাসপেন বনের অন্য প্রান্তে চলে এল।

এখান থেকে চূড়া ও আশপাশের এলাকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কোথাও কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

গোলাগুলিও হয়নি...আসলে কিচ্ছু নেই।

ছেলেবেলায় পুবের জঙ্গলে *ইণ্ডিয়ান* হিসাবে খেলত ও, শিকারে বেরোত। এখন যেন সেই জীবনে ফিরে গেছে। একইরকম উদ্বেগ, সতর্কতা, হিসাবী পদক্ষেপ, বিপদের আভাস, পূর্ব-অনুমান...সবই ফিরে এসেছে। যথাসম্ভব আড়াল ব্যবহার করে ঢাল ধরে নামছে ও। প্রায়ই দিক পরিবর্তন করছে, যাতে কেউ অনুসরণ করলে ধন্দে পড়ে যায়।

বিস্তর আড়াল আছে এখানে।

পাহাড়ের গোড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন। দীর্ঘ উপত্যকা চিরে গেছে দুরন্ত ঝর্না। ঝর্নার দুই ধারে অ্যাসপেন

Boighar.com

ও উইলোর ঝাড় জন্মেছে; কিছু কটনউড ও খাটো গুল্ম জাতীয় গাছও আছে–দূর থেকে ঠাহর করতে পারছে না অ্যাশলে। তৃণভূমিতে অন্তত আধ-ডজন মার্মট* চরে বেড়াচ্ছে।

ওদের দেখে ভাল লাগছে। বিশেষ করে, এরা যেহেতু খুব লাজুক এবং সামান্য নড়াচড়া টের পাওয়া মাত্র দুদ্দাড় করে পালিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে।

ঠায় বসে আছে অ্যাশলে। তৃণভূমির তলা খুঁটিয়ে দেখছে, ঘাসের বুকে ট্র্যাক বা অস্বাভাবিকতা খুঁজছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ক্রীকের কিনারায় গাছের সংখ্যা কম ও ইতস্তত ভাবে বেড়ে ওঠা; এবং কটনউড ছাড়া বাকি সব গাছ খাটো আকৃতির।

বন্ধুরা কোথায় থাকতে পারে? টমাস লেভিনই বা কোথায়? প্রশ্নগুলো সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়–বিশেষ করে বন্ধুদের মাঝ রাতে সটকে পড়বার কারণ মাথায় খেলছে না–একইসঙ্গে ক্রীকের দুই পাড় এবং ওপাড়ের প্রবণভূমি তন্নতন্ন করে খুঁজছে; মন ও চোখ এত ব্যস্ত যে মার্মটগুলোর ক্ষীণ শিস শুনতে পেল না। শব্দের অনুপস্থিতি ওর ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়লেও তা মস্তিষ্কে কোন অনুভূতি তৈরি করেনি, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর মার্মটগুলোর দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেতে ঠিকই টের পেল। আরে, এরা উধাও হয়ে গেছে!

গড়িয়ে আরও নিরেট কাভারের দিকে সরে গেল অ্যাশলে, শক্ত হাতে রাইফেল ধরা। থামল যখন, ঠিক অবস্থানে–দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, উপুড় হয়ে শোওয়া; রাইফেল প্রস্তুত।

দ্রুত এল তারা। সবার সামনে, পয়েণ্টে দু'জন; এদের একজনকে আগেও দেখেছে অ্যাশলে এবং তাদের দশ-বারো

---

* মার্মট (Marmot) : আমেরিকার কাঠবিড়ালি জাতীয় প্রাণী বিশেষ।

বইঘর.কম

গজ পিছনে টমাস লেভিন। তারপর অন্যরা। কঠিন চীজ একেকজন। এরচেয়ে খারাপ লোক আর হতে পারে না। রাজ্যের সব বদমাশ এসে জুটেছে বোধহয়। ছন্দময় গতিতে এগিয়ে চলল সবাই। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল লেভিন।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো দলে পরস্পরের বিপরীতে ভাগ হয়ে গেল ওরা, স্পার দাবাল। তুমুল গতিতে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল গাছের আড়ালে। উদ্দিষ্ট জায়গায় কাউকে ভড়কে দেয়ার কৌশল এটা।

এবং এতে কাজও হলো।

এক রাইডার সরাসরি অ্যাশলের দিকে ছুটে আসছে। গুলিটা তার বুকে সেঁধিয়ে দিল অ্যাশলে। পিছন থেকে যেন টান দিয়েছে কেউ, বাতাসে দু'হাত মেলে দিল সে, তারপর স্যাডল থেকে খসে পড়ল। অ্যাশলের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে পড়েছে, দেহ মাটিতে পড়বার আগেই পটল তুলেছে।

সেই মুহূর্তে অ্যাশলের মনে হলো সওয়ারহীন ঘোড়াটা দখল করবে, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। বরং বুলেট-বেগে ছুট দিল। ঘন স্প্রুসের দিকে ছুটছে, পড়ে থাকা মরা একটা গাছের গুঁড়ি লাফিয়ে টপকে গেল, তারপর মাথা নিচু করে সটকে পড়ল পাথরের আড়ালে।

হলওয়ের মতো একটা পথ দেখতে পেয়ে নির্দ্বিধায় ছুটল ও। এখন বাছ-বিচার করবার সময় নেই। সুযোগ পেয়ে পাহাড়ী ঢালের দিকে সরে গেল। পিছনে সমানে চিৎকার ও গোলাগুলি চলছে; টের পেল উল্টোদিকে কেউ তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ওকে ছাড়িয়ে গেল ঘোড়ার শব্দ। বোল্ডারসারি ও ঝোপের পিছনে বলে ওকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বড়জোর মিনিট খানেক লাগবে, তারপর ওকে ঘিরে ফেলবে চারদিক থেকে।

ডানে সরু একটা পথ দেখতে পেয়ে নির্দ্বিধায় সেদিকে এগোল ও। পথটা এত সরু যে ঘোড়া চলবার মতো উপযুক্ত

Boighar.com

নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে চলছে, মাঝে মধ্যে ডানে-বামে মোড় নিল পথটা, তারপর বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়।

ঝোপে ভরা নিচু জায়গা পড়ল সামনে, কিন্তু বুনো জন্তুরা যাতায়াত করে এমন অন্য একটা জায়গা পছন্দ হয়েছে অ্যাশলের, হাঁটু গেড়ে ও হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল। যাওয়ার সময় কিছু শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল, যাতে ওর ফেলে যাওয়া ট্র্যাক চোখে না-পড়ে। দুটো নিচু শাখা টেনে ঢেকে দিল সরু পথের মুখ।

হাঁটু ও কনুই ব্যবহার করে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল সরু পথ ধরে। কুমির মতো চলা!

চারপাশে ঘন ঝোপ। কালো বেরিই বেশি, যাতে রয়েছে সুঁই-এর মতো সুচাল কাঁটা। তবে বুনো প্রাণীরা যেহেতু পথটা তৈরি করেছে, অ্যাশলে আশা করছে যেতে সক্ষম হবে ও।

পথটা শেষ হলো নীলচে পাথরের কাছে, পাহাড়শ্রেণী থেকে পড়া নুড়িপাথরের স্তূপ রয়েছে এখানে। শীর্ণদেহী অ্যাসপেন আছে কিছু, দৃঢ় পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল অ্যাশলে, উদ্যত রাইফেল হাতে।

শত্রুপক্ষ বড়জোর একশো গজ দূরে আছে। যত চেষ্টা করুক, ধরা পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখন ওর লুকিয়ে থাকা দরকার। সেজন্যে একটা মোক্ষম জায়গা লাগবে।

কিংবা এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে, যাতে পাল্টা জবর লড়াই করতে পারে।

রাগে চেঁচাচ্ছে লেভিন, ভাড়াটে লোকদের তাগাদা দিচ্ছে। আচমকা একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, তারপর মুহুর্মুহু গুলির শব্দ...শেষে নীরবতা নেমে এল।

কান খাড়া করে শব্দ শুনল অ্যাশলে। জানে ঠিকই ওকে খুঁজে বেড়াবে শত্রুপক্ষ, যেহেতু জানে পাহাড়শ্রেণীর সম্মুখ ভাগে আটকা পড়ে গেছে ও।

অ্যাসপেন ঝাড়ের মাঝে শুকনো নালার মতো একটা গর্ত

বইঘর.কম

ধরে এগিয়ে চলল ও, মাথার উপর বাতাসে নাচছে অ্যাসপেনের স্বর্ণালি পাতা। ডানে মোড় নিতে পাথরের নিরেট এক দেয়ালের সামনে পৌঁছে গেল। বেশ উঁচু দেয়াল, অন্তত ত্রিশ ফুট হবে। কিন্তু একটা ফাটলও নেই!

ছায়াময় শান্ত জায়গা। অ্যাসপেন পাতার ফাঁক গলে রোদ এসে পড়ছে মাটিতে। হেঁটে চলেছে অ্যাশলে, সতর্ক যাতে শব্দ না-হয়। জানে বাম দিকে ইতস্তত ছড়ানো বোল্ডার, ঝোপ ও গাছের ওপাশে আছে শত্রুরা, আর ডান দিকে পাথুরে দেয়াল যা টপকে যেতে পারবে না একটা স্কুইরেলও।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা টের পেয়ে যাবে পাথুরে দেয়ালের দিকে ঝোপঝাড় ও বোল্ডার নিরেট বা এত পুরু নয় যে আসা-যাওয়া করা যাবে না। প্রাচীন নালাও খুঁজে পাবে...এবং যেটা আচমকা শেষ হয়ে গেছে।

নুড়িপাথর বিছানো পথ ধরে হাঁটছে অ্যাশলে, হঠাৎ সেটা ডানে মোড় নিয়ে নিচু হয়ে গেল। তারপর, ত্রিশ গজ এগিয়ে শেষ হয়ে গেল আচমকা।

পিছনে, এক কোণ থেকে উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল। গুপ্ত পথটা আবিষ্কার করে ফেলেছে শত্রুপক্ষ। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে জীবন বাঁচানোর জন্যে মরণপণ লড়াই করতে হবে।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও। এতক্ষণ বা আগে যা দেখতে পায়নি, তাই দেখতে পেল। দেয়ালের একেবারে নিচের দিকে কালো একটা চেরা দেখা যাচ্ছে! পড়ে থাকা পাথরের কারণে নাক বরাবর দেখা যায় না, বরং একটু কোণাকুণি হওয়ায় এখন চোখে পড়ছে। বহুদিন ধরে পানি প্রবাহের কারণে–দেয়ালের এপাশ থেকে অন্য পাশে পানি প্রবাহিত হয়েছে–তৈরি হয়েছে চেরাটা। বেশ সরু গর্ত, তবে সম্ভাবনা আছে–কোনরকমে হয়তো পার হতে পারবে ও।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দেয়ালের ওপাশে কী আছে? ফাঁকা

Boighar.com

জায়গা নয়তো? পঞ্চাশ বা ষাট ফুট ফাঁকা জায়গা হলে...হাত-পা ভাঙা অবস্থায় গর্তে পতিত হবে এবং কোন ভাবেই বেরোতে পারবে না।

চিন্তাটা সুখকর নয়।

কিন্তু ধাপ বা সিঁড়ি থাকতে পারে, কিংবা খাঁজ যা ধরে নেমে যেতে পারবে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, তারপর লম্বা হয়ে সটান শুয়ে পড়ল, উল্টো হয়ে গর্তে ভরে দিল পা। এবার শরীর মুচড়ে পিছিয়ে গেল। পায়ের পর কোমর চলে গেল দেয়ালের ওপাশে। কাঁধ, বাহু, মাথা ও রাইফেল ধরা হাত এপাশে রয়ে গেছে। পা দিয়ে একটা ধাপ অনুভব করতে পারল অ্যাশলে।

কিন্তু...কে যেন ওর পা চেপে ধরেছে!

চিৎকার করতে যাচ্ছিল অ্যাশলে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে, কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড টানে গর্তে ঢুকে পড়ল ওর দেহ, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালির উপর। বিস্ময়ের ধাক্কায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে অ্যাশলে। চমকের সঙ্গে দেখল নোংরা, ছিন্ন বাকস্কিন পরা এক বুড়ো সামনে দাঁড়িয়ে, চুল সব ধূসর হয়ে গেছে তার। দ্রুত হাতে একটা বড়সড় পাথর গর্তে বসিয়ে দিচ্ছে সে।

'চুপ থাকো!' ফিসফিস করে বলল সে। 'ওরা এখুনি ছুটে আসবে!'

দেয়ালের ওপাশে বুটের ভারী শব্দ হলো। জোরেশোরে চেঁচাচ্ছে ওরা, ঝোপঝাড়ে খোঁজ করছে। কিন্তু শেষে যখন কিছুই পেল না, খিস্তির তুবড়ি ছোটাল।

শব্দ শুনে অ্যাশলে বুঝল এবার বনে তালাশ করছে শত্রুপক্ষ, কোন জায়গা বাদ রাখতে নারাজ। পাথরের সঙ্গে বুটের ঘষটানির আওয়াজ কানে এল। 'নিকুচি করি!' চেঁচাল কেউ। 'বাজি ধরতে রাজি আছি, ব্যাটা এদিকে আসেইনি!'

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' ফিসফিস করে

বইঘর.কম

বলল বুড়ো। 'এই ফাঁকে ব্যাটারা আরও মাথা গরম করুক। অবশ্য বেশিক্ষণ এখানে থাকবে না ওরা।'

বিমূঢ় বোধ করছে অ্যাশলে, এতটাই যে মুখে কথা সরছে না। শুধু রাইফেল...উঁহুঁ, রাইফেল ধরেই ছিল, কিন্তু এখন তো হাত ফাঁকা!

রাইফেলটা নেই!

জায়গাটা বদ্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেয়ালের সরু ফাটল দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে, যেখানে পাথর গুঁজে দিয়েছে বুড়ো। পাশ ফিরতে তাকে দেখতে পেল। থম্পসন রাইফেল তাক করে আছে সে, মাযল ঠিক অ্যাশলের বুক বরাবর!

ষোলো

থম্পসন রাইফেল ধরা হাতের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বটে, কিন্তু পুরুষ্টু ও শক্তিশালী। বুড়ো হলেও সবল সে। 'চুপটি করে বসে থাকো, বয়। আমি থাকতে ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না, কিংবা আমাকেও পাবে না।' নিঃশব্দে হাসল সে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও দেয়ালের ওপাশের প্রায় সব শব্দই শুনতে পাচ্ছে। পাথরে বুটের শব্দ, ঝোপঝাড়ে দুদ্দাড় তালাশ, উঁচু কণ্ঠের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও নির্দেশ। শেষে দূরে সরে যেতে লাগল।

'নাহ্, এদিকে কেউ আসেনি,' ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'ব্যাটা নিশ্চয়ই অন্য জায়গায় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে।'

Boighar.com

পদশব্দ ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

চারপাশ দেখে নিচ্ছে অ্যাশলে। গুহাটা ডিম্বাকৃতির। ন্যূনতম ব্যাসার্ধ বিশ ফুট, তবে দৈর্ঘ্য খানিক বেশি। বেসিনের দিকে সামান্য সরু হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, দেয়ালের ফাটল দিয়ে নিরন্তর পানি প্রবাহিত হয়েছে, এখানে জমা হয়ে ছোট্ট জলপ্রপাত তৈরি করেছে এবং শুকিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গুহায় রূপ পেয়েছে।

এক পাশে স্রোতে ভেসে আসা কাঠের কিছু টুকরো রয়েছে, পাশে ইঁদুরের বাসা।

উঠে দাঁড়াল বুড়ো। অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ, পেটা শরীর। যৌবনে নিশ্চয়ই দারুণ শক্তিশালী ছিল। এমনকী এখনও তার কব্জি বেশ চওড়া ও সবল। কাঁধ সামান্য ঝুলে পড়েছে বয়সের কারণে, ঠিক যেন গরিলা। ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের রাইফেল তুলে নিল সে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছিল। নিজেরটা নিয়ে এবার থম্পসনটা বাড়িয়ে ধরল অ্যাশলের দিকে।

'যেভাবে তোমাকে থাবা দিয়ে গুহায় ঢুকিয়ে নিয়েছি,' ব্যাখ্যা করল সে। 'ভেবেছি তুমি হয়তো রেগে গিয়ে গুলি করে বসবে আমাকে, তাই রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদ,' বলল অ্যাশলে। 'সম্ভবত তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

'আমিও তাই মনে করেছি।' পথের দিকে ফিরল সে। 'চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কথা বলবার মতো জায়গা নাকি এটা? যদি আচমকা বৃষ্টি হয়, মুহূর্তের মধ্যে ভরে যাবে এই গুহা। দু'বার এমন গাড্ডায় পড়েছিলাম, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

পথ দেখাল সে। অন্য পথ। সরু টানেলের মতো। ঘুটঘুটে অন্ধকার, বুড়োর পিছন পিছন এগোচ্ছে বলে সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু একা হলে টানেলের দেয়ালে ঠোকর খেত

বহুবার। অথচ, বুড়ো অবলীলায় এগিয়ে যাচ্ছে; কখন কোন্ দিকে যেতে হবে, একটুও আটকাচ্ছে না–সব যেন মুখস্থ। কিন্তু এভাবে পথ চলা একটুও পছন্দ হচ্ছে না অ্যাশলের। যদিও কিছু করবারও নেই।

বুড়ো পথ তো চেনেই, সম্ভবত কোন বাধাও নেই এখানে।

'এমন সমান পথ কিন্তু ছিল না,' নিচু স্বরে বলল বুড়ো, জানে জোরে কথা বললে টানেলে প্রতিধ্বনি তৈরি হবে এবং তা কানে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 'আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি, যাতে যখন-তখন বিনা আয়াসে ঢুকতে-বেরোতে পারি। কখন ঢুকতে হবে বা বেরোতে হবে, তা কি বলা যায় আগে থেকে? জরুরি অবস্থা বলে কথা! খিঁচে দৌড় দেয়াও লাগে কখনও কখনও। গুপ্ত জায়গায় যদি লুকিয়ে পড়া যায়, নিশ্চিন্ত। আর সেজন্যে দরকার নিষ্কণ্টক পথ।'

ষাট কদম ফেলবার পর সামনে আলো দেখতে পেল অ্যাশলে। আরও বিশ কদম এগোনোর পর চওড়া একটা গুহায় প্রবেশ করল, যেখানে দেয়ালের একাধিক ফাটল দিয়ে আলো ঢুকছে।

একাধিক মুখ আছে এ গুহায়।

'উপর থেকে তোমাকে দেখেছিলাম,' মাথার উপর দিক ইশারা করল সে, পাহাড়শ্রেণী বোঝাচ্ছে। 'দেখলাম তোমাকে শিকার করতে বেরিয়েছে ওরা। ক্রীক বেড থেকে এদিকে মোড় নিলে যখন, ভাবলাম তোমাকে সাহায্য করব।'

'আবারও ধন্যবাদ। ওই লোকগুলো বেশ খারাপ।'

'ওই ব্যাটাকে আগেও দেখেছি। দুই-তিন বছর আগে এসেছিল এখানে, পুরো এলাকা চষে ফেলেছে। দেখলাম এক ইনজুনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। লোকটা সত্যি খুব খারাপ।'

বয়স হয়েছে তার, যদিও শরীরে এখনও সামর্থ্যের প্রমাণ রয়েছে। বাকস্কিন জীর্ণ ও নোংরা। কিন্তু চোখে বয়সের

Boighar.com

একটুও ছাপ নেই।

'তুমি কি ট্র্যাপার?' জানতে চাইল অ্যাশলে।

নিঃশব্দে হাসল বুড়ো। 'মাঝে মধ্যে। কখনও কখনও আবার শিকারী। আসলে যখন যা দরকার, তাই হয়ে যাই।'

'আমি অ্যাশলে ক্রুডার। কয়েকজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে উত্তরে যাচ্ছিলাম ফার শিকার করতে, কিন্তু পথে একটা মেয়েকে দেখলাম বিপদে পড়েছে। তাই আমরা ওকে সাহায্য করব ঠিক করলাম।'

'মেয়ে?' নাক সিটকাল সে। 'মেয়েমানুষ মানেই ঝামেলা। আর যদি তাও না-হয়, পুরুষদের জন্যে ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল সে। 'তোমার সঙ্গে কে আছে?'

'গ্রেগরি শোহান, ডেমিয়েন ক্রিমাল, জেস ও'ব্রায়ান...'

'আচ্ছা! শোহানকে চিনি,' অ্যাশলেকে থামিয়ে দিল বুড়ো। 'ভাল লোক। আর পাগলাটে ওই আইরিশকেও চিনি। আর কে কে আছে?'

'মাইকেল লবেল, টম স্কেরিট, জেক আবেল, এক মেক্সিকান ছেলে, ওর নাম ড্যানিয়েল গার্সিয়া।'

'সনোরার কিছু গার্সিয়াকে চিনতাম। লোক ভাল ওরা। লবেল হচ্ছে ইনজুন শিকারী। ওকে ঠিক পছন্দ হয় না আমার, দেখাও হয়নি কখনও। তবে আমাদের পথ আলাদা। কারণ আমি বরাবরই ইনজুনদের পছন্দ করি। বিশেষ করে ব্ল্যাকফিটদের। কঠিন মানুষ ওরা, তবে একবার পছন্দ হয়ে গেলে পরম বন্ধু হয়ে যায়। আর সিয়ক্স...ওরা সবসময়ই আমার স্ক্যাল্পটার জন্যে অস্থির হয়ে থাকে! কে জানে, হয়তো খোঁজাখুঁজিতে আনন্দ পায় ওরা, কিন্তু কখনও ধরতে পারেনি।' আমোদ ফুটে উঠল তার চাহনিতে। 'তবে ওরাও ভাল মানুষ। সিয়ক্সদের কথা বলছি! আরে এই যে আমি, এ বয়সেও যে চাঙা বা বেঁচে আছি, সে তো ওদের জন্যেই! ওরা

বইঘর.কম

আমার মাথাটা চায় বলেই এত সতর্কতা, এত আয়োজন! ওরা যেমন চেষ্টার ক্রুটি করে না, আমিও সতর্কতায় ঢিলেমি দিই না। দেয়া যায় নাকি? দিলেই তো চান্দি হারিয়ে ফেলব।

'এ পাহাড় চুনাপাথরে তৈরি। দেখে অবশ্য বোঝা যায় না, কারণ উপরে পাথুরে আবরণ রয়েছে। এই যে দেখো...' বৃত্তাকারে হাত নেড়ে দেখাল সে। 'সবই চুনের তৈরি। পুরো পাহাড়ই গুহায় ভরা। হাজার হাজার গুহা আছে। আমার একটা হাইড-আউট আছে যার পঁচিশ থেকে ত্রিশটা দরজা আছে।

'ইনজুনদের সঙ্গে কখনও ঝামেলায় যাই না আমি। কিন্তু যদি ওরা আমাকে জ্বালাতে আসে, পাল্টা ওই জিনিসটা ওদেরকে আমি বিস্তর দিয়ে দিই। যখনই এক সিয়ক্সকে মারি, পাশে একটা কাঠি দিয়ে রাখি, তাতে দাগ থাকে। এ পর্যন্ত উনিশটা দাগ দেয়া হয়ে গেছে।'

'তুমি কে?'

'একবার গুলিবিদ্ধ করেছিল আমাকে, দু'বার তীর বিঁধেছিল, কিন্তু আমার জানটা প্রেয়ারির কুকুরের চেয়েও শক্ত বোধহয়, কিংবা জান একাধিক,' হাসল সে উচ্চস্বরে। 'একটা গেলেও অন্যটায় ভর করে ফেলি! আর বিপদ দেখলে কোন গর্তে ঢুকে পড়ি, কয়েকদিন কাটিয়ে বেরিয়ে আসি, ততদিনে বিপদ ঠিকই কেটে যায়। একবার হয়েছে কী, অচেনা এক গর্তে ঢুকে পড়লাম কিন্তু বেরোতে পারছিলাম না। সব অচেনা গর্ত! পাক্কা তিনদিন পর যখন চেনা গর্তে পা রাখলাম, তারপর কলজে ঠাণ্ডা হলো আমার!

'এই গর্তগুলো আসলে গোলকধাঁধার মতো। একবার তাল হারিয়েছ তো খারাবি আছে কপালে! গত শীতে, তুষারঝড়ের পর বুড়ো চীফের স্কুঅ, মেয়ে আর দুটো ছেলেকে পেলাম আটকা পড়ে আছে—ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে

Boighar.com

মরবার দশা হয়েছিল ওদের!

'তো, আমার যথাসাধ্য করলাম। ওদেরকে শীতের কাপড় দিলাম, মাংস জোগাড় করলাম। শুরুয়া তৈরি করে খাওয়ালাম, যত্ন নিলাম...যদ্দিন না আবহাওয়ার উন্নতি হলো। চার-পাঁচজন লোকের জন্যে প্রতিদিন জ্বালানি ও খাবার জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। পরে, আবহাওয়া ভাল হলে দেখলাম ইনজুনরা আসছে, তখন একটা কাঠিতে সতেরোটা দাগ কেটে রাখলাম। কাঠির অন্য প্রান্তে দিলাম চারটা, যাদের বাঁচিয়েছি। তারপর কাঠিটা ওখানে ফেলে রেখে চলে গেলাম নিজের পথে। নিজের ডেরায় আমি হচ্ছি রাজা, এখানে এসে ঢুকলে আর আমাকে পায় কে!'

'তুমি অদ্ভুত মানুষ, বন্ধু, আবার খুব আকর্ষকও। তোমার নাম বলতে অসুবিধা আছে?'

'বিসলে ভ্যান ডিয়েন্স। চুপচাপ বসে থাকো, একটুও চিন্তা কোরো না, বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ দেখিয়ে দেব তোমাকে। তোমার দলের লোকজন কাছাকাছি আছে। সঙ্গে মহিলা আছে বলেছিলে না?'

'একটা মেয়ে...জ্যানেট লেভিন।'

'লেভিনের আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, ওর ভাতিজি। কিন্তু লোকটা আগাগোড়া বদ, এত মন্দ যে মেয়েটার সর্বস্ব কেড়ে নিতে চাইছে।'

'হুম্‌ম্‌! কিন্তু এর মানে কী হতে পারে? এমন বুনো এলাকায় মেয়ে আসবে কেন?' সরু হয়ে গেছে বুড়োর চোখ, চাহনিতে সন্দেহ। 'একটা মেয়ের জন্যে কী আছে এখানে?'

এবার অ্যাশলের ইতস্তত করবার পালা। একে কি সব বলা যায়, না উচিত হবে? বুঝতে পারছে না। ওদের যে কারও চেয়ে এ এলাকা ভাল চেনে ভ্যান ডিয়েন্স, এবং সেক্ষেত্রে, যদি সঠিক তথ্য ও ক্লু দেয়া হয়, ওদের চেয়ে ঢের সহজে ও কম সময়ে গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারবে সে।

যদি সত্যি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হয়, ওদেরকে ধারে-কাছে থাকতে হবে এবং খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যেতে হবে···সেক্ষেত্রে, আগে-পরে যখনই হোক সে ঠিকই জেনে যাবে।

কিন্তু তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?

বিশ্বাস করলে শেষে ঠকতে হবে না তো? ওর জীবন বাঁচিয়েছে বলেই কি সব বলে দিতে হবে? উচিত হবে না সেটা, যেহেতু গুপ্তধনের ব্যাপারটা আদপে ওর একার বিষয় বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নয়? অন্য দশজন জানে, ভ্যান ডিয়েন্স জানলে এমন কোন ক্ষতি হবে না—এ যেমন ঠিক, তেমনি উল্টোটাও সত্যি—ডিয়েন্সের এমন ক্ষমতা আছে, যেহেতু সে এ এলাকা হাতের তালুর মতোই চেনে, ওদেরকে বাদ দিয়ে একা গুপ্তধন খুঁজে বের করতে চাইতে পারে। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, বরং যে-কারও ক্ষেত্রে এ কথা খুব প্রযোজ্য।

কিন্তু মানুষটা ওকে সাহায্য করেছে, সুযোগ থাকলে ওর বন্ধু বা অন্যদেরও করবে—শুধু এ জন্যেই সব জানতে পারে সে। আরও একজন গুপ্তধনের কথা জানলে এমন কিছু বাড়তি ক্ষতি হবে না, বরং ডিয়েন্স হয়তো উপকারও করতে পারবে। উপকারী একজন বন্ধুকে স্রেফ সন্দেহ ও যুক্তির খাতিরে বাতিল করে দিতে অ্যাশলের মন কিছুতে সায় দিচ্ছে না, বরং ঝুঁকিটা নিতে প্রস্তুত ও। ওর মনে হচ্ছে ডিয়েন্স খেয়ালী হতে পারে, কিন্তু বেঈমান নয়।

তো, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে আকস্মিক জ্যানেট লেভিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ডেভিড কনওয়ের মৃত্যু এবং তার পরবর্তীতে যা যা ঘটেছে, সংক্ষেপে খুলে বলল অ্যাশলে। পাইপ টানতে টানতে নীরবে শুনে গেল বুড়ো। বিস্ময়ের ব্যাপার, এ সময়ে সে প্রশ্ন করা দূরে থাক, একটা শব্দও করেনি।

Boighar.com

'আমিও এমন কিছু ভেবেছি,' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল সে শেষে। পাইপ টানা শেষে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কয়েকবার আলতো ভাবে ঠুকল, ছাই ছাড়িয়ে নিচ্ছে, তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। 'শুনে কি অবাক হবে যে একই কারণে আমিও এ এলাকায় এসেছিলাম, কিংবা বলা যায়...এখনও খোঁজ করে চলেছি?

'বয়, তুমি আবার ফিট হয়ে যেয়ো না, কিন্তু এটাই সত্যি। তোমাদের মতো বহু মানুষই তো আসতে পারে, তাই না? আজ থেকে একশো বছর আগে যেমন এসেছে, তেমনি গুপ্তধন খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত আরও আসতে থাকবে। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে, অনেকে আর বিশ্বাস করতে চায় না যে আদৌ অমন কিছু লুকানো আছে। ব্যর্থতার কারণে এটাই স্বাভাবিক।

'এক শশোনের কাছে গল্পটা শুনেছি। পরে আবার কানসাদের কাছেও শুনেছি। পাত্তা দিইনি কখনোই। কিন্তু বছর খানেক পর যখন নিজেই একটা ক্লু খুঁজে পেলাম, তখন অবশ্য সিরিয়াসলি নিয়েছি। প্রস্তুতি নিয়ে চলে এলাম।'

'ক্লু?'

'হ্যাঁ। এক পাথরে অদ্ভুত একটা ক্রস চিহ্ন পেয়েছি। দেখে কিছু মনে হবে না, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানদের কাছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হলো এর কোন তাৎপর্য আছে। ওটার অর্থোদ্ধার করতে নেমে গেলাম।'

'গুপ্তধন কি খুঁজে পেয়েছ?'

'পেলে কি আর এখানে পড়ে থাকি?' হাসতে হাসতে বলল বুড়ো। 'তবে কখনও কখনও খুব কাছাকাছি চলে গেছি, অন্তত আমার কাছে মনে হয়। এখানে গুহা খুঁজছিলাম এবং আমি নিশ্চিত যে এই গুহার গোলকধাঁধার কোন একটায় গুপ্তধন লুকানো আছে। মজার ব্যাপার কী জানো, আমি এমন কিছু পাইনি যা সাদা মানুষ নিয়ে যায়নি। তবে হাড্ডি আর

বইঘর.কম

কঙ্কাল পেয়েছি, বিস্তর।'

'যদি গুপ্তধন পাই আমরা, এটা শুধুই মেয়েটার হবে। বুঝতে পেরেছ?'

'এটা কেমন কথা হলো? দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে যে খুঁজে পায় জিনিস তার! সৌভাগ্যবান লোকটা আমি হতে পারি, গত দশ বছর ধরে খুঁজছি...যখনই সুযোগ পেয়েছি তালাশ করেছি।'

'তুমি যদি খুঁজে পাও,' বলল অ্যাশলে। 'সেটা এখানে কাজে লাগাতে পারবে না। তা হলে এখানকার সবকিছু তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে। আজীবনের জন্যে ছাড়তে হবে।'

খোঁৎ করে বিজাতীয় একটা শব্দ করল বুড়ো, কথাটা অপছন্দ হয়েছে। কিন্তু কিছু বলল না। ঘণ্টা খানেকের বেশি হয়েছে কথা বলছে ওরা। অ্যাশলে আশা করছে ওর ধাওয়াকারীরা হয়তো এই ফাঁকে সরে গেছে, তবে এ ব্যাপারে কিছু বলল না ও।

পাথরের উপর বসে গল্প করছে ওরা।

তবে তলে তলে অস্থির বোধ করছে অ্যাশলে। এখানে যখন আয়েশ করছে ও, ওদিকে বন্ধুরা হয়তো প্রাণ বাঁচানোর জন্যে জান দিয়ে লড়ছে।

'বেশ, চলো গিয়ে দেখি,' বন্ধুদের প্রসঙ্গ তুলতে বলল বুড়ো। পথ দেখিয়ে একটা শাখা-গুহায় ওকে নিয়ে এল সে, যেটা খাড়া ভাবে উঠে গেছে উপরের দিকে। লাইমস্টোনে সিঁড়ি তৈরি করেছে বুড়ো উঠবার জন্যে।

কিছুদূর উঠবার পর, হঠাৎ সরু দুই টানেলে ভাগ হয়ে গেল। বৃত্তাকার পথে এখন উঠে যাচ্ছে ওরা, যেটা আসলে বহু উপরে পাহাড়শ্রেণীর কোথাও ফাটল ছিল এবং পানি সরাসরি নিচের দিকে পথ করে নিয়েছে।

এভাবেই টানেল তৈরি হয়েছে। আর চলবার পথে

Boighar.com

যেখানে পানি সাময়িক বা অস্থায়ী ভাবে আটকা পড়েছে বা জমা হয়েছে, সেখানেই গুহা তৈরি হয়েছে।

উপরে আলো দেখা যাচ্ছে, ক্রমে তা স্পষ্ট হচ্ছে। অ্যাশলে অনুমান করল শিগ্‌গিরই হয়তো গুহা বা টানেল থেকে বেরিয়ে যাবে ওরা। সত্যি তাই হলো। কিছুক্ষণ বাদে খাড়া ঢালে বেরিয়ে এল, যেখানে স্প্রুস এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে একজন মানুষের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। কিন্তু গুহামুখের ঠিক বাইরে, যেটা পাহাড়ি এক পাথুরে চাতালের নিচে এবং মাত্র চার ফুট চওড়া, বড়সড় চ্যাপ্টা একটা পাথর রয়েছে। ভ্যান ডিয়েন্স নিজেই বসে পড়ল চ্যাপ্টা পাথরের উপর।

'এখানে বসে দিব্যি নিচের সবকিছু দেখা সম্ভব,' বলল সে। 'দেয়ালের নিচের ফুটো দিয়ে তুমি যেখানে গুহায় ঢুকেছিলে, ঠিক তার উপরে আছি এখন আমরা। এবং ওই গাছের নিচের জায়গাটা ছাড়া মাইল খানেকের মধ্যে কোথাও কানা গলি নেই।'

চারপাশে তাকাল অ্যাশলে। যদিও বন্ধুদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক উল্টোদিকে প্রথমে চোখে পড়ল চমকপ্রদ জিনিস–উল্টোদিকের পাথুরে দেয়ালে কোয়ার্টযে*র তৈরি বিজলির মতো সাদা দাগ! জায়গাটা দূরে, মাঝখানে রয়েছে পাহাড়ের তলা ও ক্রীক। মৃদুমন্দ বাতাসে হিল্লোল উঠেছে ক্রীকের পানিতে আর সেখানে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। এমন অসাধারণ সৌন্দর্য সবসময় দেখাও যায় না।

দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল অ্যাশলে, ওকে যেন খুব আগ্রহী না-দেখায়।

---

* কোয়ার্টয (Quartz) : শক্ত খনিজ দ্রব্য বিশেষ (দানাদার সিলিকা) যেমন agate এবং অন্যান্য প্রায়-মূল্যবান (semi-precious) পাথর।

বইঘর.কম

শুকনো ওঅশ ধরে দৌড়ে যে দেয়ালের কাছে গিয়েছিল অ্যাশলে, সেটাই ঘুরে-ফিরে নানা টানেল ও গুহা হয়ে এখানে চলে এসেছে এবং প্রায় পুরো পথ নীলচে পাথরে তৈরি, আর উল্টোদিকে রয়েছে কোয়ার্টযের বিজলি চিহ্ন। এদিকে কোথাও মাল্টান ভাষার ক্রস খুঁজে পেয়েছে ভ্যান ডিয়েন্স।

তারমানে...ঠিক এখানে বা কয়েক গজের মধ্যে গুপ্তধন পুঁতে রাখা বা লুকানো আছে।

'কাউকে তো দেখছি না,' বলল ভ্যান ডিয়েন্স। 'কিছু শুনতেও পাচ্ছি না। এরচেয়ে নীরব পাহাড় আর হতে পারে না।'

উপত্যকায় নড়াচড়া চোখে পড়ল হঠাৎ। একটা হরিণ বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। পরপরই আরও দুটো।

ইতস্তত করল হরিণগুলো, দুরু দুরু পায়ে ঘাসের কাছে এল, তারপর চরতে শুরু করল।

কিছুই ঘটল না। হরিণগুলোকে বিরক্ত করছে না কেউ।

নিচের উপত্যকায় মার্মটদের ব্যস্তসমস্ত চলাফেরা লক্ষ করছে অ্যাশলে। আড়াআড়ি পথে, অ্যাসপেনের বনে দুই রঙের দুই স্তর তৈরি হয়েছে! পাতা বরাবর সোনালি মেঘের সারি আর ছিপছিপে সাদা গুঁড়ির উপর সূর্যের আলো পড়ায় সাদা ঔজ্জ্বল্য তৈরি হয়েছে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মেঝেয় গাঢ় সবুজ ঘাসের বুকে তাপ্পির মতো সোনালি কোনফ্লাওয়ার এবং বুনো লাল গোলাপ ও গোলাপি জেরানিয়ামের সমাহার।

'এমন পাঁচ হাজার একর জমি পেলে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার,' মৃদু স্বরে বলল অ্যাশলে।

'এ নিয়ে কী করবে?'

'রেখে দেব। যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে রেখে দেব। সূর্যের নিচে যা যেভাবে আছে, এর কোনটাই বদল করব না। কিন্তু...পাঁচ হাজার একর না-হলেও চলবে, এখন মনে হচ্ছে ঠিক এমন এক টুকরো জমি হলেও চলবে—পরিচ্ছন্ন, নিষ্কণ্টক

Boighar.com

ও অনাবিল সৌন্দর্যে ভরা। কোন মানুষ হাত দেয়নি, এরচেয়ে উৎকৃষ্ট জমি আর হতে পারে না।'

'তুমি কি মানুষদের বিপক্ষে?'

'তা হবে কেন! বরং আমি মনে করি মানুষের আসল দায়িত্ব হচ্ছে কাজ করা। সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ কিছু না কিছু করে, অলস বসে থাকে না। মানুষের বেশিরভাগ কাজই আসলে উৎকৃষ্ট, শুধু কিছু কিছু সময়ে না-বুঝে কাজ করতে শুরু করে, পরে উপলব্ধি করে যা ছিল সেটা নতুনের চেয়ে বরং বেশি সুন্দর ছিল।'

খপ্ করে অ্যাশলের হাত চেপে ধরল বুড়ো। 'দেখো! আর চুপ থাকো!'

মার্মটের দল ছুটে পালাচ্ছে। হরিণগুলোর মুখ ঘুরে গেছে অ্যাশলেদের পিছন দিকে কোথাও, মুহূর্ত খানেক, তারপর তুমুল গতিতে ছুটে উধাও হয়ে গেল।

পরপরই অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

মিনিট খানেক পর উপত্যকায় দেখা গেল মানুষগুলোকে। প্রথমে টমাস লেভিন, তার পাশে জ্যানেট। পিছনে চারজন ক্রু, সশস্ত্র ও তৈরি সারাক্ষণ। এদের পিছনে জেস ও'ব্রায়ান ও ড্যানিয়েল গার্সিয়া, হাত-পা বাঁধা ওদের।

'মনে হচ্ছে পাশার দান জিতে গেছে সে,' মন্তব্য করল বুড়ো।

'না, জিতে যায়নি,' থমথমে হয়ে গেছে অ্যাশলের মুখ, কণ্ঠে দৃঢ় সঙ্কল্প। 'আমি বেঁচে থাকতে জিততে পারবে না সে! এই খেলায় তুরুপের তাস এখনও আমার হাতে। এখান থেকে নামব কীভাবে, দেখাবে আমাকে?'

বইঘর.কম

সতেরো

যতই হম্বিতম্বি করুক, কিন্তু নিচের উপত্যকায় যখন পৌঁছল অ্যাশলে, আবিষ্কার করল বুঝতে পারছে না কী করবে বা কোন্ দিকে যাবে। শুধু এটা বিলকুল বুঝতে পারছে যে একটা কিছু করতে হবে ওকে এবং সেটা শিগ্‌গিরই।

অন্যরা কোথায় গেল? শুধু ও'ব্রায়ান ও গার্সিয়াকে দেখেছে। তা হলে কি খুন হয়ে গেল অন্যরা–পাহাড়ের অভ্যন্তরে গুহার গোলকধাঁধায় ছিল বলে গোলাগুলির শব্দ ওর কানে যায়নি? নাকি কোন ভাবে দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল জ্যানেট, ও'ব্রায়ান আর গার্সিয়া এবং তখনই ওদেরকে কব্জা করতে সমর্থ হয়েছে লেভিন?

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চাইলে ডেমিয়েন ক্রিমাল, গ্রেগরি শোহান এবং অন্যদের জড়ো করবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু এই ফাঁকে হয়তো জ্যানেট, গার্সিয়া এবং ও'ব্রায়ানের উপর নির্যাতন শুরু করতে পারে। টমাস লেভিন এমন লোক যার পক্ষে সবই সম্ভব, এমনকী মেয়েদের উপর জোর করবার মতো ঘৃণ্য কাজও অনায়াসে করতে পারে। নির্যাতন যে হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই অ্যাশলের, এবং ঠিক এ জন্যেই গার্সিয়া এবং ও'ব্রায়ানকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে যা জানে তা বলতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওরা কখনোই বিশ্বাস করবে না যে জ্যানেট লেভিন আসলে তেমন কিছু জানে না।

Boighar.com

অ্যাশলের পাশে এসে বসল ভ্যান ডিয়েন্স। 'ড্র-র উপরে কি ক্যাম্প করবার মতো ভাল জায়গা পাওয়া যাবে?'

শ্রাগ করল সে। 'হয়তো পাওয়া যাবে, নির্ভর করছে পছন্দের উপর। কার কোন্ জায়গা পছন্দ, বলা মুশকিল। পুরো ড্রই ক্যাম্প করবার জন্যে আদর্শ জায়গা। ঘাস, জ্বালানি ও পানি...সবকিছুর পর্যাপ্ত জোগান আছে। মনে হয় না দূরে কোথাও যাবে ওরা। যদি ওরা মনে করে গুপ্তধন এদিকে আছে, তা হলে ধারে-কাছে কোথাও থেকে যাবে।'

সত্যি কথা। এখন সবকিছু নির্ভর করছে ওর উপর। যেভাবে হোক বন্ধুদের মুক্ত করতে হবে, বিপদ থেকে বের করে আনতে হবে। অন্যরা যদি বেঁচে থাকে, নিশ্চয়ই দেখা দেবে। কিন্তু যদি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে অযথা সময় নষ্ট হবে–এবং বোকামিও হবে–বিশেষ করে যেহেতু ওর কোন ঘোড়া নেই।

পরিশ্রমী ও উদ্যমী মানুষ অ্যাশলে, হাঁটতে অভ্যস্ত–এটা বিরাট সুবিধা হয়েছে। রাইড করে, তবে মনে-প্রাণে তা নয়, বরং হাঁটতে পারলে ওর মাথাটা খোলে ভাল, কাজও করতে পারে বেশি।

'কী করবে, ঠিক করেছ?' জানতে চাইল ভ্যান ডিয়েন্স। ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখে কৌতূহল নিয়ে ওকে মাপছে সে।

'ওদেরকে ছিনিয়ে আনব। সেজন্যে অবশ্য শত্রুপক্ষের খুব কাছে যেতে হবে, পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী চাল দিতে হবে। আমার পারিবারিক রীতি হচ্ছে শত্রুর মুখোমুখি হলে আগ বাড়িয়ে হামলা করি আমরা। বিপরীতে ক'জন আছে বা পরিস্থিতি কী, তাতে কিছু যায়-আসে না। স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে চিন্তা করি না। আক্রমণ করাই হলো মোক্ষম অস্ত্র, বিশেষ করে শত্রু যখন হামলা আশা করছে না।

'আমার এক পূর্বপুরুষ ছিলেন ওয়েসলি ক্রুডার। সৈনিক ছিলেন তিনি। দারুণ লড়াকু মানুষ। উনি বলতেন: শত্রুকে

বইঘর.কম

কখনও জাঁকিয়ে বসতে দেবে না। ভাল করে দেখো, চিন্তা করো…দেখবে ঠিকই শত্রুর একটা না একটা দুর্বল জায়গা আছে। থাকতে বাধ্য! সে-অনুযায়ী হামলা করো, তারপর সময় নষ্ট না-করে কেটে পড়ো।'

'দারুণ বুদ্ধি, যদি কেউ তা সম্ভব করতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশলে।

'এখানে যেহেতু আমার পাওয়ার কিছু নেই, যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দেখা যাক কী ঘটে। তবে আমার উপর বেশি নির্ভর কোরো না। লড়াইয়ের সময় খুব যে সক্রিয় থাকি তা কিন্তু নয়, বরং লেজ তুলে ঝোপের আড়ালে সেঁধিয়ে যাই না, আবার অন্যের লড়াইয়ে নাকটা গুঁজে দেয়াও পছন্দ নয়–এটাই হচ্ছে আমার স্বভাব।'

যাত্রা করল ওরা। দ্রুত পা চালিয়ে উত্তরে চলেছে। বনের কিনারা ধরে, গাছপালার নিচ দিয়ে এগোচ্ছে; যাতে আড়াল পায়। তবে কখনও কখনও এমন জায়গা পড়ল যেখানে বনের কিনারা বা আড়াল পাওয়া যাচ্ছে না, বাধ্য হয়ে সেখানে খোলা জায়গা ধরে এগোতে হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের জন্যে পাহাড় খুব সমস্যা। এখানে মানিয়ে নিতে হয়। ইতোমধ্যে উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। ওর শারীরিক সামর্থ্য এমনিতে যথেষ্ট, গড়পড়তার চেয়ে শ্রেয়তর; সেখানে কিছুদিন ধরে যেহেতু বৈরী পরিবেশ ও পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে শরীর। ইণ্ডিয়ান কিংবা পাহাড়ি লোকের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছুটতে পারে, টানা ছুটতেও সমস্যা হয় না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক সংবেদনশীল ও সক্রিয়। রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাকে সর্বক্ষণ।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলল। অ্যাশলে নিশ্চিত সন্ধ্যা নামলে ক্যাম্প করবে লেভিন, এবং জ্যানেটের কাছ থেকে গুপ্তধন সম্পর্কিত সবকিছু জেনে নেয়ার জোর চেষ্টা

Boighar.com

চালাবে।

যদিও পথ চলছে অ্যাশলে, কিন্তু মন সারাক্ষণই নানা চিন্তায় অস্থির। ভাবছে কী করা যেতে পারে, কিংবা ঠিক কোন্ চাল দিতে পারলে বন্ধুদের মুক্ত করতে পারবে। সরাসরি লেভিনের ক্যাম্পে হানা দেয়া বা মুখোমুখি সংঘর্ষে যাওয়া অর্থহীন হবে। শত্রুকে খাটো করে দেখা যাবে না। লেভিনের দলে যোগ্য লোকের অভাব নেই। জেনে-শুনে আত্মহত্যা করবার মানে হয় না, যেহেতু মাত্র দু'জনে পাত্তাই পাবে না–যদিও বুড়ো স্পষ্ট বলে দিয়েছে এ ধরনের খেলায় বাইরে থাকবে। উপরন্তু, আক্রান্ত হয়েছে দেখা মাত্র হয়তো জ্যানেট ছাড়া অন্য দুই বন্দিকে খুন করে ফেলবে লেভিন। এ ক্ষতি মেনে নেয়া যাবে না।

সুতরাং দুর্বল জায়গায় হানা দিতে হবে। ধন্দে ফেলে দিতে হবে শত্রুদের এবং সেই ফাঁকে বন্দিদের নিয়ে সটকে পড়তে হবে। একা ওর জন্যে এটা অসম্ভবকে সম্ভব করবার মতো, কিন্তু শুরু করেছে–এই প্রণোদনা যখন থাকবে, তখন চালিয়ে যাওয়ার তাকদও তৈরি হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর করবে কী? বন্ধুদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন কাজ ওর হাতে নেইও।

সন্দেহবাতিক নয়, বরং সাবধানী ও গোছানো স্বভাবের মানুষ বলে নিজের এবং অন্যদের লক্ষ্য বা অভিসন্ধি সম্পর্কে সবসময়ই প্রশ্ন করতে থাকে অ্যাশলে–মনকে প্রশ্ন করে এবং একইসঙ্গে উত্তর খুঁজতে থাকে।

ও যা করছে, সেটা সাহসী কাজ বলে গণ্য হবে। বন্ধুদের উদ্ধার করতে পারলে সেটা হয়তো বীরত্বপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু আসলেই কি তা বীরোচিত? বরং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার–বিশেষ করে ওর জন্যে–যেহেতু আর দশজনের যে সুযোগ হয়নি ওর তা হয়েছে–বিস্তর অধ্যয়ন করেছে, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছে, অভিজ্ঞদের

বইঘর.কম

কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা পেয়েছে, কৃতকর্ম বা ভবিষ্যৎ পন্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে, ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে…এসব ওর মজ্জাগত হয়ে গেছে। এত যার প্রস্তুতি, সে কেন সাফল্যের জন্যে বাহবা নেবে?

তবে এও ঠিক হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার চেয়ে চেষ্টা করা বহু গুণে শ্রেয়তর। অদৃষ্টবাদে আস্থা নেই অ্যাশলের। এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কী ঘটছে জানতে না-পারা, কিংবা যাদের উপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের হাতে নিজের ভাগ্য নির্ধারিত হতে দেখা। সমর্থ মানুষ এত অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয় না। বরং সে যে-কোন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণের নাটাই নিজের হাতে রাখতে চায়।

সূর্যাস্তটা অসাধারণ লাগল। পশ্চিম দিগন্ত রক্তিম হয়ে গেল, তার মাঝে গোলাপি আলো বিক্ষেপণ হলো; আর আকাশের ঝুলন্ত প্রান্তে পড়ে যেতে যেতেও কীভাবে যেন আটকে থাকল টকটকে লাল সূর্য। এত লাল কখনও হয় না। আদপে সূর্যাস্তের সূর্যই সবচেয়ে রঙিন ও ঝলমলে হয়। সারা জীবন শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে অ্যাশলে—কথায় ও লেখায়—কিন্তু এ অনুপম সৌন্দর্যকে কীভাবে বর্ণনা করবে, মাথায় খেলছে না। সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না।

এবার সত্যিকার অ্যাকশনের সময় হয়েছে! সামনের ক্যাম্পটা দেখে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করল অ্যাশলে। টমাস লেভিনের ডেরা খুঁজে পেয়েছে! সূর্যের শেষ আলোকরশ্মির জন্যে নয়, যা পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে যায়, বরং লেভিনের টিকি খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ওকে উৎসাহী করে তুলেছে।

লুকোছাপা বা লুকোনোর কোন চেষ্টা করা হয়নি।

দৃশ্যত, ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে একটুও চিন্তিত নয় লেভিন। এর মানে হচ্ছে সে আসলে বোকামি করছে। এই ঔদ্ধত্যের জন্যে সে হয়তো চড়া মাশুল গুনবে। কেউ

Boighar.com

ইণ্ডিয়ানদের ঘৃণা করতে পারে বা ভালবাসতে পারে, কেউ তাদের বুঝতে চাইতে পারে বা ওদের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে, কিন্তু যা কেউ করে না: কখনোই হালকা ভাবে নেয় না।

কিংবা, এভাবে বন্দিদের খোলা জায়গায় দেখিয়ে বেড়ানোর গূঢ় একটা উদ্দেশ্য তো আছেই।

অ্যাশলেকে চায় সে। যা জানে না, তা জানতে চায়। প্রলোভন দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যেতে চায়...এমন জায়গায় যেখানে চাপ দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে।

থমকে দাঁড়াল অ্যাশলে, ভ্যান ডিয়েন্স এখনও প্রায় পনেরো গজ পিছনে আছে।

একটা নয়, তিনটা আগুন ধরিয়েছে টমাস লেভিন।

আগুনের ধারে-কাছে নড়াচড়া করছে ক্রুরা। ক্যাম্প থেকে প্রায় একশো গজ দূরে আছে আশলে। এবার দেখতে পেল।

পাহাড় এখানে ঢালের আকারে আচমকা নিচু হয়ে গেছে, ঢালে ঘন গাছ জন্মেছে। অ্যাশলে নিশ্চিত নিদেনপক্ষে একজন ওখানে থাকবে, যাতে ক্যাম্পে কেউ ঢুকতে গেলে তার চোখে পড়ে কিংবা যদি আগুন ও পাহারাদারের মাঝখানের অংশ দিয়ে কেউ অনুপ্রবেশ করে। উপত্যকার ঠিক তলায় অন্তত একজন বা দু'জন থাকবে–একজন ঘাসের পাশে এবং অন্যজন ক্রীক বেড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক।

গাঢ় ছায়া ও ঘনত্বের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অ্যাশলের চোখ, এবং সামনের বিশ ফুটের মধ্যে কাউকে বা কিছু দেখতে পেল না। তাই উঠতে শুরু করল ও। এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে ক্রুরা, দূর থেকে বিক্ষিপ্ত দেখালেও আসলে সবই প্রয়োজনমাফিক, যার যার দরকারে এখানে-ওখানে যাচ্ছে–কিন্তু অ্যাশলের কাছে এসবের কোনটাই ক্যাম্পের স্বাভাবিক চিত্র ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করে না।

আরও কয়েক গজ এগোল ও। এখন ধাপে ধাপে

বইঘর.কম

এগোচ্ছে। দুই কদম এগিয়ে থামছে, ত্রিশ সেকেণ্ড পর আবার পাঁচ কদম এগোচ্ছে। কাছে চলে আসায় এখন ক্রুদের মুখ ও কাঠামো ঠাহর করা যাচ্ছে।

দরকারী জিনিসটা দেখে নিল। আগুন থেকে খানিক দূরে দড়ির করাল তৈরি করেছে ওরা, সবগুলো ঘোড়া ওখানেই আছে। বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি তৈরি করতে হতো ওকে এবং শত্রুপক্ষের সবচেয়ে দুর্বল স্থানে আঘাত করতে হতো; দুটো প্রশ্নের উত্তর একটাই: ঘোড়া। ঘোড়া ছাড়া এ দেশে, বিশেষ করে বুনো ও বৈরী পরিবেশে টিকে থাকবার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। আর ঘোড়া ছাড়া গুপ্তধনও সরিয়ে নিতে পারবে না কিংবা পালাতেও পারবে না। ঘোড়াগুলোকে যদি ভাগিয়ে দেয়া যায়, সবার আগে ওগুলোকে খুঁজতে গিয়ে দলছুট হয়ে পড়বে ক্রুরা, ভাগ হয়ে যাবে।

ওর কাছাকাছি চলে এসেছে ভ্যান ডিয়েন্স। 'কী করতে চাও?'

'ঘোড়াগুলোকে স্ট্যাম্পিড করাব।'

'হুম্‌ম্‌। সেজন্যে দুটো কঠিন কাজ করতে হবে। ঘোড়ার খুব কাছে যেতে হবে এবং দড়িটা কেটে ফেলতে হবে।'

পাথর ও বোল্ডারের আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের উপর কড়া নজর রাখছে ওরা। আগুন বেশ চড়া, চুলোয় রান্না চড়ানো হয়েছে। খাবারের ঘ্রাণে অ্যাশলের মনে পড়ল কতক্ষণ হলো ঠিক মতো পেটে দানাপানি পড়েনি, পেটে রাক্ষুসে খিদে, কিন্তু আপাতত রসনা তৃপ্তির সুযোগ নেই।

ক্যাম্পের অবস্থান ঝর্নার কাছে, গুচ্ছ গুচ্ছ গাছ আছে এখানে। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করবার জন্যে জায়গাটা জুতসই নয়, কিন্তু ঘোড়া রাখবার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। ক্রুদের যা মেজাজ-মর্জি দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় না ওরা ইণ্ডিয়ানদের হামলার আশঙ্কা করছে।

Boighar.com

আদপে হয়তো ধরে নিয়েছে এক-দেড়শো মাইলের মধ্যে কোন ইণ্ডিয়ানই নেই।

'গুহা আছে নাকি ধারে-কাছে? এমন একটা লাগবে যেখানে লুকাতে পারব? বলতে চাইছি, মেয়েটাকে নিয়ে যদি সটকে পড়তে পারি, হয়তো ছুটতে হতে পারে।'

ইতস্তত করল ভ্যান ডিয়েন্স। দৃশ্যত, নিজের গোপন সব তথ্য বলে দিতে অনিচ্ছুক, এবং শুধু সে-ই জানে ঠিক কোথায় কোথায় গুহায় ঢুকবার পথ রয়েছে।

অ্যাশলে ভেবেছিল বুড়ো মুখ খুলবে না, তার কাছে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, কিন্তু কোন কারণে ওর প্রতি দুর্বলতা জন্মেছে ডিয়েন্সের। অন্তত এখন ওর পাশে আছে সে।

'ওই যে, ওদিকে একটা গুহা আছে,' ক্যাম্পের পিছনের ঢালটা দেখাল সে। 'ওটায় সচরাচর যাই না, তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিশদ বলতে পারব না, তবে ওটা বেশ গভীর। পিছন দিকে কিছু গর্তও আছে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, ওগুলো হয়ে বেশি দূরে যেয়ো না, বাপু, শেষে বিপদে পড়বে। আমি নিজেও কখনও এত গভীরে যাইনি। যাই হোক, গুহাটা চিনবে কীভাবে শুনে নাও। কিছু স্প্রুসের ঠিক পিছনে আর সামনে বাকলের অর্ধেকটা খুলে আসা একটা খুঁটির মতো লম্বা গাছ আছে। ব্যস, পৌঁছে গেলে!'

সহযোগিতা হিসাবে মন্দ বলা যাবে না। অচেনা অজ্ঞাত পথ ধরে পালানোর চেষ্টা করতে হবে, চিন্তাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে অ্যাশলের মনে–যেহেতু যাচাই করা ছাড়া কোন পথে এভাবে ঢুকে পড়া ওর নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এ মুহূর্তে ভিন্ন কিছু করবার সময় নেই, বরং যত দ্রুত সম্ভব সটকে পড়তে হবে। ভাগ্য যদি ভাল যায় তা হলে দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াগুলোকে স্ট্যাম্পিড করাতে পারবে। এবং শত্রুপক্ষ ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে ওকে খুঁজে পাওয়ার আগেই সরে পড়তে হবে।

বইঘর.কম

সামনে খোলা জায়গায় কোথাও এক পাহারাদার রয়েছে, বসে বা দাঁড়িয়ে–স্রেফ ওর জন্যে অপেক্ষায় আছে।

ভাগ্য ভাল হলে হয়তো তাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর ভাগ্য খারাপ হলে কোন প্রশ্ন করবার আগেই একটা বুলেট সেঁধিয়ে দেবে মগজে। ব্যস, খেল্ খতম!

ভাগ্য ভাল, বাতাস জোরাল হচ্ছে এবং পাতার নড়াচড়া ও গাছের শাখা-প্রশাখার দুলুনির কারণে তৈরি শব্দের বদৌলতে হয়তো ওর চলাফেরার শব্দ চাপা পড়ে যাবে। সন্তর্পণে গাছের কিনারায় চলে এল অ্যাশলে, বুড়োর কব্জি চেপে ধরতে হাত বাড়াল।

ঘাসের কিনারায় হাঁটু গেড়ে বসেছে ও, যে পথে যাবে সেদিকে তাকাল। ভাল করে দেখে নিতে চায়। আনুমানিক তিনশো গজ, কিন্তু পুরো পথই খোলা। ন্যাংটো লাগবে নিজেকে! যে-কোন সময়ে একটা বুলেট এসে আঘাত হানতে পারে।

বাস্তবে, সামরিক অভিজ্ঞতা ওর নেই বললে চলে। ব্যক্তিগত ডুয়েল যেহেতু যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না, আদপে কখনও কোন লড়াই করেনি ও। যে-বয়সে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করবার অভিজ্ঞতা হয় অন্যদের, সে-বয়সে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিস্তর পড়াশোনা করেছে অ্যাশলে। এখানে আসলে কী করছে ও? মাথার ঠিক আছে? পুব ছাড়ল কীসের জন্যে? আর প্রায় চেনে না এমন একটা মেয়ের জন্যে কেন এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে?

টানটান শুয়ে আছে ও, শরীর লম্বা করে দিয়েছে। রাইফেল দুই বাহুর উপর, ঘাসের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও, ঠিক কুমির মতো। কনুইয়ের ভর দিয়ে এগোচ্ছে। বাম দিকে আগুনের কাছ থেকে মৃদু স্বরের অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ঠিক ঠাহর করা সম্ভব হলো না।

শরীরের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী...সাড়ে ছয় ফুট এগোল ও...ফের

অপেক্ষা করল, কান খাড়া। কিন্তু আবারও এগোল সাড়ে ছয় ফুট। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে ঘাম জমেছে ওর। বুকের নিচে মাটি ঠাণ্ডা; ঘাস যেন বাসি ও আড়ষ্ট হয়ে আছে। গাছের পাতায় খসখসে শব্দ। কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল অ্যাশলে।

পিছন ফিরে দেখল এক-তৃতীয়াংশ পথ এগিয়েছে…যে-কোন মুহূর্তে একজন পাহারাদারের চোখে পড়ে যেতে পারে। যদি আক্রান্ত হয় তা হলে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে না, কিংবা হামলা করবারও সুযোগ নেই। যে-কোন কিছু করতে হলে, আগে ওকে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিদেনপক্ষে বসতে হবে। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কেউ যদি ওকে দেখে ফেলে এবং পাল্টা যদি তাকে গুলি করতে যায় অ্যাশলে, উঠে দাঁড়িয়ে বা বসে রাইফেলে নিশানা করতে করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অন্তত কয়েকটা বুলেট ওকে বিদ্ধ করবে ততক্ষণে।

বাম হাত নামিয়ে নাইফ-স্ক্যাবার্ডে রাখা ছুরির দড়ি খুলে দিল ও। ছুরিটা হাতে তুলে নিল, শেষে দুই দাঁতের পাটির মাঝখানে রাখল। হাতলটা ডান দিকে রেখেছে।

ব্যাপারটা খুব নাটকীয় ও হাস্যকর মনে হচ্ছে, প্রাচীন কালের কিছু অঙ্কন দেখেছে ও—যেখানে জলদস্যুরা জাহাজে উঠবার সময় দু'হাত কাজে লাগাত, ছুরি রাখত এমনি ভাবে দুই দাঁতের পাটির ফাঁকে—একই কায়দা এখানে অনুসরণ করেছে ও। তবে এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, ছুরিটা দাঁতের ফাঁকে থাকায় ওটা কাজে লাগাতে হলে ওকে উঠে দাঁড়াতে হবে না, স্রেফ মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে আঘাত করতে হবে।

এটাই ওর জীবন বাঁচিয়ে দিল।

আরও কয়েক ইঞ্চি এগিয়েছে অ্যাশলে। উঠে দাঁড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিয়ে গাছের আড়ালে চলে যাওয়ার ইচ্ছে গলা

বইঘর.কম

টিপে হত্যা করতে হচ্ছে। ওভাবে ছুটে গেলেই বরং সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, এবং নির্ঘাত মরতে হবে। তারচেয়ে সন্তর্পণে, চুপিসারে সরে যেতে হবে।

মাথা নিচু করে এগোচ্ছে ও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে। আচমকা মনে হলো মুখ তুলে তাকানো দরকার। ধক্ করে লাফিয়ে উঠল ওর কলজে। তিন ফুট দূরে আড়াআড়ি পা রেখে ঘাসের উপর বসে আছে এক পাহারাদার। যে-মুহূর্তে তাকে দেখতে পেল অ্যাশলে, একই মুহূর্তে লোকটাও ওকে দেখতে পেয়েছে।

এক মুহূর্ত, স্থবির হয়ে গেল যেন সবকিছু, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নড়ে উঠল সে, সরে যাবে এবং একই সঙ্গে মুখ খুলেছে চেঁচাবে বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে, ঝটিতি ছুরির বাঁট চেপে ধরে মাটির সমান্তরালে ছুরি চালাল অ্যাশলে–বাম থেকে ডানে। বিদ্যুৎগতির ক্ষিপ্রতায় ভয়ঙ্কর পোঁচ চালিয়েছে।

লোকটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে সামনে, উঠে দাঁড়াতে গেলে যে কোন লোক তাই করে, আর শরীরের প্রায় সমস্ত শক্তি ছুরির পোঁচে ব্যবহার করেছে অ্যাশলে। নিপুণ ইস্পাতের তৈরি ছুরি, রেজরের মতো তীক্ষ্ণ ধার ওটার, ওটা কাটেও দারুণ।

গভীর ক্ষত তৈরি হলো।

ছুরির পোঁচ শেষ করল এবং তখনও লোকটা উঠতে উদ্যত অবস্থায় রয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে নিজের ছুরি বের করছে সে। তখনই হাত ফিরিয়ে আনল অ্যাশলে। তবে হাত পুরোপুরি ফিরিয়ে না-এনে বরং আনবার পথে দ্বিতীয়বার ছুরি চালাল। ছুরির ফলা ঘুরানোর চেষ্টায় গেল না ও, কিন্তু হাত ঘুরিয়ে ব্যাটার চাঁদির একপাশে বাঁট সুদ্ধ চালাল। গুঙিয়ে উঠে ধীর গতিতে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

আর দেরি করল না অ্যাশলে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে

Boighar.com

অন্য কেউ হয়তো এদিকের ব্যাপার টের পেয়ে গেছে। আর দেরি করা যায় না! অত ধৈর্যও নেই। যা হওয়ার হবে! এক হাতে রাইফেল চেপে ধরে, অন্য হাতে রক্তাক্ত ছুরি, উঠে দাঁড়িয়েই খিঁচে দৌড় দিল।

গাছের আড়ালে এসে থামল ও, প্রায় ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে থামল। চায় না বেঘোরে ছুটে শত্রুপক্ষের কোলে গিয়ে পড়ুক।

সব শান্ত, নীরব। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল, কোথাও কিছু নেই। কেউ নেই। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, মাটিতে গাঁথল ছুরিটা। একেবারে বাঁট পর্যন্ত। তারপর তুলে আনল। ব্যস, দুই বার এমন করতে পরিষ্কার হয়ে গেল ছুরি।

উঠে গাছের আড়ালে চলে এল অ্যাশলে, তারপর করালের দিকে এগোতে শুরু করল। সময় নেই তেমন। যা করবার এখুনি করতে হবে, কারণ শিগ্‌গিরই হয়তো পাহারাদার বদল হবে কিংবা একে অন্যকে ডাকাডাকি করবে এবং তখন একজনের অনুপস্থিতি বেরিয়ে পড়বে।

নিঃশব্দে গাছপালার আড়াল ব্যবহার করে আগুনের কুণ্ডের দিকে এগোল ও।

করালের দড়ি থেকে বিশ ফুট দূরে এসে থামল অ্যাশলে।

ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ঘোড়াগুলো, অস্থির হয়ে পড়েছে। ওগুলোর কান ও মাথা ছাড়িয়েও দেখতে পাচ্ছে অ্যাশলে, যেহেতু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ওর অবস্থান। চল্লিশ গজ দূরে ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। একজন রাইফেল পরিষ্কার করছে, দু'জন খাওয়া-দাওয়া করছে। অন্যরা শুয়ে আছে।

প্রথমে ও'ব্রায়ান, জ্যানেট বা গার্সিয়াকে দেখতে পায়নি ও, কিন্তু একটু পর ঠিকই দেখতে পেল। সবচেয়ে কাছে আছে জ্যানেট, একটা গাছের গোড়ায় বসে আছে, হাত-পা বাঁধা। ওর কাছে রয়েছে টমাস লেভিন। ওকে ছাড়িয়ে,

বইঘর.কম

আগুনের উল্টোদিকে ও'ব্রায়ানকে দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে পিছনে হাত বাঁধা।

গার্সিয়াকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

ও'ব্রায়ানের কাছে যাওয়ার উপায় নেই, যেহেতু ক্যাম্পের ওপাশে আছে সে। ক্যাম্প তো বটেই, মানুষও টপকে যেতে হবে।

কিন্তু জ্যানেটের কাছে যাওয়া যাবে।

ঘোড়াগুলোও কাছে রয়েছে। অদ্ভুত হলেও, দৃশ্যত ঘোড়ার অস্থিরতা কারও নজরে পড়েনি। আরও এগিয়ে গেল অ্যাশলে, হাত বাড়িয়ে পেয়ে গেল ঘেরাও-দড়ি। ছুরির এক পোঁচে আলাদা হয়ে গেল দড়ি। করাল বলে আর কিছু থাকল না।

লাফ দিল একটা ঘোড়া, ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। অন্যরা একত্রিত হচ্ছে। দৌড়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল অ্যাশলে, ছুরি চালিয়ে কেটে দিল দড়ির আরেক জায়গা, তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচাল।

ঠেলাঠেলি শুরু করেছে ঘোড়াগুলো। তারপর লাফাতে শুরু করল, এবং শেষে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কোন কোনটা আলগা দড়িতে ঢুস খেলেও ঠিক পেরিয়ে গেল। ছুটে গেল দিগ্বিদিক্। ক্যাম্প মাড়িয়ে গেল বেশিরভাগ। বিপদ দেখে ছিটকে ছুটন্ত ঘোড়ার গতিপথ থেকে সরে গেল টমাস লেভিনের ক্রুরা।

একজনকে ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষের পর ভূপতিত হতে দেখল অ্যাশলে। আগুনের পাশ দিয়ে ছুটে গেল ছুটন্ত ঘোড়া, ক্যাম্প পেরিয়ে গেল, তারপর অন্ধকারে হারিয়ে গেল। কয়েকটা ঘোড়া অবশ্য এখনও ঠেলাঠেলি করছে, অ্যাশলে যখন ফের চড়া ও বিকৃত কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল, এবার ছুটতে শুরু করল।

এখন জ্যানেটের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে অ্যাশলে।

Boighar.com

কলার ধরে মেয়েটিকে তুলে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিল ও, তারপর জখমের ঝুঁকি থাকলেও ছুরির এক পোঁচে গোড়ালির বাঁধন কেটে দিল প্রথমে, এরপর কব্জির বাঁধন।

গর্জে উঠল একটা বন্দুক। অ্যাশলের মনে হলো ওর কানের কাছে। কাছের অ্যাসপেনের গুঁড়িতে বিঁধল বুলেট, বাকলের তুবড়ি ছিটাল, কাঠের কুচি এসে পড়ল ওর নাকে-মুখে।

ঝটিতি ঘুরল ও, কোমরের কাছ থেকে গুলি চালাল। লক্ষ্য টমাস লেভিন। কিন্তু বেঁচে গেল লোকটা। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, ছুটন্ত এক ঘোড়ার ধাক্কা খেয়ে চিৎপটান হয়ে গেল। ফস্কে গেল অ্যাশলের গুলি। তবে একেবারে বিফলে যায়নি, লেভিনের পিছনের লোকটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

স্ক্যাবার্ডে ছুরি ফেরত পাঠাল অ্যাশলে, খপ্ করে জ্যানেটের বাহু চেপে ধরে ছুটতে শুরু করল। প্রায় একই মুহূর্তে উল্টোদিকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, হালকা কুড়াল হাতে এগিয়ে আসা লোকটা গুলির ধাক্কায় খাবি খেল। জায়গায় জমে গেল সে, যেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর কাটা কলা গাছের মতো নুয়ে পড়ল।

আচমকা অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করল অ্যাশলে, গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে ছুটে চলল। পিছনে চিৎকার-চেঁচামেচি চলছে, সমানে গুলিও হচ্ছে। মিনিট খানেক পর রণে ভঙ্গ দিল ওরা। চিৎকার ভেসে এল, তারপর আবারও গুলির শব্দ হলো। বোঝা যাচ্ছে, ওদিকেও কেউ ছোটখাট একটা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু কে বা কারা লড়াই করছে, পরখ করবার উপায় নেই।

ঢাল বেশ খাড়া, তাই হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠছে। জ্যানেটের হাত ছেড়ে দিয়েছে অ্যাশলে, গাছের গুঁড়ি, ডালপালা ইত্যাদি ব্যবহার করে ওপরে উঠতে চাইছে। একই কাজ জ্যানেটও

করছে।

উপরে কোথাও একটা গুহা আছে, কিন্তু ওটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে–বিশেষ করে এত অন্ধকারের মধ্যে এবং পিছনে যখন ফেউ লেগেছে। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ি এক চাতালে পৌঁছে গেল, থেমে দম নেয়ার ফাঁকে থম্পসন রিলোড করে নিল।

তারপর ছুটল আবার।

ঢালের মুখে তাড়াহুড়ো করল ওরা, দক্ষিণে ছুটছে এখন, কিছু পথ চড়াই ধরে উঠতে হলো, তারপর বুনো ও সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তরে এগোতে হলো।

নিচে গোলাগুলি চলছে এখনও। কর্কশ কণ্ঠের ইণ্ডিয়ান চিৎকার শুনতে পেল অ্যাশলে, তারপর আরও একটা রাইফেলের গর্জন। চড়াই ধরে উঠছে ওরা, ছোট্ট এক উপত্যকায় উঠে এল।

অ্যাশলের জামার আস্তিন ধরে টানল জ্যানেট। 'অ্যাশ...মি. ক্রুডার, একটু থামো! আমি...আর এক পা-ও ফেলতে পারব না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটি।

উপত্যকার কিনারে, গাছের আড়ালে চলে এল ওরা। পড়ে থাকা এক গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। এমন নয় যে শুধু জ্যানেট দম হারিয়েছে, অ্যাশলেরও একই অবস্থা। উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, তুফান বেগে ছোটাছুটি ও চড়াই পেরোনো–সব মিলিয়ে কাহিল অবস্থা। বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে ফুসফুস। এত জোরে ছুটেছে যে পাঁজরের পাশে ব্যথা বোধ হচ্ছে। হাত চালিয়ে ছুরির অস্তিত্ব অনুভব করল অ্যাশলে, লূপের মতো দড়ি নামিয়ে দিল যাতে ওটা নিজ থেকে পড়ে না যায়।

উঠে দাঁড়াল ও। পিছনে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা অ্যাসপেন সারি, আর সামনে অস্পষ্ট বুনো ট্রেইল–ইণ্ডিয়ানদের তৈরি, নয়তো মোষ বা এল্কের চলাচলের পথ।

Boighar.com

'এবার যেতে হবে,' বলল অ্যাশলে, মেয়েটির জন্যে সহানুভূতি অনুভব করল। কিন্তু উপায় নেই, এখানে বসে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারে।

নিচে গোলাগুলি থেমে গেছে এখন। শিগ্‌গিরই চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে শত্রুপক্ষ, ওদের পিছু নেবে।

কোথাও পালানোর বা লুকানোর জায়গা নেই ওদের।

আঠারো

কিন্তু অপেক্ষা করল অ্যাশলে ক্রুডার। আসলে ছুটতে আর মন চাইছে না। ছুটে ছুটে বা পালাতে পালাতে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে অদম্য ক্রোধ ও আক্রোশ তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে। রাগ ও বিদ্বেষের চেয়ে বরং ধৈর্য ও ধ্যানের সঙ্গে ওর সংশ্লিষ্টতা বেশি। যে-কোন কাজের আগে এর সম্ভাব্য পরিণতি ও সম্ভাবনা বিচার করে ও, আর নেহাত কোণঠাসা বা বাধ্য না-হলে কখনোই চরম সিদ্ধান্ত নেয় না। এখন পর্যন্ত সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করেছে ও, কঠিন চরিত্রের বেপরোয়া পূর্বপুরুষদের ছায়া যেন ঘনিয়েছে ওর উপর–তাদের মতোই পরিস্থিতির খাতিরে প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর হওয়ার অভ্যাস পেয়েছে এবং তার চর্চা শুরু করেছে।

এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা নেই ওর। ঝামেলা এড়াতে পালিয়ে যেতে নারাজ। বরং পাল্টা লড়াই করতে প্রস্তুত। ছাড় দিতে নারাজ। কিন্তু পাশে থাকা মেয়েটির কথা চিন্তা করতে হবে এখন–মুহূর্তের জন্যে ওর

বইঘর.কম

মনে হলো মেয়েটা অন্য কোথাও থাকলেই ভাল হতো। কোন পুরুষ যখন জীবন বাঁচাতে কোণঠাসা অবস্থায় পাল্টা লড়াই শুরু করে, তখন অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সুযোগ তার থাকে না, ভাবা উচিতও নয়। মুহূর্তের জন্যেও তার মনঃসংযোগে চিড় ধরা ঠিক হবে না।

নিচে অনেক গোলাগুলি হয়েছে। আদৌ কী ঘটেছে বলা মুশকিল, কিন্তু অ্যাশলে অনুমান করতে পারে ওর বন্ধুরা বোধহয় ফিরে এসেছে...কিংবা কিছু ইণ্ডিয়ান। যদি সত্যি বন্ধুরা এসে থাকে, তা হলে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে; আর যদি ইণ্ডিয়ানরা এসে থাকে, তা হলে আরও তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়তে হবে।

একটা গুহার কথা বলেছিল ভ্যান ডিয়েন্স...কিন্তু অন্ধকারে ওটা খুঁজে বের করবার উপায় কী?

জ্যানেটের দিকে ফিরল অ্যাশলে। 'ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? ঠিক ভূতের মতো?'

'ভূত তো শেকল নাড়ায়। আমাকে কি তাই করতে হবে?'

'ফাজলামো কোরো না তো! আমি চাই ওই যে ওখানে, গাছের পিছনে ঠায় বসে থাকবে তুমি। কেউ যদি কয়েক ইঞ্চির মধ্যেও চলে আসে, এক চুল নড়বে না! পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'সাবাশ! এবার চলো, গাছের আড়ালে যাই।'

ঘন স্প্রুসের আড়ালে চলে এল ওরা। ঘনত্ব ও অন্ধকারের কারণে খোলা জায়গা থেকে চোখে পড়বে না ওদের। গাছের যে গুঁড়িতে বসে ছিল ওরা, ল্যাণ্ডমার্ক হিসাবে ভাল—মসৃণ ও সাদা বলে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়বে। শিগ্‌গিরই চাঁদ উঠবে আকাশে।

'কী করতে চাইছ তুমি?'

'তোমার চাচার সঙ্গে বিশজনের মতো লোক ছিল, এখন

Boighar.com

অবশ্য অত নেই...কয়েকজন কমে গেছে। ষোলো বা অমন হবে সংখ্যাটা। ভাবছি একা বেরিয়ে গিয়ে সংখ্যাটা আরও কমিয়ে দেব।'

'খুন হয়ে যাবে তুমি! তুমি তো বিদ্বান, পণ্ডিত। এখানে কী করবে তুমি? খুবই হিংস্র মানুষ ওরা, সামান্য নীতিও নেই কারও।'

'হ্যাঁ, আমি নীতিবান। সেটা হয়তো আপাতত আমার অসুবিধা বটে, যদিও আমি তা মনে করি না। এ মুহূর্তে আমি একাধিক নীতি অনুসরণ করছি এবং প্রথমটা হচ্ছে যে-কোন মূল্যে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয়টা আমার পরিবার বেশ সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছে: কোণঠাসা হয়ে গেলে পাল্টা আক্রমণ করো।'

'তুমি মারা পড়বে! এমন বর্বর, অসভ্য লোকজনের সঙ্গে তোমার মোটেই খাপ খায় না। ওদের সঙ্গে পাল্লাও দিতে পারবে না।'

বিরক্ত বোধ করল অ্যাশলে। সুন্দরী মেয়ে মাত্রই কেন যে এত বিরক্তকর হয়! সবসময় এরা পুরুষদের বিরক্ত করে, এর মানে হয়? এ কাজে এরা এত দক্ষ যেন প্রশিক্ষণ পেয়েছে! আসলেই তো প্রশিক্ষণ পায়!

'তুমি ভুল করেছ। বিদ্বান বা পণ্ডিতরা আসলে সৈনিক এবং কার্যত তারা ভাল সৈনিকই হয়। জুলিয়াস সীজার যেমন ছিলেন, কিংবা *বেন জনসন* নাটকে দেখেছ না? এছাড়াও হাজারটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে।'

উঠে দাঁড়াল জ্যানেট, বুক টানটান, মুখ থমথমে হয়ে গেছে। অ্যাশলের চোখে চোখ রাখল। 'স্যর, আমি তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে কিছু বলিনি। আমি চাই না তুমি বেঘোরে মারা পড়ো।'

'নিশ্চয়ই চাও না! মারা পড়লে তোমার গুপ্তধন উদ্ধারে কীভাবে সাহায্য করব? চিন্তা কোরো না, মরব না। এবার

গাছের আড়ালে বসে পড়ো। আর খোদার দোহাই, নোড়ো না!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির কাছ থেকে সরে এল অ্যাশলে। চাঁদ উঠছে, ইতোমধ্যে আলোকিত হতে শুরু করেছে চারদিক। ওর সামর্থ্য বা শক্তিমত্তা সম্পর্কে মেয়েটির সন্দেহে যারপরনাই বিরক্ত বোধ করছে অ্যাশলে। ঘোড়া স্ট্যাম্পিডের পর নিচের ক্যাম্পে কারা হামলা করেছিল জানে না, তবে এটা বুঝতে পারছে থেমে যাওয়া লড়াই ফের শুরু করতে হবে। উপরন্তু, সম্ভব হলে ও'ব্রায়ান ও গার্সিয়াকে মুক্ত করতে হবে...যদি এখনও বেঁচে থাকে ওরা।

চারপাশ বড্ড শান্ত। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি, নিশ্চল পাহারাদারের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে অ্যাসপেনের গুঁড়ি। ওদের পাতার শিরাবিন্যাস মৃদু ঝলমল করছে মায়াবী আলোয়, মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে।

উপত্যকার নিচে, কোথাও আগুন জ্বলছে না। ওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কোন আওয়াজ হলো না। নিভে যাওয়া আগুনে ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধ, ঝর্না থেকে এক ধরনের স্যাঁতসেঁতে ভাবের আমদানি হচ্ছে; এ ছাড়া রাতটা একেবারে নিরানন্দ ও নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন।

ওর সামর্থ্যের ব্যাপারে জ্যানেটের সংশয় ও অনিশ্চয়তা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না অ্যাশলে, অস্থির বোধ করছে। বদ টমাস লেভিনও ওর ক্ষোভের কারণ, স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে সে। জ্যানেট ভাবছে লেভিনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই ওর, এবং কথাটা শুনে হয়তো মুখের উপর হাসতে শুরু করবে টমাস লেভিন।

শ'তিনেক গজ এগিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল অ্যাশলে, কান পেতে চারপাশের শব্দ শুনল। নুড়িপাথরের উপর দিয়ে কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে যাচ্ছে উচ্ছল ঝর্না, অ্যাসপেনের শাখায় কোমল বাতাসের নাচন, হাজার পাতা মর্মরধ্বনিতে সোনালি বার্তা পাঠাচ্ছে মায়াবী চাঁদকে।

Boighar.com

এর সবই স্বাভাবিক শব্দ, অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পাচ্ছে না অ্যাশলে…

তারপর শুনতে পেল। কেউ শ্বাস নিচ্ছে, কষ্টকর শ্বাস নিচ্ছে। শব্দটা খুবই কর্কশ, গভীর ও দ্রুত লয়ের, যেন ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে খুব।

উঁহুঁ, আহত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এমন হয়…কেউ একজন তা হলে গুরুতর আহত হয়েছে।

কান খাড়া করে শব্দ শুনল ও, বুঝতে চাইল শব্দের উৎস ঠিক কোথায়। একইসঙ্গে খুবই সন্তর্পণে এগোচ্ছে। নিঃশ্বাস আটকে গেল…খাবি খাওয়ার মতো শ্বাস টেনে নিল বুকে। কাছাকাছি চলে এসেছে অ্যাশলে। বাকস্কিনের গন্ধ পাচ্ছে নাকে…নিচু গোঙানির শব্দ কানে এল এবার।

শব্দটা কি পরিচিত? নড়তে গিয়েও সহজাত প্রবৃত্তি ওকে মুখ তুলে তাকাতে প্ররোচিত করল। মাত্র চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, আধো-অন্ধকারে গাঢ় দেখাচ্ছে কাঠামো! অ্যাশলে যখন তাকিয়েছে, তখনই তার কোমরের কাছ থেকে কমলা আগুন ওগরাল পিস্তল।

এক পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাশলে, গড়ান দিয়ে উপুড় হওয়ার সময় সামনে ঠেলে দিল রাইফেল, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। মাত্র দুই ইঞ্চি দূর থেকে গুলি খেল লোকটা। শত্রুর পিস্তলের গান-ফ্ল্যাশ ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ করে দিয়েছে অ্যাশলেকে, গানপাউডার এসে পড়েছে গালে। গুলি খেয়ে ঝাঁকি খেল তার দেহ, তারপর সটান আছড়ে পড়ল ওর উপর।

গুলি করবার পর, সবসময়ই এবং অনেকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো, রিলোড করে নেয় অ্যাশলে। বহুদিনের অভ্যাস এটা। এখনও তাই করল। তবে হাতড়ে হাতড়ে কাজটা সারল। অন্ধকার বলে অসুবিধা হলো না, কিন্তু এটা যেহেতু অভ্যাস, অসুবিধা হয়নি।

থম্প্সন তৈরি হয়ে গেছে। পুরো লোডেড।

আবারও গুঙিয়ে উঠল লোকটা, তারপর ফিসফিস করে কথা বলল। 'বিদ্বান?' স্তিমিত কণ্ঠ ভেসে এল।

জেস ও'ব্রায়ান!

দ্রুত তার কাছে চলে এল অ্যাশলে। 'জেস! আমি তা হলে কাকে গুলি করেছি?'

'জানি না…'

'আঘাত কি গুরুতর?'

অ্যাশলের হাত চেপে ধরল সে, হাতটা নিয়ে গেল শরীরের বাম পাশে। বিস্তর রক্তক্ষরণ হয়েছে। খুব বেশি। আদপে কিছু করবার নেই এখন। নিজের রুমাল বের করে আর্দ্র মস ক্ষতে লাগিয়ে রুমাল দিয়ে চেপে ধরল, শেষে পুরু চামড়ার বেল্ট দিয়ে উল্টোদিকের কাঁধ থেকে বেঁধে দিল।

'চুপটি করে শুয়ে থাকো,' ফিসফিস করে বলল ও। 'অস্ত্র কি আছে, না হারিয়ে ফেলেছ?'

'ছুরি আছে। রাইফেলের…চেম্বার খালি।'

ও'ব্রায়ানের কেন্টাকি রাইফেলে গুলি ভরে সেটা তার পাশে নামিয়ে রাখল অ্যাশলে, এমন ভাবে রেখেছে যাতে চাইলেই তুলে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে।

এবার এগিয়ে গিয়ে ভূপতিত লোকটার কাছে গেল অ্যাশলে, একে গুলি করেছিল। চাঁদের আলো পড়েছে মুখে। বুটিদার একটা বেল্ট কোমরে, যা আগে কখনও দেখেনি অ্যাশলে। লোকটার পিস্তল পেয়ে রিলোড করল, তারপর রাইফেল তুলে নিয়ে ও'ব্রায়ানের পাশে রাখল। পিস্তলটা বাড়তি হিসাবে নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল। তারপর সন্তর্পণে ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়ল।

দুটো গুলির শব্দ অন্যদের অগোচরে থাকবে, আশা করা চরম বোকামি। যাচাই করতে কেউ না কেউ আসবেই। গোলাগুলির ফলাফল: সম্ভবত একজন নিকেশ হয়েছে। কেউ

Boighar.com

কারও পরিচয় জানে না।

ক্যাম্পে পৌঁছে অ্যাশলে আবিষ্কার করল ওর চেষ্টা বৃথা গেছে। শূন্য ক্যাম্প! তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া, এক মনে ঘাসে চরছে; কিন্তু মানুষের মতো অন্যগুলোও ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বনে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাদের, এবং ধারে-কাছে কোথাও রয়েছে ড্যানিয়েল গার্সিয়া—হয়তো নিরাপদ, হয়তো মৃত, কিংবা আহত—ও'ব্রায়ানের মতো তারও শুশ্রূষা দরকার।

অ্যাশলের নিষ্ফল প্রয়াসের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে শত্রু-মিত্রের মধ্যে যাচাই করা যায় না, কিংবা আলাদা আলাদা ভাবে বন্ধুকে খুঁজে বের করাও যায় না—বিশেষ করে ওরা যেহেতু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে।

বিষণ্ন মনে ফিরে এল ও। দেখল গভীর ঘুমে প্রায় অচেতন ও'ব্রায়ান। তার পাশে বসে অপেক্ষায় থাকল ও, কান পেতে শুনল।

কী করবে—এখানে ও'ব্রায়ানের পাশে থাকবে, না জ্যানেটের কাছে ফিরে যাবে?

যুক্তি বলছে জ্যানেট নিরাপদ আছে, কিন্তু একই সঙ্গে এও ঠিক ও যেখানে ঘুমাচ্ছে তাতে বাড়তি কিছু করবার নেই, অন্তত এখন।

ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল অ্যাশলে।

শেষবার ফিরে যাওয়ার সময় পনেরো মিনিট লেগেছিল, অ্যাশলে নিশ্চিত—সময়ের ব্যাপারে ওর হিসাব সবসময়ই সঠিক হয়।

সাদা গাছের গুঁড়ি চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে, দেখে যেন মনে হচ্ছে প্রাসাদ বা মন্দিরের পড়ে যাওয়া খিলান। দ্রুত গাছের আড়ালে চলে গেল অ্যাশলে। জ্যানেট নেই!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কান পাতল, কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। নিচু স্বরে ডাকল, উত্তর এল না।

বইঘর.কম

হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ঠেকল না কিছু।

চলে গেছে জ্যানেট।

মেয়েটিকে এখানে থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু শোনেনি জ্যানেট। বিরক্তি এখন রাগে রূপ নিয়েছে, পরবর্তীতে তা উদ্বেগ ও ভয়ে পরিণত হলো। যদি অপহৃতা হয়ে থাকে? এমনও হতে পারে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং ওকে তুলে নিয়ে গেছে কেউ? এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হতে পারে বলেই জ্যানেটকে একেবারে নিশ্চল অপেক্ষায় থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল। কে জানে, টমাস লেভিন বা তার কোন লোকের হাতে পড়েছে কি-না।

যেখানে রেখে গিয়েছিল জ্যানেটকে, হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে চলে এল অ্যাশলে। অন্ধকারে দৃষ্টি চলছে না। বরং অন্ধের মতো হাতড়াল ও...কিছুই ঠেকল না। তারপর ঘাসের উপর পড়ে থাকা ছুরিটা পেল। আলতো হাতে অনুভব করল। প্রায় পুরোটাই ব্লেড, হাতল নেই বললে চলে। এক ধার।

জ্যানেটের কাছে কখনও ছুরি দেখেনি। তা ছাড়া, এটা স্কিনিং ছুরি–মানে চামড়া ছাড়ানোর জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি। সাধারণত শিকারীরা ব্যবহার করে।

কেউ এখানে এসেছিল। জ্যানেটকে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় গেল?

কেউ চিৎকার করেনি। রাত যেমন নিঃশব্দ ও নীরব ছিল, জ্যানেট চিৎকার করলে অনেক দূর থেকে শুনতে পেত।

গাঢ় ছায়ার দিকে সরে এল অ্যাশলে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই রাতের বেলায় কোন চিহ্ন পড়তে পারবে না, অযথা ঘোরাঘুরি করে হয়রান হওয়ার মানে হয় না। চিহ্নও মুছে যেতে পারে। তা ছাড়া, এখন আর কিছু করবারও নেই। যাই করুক–পাল্টা লড়াই করুক বা পালিয়ে যাক–সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

আগুন জ্বালবে নাকি? অন্যদের আকৃষ্ট করলে...শত্রু বা

Boighar.com

মিত্র, যারাই হোক—এখানে চলে আসবে। কিন্তু সমস্যাটা রয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারে শত্রু-মিত্র আলাদা করবে কীভাবে?

ধাড়ি এক স্প্রুসের গুঁড়ি এক জায়গায় কোটর তৈরি করেছে, নিচু ও ঝুলন্ত শাখাগুলো এমন ভাবে নুয়ে পড়েছে যে আড়াল তৈরি করেছে। দ্রুত পায়ে সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়ল অ্যাশলে। অপেক্ষায় থাকল।

একেবারে শান্ত সবকিছু। খুব বেশি নীরব। রাতের স্বাভাবিক ও ছোট ছোট শব্দগুলো যেন নীরবতাকে আরও ভারী করে তোলে। জ্যোৎস্নাস্নাত তৃণভূমির ওপাশে, কোথাও চাঁদের উদ্দেশে করুণ মিনতি জানাল একটা পেঁচা, ডানা ঝাপটাল একটা পাখি, গাছ থেকে খসে পড়ল পাইনের শঙ্কু—পড়ন্ত অবস্থায় ঘষটানির শব্দ তৈরি করল অন্য পাতার সঙ্গে—তারপর মাটিতে পতিত হলো।

স্প্রুসের নিচে গাঢ় অন্ধকার। জড়সড় হয়ে বসে আছে অ্যাশলে, হাঁটুর উপর আড়াআড়ি রেখেছে রাইফেল, কান খাড়া। অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায় আছে।

রাতে শুনবার মতো বহু শব্দ আছে। এসব শব্দ সবসময়ই হয়, কিন্তু শুধু অপেক্ষার প্রহর ও নিঃসীম নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায়। মানুষ এভাবে কত যে অপেক্ষায় থাকে! ভাবছে অ্যাশলে। ট্রয় নগরীর দেয়ালের বাইরে, কাঠের তৈরি ঘোড়ার ভিতর অপেক্ষার সময় নিশ্চয়ই এমন শব্দ শুনতে পেয়েছিল গ্রীকরা আর ভাবছিল ট্রোজানরা কি ধোঁকা খাবে? ঘোড়া যেখানে আছে সেখানেই রেখে দেবে? নাকি উপহার হিসাবে ধরে নিয়ে দুর্গের ভিতর ঢুকিয়ে নেবে? ধ্বংস করে ফেলবে, বা আগুন লাগিয়ে দেবে? গ্রীক সৈন্যরা শুধু অপেক্ষা করেছে, আশায় থেকেছে এবং নীরব থেকেছে।

নিচে, ক্যাম্প ফায়ারের আগুনে ম্লান ভাবে জ্বলতে থাকা কয়লা চোখে পড়ল অ্যাশলের। আগে ভেবেছিল আগুন নিভে গেছে, কিন্তু আসলে ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে ছিল। এখন

বইঘর.কম

জ্বলছে, যেন জন্তুর চোখ! অপেক্ষায় আছে। কাছাকাছি রয়েছে জেস ও'ব্রায়ান। অ্যাশলের চটজলদি চিকিৎসা কি তার কোন উপকারে এসেছে? রক্তক্ষরণ কি বন্ধ হয়েছে?

বহু আগে ক্লন্টার্ফ যুদ্ধে ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে মসের রস ব্যবহার করত আইরিশ সৈন্যরা। সেই জ্ঞান এখানে কাজে লাগিয়েছে অ্যাশলে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের জ্ঞান ওর বাস্তব জীবনে কোন কাজে লাগে কি-না।

জ্যানেটের কী হয়েছে? যেখানে রেখে গিয়েছিল, থাকেনি কেন মেয়েটা?

ভোরের আগমন বহু কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি ডেকে নিয়ে আসবে, ছোট্ট জায়গায় প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বহু সশস্ত্র ও মারকুটে মানুষ হামলে পড়বে একে অন্যের উপর। এখন ঘুমানো উচিত ওর। একটু হলেও। নাক ডাকবার অভ্যাস যদি থেকে থাকে, অ্যাশলে আশা করছে আজ রাতে যেন সেটা না-ঘটে।

কালকের দিনটা বহু কিছুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। অনেক কাজ, দায়িত্ব সারতে হবে। দলে যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। জ্যানেটকে খুঁজে বের করতে হবে, প্রয়োজনে উদ্ধার করতে হবে, গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে, যদি সত্যি গুপ্তধন বা অতি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে। এবং সবশেষে, সবকিছু নিয়ে ভাগতে হবে।

সব দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হলে কাজের স্বাধীনতাও লাগবে, এর মানে হচ্ছে আগ বাড়িয়ে হামলা করতে হবে। এবং সেজন্যে, সবার আগে টমাস লেভিনকে খুঁজে বের করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে সে আত্মরক্ষার্থে হলেও লড়তে বাধ্য হয়। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে।

অ্যাশলের প্রথম চালে ঘোড়া হারিয়েছে সে। ইতোমধ্যে

Boighar.com

যদি সব না-হলেও কিছু ঘোড়া যদি জড়ো করে থাকে, সেগুলোকে ফের স্ট্যাম্পিড করাতে হবে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬ সালে সান ট্যু যেন কী বলেছিল? গতি হচ্ছে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলা করা হলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, সঙ্গে যদি অপ্রত্যাশিত পথ ব্যবহার করে, পাহারা নেই এমন জায়গায় হামলা করা যায়···কেল্লা ফতে করা খুব সহজ।

হ্যাঁ···যদি সম্ভব হয়। এবং তা শুরু করতে হবে সকাল থেকে।

এখন ঘুমাতে হবে। শরীর আর চলছে না। কিছু সময়ের জন্যে বিশ্রাম জরুরি হয়ে পড়েছে। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে খুবই শঙ্কিত ও, আতঙ্কিতও বলা চলে।

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা ও ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙল ওর। একটু পর সূর্য উঠবে। ঠায় পড়ে থাকল ও, কান খাড়া করে শব্দ শুনল। কিছু শুনতে পেল না। ধীরে ধীরে, একবারে একেক দল মাংসপেশি নাড়াচাড়া করল, ওগুলোয় রক্ত সরবরাহ বাড়িয়ে তুলছে, তাতে প্রয়োজনের সময় ক্ষিপ্রতা বাড়বে। ধীরে, সন্তর্পণে উঠে বসল ও।

কোথাও একটা কোয়েল ডেকে উঠল···জবাব দিল আরেকটা।

কুয়াশায় ভিজে গেছে থম্পসন, রুমাল দিয়ে ওটা মুছল অ্যাশলে। হামাগুড়ি দিয়ে গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল ও, চারপাশ ভাল করে রেকি করতে হবে। প্রথমে পলকের দৃষ্টিতে পুরো এলাকা একবার দেখে নিল, তারপর খুঁটিয়ে সময় নিয়ে দেখল। শেষে, মনোযোগ দিল যেখানে ও'ব্রায়ানকে রেখে এসেছে। তবে বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছে না। অবশ্য দেখবার কথাও নয়। গাছের আড়ালে তাকে রেখে এসেছে।

সঙ্গে যারা আছে, তাদের সংগঠিত করবার চেষ্টা করবে

টমাস লেভিন। অ্যাশলের ধারণা অন্তত চারজনকে হারিয়েছে সে, তবে আরও যেহেতু গোলাগুলি হয়েছে, লোকসংখ্যা হয়তো আরও কমে গেছে।

প্রথমে, জ্যানেট।

চারপাশে শ্যেনদৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল সবকিছু, অস্বাভাবিকতা দেখতে না-পেয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অ্যাশলে। জ্যানেটকে যেখানে রেখে এসেছিল, সেখানে চলে গেল। যে গুঁড়ির উপর বসে ছিল ওরা, সেটা আগের মতোই আছে।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও।

দু'জনে যখন একসঙ্গে এসেছিল, সেই ছাপ স্পষ্ট পড়ে আছে। কিন্তু মেয়েটা নেই।

উল্টোদিকের ঝোপে খানিক নড়াচড়া দেখতে পেল অ্যাশলে। ঝটিতি থম্পসন তুলে নিশানা করল, কোমরের কাছ থেকেই। এ অবস্থানে গুলি করতে একটুও অসুবিধা হয় না ওর। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, এ সময় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল এক লোক।

টম স্কেরিট। ঠিক পিছনে জেক আবেল।

'চলে যাচ্ছে ওরা,' জানাল স্কেরিট। 'বাহিনী ছোট হয়ে গেছে ওর, ঢাল ধরে যাত্রা করেছে। দু'শো গজ পিছনে। দেখে মনে হলো বনভূমি সাফা করবার কাজ নিয়েছে ওরা!'

'অন্যরা কোথায়?' কাজের কথায় চলে গেল অ্যাশলে, স্কেরিটের আধা-তামাশায় আমল দিল না।

'আমাকে তল্লাশি করে দেখো! গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জেক ছাড়া কাউকে দেখিনি। মেয়েটা কোথায়?'

সংক্ষেপে ঘটনা জানাল অ্যাশলে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতে গাছের গুঁড়ির উপর আবারও চোখ পড়ল। ভ্যান ডিয়েন্স যেন কী বলেছিল? ন্যাড়া গুঁড়ি সম্পর্কে বলেছিল, বাকল খসে গেছে যার...

Boighar.com

গুহাটা ঠিক পিছনে, ঢালের কারণে সামান্য উঁচুতে অবস্থান হয়ে গেছে।

ইশারায় দু'জনকে অনুসরণ করতে বলে গাছের আড়ালে চলে গেল অ্যাশলে। চড়াই ধরে উঠতে শুরু করল, নিচু স্বরে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ও–জানাল কী খুঁজতে হবে। গুহায় লুকিয়ে থাকতে হবে ওদের এবং শত্রুপক্ষ পেরিয়ে যাওয়ার পর হামলা করতে হবে।

চিহ্ন! অ্যাসপেনের নিচে মাটিতে স্পষ্ট পড়ে আছে। গোড়ালির ডান অংশের ছাপ–গোড়ালির কোনা, ডান পাশ ও বাঁকা অংশের খানিকটা। তেমন বড় নয় চিহ্নটা, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। ঢাল ধরে এখানে উঠে এসেছে জ্যানেট, তারপর অন্ধকারে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে গেছে। কেন ওর নির্দেশ মানেনি? নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ ছিল।

সামনে অ্যাসপেনের ছিপছিপে গুঁড়ি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। অ্যাসপেনের নিচে কিছু স্প্রুস জন্মেছে, এবং কোথাও কোথাও আড়াআড়ি ভাবে বেড়ে উঠছে। ঢাল খাড়া হয়ে গেছে এদিকে। দিনের আলো বেড়েছে।

ফটকাবাজ একটা জে পাখি ওদের সঙ্গ দিচ্ছে। আসলে ধান্ধায় আছে। গাছের নিচু ডালপালায় ওদের পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। একবার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল, দেখল দূরে সরে যাচ্ছে একটা এল্ক–প্রায় চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সামনে বোল্ডারসারি। কিছু ধসে পড়েছে, কিছু ভেঙে পড়েছে। এলোপাতাড়ি মাটির উপর পড়েছে কিছু। ক্লিফের কিনারে, বালিময় মাটির উপর আরও একটা ট্র্যাক খুঁজে পেল ওরা। চওড়া পায়ের মোকাসিনের ছাপ, সামনে ঝুঁকে পড়ে কিছু করছিল, তাই পায়ের আঙুলের দিকে গভীর ভাবে পড়েছে ছাপ।

বইঘর.কম

ভ্যান ডিয়েন্সের ছাপ না-হয়ে যায় না!

অনুসরণ করে সামনে জ্যানেটের ছাপ খুঁজে পেল। এবার আরও স্পষ্ট।

'তা হলে জ্যানেটকে কব্জা করেছে ভ্যান ডিয়েন্স,' বিড়বিড় করে বলল অ্যাশলে।

'এই চিড়িয়াটা আবার কে?' জানতে চাইল আবেল, বিস্মিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা করল অ্যাশলে। 'এই ব্যাটাও গুপ্তধন খুঁজছে,' শেষে যোগ করল। 'সত্যি কথা হচ্ছে, ও বহু বছর ধরেই খুঁজছে এবং সে জন্যে এখানে পড়ে আছে। সেয়ানে লোক। গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে-কারও চেয়ে ওর আগ্রহটা অনেক বেশি।'

'সেক্ষেত্রে, আর দেরি করা চলে না। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে। যা শুনলাম, ওর মতো মানুষকে এক রত্তি বিশ্বাস নেই।'

ফের যাত্রা করল ওরা। গুহায় খোঁজ চালাচ্ছে, মাটিতে ট্র্যাক খুঁজছে। আচমকা এখানে ভ্যান ডিয়েন্সের উপস্থিতি অ্যাশলেকে এতটা বিস্মিত করেছে যে জরুরি কথাটা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

দলবল নিয়ে ওদের ঠিক পিছনেই রয়েছে টমাস লেভিন। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

উনিশ

অদ্ভুত হলেও সত্যি যে এক মুহূর্তের অসতর্কতার জন্যে বেঁচে

Boighar.com

গেল ওরা। শত্রুরা তখনও ত্রিশ গজের মতো দূরে এবং বেশিরভাগ গাছ ও বোল্ডারের আড়ালে রয়েছে, এসময় ওদের একজনের পায়ের নিচে পড়ল একটা শুকনো ডাল। ব্যস, মট্ করে আওয়াজ হলো।

আর তাতেই বেঁচে গেল অ্যাশলেরা।

শব্দ কানে যাওয়া মাত্র ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল অ্যাশলে, এত ক্ষিপ্র বেগে ঘুরেছে যে এটাই ওর জীবনের সেরা রেকর্ড, এবং এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। রাইফেল কোমরের কাছে তৈরি ছিল, স্রেফ ট্রিগার টেনে দিল।

প্রথম লোকটার বুকে বিঁধল ভারী বুলেট।

অ্যাশলের কাছ থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে রয়েছে টম স্কেরিট। মরা ডাল ভাঙবার শব্দে ঝোপের আড়ালের উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়েছে সে। আর অ্যাশলের ঠিক পিছনেই রয়েছে আবেল। চটজলদি সেও গুলি করেছে।

কাছ থেকে গুলি করেছে ওরা। অ্যাশলের ধারণা শত্রুপক্ষ ওদের দেখতে পায়নি, কারণ পাল্টা গুলি করবার ব্যাপারে শ্লথ মনে হচ্ছে তাদের। তিনজনই ঝোপের পিছনে সটকে পড়েছে ওরা, আবেল অ্যাশলের পিঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে প্রায়।

ঝোপের আড়াল থেকে স্কেরিটের ভারী রাইফেল গর্জে উঠল এবার। আরও একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পড়ে গেল, তারপর পড়িমরি করে ছুটল ঝোপের উদ্দেশে। আহত হয়েছে সে, আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মাত্র একজন নিকেশ হলেও গোলাগুলির কারণে সবক'টা আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছে।

আড়ালে আসতে পেরে, এবার হামাগুড়ি দিয়ে গুহা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক গজের মধ্যে হওয়ার কথা। অদ্ভুত ব্যাপার হলেও সত্যি যে, গুহামুখের সামনে দিয়ে কয়েকবার পেরিয়ে গেল ওরা, কিন্তু দেখতে পেল না; শেষে

বইঘর.কম

জেক আবেল ওটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো—এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল।

একজনের পর একজন হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গুহায়। মুখটা আসা-যাওয়া করবার জন্যে যথেষ্ট, এবং বাইরে সশস্ত্র কেউ যদি থাকে, সেক্ষেত্রে এটা থেকে বেরোনো আত্মহত্যার শামিল হবে। গুহামুখ দিয়ে ঢুকবার বা বেরোনোর সময় কোন ভাবেই পাল্টা গুলি করা সম্ভব হবে না।

চারপাশ নিরীখ করল ওরা, চোখে চাপ পড়লেও অস্পষ্টতা ছাড়িয়ে দেখতে চাইল। গুহার ভিতরের দেয়াল মুখ থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে, কিন্তু বাম দিক বেশ প্রশস্ত এবং গুহা থেকে ওদিকে বেরিয়ে যাওয়ার একাধিক পথ রয়েছে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল স্কেরিট, ম্লান আলোর মধ্যেও বালিময় মেঝেয় ট্র্যাক খুঁজছে।

'এই যে, ছাপ আছে এখানে,' জানাল সে। 'এদিকে, এটায় গেছে ওরা!' নির্দিষ্ট মুখের কাছে চলে গেল সে, ঠাণ্ডা বাতাস আসছে এদিক দিয়ে।

'মশাল বা আলো লাগবে,' বলল আবেল। 'গুহার মুখ থেকে কিন্তু এ জায়গা দেখা যাবে না। যেহেতু বাইরের আলো থেকে ভিতরে ঢুকবে, প্রথমে কিছুই দেখতে পাবে না।'

'সবুর করো,' থম্পসন লোড করবার সময় নির্দেশ দিল অ্যাশলে।

এক হাতে পিস্তল পরখ করল অ্যাশলে। জায়গা মতো আছে ওটা।

বাইরে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, ঝোপঝাড় ঠেলে এগোনোর শব্দও আলাদা করে কানে আসছে।

অ্যাশলের পাশে এসে দাঁড়াল জেক আবেল। 'ছোট কয়েকটা বুটের ছাপ দেখলাম। সম্ভবত জ্যানেটের।'

'বেশ,' বলল অ্যাশলে। 'চারপাশে খেয়াল রেখো, জেক।

Boighar.com

মশাল জ্বালানোর মতো কিছু পেয়ে যেতে পারো। অন্যরা নিশ্চয়ই এদিকে এসেছে এবং আলো সবারই লাগবে।'

হঠাৎ মনে পড়ল অ্যাশলের। 'সাবধান! লোকজন কিন্তু সংখ্যায় কমে যেতে পারে।'

দু'জনে চলে গেল টানেলের মতো পথে। কথাবার্তা বলছে, তবে কেউই উঁচু গলায় নয়। একা হয়ে পড়ল অ্যাশলে। গুহার তাপমাত্রা বেশ ঠাণ্ডা হলেও অস্বস্তিকর নয়। এখানে অনায়াসে থাকা যায়। রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, গোলাকার গুহা-মুখটা দেখা যাচ্ছে।

ক্লান্ত লাগছে ওর। গত কয়েকদিন ধরে টানা রাইড করেছে, পায়ে হেঁটেছে, ছুটেছে, চড়াই ধরে উঠেছে। আর পারছে না। প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারলে ফের চাঙা হয়ে উঠবে।

বাইরে কোন শব্দ নেই। চলে গেছে নাকি শয়তানের দল? নাকি ঘাপটি মেরে আছে, আশা করছে বেরিয়ে যাবে ওরা, তা হলে রাইফেলের নলের মুখে পেয়ে যাবে—বিশেষ করে সঙ্কীর্ণ গুহা-মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়? আচ্ছা, অন্যদের কী হলো? কোথায় আছে ওরা? শোহান, মাইকেল, ডেমিয়েন বা গার্সিয়া কি আটকা পড়েছে?

টানেলে সাড়া এল। ফিরে এসেছে জেক আবেল। তাকে দেখতে পাওয়ার কয়েক মিনিট আগে থেকে পদশব্দ শুনতে পেল অ্যাশলে। 'পাইনের কয়েকটা গিঁট পেয়েছি। কয়েকটা না...আসলে অনেক! ভাবছি ব্যবসা শুরু করব কি-না।'

'সেক্ষেত্রে যাওয়া যাক।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে, শরীর টানটান করল। থম্পসন রাইফেলের বাঁট ঘষা খেল পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে, ঘুরে তাকাল অ্যাশলে। চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল ওর।

মাল্টান ক্রস!

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দেয়ালে ছাপ মারা নয়, বরং খোদাই

বইঘর.কম

করা এবং ইদানীংও করা হয়নি। ক্রসের একটা বার বা হাতা অন্যটার চেয়ে সামান্য বড়।

ইচ্ছাকৃত, না ঘটনাচক্রে ঘটেছে?

টানেলে ঢুকবার মুখে বালি আছে, কিন্তু সেখানে পায়ের ছাপ নেই। ইতস্তত করছে অ্যাশলে, সন্দিগ্ধ চোখে টানেলের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

নিচে অন্য টানেল থেকে চেঁচিয়ে ওকে ডাকল আবেল। 'তুমি আসছ, বিদ্বান?'

'এক মিনিট!'

গুহার ভিতরে গভীর কুয়ার ব্যাপারে ওকে সতর্ক করেছিল ভ্যান ডিয়েন্স। আসলে কি সত্যি? নাকি স্রেফ ওকে নিরুৎসাহিত করতে ধাপ্পা মেরেছে?

টানেলের অন্ধকারে এক কদম এগোল অ্যাশলে। বাতাস ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে মরা বাতাস...নাকি ভুতুড়ে নড়াচড়া টের পাচ্ছে ও? আরও এক পা বাড়াল, এক হাত দেয়ালে ঠেকে আছে ওর, রাইফেল সামনের দিকে উদ্যত।

কিছু ঘটল না। আরও এক পা আগে বাড়ল ও।

ছোট্ট কীসে যেন ঠোকর খেল ওর পা। দেয়াল থেকে খসে পড়া নুড়ি, কিংবা কারও বুটের সঙ্গে লেপ্টে চলে এসেছে। বুটের ধাক্কায় সামনে ছুটে গেল পাথর, কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো, তারপর শূন্যে কোন পথে পড়তে থাকল। দীর্ঘ সময় ধরে পতনের পর, অনেক নিচে কোথাও পতিত হলো; তারপর আবারও পড়তে থাকল এবং অনেক অনেক পরে কয়েকবার ঠোকর খেয়ে শেষ পর্যন্ত পানিতে আছড়ে পড়ল। ছলাৎ শব্দ আর প্রথম পতনের শুরু থেকে হিসাব করলে...দূরত্ব হিসাব করল অ্যাশলে...অন্তত দু'শো গজ হবে। ভাগ্যিস, পাথর ঠোকর খেয়েছিল ওর বুটের সঙ্গে, নইলে গভীর এক কুয়ায় গিয়ে পড়েছিল!

সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে এল অ্যাশলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে

Boighar.com

অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়া গুহা-মুখের দিকে এগোল। বাইরের কিছু আলো প্রবেশ করছে গুহা-মুখ দিয়ে, তাই পথ ঠাহর করতে অসুবিধা হলো না।

ওটাই কি সেই গুহা, যেখানে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে? না ইচ্ছাকৃত মরণফাঁদ তৈরি করা হয়েছে যাতে স্বর্ণসন্ধানী ও কৌতূহলী লোকদের নিরস্ত করা যায়?

এখনকার মতো যথেষ্ট হয়েছে। ধারে-কাছে কোথাও বিপদে আছে জ্যানেট লেভিন এবং গুপ্তধনের মূল্য কোন ভাবেই মেয়েটার জীবনের চেয়ে বেশি নয়। টানেল ধরে দ্রুত পা চালাল অ্যাশলে, কিছুদূর এগোনোর পর সামনে আলোর আভা দেখতে পেল।

অপেক্ষায় ছিল আবেল ও স্কেরিট। হাতে পাইনের গিঁট দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত মশাল। এক পাশে পাইনের গিঁটের স্তূপ পড়ে আছে, তার একটা তুলে নিয়ে জ্বালল অ্যাশলে, তারপর টানেল ধরে এগিয়ে চলল।

ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে টানেল। একশো গজের মতো এগোনোর পর চওড়া একটা প্রকাণ্ড কামরায় পৌঁছল। কিন্তু উল্টোদিকে মুখ রয়েছে। কামরা পেরিয়ে গেল ওরা, পাথুরে ছাদ থেকে খসে পড়া নুড়িবালির উপর একটা ছাপ দেখতে পেল এখানে।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর সামনে আলো দেখতে পেল। মশাল নিভিয়ে ফেলল সবাই। এবার আগে আগে এগোল অ্যাশলে।

প্রশস্ত ও স্বস্তিকর এক গুহায় ঢুকল এবার। এখানে যা আছে, চমৎকৃত করবার মতো। কয়েকটা ভালুকের চামড়া পড়ে আছে, একটা আবার বেঞ্চের উপর বিছিয়ে তার উপর অন্যান্য চামড়া রাখা হয়েছে।

আর প্রথমে যাকে দেখতে পেল, সে হচ্ছে ভ্যান ডিয়েন্স। কী দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে বলা মুশকিল, কিন্তু চামড়ার গদি

মোড়া বা অমন কিছু একটায় বসে আছে সে, কোলের উপর শটগান, এবং কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ো।

একটু দূরে, দেয়ালের কাছে মেঝেয় ভালুকের চামড়া বিছিয়ে তার উপর বসে আছে জ্যানেট লেভিন।

'মিস্ লেভিনের যত্ন নেয়ার জন্যে তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, স্যর!' সবিনয়ে বলল অ্যাশলে। 'তুমি না-থাকলে বেশ বিপদই হতো!'

সন্দিগ্ধ চোখে, সাবধানী চাহনিতে ওদের মাপছে বুড়ো। 'দূর! কে বলল ধন্যবাদ দিতে? কোন কিছু বলাবলির দরকার নেই! ওর যত্ন তো নিইনি, বলতে পারো দখলে রেখেছি। চোস্ত মাল! বিশেষ করে স্কুঅর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।'

বুড়োর নোংরা কথাবার্তা উপেক্ষা করল অ্যাশলে, বিব্রত হলেও তা প্রকাশ পেতে দিল না, জানে মেয়েটা তাতে আরও লজ্জা পাবে।

'তবুও ধন্যবাদ তোমাকে! বাইরে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তোমার জিম্মায় রেখেছ ওকে। অন্তত এখন নিশ্চিন্ত বোধ করছি আমরা। যাক্গে, আসল কথা হচ্ছে বন্ধুরা সহ আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গুপ্তধন খুঁজে পেতে মিস্ জ্যানেট লেভিনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। ওকে সাহায্য করব আমরা এবং কাজ শেষে ওকে সবচেয়ে কাছের বসতিতে পৌঁছে দেব যাতে সে পরিপূর্ণ একজন লেডির মতো জীবন যাপন করতে পারে।'

'সে তোমার বদান্যতা।' বাম হাতে মুখ থেকে পাইপ সরাল সে। 'দারুণ মহানুভবতা! কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যদি ওকে যেতে দিই।'

'আমরা দু'জনেই ভদ্রলোক। আমি জানি তুমি একজন লেডির সম্মানের প্রশ্নে আপসহীন। ওকে ওর পছন্দ মতো

Boighar.com

জীবন বেছে নিতে সাহায্য করবে। বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে এসেছে ও, কোন আত্মীয় নেই। স্বভাবতই খুব ভয় পেয়েছে ও, আতঙ্কিত হয়ে...'

'মোটেই না!' সামান্য চড়ে গেছে জ্যানেটের কণ্ঠ, আবেগপ্রবণ হয়ে গেছে। প্রতিবাদের ভাষা ঠিক থাকলেও সুরে অভিমান ঠিকই প্রকাশ পেল। যেভাবে বাতাসে হাত নাড়ল, অহঙ্কারের সঙ্গে, চিবুক উঁচু হয়ে গেছে। 'আমি আতঙ্কিত নই! ওঁকে মোটেই ভয় পাচ্ছি না। পাব কেন? শীত ও ক্লান্তিতে যখন কাবু ছিলাম, ইনি আমাকে নিয়ে এসেছেন। সাহায্য করেছেন। খুবই বিবেকবান ও দয়ালু মানুষ!'

'নিশ্চয়ই, দয়ালু মানুষ তো বটেই!' শান্ত স্বরে বলল অ্যাশলে। 'মি. ভ্যান ডিয়েন্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং সে সত্যিই খুব দয়ালু এবং নিপাট ভদ্রলোক, আমি মনে করি। যাই হোক, স্যর,' ভ্যান ডিয়েন্সের উদ্দেশে বলল ও। 'এবার মনে হয় এখান থেকে বের হয়ে গন্তব্যের পথে আমাদের যাত্রা করা উচিত। প্রথমে সব ঘোড়া রাউণ্ড-আপ করতে হবে। তারপর মেলা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'যেখানে আছ, স্রেফ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো!' কঠিন স্বরে বলল ভ্যান ডিয়েন্স। 'কোথাও যাচ্ছ না তুমি। এক চুল নড়বে না! পেটে এক গাদা বাকশট নিয়ে নিশ্চয়ই নড়তে পারবে না? বাকশটের ঘাটতিও নেই, বিস্তর আছে। তিনজনের জন্যে হয়ে যাবে। কচুকাটা করে ফেলতে পারব!'

'গুলি করতে পারো,' অনুত্তেজিত, শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যাশলে। 'কিন্তু আমি তোমাকে খুন করে ফেলব। হাতে রাইফেল আছে আমার, নিশানাও করা। এই ভদ্রলোকদের হাতেও একাধিক অস্ত্র আছে। আর যতই তুমি শটগান চালাও, যত গোলাই আসুক, একটা গুলি ঠিকই করতে পারব। তোমাকে মারতে ওই একটাই যথেষ্ট হবে। বিশ্বাস করো, দশটা গুলি খেয়েও তোমাকে ঠিক একটা করতে

পারব।

'মানুষের মন শরীরের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, বন্ধু, এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে মরণাপন্ন মানুষও জোর পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রমাণ দেখতে চাও? তোমার ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করব। গুলি করেছ তো মরেছ। আমি মারা পড়লেও তুমি ছাড়া পাবে না।'

'তাই নাকি? নিজে মরবে জেনেও গুলি করবার সাহস তোমার হবে? আমার তো মনে হয় সেই সাহস তোমার নেই, বাছা।'

এবার অ্যাশলে পাল্টা হাসল। 'মি. ডিয়েন্স, তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমার মতো উচ্চ শিক্ষিত লোক কেন পশ্চিমে চলে এসেছে। আমি মরতে এসেছি, স্যর। আমার স্ত্রী ও সন্তান পুড়ে মারা গেছে। মোমবাতি ও উন্মুক্ত আগুন একইসঙ্গে জ্বলে এমন বহু জায়গা আছে, এবং যা কিছু ভালবাসতাম সব হারিয়েছি আমি। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বা জীবনের কাছে আমার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই।

'তো, দেখতেই পাচ্ছ, মি. ভ্যান ডিয়েন্স, আমি কেমন তেতে আছি। কোন কিছুতেই পরোয়া করি না! আমার কী হলো তা নিয়ে একটুও ভাবি না!'

জ্যানেট এমন ভাবে তাকিয়ে আছে অ্যাশলের দিকে, যেন এর আগে কখনও ওকে দেখেনি।

মনে মনে খিস্তি করল ভ্যান ডিয়েন্স, মুখ বেজার হয়ে গেছে। ভীতু ও বেপরোয়া—এ দুইয়ের মধ্যে বেপরোয়া মানুষ সবসময়ই বিপজ্জনক। মনে মরণের ভয় আছে এমন মানুষকে কজা করা যায়, কিন্তু যার কোন কিছুতে কিছু যায়-আসে না, তাকে স্যামাল দেয়া সত্যিই কঠিন। উন্মত্ততার কোন প্রতিকার নেই। অ্যাশলের গল্পে সত্যতার ঘাটতি নেই, অবিশ্বাস করবারও কিছু নেই।

মরবার ইচ্ছে একটুও নেই ভ্যান ডিয়েন্সের, কিন্তু

Boighar.com

বেপরোয়া মানুষকে ধাপ্পা দেয়া যায় না...এবং অ্যাশলে মিথ্যে বলছে এমন ধারণার উপর নির্ভর করে জুয়াও খেলা যাবে না।

'অস্ত্র নামিয়ে রাখো, ভ্যান ডিয়েন্স!' এবার শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল অ্যাশলে। 'নইলে গুলি চালাও। কিন্তু ট্রিগারে যদি সামান্য আঙুলের চাপ বাড়াও, আমার প্রথম গুলিটা ঠিক পেটে খাবে!'

কামরায় ঢুকবার সময় নিচু ছিল টম স্কেরিটের রাইফেলের নল, সেটা এখন উঁচু হলো–ভ্যান ডিয়েন্সের বুক বরাবর।

একই ভাবে জেক আবেলও নিশানা করেছে বুড়োকে।

'ধেত্তেরি!' বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল ভ্যান ডিয়েন্স। 'তোমাদের রস বোধ দেখছি এত কম! আদপে কাউকে গুলি করবার কোন ইচ্ছে নেই আমার! মজা করে বলেছি কথাটা! হারামী লেভিনকে উচিত শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার আগ্রহ একটুও কম নেই!' শটগান নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

সরাসরি, অ্যাশলের চোখে চোখ রাখল বুড়ো। 'সাহস আছে তোমার, বাছা!'

'পরোয়া না-করলে সাহসী হওয়া আসলে খুব সহজ,' জ্ঞান দেয়ার সুরে বলল অ্যাশলে।

ওদের কাছে চলে এসেছে জ্যানেট।

পিস্তলের মাযল নেড়ে ইশারা করল অ্যাশলে। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখাও, ভ্যান ডিয়েন্স, আগে তুমি যাবে।' ঘুরে শটগান তুলে নিতে উদ্যত হলো সে। 'উঁহুঁ, ওটার দরকার হবে না। যথেষ্টর চেয়েও বেশি অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। এবার এগোও!'

এগিয়ে গিয়ে নিজেই শটগানটা তুলে নিল অ্যাশলে। সবকিছুর পরও ভ্যান ডিয়েন্সকে খারাপ মানুষ বলতে বা

বইঘর.কম

ভাবতে নারাজ ও। বিপজ্জনক, হ্যাঁ, কিন্তু বদলোক নয়। সুযোগসন্ধানী বটে, পরিস্থিতি যদি সুযোগ নেয়ার মতো হয় অর্থাৎ মওকা পেলে বাহাদুর হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সত্যিকারে মন্দ নয় সে।

চাপে রাখতে পারলে ক্ষতিকর নয়। তবে যাই হোক, পরিস্থিতির সুযোগ যাতে সে নিতে না-পারে, সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, ভাবছে অ্যাশলে, সামান্য সুযোগও দেয়া যাবে না তাকে। অস্ত্রও তৈরি ও হাতের নাগালে রাখতে হবে। কিংবা সুযোগ নেয়ার মতো পরিস্থিতি যাতে না-হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করা যাবে না।

পুরো পাহাড়শ্রেণীতে চিরুনির মতো অসংখ্য রন্ধ্র, সুড়ঙ্গ ও গুহা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এখানে যেমন, প্রবণভূমির উপর আছে ওরা। একটা চিন্তা খেলে গেল অ্যাশলের মাথায়, অন্যদের সেটা খুলে বলল ও।

'উপত্যকার নিচে কি গুহাগুলো সংযুক্ত?' জানতে চাইল ও। 'মানে একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে?'

'আমারও তাই মনে হয়,' স্বীকার করল ভ্যান ডিয়েন্স। 'যদিও আমি কখনও কোন পথ বা সুড়ঙ্গ খুঁজে পাইনি। সংযোগ থাকলেও সেটা হয়তো পানির নিচে। আবার এমনও হতে পারে পুরোটাই প্রকাণ্ড গুহা। মাইলের পর মাইল সুড়ঙ্গ থাকে, কেউ কখনও ঢোকেনি, এমনকী আমিও যাইনি এবং সারা জীবনে ইনজুনরা যা দেখে আমি তারচেয়ে বেশি গুহা দেখেছি।'

পাহাড়ি চাতালে বেরিয়ে এল ওরা। বহু উঁচুতে, পাহাড়শ্রেণীর ঢালে এবং কাছে রয়েছে বাতাসে বিপর্যস্ত সিডার, স্প্রুস, অ্যাসপেন ও উইলোর বন। ওদের ঠিক উপরে সর্বোচ্চ চূড়ার অভিক্ষেপ বা ভিত্তি, যার পাহাড়ি ঢালই হচ্ছে চাতাল; আর নিচে পুরো এলাকা মানচিত্রের মতো বিছিয়ে আছে, বিস্তীর্ণ এলাকা এক নজরেই পরিষ্কার চোখে পড়ে।

Boighar.com

বন্ধুদের কীভাবে খুঁজে পাবে? সবার আগে অবস্থান জানতে হবে। স্কেরিট বা আবেলের কোন ধারণা নেই, তথ্য বা সম্ভাবনাও বাতলাতে পারছে না। এখন যা করণীয়: সতর্কতার সঙ্গে তালাশ করতে হবে, এবং আশায় থাকতে হবে ভাগ্যক্রমে হলেও যেন দেখা পেয়ে যায়।

'টমাস লেভিনই হবে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি,' মন্তব্য করল অ্যাশলে, নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছে না। 'সেই আমাদের বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাবে। ধাড়িটাকে যদি দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া যায়, অন্যরা স্রেফ কেটে পড়বে।'

'ঠিক বলেছ,' গম্ভীর স্বরে বলল আবেল। 'কিন্তু ওকে দলছুট করবে কীভাবে, ঠিক করেছ কিছু?'

'ওকে যদি হেনস্তা করা যায়, বিশেষ করে কোন লড়াইয়ে যদি আচ্ছামতো পেটানো বা হারানো যায়, তা হলে বেশিরভাগ লোক ওর দল ত্যাগ করবে বলে মনে হচ্ছে আমার। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করব।'

দুই বন্ধু তাকিয়ে থাকল অ্যাশলের দিকে, বুঝতে পারছে না ওর মাথার ঠিক আছে কি-না। পশ্চিমে আনাড়ি এক অধ্যাপক ও ফুলবাবু মারপিটে চ্যালেঞ্জ করবে ধাড়ি এক শয়তানকে?

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জেক আবেল। 'দেখো, বিদ্বান,' গম্ভীর কিন্তু আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'এ পর্যন্ত তুমি ভালই করেছ। বিদ্বান বা পুবের ফুলবাবু হিসাবে তোমার রাইফেলের নিশানা প্রায় অসাধারণ, এখানে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু আদপে কি কখনও টমাস লেভিনকে ভাল করে দেখেছ?'

'দাপুটে লোক। শক্তিশালী,' মন্তব্য করল স্কেরিট। 'সন্দেহ নেই মারপিটে ওকে হারানো কঠিন। তোমার চেয়ে চল্লিশ পাউণ্ড বেশি হবে ওর ওজন, দু-তিন ইঞ্চি লম্বা এবং

সবচেয়ে বড় কথা, টমাস লেভিনের মধ্যে কোন ভালমানুষি নেই। দয়া-মায়া, সহানুভূতি বা যে-কোন নীতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে লোকটা। এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে লড়বার সময় যে-কোন কিছু প্রত্যাশা করতে হবে।'

জ্যানেট দেখছে ওকে, খেয়াল করল অ্যাশলে; বন্ধুরা ওকে মোটেই টমাস লেভিনের সমকক্ষ মনে করছে না—বিশেষ করে জ্যানেটের সামনে এটা ঘটছে বলে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হয়েছে ও। মেয়েটির সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই...স্রেফ সঙ্কটের সময়ে সাহায্য করছে...কিন্তু নিজের মর্যাদা হানি অপছন্দ ওর।

'হয়তো আমার চেয়ে লম্বা সে,' গম্ভীর স্বরে বলল অ্যাশলে, যতটা সম্ভব নিস্পৃহ শোনাল কণ্ঠ। 'কিন্তু গায়ে-গতরে যতটা মনে হয় আমি তারচেয়েও বেশি শক্তপোক্ত। মনে হয় না আমার চেয়ে লেভিনের ওজন বিশ পাউণ্ডের বেশি হবে। আর যতটা নৃশংস বা হিংস্র মনে হয়, ততটা সে নয় বলে মনে করি আমি।'

'টমাস লেভিনের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো,' পরামর্শ দিল টম স্কেরিট। 'তোমাকে খুন করে ফেলবে সে। ওর অ্যাকশন বা ক্ষিপ্রতা নিজের চোখে দেখেছ। ধুরন্ধর লোক, কখনও বিব্রত হয় না। ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, এবং ছুরিতেও ওস্তাদ। কীভাবে ওর সঙ্গে পাল্লা দেবে তুমি?'

'ছুরি, পিস্তল কিংবা মুঠি,' বলল অ্যাশলে। 'ওকে পছন্দ করতে দেব।' কোমরের স্ক্যাবার্ডে রাখা ছুরিতে আলতো হাত বুলাল ও। 'দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়েছে এটা।'

শিক্ষিত ও পড়ুয়া মানুষ—এ ধারণাটা ওদের বিভ্রান্তির কারণ—বুঝতে পারছে অ্যাশলে। এও ধরে নিয়েছে ওদের যে কারও চেয়ে অ্যাশলের শারীরিক সামর্থ্য কম, যদিও তা নয়, বরং বরাবরই অসামান্য শক্তিধর, চটপটে ও ক্ষিপ্র ও; কিন্তু

Boighar.com

দেখে তা মনে হবে না। ক্রুডাররা জন্মগত ভাবে শক্তিশালী ও সমর্থ, গড়পড়তার চেয়ে বেশি পরিশ্রমী। আর ছেলেবেলা থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত অ্যাশলে, এমনকী ইউরোপ থাকবার সময়ও নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কসরত করত। প্রচুর হাঁটত, নিয়মিত দৌড়াত; ফেন্সিং, রেসলিং ও মুষ্টিযুদ্ধ করত দেদার। তলোয়ার এত ভাল চালাত যে সেরাদের একজন মনে করা হতো ওকে।

এটা ঠিক যে পশ্চিমের মতো বৈরী পরিবেশে নিয়মিত লড়াই করেনি, কিন্তু জীবনে একাধিক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে ওর। এবং লড়াকু পরিবারে জন্ম ওর, রক্তে লড়াইয়ের মাদকতা রয়েছে; ওর পূর্বপুরুষদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল পেশাদার ও দক্ষ সৈনিক, মারকুটে, দুঃসাহসী অভিযাত্রী, নাবিক বা সমুদ্রযাত্রী। এ সব পেশায় শারীরিক সামর্থ্য ও দক্ষতা লাগেই। রেসের ঘোড়া বা শিকারী কুকুর বাছাই করতে গেলে বংশ বা প্রজাতির বিবেচনা বিশেষ অগ্রগণ্য বটে।

'আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' চূড়ান্ত ঘোষণার সুরে বলল টম স্কেরিট। 'যদি তোমরা সমকক্ষও হয়ে থাকো এবং তুমি যদি ওকে আচ্ছা পিটুনি দিতেও সক্ষম হও, আমার মনে হয় না ও কথা রাখবে। এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না! খুবই ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক ও ধুরন্ধর লোক সে। নীতি না থাকায় আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। একজন স্কুলটীচারের পক্ষে এমন লোককে মোকাবিলা করতে যাওয়া নেহাত বোকামি।'

গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে...জ্বালা করে উঠল অ্যাশলের, এবং সীমাহীন রাগ অনুভব করছে। 'পৃথিবীর বহু বিদ্বান বা শিক্ষিত লোক অসামান্য শক্তির অধিকারী ছিল,' ত্যক্ত স্বরে বলল ও। 'সক্রেটিসের কথাই ধরো। একবার অ্যালকিবিয়াডেসকে এমন আছাড় মারল, তারপর চেপে

ধরেও রাখল; অথচ অ্যালকিবিয়াডেস ছিল দারুণ শক্তিশালী এক অ্যাথলেট, বয়সে তরুণ হলেও একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল।

'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি নিজের হাতে লোহার তৈরি ঘোড়ার নাল বাঁকা করে ফেলত। প্লেটো শিক্ষক হওয়ার আগে ছিল স্বনামধন্য অ্যাথলেট। প্লেটো অবশ্য ওর আসল নাম নয়, বরং চওড়া কাঁধের জন্যে এ উপাধি দেয়া হয়েছিল তাকে।'

'আমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করছি না,' তপ্ত স্বরে তর্ক করল স্কেরিট। 'আবোল-তাবোল কথা বাদ দাও, ওসব আমরা বুঝি না! মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই লোক মহা ত্যাঁদড় ও হারামী। সাত ঘাটের পানি খাওয়া সেয়ানে মাল। তোমাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে।'

হয়তো বোকা ও, ভাবছে অ্যাশলে, কিন্তু এদের আপত্তি আরও খেপিয়ে তুলছে ওকে। জেদ চেপে গেছে। টমাস লেভিনের মুখোমুখি হয়ে চওড়া মুখটা ভোঁতা করে দিতে পারলে স্বস্তি পাবে। এ ছাড়া এই তর্কের শেষ হবে না, সন্দেহও নিরসন হবে না। শুধু তা হলেই বোধহয় শান্তি পাবে অ্যাশলে।

মাটির নিচে কতক্ষণ ধরে ছিল ওরা বুঝতে পারেনি অ্যাশলে, কিন্তু এখন খেয়াল করল ঝলমলে সূর্য উঠছে, রাঙিয়ে তুলছে সারা পৃথিবী। বহু নিচে ছোট্ট নদীর জলতরঙ্গে আলোর নাচন তুলেছে। এত প্রাণবন্ত, সমাহিত ও অনুপম সৌন্দর্য কল্পনাও করা যায় না।

পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাতে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল ও।

'তুমি কি নিচে যাবে?' জানতে চাইল ভ্যান ডিয়েন্স।

'হ্যাঁ।'

'আমাকে নেয়ার অধিকার নেই তোমাদের। ওদের সঙ্গে আমার তো কিছু হয়নি। কিন্তু তারপরও যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু খালি হাতে যাই কীভাবে?'

'গুহার ভিতরে যথেষ্টরও বেশি অস্ত্র আছে তোমার,'

Boighar.com

জবাব দিল অ্যাশলে। 'যাও, নিয়ে এসো একটা। পিঠে বাকশটের গুলি খেয়ে মরবার খায়েশ একটুও নেই আমার।'

'তোমাকে গুলি করব কেন?' হতাশ দেখাল বুড়োকে, হতাশ হয়েছে অ্যাশলের কথায়। 'হয়েছে কী, ওই শটগানের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে আমার। ওটা ছাড়া ঠিক মনের জোর পাই না। ওটা হচ্ছে আসল *হেনরি নক* স্ক্যাটারগান। রদ্দি মাল! এত ভাল অস্ত্র এখন আর বানায় না।'

'ঠিকই বলেছ, স্যর। ইংল্যাণ্ডে মি. নকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, আর কী আশ্চর্য, তখন এটার মেকানিজম উন্নত ও আধুনিক করবার কাজেই ব্যস্ত ছিল সে! চিন্তা কোরো না, আমি এটার বিশেষ যত্ন নেব এবং ভাগ্যটা ভাল গেলে নিশ্চয়ই সময়ে তোমাকে ফেরত দেব। এবার তোমার গর্তে গিয়ে ঢোকো আর চোপাটা বন্ধ রাখো!'

থম্পসনটা ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে রাখল অ্যাশলে। এখন বরং রাইফেলের চেয়ে শটগানই বেশি কার্যকরী হবে। অস্ত্রটা বেশ শক্তিশালী, ডবল-ব্যারেল। আগের সব সংস্করণে ছিল দুর্বল মেকানিজম, অস্বাভাবিক প্রশস্ত ব্যারেল এবং বেঢপ সাইজ। এটা উন্নত সংস্করণ।

যাত্রা শুরু করল ওরা। সামনের বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী দেখল অ্যাশলে। অপূর্ব সুন্দর, ভাষায় যা বর্ণনা করা যাবে না। শাশ্বত সৌন্দর্যের বিপুল আধার। দেখে মনে হচ্ছে কত শান্ত, অথচ এর কোন ঢালে বা উপত্যকায় মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

হয়তো ওরই জন্যে।

বিশ

অহঙ্কার বিপজ্জনক সঙ্গী হতে পারে, এবং বিবেকবান মানুষের এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ অহঙ্কার পতনের মূল; উপরন্তু, এমনকী অহম্, গর্ব বা দর্পের কারণে তাকে এমন ঝুঁকি ও ঝক্কির মধ্যে যেতে হয় যা হয়তো এমনিতে হজম করতে হতো না।

জ্যানেট এবং ওর বন্ধুরা টমাস লেভিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওর সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দিহান, মনে করে কোন ভাবেই ধাড়ি লেভিনের সমকক্ষ নয় অ্যাশলে। এ ব্যাপারটা কিছুতে মেনে নিতে পারছে না অ্যাশলে, বরং সারাক্ষণই ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

তো, শেষে নিজেকে বোঝাল ও। সারাজীবনই শান্ত, বুদ্ধিমান ও ভদ্রলোক হিসাবে পরিচিতি ছিল ওর। কখনও অন্যথা হয়নি। সুস্থ বিবেক ওকে বলছে এখন ওর করণীয় হচ্ছে গুপ্তধন খুঁজে বের করে, বন্ধুদের জড়ো করে যত দ্রুত সম্ভব জ্যানেট লেভিনকে ভদ্র ও নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দেয়া। অন্য সব কিছুই গৌণ হয়ে গেছে।

এখানে থাকা মানেই বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষ করে গুপ্তধন পাওয়ার পর কোন ভাবে থাকা চলবে না। তাতে যদি লেভিনের সঙ্গে ওর দেনা-পাওনা শোধ না হয়, তাও।

ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো যদি জোগাড় করতে পারত, তা হলে শত্রুপক্ষকে পিছনে ফেলে চলে যেতে পারত

Boighar.com

বহু দূরে এবং বিপদ হওয়ার আগেই মান্দান গ্রামে পৌঁছে যেতে পারত সবাই।

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি বলছে এটাই হবে সময়োচিত ও সঠিক পদক্ষেপ–গুপ্তধন ও বন্ধুদের নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে–রাগ পড়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও নেয়া হয়ে গেছে ওর; কিন্তু সূক্ষ্ম বিরক্তি রয়ে গেছে। অস্বস্তির চোরাস্রোত বইছে তলে তলে।

জেস ও'ব্রায়ানকে শেষ যেখানে দেখেছিল, সতর্কতার সঙ্গে স্কাউট করতে করতে সেদিকে এগোল ওরা। পাতার উপর রক্ত দেখতে পেয়েছে, কিংবা ছেঁচড়ে এগিয়েছিল ও'ব্রায়ান–সেই ছাপও পেয়েছে। কিন্তু গন্তব্যে এসে দেখল ও'ব্রায়ান নেই।

উধাও হয়ে গেছে।

গাছের নিচে বসে ক্ষণিকের বিশ্রাম নেয়ার সময় পরিস্থিতি নিয়ে ভাবল ওরা। একটু দূরে পড়ে আছে লেভিনের ক্রুদের তৈরি ক্যাম্প, এখন অবশ্য পরিত্যক্ত। একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

চারপাশ নিরীখ করেছে। কোথাও নেই কেউ।

কিন্তু অ্যাশলের মনে হচ্ছে এখানে কোথাও ঘাপলা আছে। আপাত দৃষ্টিতে যতই নিরাপদ ও শূন্য দেখাক, আদপে ক্যাম্পটা হয়তো পরিত্যক্ত নয়, বরং কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।

'ওটা ফাঁদ আর ঘোড়াকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে,' মন্তব্য করল অ্যাশলে। 'নিশ্চয়ই অপেক্ষায় আছে ওরা কখন ঘোড়া ধরতে যাব আমরা।'

'তারচেয়ে বরং এখান থেকে কেটে পড়ে নিজেদের ঘোড়ার খোঁজ করি গে। লেভিনের লোকেরা যদি ওদের খুঁজে না-পেয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম সেই গুপ্তস্থানে রয়ে গেছে। মনে আছে, তুমি যে রাতে ঢালের

উপর স্কাউট করতে বেরিয়ে গিয়েছিলে আর লেভিনের লোকজন চলে আসায় তখনকার মতো পালাব বলে আমরা ঠিক করেছিলাম?'

'জায়গাটা কোথায়?'

'পাহাড়ে ছোটখাট গর্ত আছে, কাছেই। ঝর্না ও ঘাসও আছে পর্যাপ্ত। প্রচুর গাছ আছে। কথা ছিল মাইক লবেল ঘোড়ার কাছে থাকবে, যেহেতু এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি ও। আনফিট অবস্থায় ওর জন্যে পাহাড়ে ছোটাছুটি কষ্টকর হতো।'

ক্যাম্পের জায়গা থেকে পিছিয়ে এল ওরা। যুক্তির কথা হচ্ছে পরিত্যক্ত ক্যাম্পে কোন কারণেই ঘোড়া রেখে যাওয়ার কথা নয় কারও। অস্বাভাবিক ব্যাপার এটা। থাকলে অবশ্যই তা চিন্তার ব্যাপার। সেক্ষেত্রে, প্রথমেই ভাবতে হবে বা জানতে হবে ওটা পিকেট করা হয়েছে, না কোন কারণে রয়ে গেছে।

গাছগাছালির কিনারা থেকে সরে এল ওরা, তারপর বুনো ট্রেইল ধরে খাটো আকৃতির ওক, ওক-ঝোপ এবং পাইন ঘেরা পথ হয়ে এগোতে থাকল। কষ্ট হলেও এভাবেই ঘুরপথে ক্যাম্পের কাছে পৌঁছতে চাইছে। মাঝে মধ্যে থামছে, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন কিছু কানে আসেনি। ঘোড়া যেখানে সরে পড়েছিল, সবকিছু সেখানে একেবারে নীরব। সামান্য নড়াচড়াও নেই। আর এখন, ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ঘাস টেনে নিচ্ছে মুখে কিংবা টানটান দেহে দাঁড়িয়ে এবং লেজ চালিয়ে মাছি তাড়াতে ব্যস্ত।

ঠায় পড়ে থাকল ওরা, নিশ্চল ও নীরব, মনে মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করছে।

কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। কিন্তু যা পরিবেশ, আশপাশের যে কোন জায়গায় শত লোক লুকিয়ে থাকতে পারে। গাছপালার গাঢ় ছায়া সুবিধা দিচ্ছে।

Boighar.com

মাইকেল লবেলও থাকতে পারে।

হাতের শটগানটা এখন ভারী বোধ হচ্ছে অ্যাশলের কাছে। ওটা রেখে দিতে পারলে যারপরনাই খুশি হতো। তারপর পেটে কিছু চালান করে, কড়া দুই-তিন মগ কফি গিলে স্যাডলে চেপে বসে এখান থেকে চলে যেত।

কয়েক মিনিটের পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষার পর মনে হলো ভয়ের কারণ নেই, কেউ নেই আশপাশে, গর্তে নেমে এল ওরা এবং সব ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল।

খুব যে নিশ্চিন্ত বোধ করছে তা নয়, বরং ভিতরে ভিতরে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে অ্যাশলে। কেবল মনে হচ্ছে কেউ নজর রাখছে ওদের উপর, আসন্ন বিপদের অনুভূতি টের পাচ্ছে। টমাস লেভিন আছে তল্লাটে, কিছু ক্রু মারা পড়লেও এখনও যথেষ্ট লোক আছে তার—শক্তিমত্তায় এমনকী ওদের চেয়েও বেশি; এবং এদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহে নিজেদের ঘোড়া উদ্ধার করতে পেরেছে। আর এখন...নিঃসন্দেহে আমাদের পক্ষ থেকে এমন পদক্ষেপ আশা করছে তারা, যেমনটা ওরা প্রত্যাশা করছে শত্রুপক্ষের তরফ থেকে।

গর্তের পুব দিকে ঘন পাইনের সারি। সব ঘোড়াকে লীড করে দূরের আরেকটা ছোট গর্তে চলে এল ওরা। এ গর্ত ছোট হলেও আক্রান্ত অবস্থায় প্রতিরোধ করতে গেলে সুবিধা পাবে। বিস্তর শুষ্ক ডালপালা পড়ে আছে। শত্রুপক্ষের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও খাবার ও কফি তৈরি করল ওরা।

অবসর যেহেতু, বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। তাই থেকে থেকে ঘুমিয়ে নিল ওরা, পালা করে পাহারা দিল। বিকাল যখন গড়িয়ে যাচ্ছে, দিনের আলো কমে যাচ্ছে, ওরা জানে এবার সরে যেতে হবে। গুহায় দেখা মাল্টান ক্রসের কথা ভাবছে অ্যাশলে। ধরে নেয়া যায় বাইরের দেয়ালেও এমন আরেকটা ক্রস ছিল, যেটা খুঁজে

বইঘর.কম

পেয়েছিল ভ্যান ডিয়েন্স; কিন্তু অত নিশ্চিত নয় অ্যাশলে।

ওর কাছাকাছি জমির উপর কাঠি দিয়ে দাগ কাটল অ্যাশলে, একই রেখায় খাড়া ঢাল ও উল্টোদিকের পাহাড়শ্রেণীর অবস্থান চিহ্নিত করল; গুহা এবং ওদের বর্তমান অবস্থান নির্দেশ করছে দুই ক্রসচিহ্ন। যদি ভুল না-করে থাকে, গুহার দক্ষিণ-পুব বরাবর তিনশো গজের মধ্যে রয়েছে ওরা।

ঢালের কিনারে দীর্ঘ ও রুগ্ন চেহারার এক পাইনকে ল্যাণ্ডমার্ক হিসাবে চিহ্নিত করল অ্যাশলে, নিজেদের অবস্থান থেকে এবার পাইনের দিকে রেখা কল্পনা করল। মাঝপথে পড়ছে একটা পাথুরে শিলাস্তর বা অভিক্ষেপ। দুই জায়গার মাঝখানে মরা পাইন। অ্যাশলে বুঝতে পারছে অন্ধকারের মধ্যেও সঠিক পথে এগোতে হবে। দুটো পাইনের গিঁট পেয়ে রেখে দিল এক জায়গায়, দুটোই পিচে ভরা।

ওর কাছে চলে এসেছে জ্যানেট। 'কী করবে, ঠিক করেছ?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল।

'গুপ্তধন খুঁজে বের করে চলে যাব এখান থেকে।'

'ওহ্, শুনে আনন্দ পেলাম!' দ্রুত বলল মেয়েটি। 'কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, গুপ্তধন না-হলেও চলবে, আমি শুধু এখান থেকে চলে যেতে চাই! মি. ক্রুডার, গুপ্তধন খুঁজতে গেলেই তো দেরি হবে, শত্রুদের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হবে। তারচেয়ে কি এমনিতে চলে যাওয়া ভাল নয়? অন্তত প্রাণে তো বেঁচে যাব সবাই। গুপ্তধন খুঁজতে গেলে কারও কারও কি প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা থাকে না?'

'এত কষ্ট করে এসেছি যখন, চেষ্টা করে দেখব।'

'কিন্তু...'

'এখন কোন কিছুতে থামব না আমি!' মেয়েটিকে বাধা দিল অ্যাশলে। 'এতটা কাছে চলে এসেছি যে ফিরে যাওয়া যায় না। তা হলে শত্রুপক্ষ খুঁজে বের করে ফেলতে পারে।'

Boighar.com

‘সত্যি কি মনে করো তুমি খুঁজে পাবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু বিনিময়ে যদি কিছু হারাতে হয়...’ দরদী ও আন্তরিক শোনাল জ্যানেটের কণ্ঠ। ‘আমি একটুও রাজি নই। এ মানুষগুলো আমার জন্যে এত কষ্ট করছে, তাদের কারও ত্যাগের বিনিময়ে যদি গুপ্তধন পেতে হয়...আমার তা দরকার নেই।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল অ্যাশলে। কখনও খেয়াল করেনি ও, কিন্তু এখন দেখছে জ্যানেটের চোখ নীলচে-সবুজ, প্রায় দেখা যায় না এমন বৈচিত্র্য। সেখানে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারি, সবুজ ঘাসের বহতা সাগর কিংবা উচ্ছল পাহাড়ি ঝর্নার অনাবিল সৌন্দর্য। চাহনি মমতা ভরা।

‘অথচ এর জন্যে এসেছ তুমি, অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছ।’

‘এখন গুপ্তধন না-হলেও চলবে।’

‘কেন?’

‘আমার চাওয়া পাল্টে গেছে, বলতে পারো।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ।’

জ্যানেটের চোখে চোখ রাখল অ্যাশলে। অদ্ভুত হলেও, কী যেন দেখতে পাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে অতল সমুদ্র।

‘এখন তা হলে কী চাও?’

‘নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে চাই।’

‘কিন্তু খালি হাতে যাবে যে?’

প্রথমে কিছু বলল না জ্যানেট, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেছে। কোলে রাখা দুই হাতে নজর। রাঙা মুখ দেখে বোঝা গেল অদ্ভুত কোন কারণে খুব লজ্জা পাচ্ছে।

‘আমার হাত হয়তো খালি থাকবে না।’

‘রহস্য করছ?’

বইঘর.কম

'তুমি দেখে নিয়ো।'

মৃদু হাসল অ্যাশলে। এ মুহূর্তের আগে ওর কখনও মেয়েটিকে এত সুন্দর বা আকর্ষণীয়া মনে হয়নি। কাঙ্ক্ষিতা। সব অর্থে কাঙ্ক্ষিতা নারী। এবং জ্যানেট লেভিনের মধ্যে যে প্রবল নারীত্ব লুকিয়ে আছে, সেটাও ওর কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

'আমি সোনা ছাড়া এখান থেকে যাব না।'

অ্যাশলের হাত চেপে ধরল জ্যানেট। 'প্লীজ, মি. ক্রুডার, অত জেদী হয়ো না। তুমি বোধহয় কোন ভাবেই টমাস লেভিনের কথা ভুলতে পারছ না। যেভাবে হোক তাকে দেখে নিতে চাইছ।'

'একটা কথা বলি? মৃত্যু যেমন নিশ্চিত ও এড়ানো যায় না, টমাস লেভিনকেও এড়াতে পারব না আমরা। গুপ্তধনের খোঁজ করি বা পালিয়ে যাই, তাতে কিছু আসে-যায় না, আগে-পরে যখনই হোক ওর মুখোমুখি হতে হবে। আপসে আমাদেরকে এ পাহাড় থেকে বেরোতে দেবে না সে। হয় আমাদের লাশ ফেলে রেখে বেরিয়ে যাবে সে, নয়তো ওকে কবরে শুইয়ে রেখে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই।'

'আমার খুব ভয় লাগছে!'

'তুমিও তো মনে করো আমি ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

'তাতে কি দোষ হয়েছে? আমরা যা দেখি, তাই বিশ্বাস করি। যদি তুমি দেখিয়ে দিতে পারো, তা হলে বিশ্বাস করতেও আপত্তি নেই।'

হেসে উঠল অ্যাশলে। 'এখন দেখছি তুমি আমাকে জাতশত্রুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছ! অথচ সবাই মিলে কি-না লেভিনের বিরুদ্ধে লড়তে নিরস্ত করতে চেয়েছ।'

'আমি শুধু যুক্তির কথা বলেছি, মি. বিদ্বান!' বলল

Boighar.com

জ্যানেট, কৌতুক ওর চোখে। 'তবে আমি মনে করি তুমি ঠিকই লেভিনের বিরুদ্ধে জিতে যাবে। শারীরিক শক্তি বা সামর্থ্য তো সব নয়। তোমার যা আছে সে-সব তার নেই–শিক্ষা, বিবেচনাবোধ, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, কৌশল…'

'আরিব্বাপস্, তুমি দেখছি লেকচার দিচ্ছ!' হেসে উঠল অ্যাশলে। 'হয়েছে, অত গ্যাস মারতে হবে না।'

'আমি শুধু একটা কথাই বলব, তাতে তোমার সামর্থ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। দেখো, এদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছ, অথচ ওরা এখানে নতুন নয়, বরং তুমিই পশ্চিমে নতুন। কিন্তু কী আশ্চর্য, বিনা প্রশ্নে তোমার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে না? কেউ না-বললেও আমি খেয়াল করেছি, এবং সেটা প্রায় শুরু থেকে হয়ে এসেছে। একজন মানুষ, ভিতরটা অন্তঃসারশূন্য হলে তা হয় না। ওরা মন থেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করে। তোমার মঙ্গল চায়। ঠিক এ কারণে চায় না হাজার মাইলের মধ্যে সবচেয়ে কুচক্রী ও বিপজ্জনক লোকটার বিরুদ্ধে স্রেফ জেদ বা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে লড়াই করো।'

সরু চোখে জ্যানেটকে দেখছে অ্যাশলে। প্রশংসা ফুটল শেষে ওর চোখে। 'তুমি দেখছি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। ধন্যবাদ। যাক, আমার রাগটা এবার পুরো চলে গেল! কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।'

'কী ঠিক করলে, আমরা যাচ্ছি তো?'

'এখনই বলতে পারছি না।'

'আমি সত্যি চলে যেতে চাই!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল জ্যানেট। ক্ষণিকের জন্যে নীরব হয়ে গেল মেয়েটা, তারপর বলল: 'আমার খুব ভয় করছে, বিশেষ করে টমাস লেভিনকে। লোকটাকে দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়! আমার তো মনে হয় সুযোগ পেলে ও আমাদের সবাইকে খুন করে ফেলবে!'

মাথা গরম করে চ্যালেঞ্জ করেছে অ্যাশলে, কিন্তু

বইঘর.কম

তারপরও বলতে হবে টমাস লেভিনকে ভয় পায়। একজন নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ যতটা ভয় পায়। আসলে তা এড়িয়ে চলবার মতো। এড়াতে না-পারলে যেমন শঙ্কিত হয়, ওর অবস্থাও তেমনি। টমাস লেভিন নিঃসন্দেহে লড়াকু মানুষ, সব ধরনের নীতিবিবর্জিত। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সে যে-কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। অবলীলায় মিথ্যে বলতে পারে। ভোল পাল্টাতে ওস্তাদ। মহা ধূর্ত। বেপরোয়া ও মারদাঙ্গা ক্রুদের বশে রেখেছে সে–কিছুটা ভয় দেখিয়ে, কিছুটা নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। বিশেষ কিছু না-থাকলে এতগুলো মানুষ তার বশ্যতা স্বীকার করত না। শুধু অর্থের কারণে এরা সমবেত হয়নি বা বিনা বাক্য ব্যয়ে টমাস লেভিনের কথা শুনছে না।

গোঁয়ারের মতো, সবকিছুর পরও পরাজয় স্বীকার করতে পারছে না অ্যাশলে। এত কাছে আসবার পর এভাবে হাল ছেড়ে দেবে? হতেই পারে না! উঁহুঁ, গুপ্তধন খুঁজে বের করবে, যেভাবেই হোক…তারপর পাহাড় থেকে বেরিয়ে যাবে। শূন্য হাতে ফিরে গেলে ভবিষ্যৎ বলতে কিছু থাকবে না জ্যানেটের, সম্মানিত লেডি হিসাবে সমাজে স্থান হবে না…অথচ তা পাওয়া উচিত মেয়েটার।

চারপাশ একেবারে নীরব। এত নীরবতা সন্দেহজনক।

কোথাও কেউ নেই। যেদিকে তাকায় কোন মানুষ কিংবা যতই কান পাতুক, কোন অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, ওরা নিরাপদ, কিন্তু এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। বিপদ হতে পারে–এই চিন্তা যেহেতু কম, বিপদ মোকাবিলা করবার প্রস্তুতিও কমে যায়; তাই এ সময়ে আক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার কোন রকম ইচ্ছে নেই ওদের।

সামনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিরীখ করছে অ্যাশলে, কারও না

Boighar.com

কারও গতিময়তা বা সঞ্চালন দেখতে চায়–এবং সেটা এখনকার বা আগেরও হতে পারে–এ থেকে বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে যাবে এবং সে-অনুযায়ী কর্মপন্থা ঠিক করবে।

তাড়া বোধ করছে অ্যাশলে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে গুপ্তধন উদ্ধারে আকস্মিক ও জোরাল চেষ্টা চালিয়ে–সফল হোক না হোক–তারপর যত দ্রুত সম্ভব এ এলাকা ত্যাগ করা উচিত। ওদের মূল লক্ষ্য এখন জ্যানেটকে নিরাপদে রাখা এবং এ ব্যাপারে সমস্বরে একমত হবে সবাই। যার তাৎপর্য হচ্ছে গুপ্তধন শিকারের আশা ত্যাগ করে চলে যাওয়া। লবেল, শোহান, ক্রিমাল, ও'ব্রায়ান এবং গার্সিয়া এ মুহূর্তে ওদের সঙ্গে নেই, কিন্তু গন্তব্য সম্পর্কে যেহেতু জানে, চাইলে পরে সময় মতো চলে যেতে পারবে। বেঁচে থাকলে মান্দান গ্রামে আবার দেখা হবে সবার।

অ্যাশলের পাশে এসে বসল টম স্কেরিট, সামনের জমি নিরীখ করল। 'তোমার কি ধারণা আছে আসলে কোথায় লুকানো আছে সেই জিনিস?'

'সম্ভবত জানি।'

'বেশ, সেক্ষেত্রে বলতেই হয় তুমি আমার চেয়ে এগিয়ে আছ। গুপ্তধন কোথায় থাকতে পারে, এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।'

গুহায় দেখা মাল্টান ক্রসচিহ্নের কথা তাকে বুঝিয়ে বলল অ্যাশলে। 'আমার ধারণা ক্রসের বড় হাতটা আসলে একটা ধাপ্পা। ধোঁকা দেয়ার জন্যে। ফাঁদে ফেলতে এটা করা হয়েছে। গুপ্তধন আসলে ওর নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'হতে পারে।' পাইপ ধরাল টম স্কেরিট। 'ছেলেরা যদি চলে আসত! ওদের জন্যে ভয় লাগছে...আমাদের জন্যেও লাগছে। আর ভাল লাগছে না এসব। কোথায় যেতাম ফার শিকারে, অথচ এখন জড়িয়ে পড়েছি খুনোখুনিতে।'

'আমিও শান্তি পাচ্ছি না। ওদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

বিশেষ করে ও'ব্রায়ানের অবস্থা সুবিধার ছিল না।'

দিনটা অলস ভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে ওরা। শুয়ে-বয়ে, চারপাশে কড়া দৃষ্টি রেখে পার করছে। বিশ্রাম পাচ্ছে ঘোড়াগুলো, আয়েশ মতো ঘাসও খাচ্ছে। বিশ্রাম ও খাবার পাওয়ায় হারানো শক্তি ফিরে পেতে সুবিধা হবে ওদের। পাহাড়শ্রেণী পেরোতে গেলে অনেক ধকল যাবে।

বুড়ো ভ্যান ডিয়েন্স ভেগে গেছে। কোন্ ফাঁকে সটকে পড়েছে কেউ টের পায়নি।

ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। নিশ্চয়ই ওদের মতো শত্রুপক্ষও অপেক্ষায় আছে, এবং অন্ধকার নামবার পর নতুন উদ্যমে কাজকারবার শুরু করবে। আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যাশলে–ওর কাছে মনে হলো এটাই মোক্ষম সময়–বেরিয়ে পড়বে এখনই। দিনের আলোর শেষটুকু কাজে লাগাতে হবে।

চটজলদি ঘোড়ায় স্যাডল সাজাল ওরা, তারপর বেরিয়ে পড়ল যতটা সম্ভব চুপিসারে। অভিক্ষেপ বরাবর ঘাসের গালিচা ধরে এগিয়ে চলল। নিঃসীম শূন্যতাকে নিজের একাকীত্বের অভিযোগ জানাল একটা কোয়েল, কিন্তু আর কোন আওয়াজ নেই, কেবল ঘাসের গালিচায় ঘোড়ার খুরের হালকা শব্দ।

শিলাস্তরের সামনে এসে থামল ওরা, পাথরসারির ধূসরত্বের বিপরীতে নিজেদের কাঠামো মিশে যেতে দিল।

স্লিং দিয়ে কাঁধের উপর রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে অ্যাশলে, কিন্তু হাতে শটগান। মুহূর্ত কয়েক নীরবে বনের কিনারা ও আশপাশ পর্যবেক্ষণ করল, কান পেতে অপেক্ষায় থাকল। উঁহুঁ, কোথাও কেউ নেই। কোন অস্বাভাবিক শব্দ নেই। কিন্তু তারপরও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারছে না অ্যাশলে।

উদ্বেগ রয়ে গেছে। যেমন আগেও ছিল।

Boighar.com

‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষায় আছে, ঘাপটি মেরে আছে কোথাও,’ ফিসফিস করে জেক আবেলকে বলল অ্যাশলে। ‘কিংবা আমাদের অবস্থানও জানতে পারে।’

‘সেক্ষেত্রে একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী।’

শিলাস্তরের কিনারে জীর্ণ পাইন নুয়ে পড়েছে। সেখানে এসে লাগাম টানল অ্যাশলে। স্যাডল ছেড়ে শটগানটা আবেলের হাতে ধরিয়ে দিল। ‘আমি একা যাব। জ্যানেটের পাশে থেকো সবসময়। ওর দায়িত্ব তোমার উপর থাকল।’

ওদের সামনে শিলাস্তরের কিনারা আর পিছনে খোলা এলাকা, যা এইমাত্র পেরিয়ে এসেছে। স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নামল টম স্কেরিট, পিছনে জ্যানেট ও আবেল। জায়গাটা মোটেই সন্তোষজনক নয়, কিন্তু নিচু কয়েকটা পাথর, কিছু ঝোপ ও একটা গাছ পড়ে আছে। কোনটার অবস্থানই সুবিধার নয়, তবে চলনসই আশ্রয় পাওয়া যাবে।

এখানে শিলাস্তরের উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট। নিচের কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ছে না বললে চলে। নেমে যাওয়ার বোধহয় একাধিক পথ আছে, কিন্তু সবচেয়ে সহজ যেটা হবে, সেটাই পছন্দ করল অ্যাশলে।

সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও, এমন ভাবে পা ফেলছে যাতে কোন পাথর তার নিজস্ব জায়গা থেকে সরে না যায়। ধীর গতিতে হেঁটে চলল ও, সময় নিয়ে ভাবছে না। উপর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না।

পাহাড়ের নিচে সবকিছু স্থবির ও শান্ত। খুব বেশি শান্ত, যা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না ওর। ভাঙা একটা গাছকে মার্কার হিসাবে ধরে নিয়েছিল অ্যাশলে, পথের মুখে আছে ওটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে গেল না। তলায় কী যেন একটা নড়াচড়া করছে এখন, যদিও ঠাহর করতে পারছে না। চাপা শব্দ শুনে ওর মনে হচ্ছে ঘোড়া হতে পারে…কয়েকটা ঘোড়া।

বইঘর.কম

সন্তর্পণে এগিয়ে চলল অ্যাশলে, জমিতে ট্র্যাকের খোঁজ করছে।

গুহাটা সামনে কোথাও হওয়ার কথা। পিঠের উপর থেকে থম্পসন তুলে হাতে নিল ও, পিস্তলের অবস্থান পরখ করল। গুহার উদ্দেশে পা বাড়াল।

আচমকা পৌঁছে গেল।

থমকে দাঁড়াল অ্যাশলে, গাঢ় ছায়ায় সরে গেল। সবকিছুর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। স্রেফ অনুমান ও সন্দেহের উপর নির্ভর করে চাল দিয়ে ফেলেছে।

হাতে সময় নেই। বেশি সময় পাবেও না। যা করবার খুব দ্রুত করতে হবে।

এমনকী শিলাস্তরের উপর ওর বন্ধুরাও বোধহয় এখন চরম বিপদের মধ্যে আছে। কে জানে, হয়তো শিগ্‌গিরই জীবন রক্ষার্থে মরণপণ লড়াই শুরু করতে হবে! সত্যি কথা হচ্ছে, যতক্ষণ ওরা ওখানে থাকবে, ততক্ষণ বিপদের ঝাণ্ডা ঝুলতে থাকবে মাথার উপর।

গুহার অন্ধকার মুখ ওর সামনে উন্মুক্ত হয়েছে।

ভিতরে কী আছে? ভ্যান ডিয়েন্সকে দেখতে পাবে? সম্ভব এটা। যেহেতু সে এ জায়গা খুব ভাল করে চেনে, গলি-ঘুপচি তার হাতের তালুর মতো চেনা। অবশ্য অন্য কেউও এটা আবিষ্কার করতে পারে। বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য এখানে কাজে লাগবে না, লাগবে শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং কিছুটা সৌভাগ্য।

মিসিসিপি পেরিয়ে পশ্চিমের উদ্দেশে রওনা দেয়া থেকে আজ পর্যন্ত কতটা পরিবর্তন হয়েছে ওর? পশ্চিমে টিকে থাকবার মতো যোগ্য কি হয়েছে? নাকি পরিবর্তনের শুরু ওর স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুর সময় থেকে?

দাবানল তেমন হয় না বটে, কিন্তু আগুন সবখানে কম-বেশি লাগে। প্রতি বছরই মানুষ মারা যায়। বাড়ি পুড়ে যায়,

Boighar.com

পরিবার মারা পড়ে। ফায়ারপ্লেস থেকে নিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ, কাত হয়ে পড়া মোমবাতি...নানা ভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—আগুন ধরে যেতে পারে। অ্যাশলের ক্ষেত্রে এমন একটি সাধারণ কারণ থেকে চরম দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

এমন বহু জায়গায় ঘটেছে, কিন্তু অ্যাশলের কাছে সেটা অতি সাধারণ হলেও পীড়াদায়ক, কষ্টকর এবং বীভৎস দুঃস্বপ্ন। স্ত্রী-পুত্র ওর কাছে পরিসংখ্যানের সংখ্যা নয়, অন্য কারও কাছে যা মনে হবে—আড্ডার সময় এদের প্রসঙ্গ ওঠাবে—কিন্তু ওর কাছে জীবনের হৃৎস্পন্দন। পরিবর্তনের শুরু কি তখন থেকে? নাকি আদৌ কোন বদল হয়নি—সবকিছু আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে? এসব অনুভব, প্রবৃত্তি, সক্ষমতা...সবই কি চাপা পড়ে ছিল, ওর সত্তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল?

গুহার কালো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও, ভিতরে ঢুকে পড়তে উদ্যত। যদিও গুহামুখটা জমকাল গহ্বরের মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে নিজের মধ্যে অধীরতা আবিষ্কার করল অ্যাশলে। এর সবটা কৌতূহল নয়। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পর কি অতি মাত্রায় অসতর্ক ও বেখেয়ালী হয়ে পড়েনি ও, মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে একটুও পিছ-পা হয় না?

আদপে, কখনোই কাপুরুষ বা ভীতু ছিল না অ্যাশলে ক্রুডার, যারা অন্যকে শিকার করতে অপেক্ষাকৃত ভারী দলের সঙ্গে ভিড়ে যায়।

লড়াই যা হবে বা করবে, সমান সুযোগ নিয়ে করতে ইচ্ছুক। অস্ত্র ও পরিস্থিতি সমান থাকবে। কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। শর্ত একই থাকবে। যদিও পশ্চিমে এসে এ শিক্ষা ও বিচক্ষণতা ও অর্জন করেছে যে শত্রুপক্ষ এসবের থোড়াই পরোয়া করে।

আচমকা মাথা নিচু করে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। ভিতরটা ঠাণ্ডা ও অন্ধকার। চট করে এক পাশে সরে গিয়ে

দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, কান পাতল।

মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল ও, নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। গুহার ভিতরটা ঠাণ্ডা, স্থবির। কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না, কারও নিঃশ্বাসের শব্দ বা কাপড়ের খসখস নেই। দেয়ালের কিনারা ধরে এক কদম এগোল অ্যাশলে, এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর আরও দুই কদম এগোল। আগুন জ্বালানো যাবে না...অন্ধকারে কাজ সারতে হবে।

মাল্টান ক্রসচিহ্ন থেকে গুহামুখ পর্যন্ত পদক্ষেপ গুনেছিল ও, এখনও গুনে গুনে এগোচ্ছে...শাখা-গুহার খোঁজে ছিল, পেয়েও গেল। কয়েক পা বেশি এগোলে অতল গহ্বরে গিয়ে পড়বে...অন্তত দু'শো গজ নিচে আছড়ে পড়বে। বেঁচে থাকলেও সেখান থেকে ইহজনমে উঠতে পারবে কি-না সন্দেহ।

ক্রসচিহ্নের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে মেঝেয় একটা গোলাকার পাথর ছিল। বুটের ডগায় ঠেকল পাথরটা। সামান্য ঝুঁকে ওটা অনুভব করল অ্যাশলে, তারপর ক্রসচিহ্নের খোঁজে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল।

ক্রসের বড় হাত অতল গহ্বরের দিকে নির্দেশ করছে, কিন্তু অ্যাশলে নিশ্চিত এটা একটা ফাঁদ কিংবা স্রেফ ঘটনাচক্রে বড় হয়ে গেছে। অ্যাশলের বিশ্বাস ক্রসচিহ্নের নিচেই লুকানো আছে সব গুপ্তধন। আঙুল দিয়ে ক্রসচিহ্নের ভিত্তিতে খোঁচানো শুরু করল ও।

শক্ত! কিনারা থাকতে পারে ভেবে খোঁচানো শুরু করল, কিন্তু পেল না। এবার চাপ দিয়ে অনুভব করতে চাইল নরম কিছু কি-না। না, কঠিন।

গুহার মেঝে নিয়ে খোঁজাখুঁজি করেনি কেউ বহু বছর।

যাহ্, ব্যর্থই হলো শেষপর্যন্ত। সমস্ত কষ্ট বৃথা গেল। এখন শুধু একটা কাজই করবার আছে: ফিরে যেতে হবে,

Boighar.com

যে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে যেতে হবে। জ্যানেটকে নিয়ে রওনা দিতে হবে, বিশ্বস্ত বন্ধুদের ফিরে আসবার অপেক্ষায় থাকতে হবে। আবেল ও স্কেরিট যেমন মনে করেছিল।

কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাবে?

দেয়াল অনুভব করছে অ্যাশলে, ফাটলের খোঁজ করছে। এমন কিছু হয়তো পেতেও পারে, যেটা চোখে দেখতে পায়নি।

কিচ্ছু নেই!

মাল্টান ক্রসের দুটো হাত থাকে, এর যে কোনটা নির্দিষ্ট কোন কিছুকে নির্দেশ করতে পারে; একটা তলাও আছে যা নির্দেশক হিসাবেও কাজ করতে পারে। কিন্তু উপর দিকে? সহসা উৎসাহ বোধ করল অ্যাশলে, গোড়ালির উপর উঁচু হয়ে হাত বাড়াল…কিন্তু কিছুই ঠেকল না।

অ্যাশলে দীর্ঘদেহী মানুষ, গড়পড়তার চেয়ে ঢের দীর্ঘ। ও কিছু ছুঁতে না-পারলে অন্য কারও ছুঁতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু গুহার ছাদ ছুঁতে পারেনি।

অ্যাশলে ধরে নিয়েছিল ছাদ নিচু হবে, হয়তো ওর মাথার সামান্য উপরে হবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে অন্ধকারে ভুল করেছিল, গুহার ছাদ আসলে আরও উপরে। দেয়ালের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে ও।

গুহার অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেছে অ্যাশলে, কিন্তু ছাদের পুরোটা দেখতে হলে মশাল লাগবে। মশালের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিছু পাইনের গিঁট ভাল জ্বলে এবং পর্যাপ্ত আলো দেয়। এ ধরনের আলো গুহার বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু উল্টোদিকের পাহাড়শ্রেণী থেকে দেখা যাবে।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ হলো এখানে এসেছে?

হাতড়ে পাইনের টুকরো খুঁজে পেল অ্যাশলে, এবং

বইঘর.কম

বাড়তি হিসাবে গুঁড়ির অংশ পেল যেটা থেকে টুকরো কাঠ কাটা হয়েছে। আচমকা ওর মনে হলো এটা দিয়ে দিব্যি টুলের কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। ওটার উপর উঠলে সম্ভবত ছাদ ছুঁতে পারবে।

পাইনের গুঁড়ি দেয়ালের কিনারে টেনে নিয়ে এল অ্যাশলে, ওটার উপর উঠে দাঁড়াল। দেয়ালে হাত রেখে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এবার ছাদ ছুঁতে হাত বাড়িয়ে দিল।

আঠাল কীসে যেন হাত লাগল! অজান্তে শিউরে উঠল ও। হাত স্পর্শ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইল চামড়ার সঙ্গে লাগা বস্তুটা। পিচ নয়, পিচ্ছিল ও ভেজা কী যেন। স্ট্যালাকটাইট* থেকে নিঃসৃত জলকণা? উঁহুঁ, দানাদার নয়, কিংবা ভেজা পাউডারের মতো মোলায়েমও নয়।

কী তা হলে?

রক্ত? রক্ত! ...কার রক্ত?

আবার হাত তুলল ও, হাতড়াল। আঙুল ভিজে গেল, হাতড়াতে গিয়ে বাকস্কিনের স্পর্শ পেল...তারপর একটা বাহু অনুভব করতে পারল, শেষে ঝালর দেয়া আস্তিন।

আলো ছাড়া চলছে না। চকমকি পাথর ও ইস্পাতের জন্যে হাতড়াতে যেতে নিচু গোঙানির শব্দ শুনতে পেল।

পাইন গিঁটের ছোট একটা টুকরোয় আগুন ধরিয়ে গুঁড়ির উপর উঠল ও, তারপর মশালটা তুলে ধরল।

ছোট্ট আগুন জ্বলে উঠতে আহত লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'জেস! জেস ও'ব্রায়ান! এখানে কীভাবে এলে...'

---

* স্ট্যালাকটাইট (Stalactite) : বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হয়ে গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত যে চুনের দণ্ড সৃষ্টি হয়।

Boighar.com

'লুকাতে বাধ্য…হয়েছি,' ক্ষীণ স্বরে জবাব দিল ও'ব্রায়ান। 'ওরা আসছে দেখে হামাগুড়ি দেয়া শুরু করি। উপরে একটা গর্ত খুঁজে পেলাম। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে পড়ে গেলাম…ছয়-সাত ফুট বোধহয়। ফের রক্তক্ষরণ শুরু হলো। কষ্টেসৃষ্টে তোমার লাগানো মস আবার বসিয়ে দেয়ার পর যেন রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো।'

ও'ব্রায়ানের দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে তাকে শক্ত করে চেপে ধরল অ্যাশলে, ওর হাত থেকে পাইনের মশাল নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে। এবার আলতো টানে ও সযত্নে তাকে গুহার মেঝেয় নামিয়ে আনল।

'এখন বেশ ভাল বোধ করছি,' জানাল ও'ব্রায়ান। 'খানিকটা ঘুমিয়েছি।'

'গুপ্তধন খুঁজছিলাম, জেস। কল্পনাও করিনি তোমাকে এখানে খুঁজে পাব।'

'আমিও তাই ভেবেছি। যাক্‌গে, খোঁজাখুঁজি আর করা লাগবে না তোমার।'

উঠে দাঁড়াল অ্যাশলে। 'কী বলছ! খোঁজা লাগবে না…তুমি তা হলে পেয়ে গেছ?'

'বিলকুল! উপরের ফাটল থেকে যখন পড়লাম, ঠিক গুপ্তধনের উপর পড়েছি! একেই বলে ভাগ্য! কী বলো? কিছুক্ষণ তো পড়ে থাকলাম একটার উপর, কী থেকে কী হলো বুঝতে পারিনি। শেষে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যখন নড়েচড়ে শুলাম, তখন দেখি চারটা চামড়ার থলে পড়ে আছে, আর ওতে আছে সেই জিনিস! একটা থলে অবশ্য আমার শরীরের ওজনে ছিঁড়ে গেছে। আর সবগুলোই কম-বেশি চামড়ায় পচন ধরেছে।'

'জেস, গুপ্তধন নিয়ে পরেও চিন্তা করা যাবে। আগে তোমাকে টম ও জেকের কাছে নিয়ে যাব। ওরা বেশি দূরে নেই…'

বইঘর.কম

‘অত কষ্ট করতে হবে না, ক্রুডার। এক বুলেটে ওর ব্যবস্থা করে ফেলব। আর তোমার ব্যবস্থা করতে আরেকটা বুলেট খরচা করতে হবে!’ টমাস লেভিনের কণ্ঠ, খরখরে স্বরে হাসছে সে, যেন দারুণ মজার কথা বলেছে। তবে নিঃসন্দেহে মোক্ষম সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ডাইভ দিল অ্যাশলে। গুহার মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে গেছে দেহ, গুহার দেয়ালে পায়ের ঠেলার সহযোগিতা নিয়েছে। উড়ে চলে গেল ছয় ফুট, আছড়ে পড়ল টমাস লেভিনের দুই হাঁটুর উপর।

একুশ

ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল টমাস লেভিন, গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে। অস্পষ্ট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে, ব্যথায় না বিরক্তিতে বলা মুশকিল। কিন্তু একটুও হকচকিয়ে যায়নি, ঠিক সামলে নিল। একসঙ্গে দু’জনেই উঠে দাঁড়াল।

লেভিনের লোকজন বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাশলে প্রার্থনা করল তারা হয়তো কিছু শুনতে পায়নি।

প্রার্থনায় অবশ্য কাজ হয়নি, বরং অন্য ভাবে পিঠ বাঁচল অ্যাশলের। এগিয়ে আসছিল ক্রুরা, তখনই পিছনে রাইফেলের হ্যামারের ক্লিক শব্দ হলো।

‘এখানে বেশ কয়েকটা রাইফেল আছে আমাদের,’ গ্রেগরি শোহানের কণ্ঠ। ‘এবং কাকে গুলি করলাম, সেটা নিয়ে একটুও মাথা ব্যথা নেই। তোমরা পিছিয়ে এসো,

Boighar.com

ওদেরকে ওদের মতো সামলাতে দাও। কোন কিছু যদি সাব্যস্ত করবার থেকে থাকে ওদের, সেটা নিজেরা করুক, আমরা কেউ বাইরে থেকে বাদ সাধব না।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল টমাস লেভিন। 'তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করবে?' দারুণ মজা পেয়েছে যেন সে, মুখে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ। 'স্কুলটীচার, তুমি তো দেখছি বোকার হদ্দ! ঘটে দেখছি সামান্য বুদ্ধিও নেই!'

'সম্ভবত। তবে সেটাই আবিষ্কার করব আমরা। কী বলো?'

'তা হলে কোন্ অস্ত্রে লড়াই হবে, মাস্টার সাহেব?'

'পছন্দ তোমার। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করলাম,' হাসতে হাসতে বলল অ্যাশলে। 'তোমার পছন্দের অস্ত্র দিয়ে তোমাকে হারাব। খালি হাতে যদি মারপিট করতে চাও, পিটিয়ে ছাতু বানাব! খালি হাতে শুরু করি আগে?'

আবারও হেসে উঠল লেভিন। 'আমি ছিলাম জলদস্যু, আর কালো পতাকা বহন করে এমন কেউ কখনও মল্লযুদ্ধে হারাতে পারেনি আমাকে। তুমি বরং দ্বিতীয় সুযোগটা নেবে? অন্য কোন অস্ত্র বেছে নাও।'

'ভয় পেয়েছ?'

এবার থমকে গেল লেভিন। বিশ্বাস করতে পারছে না তাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছে। 'ভয় পাব? তোমাকে?' শরীর ঝাঁকিয়ে বলল সে, তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ছে চলাফেরায়। 'ব্যাটা নচ্ছার! তুমি কি নিজেকে...'

'তা হলে কী বেছে নিলে? নাকি গালাগাল করবে শুধু? আমি তো ওই অস্ত্রে লড়াই করতে জানি না। শুধু হামবড়া ভাব, হম্বিতম্বি করে সময় কাটাও তুমি, লেভিন?'

সরু চোখে ওকে দেখল টমাস লেভিন, খেপে গেছে খুব। বিষাক্ত দৃষ্টিতে দেখল, ঘৃণা উপচে পড়ছে চাহনিতে। 'হাত দিয়ে শুরু হোক, তা হলে? সঙ্গে রইল ইচ্ছাশক্তি। আর যখন

বইঘর.কম

প্রয়োজন হবে ছুরি তুলে নেব?'

'এবং কেউ বাইরে থেকে নাক গলাব না আমরা, জেন্টলমেন!' জেক আবেলের কণ্ঠ।

আচ্ছা, সবাই চলে এসেছে তা হলে! মনে মনে এই চেয়েছে অ্যাশলে। জড়ো হওয়ার জন্যে মোক্ষম সময় বেছে নিয়েছে ওরা।

লড়াই করবে যখন, ভণিতা বা দেরি করবার মানে হয় না। প্রথম থেকে মুন্সিয়ানা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিল টমাস লেভিন; প্রথম আঘাতটা এত জোরে মারল যে এর দুই ইঞ্চি নিচে হলে নক্ আউট হয়ে যেত অ্যাশলে। স্রেফ ক্ষিপ্রতার কারণে শেষ মুহূর্তে তা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ও। তবে পুরোপুরি এড়াতে পারেনি। বজ্রমুষ্টি আঘাত হানল হনুর হাড়ে, আঘাতের প্রচণ্ডতায় দুলে উঠল অ্যাশলে, একেবারে গোড়ালি পর্যন্ত ওকে কাঁপিয়ে দিল। এরপর স্রেফ মাথা নিচু করে প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকল না। অ্যাশলে জানে সরে যেতে চাইলে এরচেয়ে তীব্র আঘাত আসবে, সুযোগ পেয়ে যাবে লেভিন।

অ্যাশলেকে আছড়ে ফেলল সে, কোমরের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল বালির মধ্যে, এবং তারপর নিজেও আছড়ে পড়ল, এক হাঁটু দিয়ে ওর পেটে প্রচণ্ড আঘাত হানবে; কিন্তু ক্ষিপ্রবেগে গড়িয়ে সরে গেল অ্যাশলে। এত দ্রুততার সঙ্গে সরে গিয়ে আঘাত এড়িয়ে যেতে পারবে অ্যাশলে, এতটা আশা করেনি সে। দু'জনেই ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ওরা। তবে অ্যাশলে খানিক আগে। তুফান বেগে ধেয়ে গেল ঘুসি, দাঁতে ভূমিকম্প তুলে দিল বিরাশি সিক্কার ঘুসি; টমাস লেভিনের সারা দেহ থরথর করে কাঁপল সেকেণ্ডের জন্যে।

তারপর শুরু হলো তুমুল ঘুসোঘুসি।

অ্যাশলের চেয়ে লম্বা সে, হাতও লম্বা এবং ওজনে ভারী; এটা বাড়তি সুবিধা বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে বনে হাইকিং

Boighar.com

করেছে অ্যাশলে, বিস্তর ঘুরে বেড়িয়েছে, কুঠার চালিয়েছে এবং বাড়ন্ত সময়ে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে কুস্তি ও মল্লযুদ্ধ লড়েছে। ইউরোপে নিয়মিত ফেন্সিং ও বক্সিং করেছে।

প্রায়ই ড্যানিয়েল মেনডোযার সঙ্গে মহড়া দিত ও, সমসাময়িক সময়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধা সে। নানা কারণে তাই ওকে যতটা নিষ্পাপ বা আনাড়ি মনে করছে সবাই, আদপে তা নয় অ্যাশলে ক্রুডার।

দুই মুঠিতে ওর মুখে জোরাল আঘাত হানল লেভিন, আঘাতে মুখ চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার অবস্থা। বিপরীতে তার পাঁজর গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো ঘুসি হাঁকাল অ্যাশলে। ফের মারল লেভিন, কানে এবং তারপর বুকে; আর লেভিনের হৃৎপিণ্ডের নিচে আরও একটা জবর ঘুসি বসিয়ে দিল অ্যাশলে।

কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরকে ঘিরে চক্কর কাটল ওরা, দম নিয়ে নিল। তারপর আবার শুরু হলো বেদম ঘুসোঘুসি। যেভাবে পারছে ঘুসি হাঁকাচ্ছে। সমানে চলছে চার হাত। জোরাল মারছে লেভিন, এবং কখনও হাড়-সুদ্ধ কাঁপিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু মাঝ বরাবর তার শরীরে তিনটা বিরাশি সিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিল অ্যাশলে, একটা মুখে মারল।

ল্যাং মেরে ওকে ফেলে দিল সে। পড়বার সময় একা নয়, বরং তাকে নিয়েই পড়ল অ্যাশলে। ফের হাঁটু দিয়ে ওর কুঁচকিতে মারবার প্রয়াস চালাল সে, কিন্তু দুই পা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ও, এবং জবর লাথি হাঁকাল। চিৎ হয়ে ভূপতিত হলো সে, ঝটিতি লাফিয়ে উঠেও পড়ল।

'আচ্ছা, বিদ্বান! তুমি তা হলে লড়তেও জানো, হ্যাঁ?' বিদ্রূপ লেভিনের কণ্ঠে, পরিশ্রমের কারণে হাঁপাচ্ছে।

'কিছু কিছু,' বলল অ্যাশলে। 'কিন্তু কালো পতাকার মারপিটে সেরা লড়িয়ে নই আমি।'

ঝড়ের বেগে আক্রমণ করল সে। বাম হাতের জ্যাব

কষল ওর মুখে। কনুই দিয়ে ঠেলে মার সরিয়ে দিল অ্যাশলে, অন্য হাতে হৃৎপিণ্ডে মারল আবার।

হেসে উঠল সে। 'বোকার হদ্দ, ওখানে পাঁজরের হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। ওখানে মেরে কোন কাজ হবে না। ওগুলো লোহা হয়ে গেছে!'

অ্যাশলে ধাপ্পা দিল যেন তার মাথায় মারবে, মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল, একেবারে কাছ থেকে জবর ঘুসি হাঁকাল বুকে। এক সেকেণ্ড বাদে আবারও একই জায়গায় ঘুসি হাঁকাল। তারপর, একে অন্যের সঙ্গে যখন জড়িয়ে আছে, পাঁজরের পাশে দুটো ঘুসি হাঁকাল।

ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল লেভিন, রেগে গেছে। ওর মুখে মারল এবার। বাউলি কেটে সরে গেল অ্যাশলে, শেষ মুহূর্তে ওজনদার ডান হাতের ঘুসি বসিয়ে দিল।

এগিয়ে আসছিল সে, পরের ঘুসিটা তাকে স্রেফ থামিয়ে দিল। অ্যাশলে বুঝে গেল এবার কায়দা মতো পেয়েছে সাবেক কালো পতাকাধারীকে, লড়াইয়ের গ্রাফ এখন থেকে নিম্নমুখী হবে। হাতের চেটো দিয়ে ধাক্কা দিল লেভিনের চিবুকে, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় ও ব্যথা প্রকাশ করল সে; কিন্তু নিষ্ঠুরের মতো বাম পাশে সরে গিয়ে ডান হাতে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল মাঝ-বুকে। পরের ঘুসি চালাল পেট ও হৃৎপিণ্ড বরাবর।

ছিটকে সরে গেল লেভিন, জবর ঘুসিতে অ্যাশলের মুখে এক জায়গায় কেটে গেল। কিন্তু বিনিময়ে পেটে দুটো তিনগুণ শক্তিশালী ঘুসি খেল। এর সবক'টা টলিয়ে দিয়েছে তাকে।

পিছিয়ে গেল সে, ঘুরপাক খাচ্ছে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে কী করবে ওকে নিয়ে। এখন আর একটুও আমোদ বা তাচ্ছিল্য নেই তার চোখে-মুখে, খুব সিরিয়াস। বুঝে গেছে সামান্য স্কুলটীচার বা বিদ্বান নয়, বরং মারপিটে দক্ষ একজন লোকের মোকাবিলা করতে হচ্ছে; যা তার সারা

Boighar.com

জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। একে পাকা লড়িয়ে, উচ্চশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

শেষে ছুটে এল টমাস লেভিন, সমানে ঘুসি চালাতে শুরু করল। মাথা নিচু করে একটা ঘুসি এড়াল অ্যাশলে, কিন্তু দ্বিতীয়টা চিবুকে লাগল। মোক্ষম আঘাত! চোখে সর্ষে ফুল দেখল ও, দেহের ভারসাম্য রাখতে না-পেরে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। মাথা ঘুরছে ওর, দুনিয়া চক্কর খাচ্ছে; উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। সপাটে ওর মুখে লাথি হাঁকাল লেভিন, শেষ মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেল অ্যাশলে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। লাথি এসে পড়ল মাথার পাশে এবং আঘাতের প্রচণ্ডতায় ফের ধুলোয় ছিটকে পড়ল।

ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল লেভিন, দুই গোড়ালি সহ পুরো শরীরের ওজন নামিয়ে আনবে অ্যাশলের পেটে; কিন্তু দুই হাঁটু চালিয়ে তাকে সরিয়ে দিল অ্যাশলে, লাফ দিয়ে উঠে বসল। পড়ন্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর জোরাল লাথি খেয়ে পিছলে গেল সে, গড়ান দিয়ে চিৎপাত হলো। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ওর পাশে পড়ল সে, থাবা মেরে ওর মুখে খামচি মারতে চাইল, নাগাল পেলে চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেবে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তখন অ্যাশলে, বুনো উন্মত্ততা ও রাগ অনুভব করছে; ভয় তাড়া করল ওকে, এবং এ ক্ষেত্রে যা হয়, তীব্র আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে লেভিনের হাত খামচে ধরল ও, টান দিয়ে নিজে উঠে পড়ল। কনুই দিয়ে নাকে আচ্ছা একটা আঘাত মেরে দিল।

বিচ্ছিরি গাল বকল লেভিন। উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে দুর্বলতা কাটিয়ে নিল, তারপর বিপুল বিক্রমে ছুটে এল। সমানে দুই হাত চালাচ্ছে। ঘুসির পর ঘুসি মেরে চলেছে। মারের চোটে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো অ্যাশলে, হাতুড়ির মতো চালাচ্ছে হাত দুটো। মুখে লাগছে একটা পর

বইঘর.কম

একটা। সামলে নেয়ার কোন সুযোগই পাচ্ছে না অ্যাশলে, কিংবা ঘুসি ঠেকানোর মওকাও নেই।

চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অ্যাশলে। অতি উৎসাহে ওর উপর চড়াও হতে গেল লেভিন। পড়ন্ত অবস্থায়, মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল অ্যাশলে, তারপর দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

এবার বাঘের মতো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। একটা ঘুসিও বসাতে পারছে না অ্যাশলে, বরং দুই কনুই কাছাকাছি রেখে যথাসাধ্য ঠেকানোর চেষ্টা করছে এবং দুই হাত রেখেছে মুখের সামনে। আরও একটু সময় নিলে হয়তো অ্যাশলেকে শেষ করে দিতে পারত সে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভজকট করে ফেলল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় পিছিয়ে গেল অ্যাশলে, দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ল মাটিতে। জীবনে বহু মুষ্টিযুদ্ধ করেছে অ্যাশলে, কিন্তু লেভিনের মতো কাউকে পায়নি। একেবারে অপ্রতিরোধ্য সে, লাগাতার ঘুসি চালিয়ে যেতে জানে।

শেষে, যখন আর কোন ভাবেই ঠেকাতে পারছে না, বিকল্প বুদ্ধি ধরল অ্যাশলে। মাথা দিয়ে ঠেলা দিল লেভিনের বুকে, মুগুরের মতো আঘাতে খাবি খেল সে, বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস। এবার সেকেণ্ড তিনেকের বিরতি পেয়ে পাল্টা আঘাত শুরু করল অ্যাশলে। ওর টার্গেট—পাঁজর, বুক আর পেট। একের পর এক ঘুসি চালিয়ে গেল তিন জায়গায়। কোন বাছ-বিচার করছে না।

মরিয়া চেষ্টা চালাল লেভিন। ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল সে, দুর্বল ঘুসি চালাল চিবুকে, কিন্তু সেটা অনায়াসে এড়িয়ে গেল ও। এক পা এগিয়ে ফের ঘুসি চালাল। গায়ের জোরে আপারকাট ঝাড়ল চিবুকে। টলে উঠল লেভিন, টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল দুই কদম। হাঁটু বেঈমানি করল তার সঙ্গে। পড়ন্ত অবস্থায় ছুরির জন্যে হাত বাড়াল সে।

থাবা দিয়ে ছুরির বাঁট ধরে ফেলল অ্যাশলে, কিন্তু ব্লেডটা

Boighar.com

নির্দয় ভাবে উপরে চালাল লেভিন—লক্ষ্য অ্যাশলের পেট। যদি পৌঁছতে পারত, সেক্ষেত্রে ভুঁড়ি গালিয়ে দিতে সক্ষম হতো, এক পাশ থেকে অন্য পাশে। অন্য হাতে, ততক্ষণে নিজের ছুরি বের করে ফেলেছে অ্যাশলে।

এ এমন এক বিদ্যে, যেটায় অ্যাশলের দক্ষতা মল্লযুদ্ধের চেয়ে শ্রেয়তর। এগিয়ে এল সে—কিন্তু তৈরি আছে অ্যাশলে—ছুরির ব্লেড নিচু; শরীরের নরম অংশগুলো ওর টার্গেট। ফের তেরছা ভাবে ছুরি চালাল সে, কিন্তু ছুরি দিয়ে সেটা ঠেকিয়ে দিল অ্যাশলে, ঘাতক ব্লেড পিছলে গেল।

এক পা আগে বাড়ল ও, নিজেই হামলা করবে। লেভিনের ছুরি ছুটে এল, এবার ঊর্ধ্বমুখী। একটু দেরিতে দেখতে পেল ও, ফাঁদ এড়ানোর চেষ্টা করল। ছুরির ব্লেড ওর কুঁচকির দিকে ছুটল।

এখন একটাই করণীয়।

লেভিনের কাঁধকে ভারসাম্যের কেন্দ্র হিসাব করে, আচমকা বাম পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। চরকির মতো ঘুরল। কুঁচকির উদ্দেশে ছুটে আসা ব্লেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে গেল…চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল অ্যাশলে।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখোমুখি হলো লেভিন, খুনের নেশা চেপে গেছে। তৈরি খুন করতে। শীতল শিহরণ বয়ে গেল অ্যাশলে ক্রুডারের মেরুদণ্ড বেয়ে। এই প্রথম উপলব্ধি করছে এই লড়াই সাধারণ কিছু নয়; অনেক দৌড়-ঝাঁপ, ছোটাছুটি এবং সংঘর্ষের মধ্যে বুঝতে পারেনি যে এটা আমৃত্যুর লড়াই। যে-কোন একজন মৃত্যুবরণ না-করা পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে।

তবে অবচেতন মনে যে ধারণাটা একেবারে ছিল না, তা নয়।

টমাস লেভিনের দিকে তাকিয়ে, তার মুখে দানবীয়

হিংস্রতা, চোখে খুনে জিঘাংসা, পাশবিক উন্মত্ততা শরীরের ভাষায়–ঠিক সেই মুহূর্তে অ্যাশলের মনে হলো বেঁচে থাকতে হবে। মরা চলবে না!

এসে গেছে সে। ওর ছুরির ডগা লেভিনের কাছাকাছি, ঝুঁকে পড়ে মাটির উপর অন্য হাত রেখে ভর চাপিয়ে দিল অ্যাশলে।

ভারসাম্যহীন ও বিপদাপন্ন অবস্থায় উঠে দাঁড়ানো কঠিন বৈকি। ওকে ঘিরে চক্কর কাটছে সে, আর তাল মিলিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে অ্যাশলেও ঘুরছে।

আচমকা কাছে চলে এল সে।

সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়িয়ে লেভিনের গোড়ালির ভিতর ঢুকিয়ে দিল ও, সামান্য টান দিল। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল লেভিনের। কয়েক ইঞ্চি পা ফিরিয়ে আনলেও সেটা বিপুল বেগে চালাল অ্যাশলে, লেভিনের হাঁটু গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো জোরে লাথি হাঁকাল।

পুরোপুরি লাগলে পা ভেঙেই যেত, কিন্তু শরীরে ভর ছেড়ে দিল সে, শরীরকে চিৎ হয়ে পড়তে দিল। সরে যাওয়ায় হাঁটুতে না লেগে হাঁটুর নিচে শক্ত হাড়ের জায়গায় লাগল অ্যাশলের লাথি, তেমন কিছুই হলো না।

পরমুহূর্তে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল ওরা। মুখোমুখি হলো।

ভয়, তাচ্ছিল্য, অহঙ্কার বা বিদ্রূপ কোনটাই নেই টমাস লেভিনের চোখে-মুখে, এখন সেখানে শুধুই হাতের কাজ শেষ করবার অদম্য তাগিদ ও মরিয়া উন্মাদনা। আরও একটা ব্যাপারও আছে: সে এখন জানে লড়াইটা মোটেই একতরফা নয়, বরং সব ওলট-পালট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আচমকা কোত্থেকে যে রাজ্যের আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে অ্যাশলের মধ্যে। আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ হিসাবে পশ্চিমে এসেছে ও, হতাশ ও মরণেচ্ছু একজন মানুষ, কিন্তু সব

Boighar.com

প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে টিকে গেছে, সবকিছুতে টমাস লেভিনের সঙ্গে সমানে-সমান পাল্লা দিয়েছে, এবং লেভিনই প্রথম ছুরি বেছে নিয়েছে।

অ্যাশলের হাতের ছুরিটা বহুদিন ধরে ওদের পরিবারে স্মারক হয়ে আছে। বহু আগে একসময় ভারতবর্ষে ছিল, কত ইতিহাস যে আছে এটার সঙ্গে মিশে! এত উৎকৃষ্ট ইস্পাতের তৈরি ছুরি ব্যবহার করেছে ওর পূর্বপুরুষরা—এমন ঐতিহ্য এমনিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্রুডারদের আগে অন্য পরিবারেও বহু হাত ঘুরেছে ছুরিটা।

এটা বিশেষ কিছু। সাধারণ ছুরি নয়।

নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আবিষ্কার করছে অ্যাশলে। এই ছুরি ওকে প্রেরণা জোগায়, আত্মবিশ্বাসী করে তোলে···

সাক্ষাৎ যমদূত চলে এসেছে সামনে, খেয়াল করল অ্যাশলে, খুন করতে চলে এসেছে···

লেভিন ক্ষিপ্র। ছুরির ব্লেড যেন সাপের জিভ, তীক্ষ্ণ ব্লেডের পোঁচ বাহুতে অনুভব করল অ্যাশলে—চিরে ফেলেছে জায়গাটা। গভীর নয়, কিন্তু এমন আরও কয়েকটা কশাঘাত যদি তৈরি করতে পারে ওর শরীরে···বেঁচে থাকতে হবে না আর। বহু ছুরির লড়িয়ে এ কৌশল অবলম্বন করে, তীক্ষ্ণধার ব্লেড দিয়ে চামড়া ফালা ফালা করে ফেলে, অথচ কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বীর খুব কাছে যায় না; নিজে সবসময় নাগালের বাইরে থেকে যায়। এমন দশ-বারোটা জখম থেকে যে রক্তপাত হবে, ক্রমে দুর্বল হবে ভুক্তভোগী এবং শেষে মারা পড়বে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে।

টমাস লেভিন এখানে সময়ক্ষেপণ করছে না, কিংবা সময় পেতেও লড়ছে না। আপাতত চাইছে আরও সতর্ক হয়ে থাকুক অ্যাশলে, মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না, এই ফাঁকে মোক্ষম সময় আসবে—মোক্ষম সুযোগ তৈরি করে নেবে সে।

চক্কর কাটছে সে। তৈরি সবসময়। ফের ব্লেড চালাল,

বইঘর.কম

কিন্তু ওটা ঠেকাতে গিয়ে সামান্য দেরি হয়ে গেল এবার অ্যাশলের।

আরও একটা ছোট্ট ফালা তৈরি হলো অন্য বাহুতে। এখন দুই বাহুতে দুটো ফালা তৈরি হয়েছে অ্যাশলের, রক্ত ঝরছে। বাম বাহু নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন নয় ও, ওটা বগলের কাছে রাখল—মেলে দিচ্ছে না।

পলকের জন্যে চোখাচোখি হলো লেভিনের সঙ্গে, ইচ্ছে করে অ্যাশলে ভাব দেখাল যেন দুর্বল বোধ করছে। চক্কর কেটে সরে গেল। ধাপকি দিল লেভিন, এত আচমকা যে সরে যেতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলল অ্যাশলে। উল্টে পড়বার দশা হলো ওর।

সময় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নয় সে, তবে সুযোগও ছাড়ল না। ছুরির ব্লেড আবারও ঝিকিয়ে উঠল। এবার সাফল্যের সঙ্গে ছুরি আটকে দিল অ্যাশলে, কিন্তু একইসঙ্গে সামান্য জড়তা ও শ্লথ যেন, এমন ভাব করল।

আচমকা এক পা এগিয়ে এল সে, নাগালের মধ্যে ঢুকে গেছে। চোখের পলকে দুই চোখের মাঝখান লক্ষ্য করে ছুরি চালাল, কিন্তু সেটাও ঠেকিয়ে দিল অ্যাশলে। মুহূর্তের জন্যে বাহুর মাংসপেশির জোরে ছুরি দুটো গায়ে গায়ে আটকে থাকল, দু'জন মুখোমুখি।

'এবার আমি তোমাকে খুন করব, বিদ্বান!' স্মিত হেসে, মৃদু স্বরে বলল টমাস লেভিন, এখন আর হিংস্রতা নেই চেহারায়।

'তাই?' অ্যাশলে এমন ভাব করল যেন দুর্বলতায় মূর্ছা যাবে, পড়ে যাবে মাটিতে, যদিও শক্তি দিয়ে ঠিকই ছুরি ধরে রেখেছে। ধরে রাখা মানে আটকে রাখা। অন্যের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আটকে রাখতে হয়, ঠিক দাঁড়িপাল্লার মতো। কেউ দুর্বল হয়ে গেলে অন্যজন তখন চরম আঘাত হানতে পারে।

Boighar.com

আচমকা ছুরি সরিয়ে নিল সে, ভান করল যেন আঁড়াআড়ি আঘাত করবে। আর অ্যাশলে ভাব করল ওর ডান বাহু যেন অবশ বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, গতিও শ্লথ হয়ে গেছে। ওকে ঘিরে চক্কর কাটল লেভিন, সুযোগ খুঁজছে, অপেক্ষায় আছে এসে যাবে আসল সময়।

সময়টা এল আচমকা।

সামান্য নিচু হয়ে গেছে ওর ছুরির ডগা। এরপর যে দুর্বলতার বিরুদ্ধে জোর করে দাঁড়াতে হচ্ছে, এমন ভাবে বাহু উপরে তুলে ডানে সরে গেল ও, ডান বাহু সরিয়ে দিল শরীরের কাছ থেকে। লেভিনকে ফাঁদে ফেলতে এ আয়োজন, কিন্তু অ্যাশলে কল্পনাও করেনি অসামান্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হামলা করবে সে, এত দ্রুত আর আচমকা যে অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেল। সামান্য হেরফের হলে আর রক্ষে ছিল না!

লাফিয়ে সামনে চলে এল সে, অ্যাশলের পেট বরাবর ছুরি চালাল। শরীরের ক্ষিপ্র মোচড়ের কারণে বেঁচে গেল অ্যাশলে, আর শেষ মুহূর্তে বাম হাতের তালু দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে লেভিনের ডান বাহুতে। সামান্য হলেও লক্ষ্যচ্যুত হলো সে। ছুরি চলে গেল দুই ইঞ্চি পাশে, ফলে পেটের চামড়াকে পাশ কাটিয়ে, শার্ট ফুটো করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো অ্যাশলের ছুরির ফলা। হাতটা নিষ্ঠুর ভাবে নেমে এল ওর, কোপ মারবার ভঙ্গিতে লেভিনের কব্জির উপর চালাল ছুরি। আঘাত আসছে দেখতে দেরি হয়ে গেল তার এবং হাতের চেটো দিয়ে আঘাত সরিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেল। ছুরি সেও চালিয়েছে অন্য হাতে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তবে এবার আর মিস্ হয়নি অ্যাশলের ছুরি। মোক্ষম জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে। সোলার প্লেক্সাসে। বাঁট সহ ঢুকে গেছে পুরো ব্লেড।

এই প্রথম আঘাত, যেটা তার শরীরে লেগেছে। গুঙিয়ে

বইঘর.কম

উঠল সে। বাম হাতে লেভিনের কাঁধ চেপে ধরল অ্যাশলে, প্রবল ঝাঁকিতে আরও চাপ বাড়াল ছুরিতে। তারপর এক টানে বের করে আনল।

গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল জখম থেকে, মুহূর্তে লাল হয়ে গেল শার্ট এবং বুক ও পেটের সামনেটা।

অ্যাশলের পাশে চলে এল সে, কিন্তু সরে গেল ও। ফের আঘাত করবার ইচ্ছে নেই। এবং নিজেও ছুরি খাওয়ার ইচ্ছে নেই। সময় শেষ হয়ে গেছে টমাস লেভিনের। বেশি বাকি নেই।

'নিকুচি করি তোমার!' খিস্তি করল সে, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল টমাস লেভিন।

হেঁটে চলে গেল অ্যাশলে, পড়ে থাকা থম্পসন তুলে নিল। মাটিতে ছুরি গেঁথে পরিষ্কার করে নিল, শেষে স্ক্যাবার্ডে রেখে দিল।

রাইফেলটা কোমরের কাছে রেখেছে অ্যাশলে। বলা যায় না, লাগতে পারে।

'ওকে নিয়ে যাও,' ক্রুদের উদ্দেশে বলল অ্যাশলে। 'তারপর যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়ো।'

অ্যাশলে জানে, বন্ধুদের রাইফেল ওকে কাভার করবে।

নেতার দিকে তাকাল ওরা, এখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে এবং রক্তক্ষরণ চলছে। আদপে রক্তের একটা দলায় পরিণত হচ্ছে। একে একে অ্যাশলের বন্ধুদের অস্ত্রগুলো দেখল।

'গোল্লায় যাক ও!' নেহাত ঘৃণা প্রকাশ পেল এক ক্রুর কণ্ঠে।

'এখানে কোন গুপ্তধন নেই, ছিলও না।'

নড করল দু'জন, এক কোণে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে আলোচনা করল। অ্যাশলে অপেক্ষা করছে, টমাস লেভিন হয়তো গুপ্তধনের ব্যাপারে মুখ খুলবে। কিন্তু কিছুই

Boighar.com

বলল না সে।

রাইফেল নেড়ে ইশারা করল অ্যাশলে। ঘুরে দাঁড়াল ক্রুরা, উল্টো ঘুরে ওদের ঘোড়ার কাছে চলে গেল। সমানে বিষোদ্গার করছে লেভিনের বিরুদ্ধে। অবশ্য সবাই নয়। তবে এ মুহূর্তে টমাস লেভিনের পাশে থাকবার ইচ্ছে কারোই নেই।

লেভিনের দিকে তাকাল অ্যাশলে। মানুষটার মনের জোর আছে, স্বীকার না-করে পারা যাবে না। একই ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে, শরীরের নিচের অংশ থেকে মাটির উপর রক্তের পুকুর জমে গেছে। আরও বেশি, যে-কোন সময়ের চেয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। দু'হাতে জখম চেপে ধরে রেখেছে।

'নিকুচি করি, বিদ্বান!' শান্ত, হতাশ স্বরে বলল সে। 'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আচ্ছা, কী বই পড়েছ তুমি, কোথায় লেখা ছিল এসব?'

'আমি দুঃখিত। তুমি আমাকে বাধ্য করেছ।'

'ভেবেছিলাম সাগরে মরব,' বিড়বিড় করল সে। 'অথচ এখানে অসম্মানের সঙ্গে মরতে হচ্ছে...একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার...'

'জেক,' দৃষ্টি না-ফিরিয়েই বলল অ্যাশলে। 'জ্যানেটকে নিয়ে ঘোড়ার কাছে যাও। ওই লোকগুলো হয়তো মত বদলে ফিরে আসতে পারে।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল জেক আবেল। স্কেরিট ও ক্রিমাল সাহায্য করল ও'ব্রায়ানকে।

'পাথরের আড়াল থেকে কাভার দেব,' জানাল গ্রেগরি শোহান। 'তৈরি হয়ে গেলে জানিয়ো আমাকে।'

তবুও দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাশলে, জানে না কেন। মানুষটা মারা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে একা রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

বইঘর.কম

অ্যাশলের দিকে ফিরল লেভিন, এখন আর দৃষ্টিতে কিছু নেই। 'তুমি ভাল মানুষ, বিদ্বান, খুব ভাল মানুষ। বিশ্বাস করো বা না-করো, কয়েকজন ভালমানুষ আমার বন্ধু ছিল।' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যাওয়া ক্রুদের ইশারা করল সে। 'বাটপার, অকৃতজ্ঞ। চোরের জাত। অপরাধের খারাপ দিক এটাই, ভাল মানুষের বদলে খারাপ লোকের সঙ্গে মিশতে হয়।' স্মিত হাসল সে। 'এরা আসলেই খুব খারাপ।' কেশে উঠল সে, তীব্র ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে হজম করবার প্রয়াস পেল।

'আহ্, বিদ্বান! আমরা এক দলে হলে কী মজাই না হতো! আর সেটা দেখবার মতো দলই হতো!'

'তোমার জন্যে কি কিছু করবার আছে আমার?'

'করে ফেলেছ, বন্ধু। ওই ব্লেড দিয়ে আগেই সেরে ফেলেছ কাজটা। অন্যের জন্যে তোমার এটাই করবার আছে।' ফের কেশে উঠল সে। অ্যাশলের মনে হলো ঢলে পড়বে। 'যাও, তুমি চলে যাও, ম্যান। কারও দয়ার দরকার নেই আমার। আমাকে একা মরতে দাও...সারা জীবন এভাবেই বেঁচে ছিলাম।'

উপরের শিলাস্তর থেকে অ্যাশলেকে ডাকল গ্রেগরি শোহান।

ধীর পায়ে পিছিয়ে এল অ্যাশলে, তারপর পাথুরে পথে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল। উপরে উঠে, শিলাস্তরের কিনারায় এসে নিচে তাকাল। আলো ফুটতে শুরু করেছে, অস্পষ্ট ভাবে টমাস লেভিনের কাত হয়ে ঢলে পড়া দেহটা দেখা যাচ্ছে। খারাপ মানুষ, তবে দুর্দান্ত সাহসী। লড়াকু লোক।

জেস ও'ব্রায়ান যে চাতালের গর্তে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে অ্যাশলে দেখল গুপ্তধন তোলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে ওদের। জেসের নির্দেশনা অনুসারে গর্ত চওড়া করে নেমে গিয়েছিল দু'জন, নিচ থেকে গুপ্তধন ভরা থলে উপরে

Boighar.com

তুলে দিয়েছে। সব প্যাক করে দুটো ঘোড়ার পিঠে চাপানো হলো, যদিও এর বেশিরভাগ রত্ন বা অলঙ্কার বিশেষ, জেসের বরাতে জানা গেল।

'তা হলে ফিরে যাচ্ছি আমরা,' যারপরনাই স্বস্তি প্রকাশ পেল অ্যাশলের কণ্ঠে। 'সবকিছু নিয়েছ তো?'

শ্রাগ করল ডেমিয়েন ক্রিমাল। 'টুকিটাকি জিনিসই বেশি, কিছু মুদ্রাও আছে...দুল বা অমন কিছু। অন্ধকারের মধ্যে কী আছে যাচাই করতে গিয়ে সময় নষ্ট করিনি। তা ছাড়া, লেভিনের বজ্জাত ক্রুরাও সন্দিহান হয়ে উঠত।'

'জানি, ডেম। তুমি বোধহয় ভ্যান ডিয়েন্সের কথা ভেবেছ।'

'হ্যাঁ, বহুদিন ধরে গুপ্তধন খুঁজেছে সে। হয়তো এক যুগ হবে। ও না-হয় আরও খুঁজতে থাকুক, ওর ভাগ্যে থাকলে পাবে। কিন্তু জ্যানেটের এতে ঠিক চলে যাবে।'

ভোরের আলোয় এগিয়ে চলল ওরা। ঘোড়ার খুর ও স্যাডলের খসখস আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

পাসের চূড়ায় উঠে পিছন ফিরে তাকাল অ্যাশলে ক্রুডার, স্যাডলে ঘুরে বসল, ফেলে আসা প্রকৃতি তখন দুটো রঙে বিলীন হয়ে গেছে: ধূসর ভোরে গাঢ় সবুজ দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর! নিচু জায়গায় ঘোলাটে কুয়াশা আলসেমি করছে।

দূরে, দিগন্তের কাছে কোথাও মান্দান গ্রাম। ফার শিকার না-করে থাকলেও কিংবা সঙ্গে থাকা গুপ্তধন ওদের না-হলেও, প্রফুল্ল মনে এগিয়ে চলেছে অ্যাশলে ক্রুডার, দুর্ঘটনা আর তিক্ত স্মৃতি এ ক'দিনে সহনীয় হয়ে এসেছে। নতুন ভাবে জীবন শুরু করবার স্পৃহা ও ইচ্ছে তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা ছুরি আর দারুণ একটা রাইফেল আছে ওর সঙ্গে।

***

বইঘর.কম